শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ সঙ্কলিত

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

ভক্তি-উপহার

* সৎ-সেবক-আশ্রম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত *

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ সঙ্কলিত

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

(সংক্ষিপ্ত ভাবার্থসহ)

শ্রীশ্রীগৌর-গৌবিন্দ ভজন-পরায়ণ
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বৃন্দের করকমলে
— ভক্তি-উপহার —

প্রকাশক ঃ
১। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস
২। শ্রীনিমাইচন্দ্র লৌহ

সম্পাদক ঃ
প্রিয়াকৃষ্ণ দাস
৩০ শ্রাবণ, ১৪০৭

❊ সৎ-সেবক-আশ্রম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত ❊

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামসুন্দর দাস
শ্রীনিমাইচন্দ্র লৌহ

প্রকাশক তিথি ঃ
ঝুলন পূর্ণিমা
৩০ শ্রাবণ, ১৪০৭ (ইং ১৫ই আগস্ট, ২০০০)।

প্রথম সংস্করণ সংখ্যা ঃ ১১০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস
রাণপতি ঘাট, বৃন্দাবন, মথুরা।

২। শ্রীনিমাইচন্দ্র লৌহ
৩, অক্ষয় দত্ত লেন,
কলিকাতা-৬

৩। শ্রীভাগবত-নিবাস
রমণরেতী বৃন্দাবন
মথুরা-২৮১১২১

৪। শ্রীবিমলেন্দু দাস (কামিল্যা)
গৌরধাম কলোনী
পোঃ রাধাকুণ্ডু
মথুরা-২৮১৫০৪

৫। শ্রীধর গ্রন্থাগার
কামদেবপুর, মোল্লাহাট
হাওড়া-৭১১৩১৪

বর্ণ সংস্থাপক ঃ
ডিজিগ্রাফ
২৯/১/৫, রামজী হাজরা লেন,
হাওড়া-৭১১১০১

মুদ্রক ঃ
প্রিন্টিং সেন্টার
১, ছিদাম মুদি লেন,
কলকাতা-৭০০০০৬

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

সম্পাদকীয়

সর্ব্বযুগাবতার সার শ্রীশচীকুমার পরমকরুণাময় শ্রীগৌরসুন্দরের অসীম করুণায় অশেষ-অন্তরায় অতিক্রম করিয়া শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলেন। শ্রীশ্রীগৌর-গৌবিন্দের ভজন পরায়ণ সুধী শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের নিকট উক্ত গ্রন্থের বিশেষ পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। কিন্তু অধুনা গ্রন্থোক্ত নৈশলীলাত্মক মহাজন-কৃত সুমধুর পদাবলী-কীর্ত্তন প্রায় শোনা যায় না এবং গ্রন্থও দুষ্প্রাপ্য। মহাজনগণের সমুদ্রতুল্য সহস্র সহস্র পদাবলী হইতে নৈশলীলাত্মক পদগুলি সংকলন এবং লীলাবেশে স্ব-কৃত গীতের সংযোজন, তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষ তিথি ভেদে পদের ক্রম-সন্নিবেশ ইহা সাধারণের চিন্তা বহির্ভূত। শ্রীবৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের গূঢ় লীলা সহচর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের এই পদ-সংকলন গ্রন্থ ভজন-প্রয়াসী শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের যে চিত্তোল্লাসের কারণ হইবে সে বিষয়ে অধিক আর বলিবার কি আছে।

মাদৃশ সাধন-ভজন বিহীন মহা মূর্খের পক্ষে এতাদৃশ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যম দুঃসাহস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কেবল সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের প্রেরণা এবং কৃপা-উপদেশ এবং স্নেহাশীর্ব্বাদ একমাত্র সম্বল।

প্রায় ৫/৬ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ প্রাণকিশোর গোস্বামী প্রভুপাদের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমদ্ বিনোদ-বিহারী গোস্বামীজী গ্রন্থরত্ন মুদ্রণের নিমিত্ত আমাকে আদেশ (আগ্রহ) করেন। একথা পরমপূজ্যপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ প্রিয়াচরণ দাস বাবাজী-মহারাজকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অনুমতি এবং উৎসাহ (প্রেরণা) দেন। এবং দুইখানি গ্রন্থও (একটি মূল, একটি ব্যাখ্যাসহ) প্রদান করেন। প্রথমতঃ মূল পদাবলী ছাপিবার ইচ্ছা ছিল কারণ অল্প খরচে হইবে ; কিন্তু গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম ব্যাখ্যা সহ না হইলে পদের অর্থ বোঝা কঠিন হইবে। অর্থোপলব্ধি ব্যতীত কেবল পাঠ বা কীর্ত্তনে আনন্দ কোথায়? বা তদ্দারা উপকারই বা কি হইবে। শ্রীমদ্ রাধাবিনোদ গোস্বামীপাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বৃহৎ দর্শনে হতাশ হইলাম। এমতাবস্থায় শ্রীমদ্ বাবাজী মহাশয়কে নিবেদন করিলাম। বলিলাম কেবল পদের অর্থবোধ হইতে পারে এরূপ সংক্ষিপ্ত অর্থ করিলে কেমন হয়?

তৎপরে শ্রীল গোস্বামীপাদের ব্যাখ্যা অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ প্রদত্ত হইল। সুধী বৈষ্ণববৃন্দ গ্রন্থ আস্বাদনে অর্থ-বৈষম্য দৃষ্ট হইলে স্ব-গুণে সংশোধন করিয়া লইবেন—ইহাই তাঁহাদের চরণে দীনাধমের সবিনয় প্রার্থনা।

গ্রন্থ মুদ্রণের সূচনা হইতে প্রায় ৫ বছর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ অর্থাভাব এবং তদুপরি অত্যন্ত দুর্দৈব বশতঃ স্বীয় শারীরিক অসুস্থতা নিমিত্তই বিলম্বের প্রধান কারণ।

বাস্তবিক এই গ্রন্থ আস্বাদনের অধিকারী একমাত্র তাঁহারই,—যাঁহারা শ্রীগৌর-গোবিন্দের নিগূঢ়-লীলা আস্বাদন লোলুপ এবং স্মরণ-মননে অহর্নিশি অতিবাহিত করেন। বস্তুত শ্রীনিকুঞ্জ-লীলাবিলাসী যুবযুগলের সুখ সম্পাদনে সেবা-অভিলাষীই সাধকের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা।

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত রামজীবনপুর নিবাসী শ্রীমদ্ সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ ঠাকুরের কৃপাপাত্র শ্রীমান্ নিতাইচন্দ্র লৌহ গ্রন্থ মুদ্রণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। প্রেস কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীমান্ বরুণ কুমার চৌধুরী মহাশয় পূর্ণ সহানুভূতি দানে উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীগৌর-গোবিন্দের চরণে তাঁহাদের ভক্তি বর্দ্ধিত হউক এই প্রার্থনা করি।

গ্রন্থ প্রকাশে যাঁহার স্বেচ্ছায় অর্থদানে কৃতার্থ করিয়াছেন—তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে উদ্দেশ্য মাত্র করিতেছি—সৎ-সেবক-আশ্রম পরিচালিত "শ্রীগৌরকথা-সুধা-সংলাপ" এবং "ভক্তি-সংলাপ" এই দুই সংস্থার সেবক-সেবিকাগণের প্রত্যক্ষে-অপ্রত্যক্ষে প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের শ্রীচরণে তাঁহাদের উত্তোরোত্তর শুদ্ধাভক্তি বর্দ্ধিত হউক এবং শ্রীগৌর-গোবিন্দের প্রেমলীলা-রসমাধুরী আস্বাদনে জীবন ধন্য হউক এই আন্তরিক প্রার্থনা তাঁহাদের (শ্রীগৌর-গোবিন্দের) চরণে নিবেদন করি। জীবের পক্ষে ইহ-পরকালের বন্ধু পরম করুণাময় শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের করকমলে শ্রীগ্রন্থ ভক্তি অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হইল।

বাঞ্ছাকল্পতরু আর করুণা সাগর।
পতিত-পাবন তুমি বৈষ্ণব-ঠাকুর।
তব পদ শিরে ধরি করি নমস্কার।
দীনাধম প্রিয়াকৃষ্ণে করহ নিস্তার।।

তারিখ ঃ
ঝুলন পূর্ণিমা
৩০ শ্রাবণ, ১৪০৭
১৫ই আগস্ট, ২০০০

বৈষ্ণবচরণরেণু প্রার্থী
প্রিয়াকৃষ্ণ দাস।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৫৭৬ শকে (মতান্তরে ১৫৮৬ শকে) মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘি থানার অধীন দেবগ্রামে জন্ম। পিতা রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। দেবগ্রামে প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়া সৈদাবাসে আসিয়া ভক্তিশ্রাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সঙ্কল্প-কল্পদ্রুমে গুরুপ্রণালী প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন যে বালুচর গাম্ভীলা-নিবাসী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শাখা শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার পরমগুরু এবং তৎপুত্র শ্রীরাধারমণ তাঁহার দীক্ষাগুরু।

কৃষ্ণচরণ সৈদাবাদনিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের পুত্র ও বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর দত্তক পুত্র। তিনি পরিণত বয়সে সৈদাবাসে বাস করত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। কথিত আছে—শ্রীবিশ্বনাথ এস্থানে থাকিয়াই বিন্দু, কিরণ, কণা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অলঙ্কার কৌস্তভের টীকাও এস্থানে লিখিত।

অপ্রাপ্ত বয়সে তিনি দার-পরিগ্রহ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল না। কথিত আছে,—ইনি বৃন্দাবনে গিয়া স্বগুরুর আদেশে একবার মাত্র গৃহে আসিয়া স্বীয় ভার্য্যার সহিত একরাত্রি যাপন করেন—কিন্তু সারারাত্রি সাধ্বী পত্নীকে শ্রীমদ্-ভাগবত-রসামৃত পান করাইয়া পরদিন প্রত্যুষে গৃহত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ বৃন্দাবনে গিয়া তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধার হইলেন এবং বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের প্রচুরতর কল্যাণ সাধন করেন। তিনি যথা সময়ে বেশাশ্রয় করিয়া 'হরিবল্লভ' নাম ধারণ করেন। (মতান্তরে তিনি আদৌ বেশাশ্রয় করেন নাই।) তিনি একাধারে প্রগাঢ় পণ্ডিত, মহা-দার্শনিক, পরম ভক্ত, রসবিৎ, শ্রেষ্ঠ কবি ও বৈষ্ণব-চূড়ামণি ছিলেন। তাঁহার নাম সার্থকতা দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচিত হয়—

'বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম-প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যখ্যায়াঽভবৎ।।

কথিত আছে তিনি যেস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিতেন তথায় বর্ষার জল লাগিত না। এমন কি উত্তরকালে শ্রীসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় মানসগঙ্গায় ডুবিয়া তিন-চারি দিন পরে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের লিখিত পুঁথির জলস্পর্শশূন্য অবস্থায় সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা—

টীকা—(১) শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থদর্শিনী, (২) গীতার সারার্থবর্ষিনী, (৩) উজ্জ্বল নীলমণির আনন্দ-চন্দ্রিকা, (৪) ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর 'ভক্তিসার-প্রদর্শিনী', (৫) গোপালতাপনীর 'ভক্তহর্ষিনী', (৬) ব্রহ্মসংহিতার টীকা, (৭) দানকেলি-কৌমুদীর 'মহতী', (৮) আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূর 'সুখ-বর্ত্তনী', (৯) অলঙ্কার-কৌস্তভের 'সুবোধিনী', (১০) হংসদূতের টীকা, (১১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকা, (১২) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার টীকা ইত্যাদি। স্বরচিত মুলগ্রন্থ—(১) শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত, (২) শ্রীগৌরাঙ্গালীলামৃত, (৩) ঐশ্বর্য-কাদম্বিনী, (৪) স্তবামৃতলহরী, (৫) সিন্ধুবিন্দু, (৬) উজ্জ্বল কিরণ, (৭) ভাগবতামৃতকণা, (৮) রাগবত্ম-চন্দ্রিকা, (৯) মাধুর্য-কাদম্বিনী, (১০) গৌরগণ-স্বরূপতত্ত্ব-চন্দ্রিকা, (১১) চমৎকার চন্দ্রিকা, (১২) ক্ষণদাগীতচিন্তামণি।

ইঁহার স্থাপিত বিগ্রহ শ্রীগোকুলানন্দজীউ শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন। মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীরাধাকুণ্ডে ইনি অন্তর্হিত হন। শ্রীবৃন্দাবনে পাথরপুরায় ইঁহার সমাধি ছিল, বর্ত্তমানে তাহা গোকুলানন্দে অপসারিত হইয়াছে। ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বালুচরে বাস করেন।

—(শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান)

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

~~~~~○~~~~~
~~~~~

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

মঙ্গলাচরণ

অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়ো।
নিত্যানন্দসখঃ, সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মী প্রাণপতি র্গদাধর রসোল্লাসী, জগন্নাথভূঃ।
সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদঃ সদয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ।।১।।
আজানুলম্বিত ভূজৌ, কনকাবদাতৌ,
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ, কমলায়তাক্ষৌ,
বিশ্বম্ভরৌ, দিবজবরৌ, যুগধর্ম্মপালৌ,
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ, করুণাবতারৌ।।২।।

পরমপূজ্য গ্রন্থকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ প্রার্থনাময় মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—

জীব, সচ্চিদানন্দ ঘনবিগ্রহ-পরম-স্বতন্ত্র্য-মায়াধীশ শ্রীভগবানের অনু-আনন্দস্বরূপ এবং অনুস্বতন্ত্র্য ও মায়াবশ হওয়ায় তাহার একমাত্র অভিলষিত আনন্দ হইতে বঞ্চিত। কলিতমসাচ্ছন্ন পথভ্রান্ত বিষয়-বিষকূপে পতিত জীবের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিতচিত্ত পরমকরুণ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া যাঁহাকে আরাধনায় প্রকট করিয়াছেন;—সেই শ্রী শচীনন্দন-গৌরহরিই কলিজীবের একমাত্র ভজনীয়। স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের ন্যায় মধুর রসের ভক্তগণ প্রেষ্ঠরূপে যাঁহাকে ভজন করিয়াছেন, শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামীর ন্যায় মহারসিক যাঁহাকে প্রিয়স্বরূপে প্রাণপ্রিয়তম রূপে আরাধনা করিয়াছেন। মূল সঙ্কর্ষণ পরম দয়াল প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ শুদ্ধসখ্যের পরমাধাররূপে নিরন্তর যাঁহার সেবা করিয়াছেন—গৌড়রাজ- মন্ত্রী শ্রীল সনাতন গোস্বামী যাঁহাকে একমাত্র গতি জ্ঞানে যাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছেন এবং শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ যাঁহাকে নিত্য প্রেমানন্দের জয়ধ্বজারূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিত্যকান্তা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর যিনি প্রাণপতি,— শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামির উজ্জ্বল রসাত্মক প্রেমরসে যিনি সতত উল্লসিত—শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র হইতে যিনি প্রকটলীলা অঙ্গীকার করিয়াছেন,—সেই কারুণ্যাবতার প্রেমময় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ দেব শ্রীশচীনন্দন স্বকীয় অঙ্গ (শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ) উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি) সপার্যদ-(স্বরূপ-সনাতনাদি) গণের সহিত সদয় হউন।।১।।

শ্রী গ্রন্থকার আরব্ধ গ্রন্থের মঙ্গলময় পরিসমাপ্তি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের উক্ত শ্লোকে অভীষ্ট-বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

যাঁহাদের ভূজযুগল আজানুলম্বিত, যাঁহাদের অঙ্গকান্তি সুবর্ণোজ্জ্বল, নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের

ন্যায় দীর্ঘ ও আয়ত আমি সেই সংকীর্ত্তনের একমাত্র জনক,— বিশ্ব সংসারের ভরণ-পোষণ কর্ত্তা- (গোস্বামি সিদ্ধান্ত পক্ষে,—ভক্তিরসামৃতে জগৎ পরিপোষক) দুইজনের দ্বিজকুল বরেণ্য যুগ ধর্ম্মপালক,—কলিযুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন দ্বারা জগতের মঙ্গলবিধানকারী,—সমস্ত জগতের প্রিয়বিধানকারী—ধনী-দরিদ্র বিদ্বান-মুর্খ, উত্তম-অধম-পাপী-তাপী নির্বিচারে করুণাবিতরণকারী—এমন পরম দয়াল অবতারদ্বয়কে (শ্রীগৌর-শ্রীনিত্যানন্দকে) বন্দনা করি।।২।।

হেলোদ্ধুলিত খেদয়া, বিসদয়া, প্রোন্মীলদামোদয়া
সাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া, চিত্তার্পিতোন্মাদয়া
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া, সমদয়া মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তবদয়া ভুয়াদমন্দোদয়া।।৩।।

গ্রন্থকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাকৃপাপাত্র শ্রীল কবি কর্ণপুর কৃত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ৮ম পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকের দ্বারা তদীয় কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন—হে করুণাসাগর শ্রীচৈতন্য! তোমার যে দয়ায় লোক সকলের যাবতীয় খেদ (শোক-দুঃখাদি) অনায়াসে উৎপাটিত হয়—মন নির্ম্মল হয়—প্রকৃষ্টরূপে প্রেমানন্দের বিকাশ-সাধন করে—সাধ্যবস্তু নির্ণয়ে শাস্ত্রসমূহের মতভেদ জনিত যে বিতর্ক তাহা শাস্ত্রবাক্যের সমন্বয় দেখাইয়া বিবাদের নিরসন করে। সংসার-বিষ-বিশুষ্ক জীবের হৃদয় রসপূর্ণিত করে। চিত্তে উন্মাদনা দান করে। নিরন্তর ভক্তিবর্দ্ধনের দ্বারা চিত্তকে আনন্দিত করে। সর্ব্বত্র সমদর্শন দান করে। মাধুর্য্যের চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত তোমার সেই দয়া জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত উদিত হউক।।৩।।

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং।।৪।।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং।।৪।।

যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মালিন্য (স্বসুখ নিমিত্ত যাবতীয় পার্থিব বিষয় ভোগবাসনা) দূরীকরণকারী,—সংসারোত্থ দাবানল (শোক-দুঃখ-মৃতিভয়-আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) নির্ব্বাপণকারী। মঙ্গলরূপ শ্বেত কুমুদ প্রস্ফুরণে জ্যোৎস্নাস্বরূপ, যাহা পরাবিদ্যা স্বরূপিনী বধুর জীবন স্বরূপ—আনন্দ সমুদ্রের বর্দ্ধনকারী। প্রতিপদে যাহাতে পরিপূর্ণ-অমৃতের আস্বাদন বর্ত্তমান,—যাহা আব্রহ্ম-কীট-পতঙ্গাদি সমস্ত প্রাণীর আত্মাকে প্রেমরসে স্নান করায়—সেই শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউন।।৪।।

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

প্রথম ক্ষণদা,— কৃষ্ণা প্রতিপদ।

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য রাগ-কেদারা।

(১)

দেখ দেখ সোই! মুরতিময় মেহ।
কাঞ্চন কাঁতি, সুধা জিনি মধুরিম,
নয়ন-চসক, ভরি লেহ।। ধ্রু ।।
শ্যামল বরণ, মধুর-রস ঔষধি,
পুরব যো, গোকুল মাহ।
উপজল জগত, যুবতী উমতাওল,
যো সৌরভ পরবাহ।।
যো রস, বরজ গোরী, কুচমণ্ডল
মণ্ডন-বর, করি রাখি।
তে ভেল গৌর, গৌড় অব আওল
প্রকট প্রেম-সুরশাখী।।
সকল ভুবন সুখ কীর্ত্তন সম্পদ
মত্ত রহল দিনরাতি।
ভবদব কোন্? কোন্ কলি-কল্মষ?
যাহা হরিবল্লভ ভাঁতি।।

১। দেখ দেখ! সেই মূর্ত্তিময় মেঘ। মেঘের রূপ কেমন? স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ এবং অমৃতনিন্দি মধুরাস্বাদ—ঐ রূপামৃতে নয়নরূপ পানপাত্র পূর্ণ করিয়া লও। পূর্ব্বে যিনি গোকুল মধ্যে শ্রীশ্যামসুন্দররূপে প্রকটিত হইয়া ব্রজজনের জীবন ধারণের ঔষধিরূপ হইয়াছিলেন। যে সৌরভ-প্রবাহ জগতের যুবতীগণকে উন্মত্ত করিয়াছিল। ব্রজ-সুন্দরীগণ যে রসস্বরূপকে কুচমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ ভূষণরূপে রাখিয়াছিলেন— সেই হেতু অর্থাৎ ব্রজ সুন্দরীর কুচকান্তির সংস্পর্শহেতু শ্যাম-মধুররস-ঔষধি গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া প্রেমকল্পতরুরূপে আজ গৌড়মণ্ডলে প্রকট হইয়াছেন এবং সকল ভুবনের সুখবিধানকারী কীর্ত্তন-সম্পদে দিবারাত্রি মত্ত রহিয়াছেন। গীতকর্ত্তা পরমপূজ্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীমন্ গৌরসুন্দরের কীর্ত্তনসম্পদে বিভূষিত প্রেমোল্লাসময় মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তিতে বিভোর হইয়া বলিতেছেন— যে হৃদয়ে বা যথায় এইরূপ ভুবনমঙ্গল কীর্ত্তন-সম্পদ সদা বিরাজিত তথায় সংসার দাবানলের ভয় কি? আর কলিকল্মষ বা কি করিতে পারে?

(২)

রাগ—কেদার, গান্ধার।

আরে মোর নিতাই সে নায়র।

সংসার-তাপিত— জীবের জীবন,

নিতাই মোর সুখের সায়র।। ধ্রু।।

অবনী মণ্ডলে, আইল নিতাই

ধরি অবধূত বেশ।

পদ্মাবতী-নন্দন, বসু জাহ্নবার জীবন,

চৈতন্যলীলায় বিশেষ।।

রাম অবতারে, অনুজ আছিলা,

লক্ষ্মণ বলিয়া নাম।

কৃষ্ণ অবতারে, গোকুল বিহারে,

জ্যেষ্ঠ ভায়া বলরাম।।

গৌর অবতারে, নদীয়া বিহারে,

নিতাই বলিয়া নাম।

কলি-অন্ধকূপে, পড়িয়া বিপাকে,

ডাকে দ্বিজ গঙ্গারাম।।

২। আরে! আমার নিতাই নাগর! নিতাই মোর সুখের সাগর স্বরূপ। সংসারতপ্ত জীবকুল দর্শন-স্পর্শনে নবজীবন প্রাপ্ত হয়। নিতাই অবধূতবেশে অবনীতে আগমন করিলেন। পদ্মাবতীর নন্দনরূপে ও বসুধা-জাহ্নবার জীবন-স্বরূপ বিশেষকরে শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনলীলা ও শ্রীনাম প্রেমপ্রচারের দ্বারা পতিতোদ্ধার লীলার সহায়রূপে যাঁহার প্রকাশ। যাঁহার রাম অবতারে অনুজ লক্ষণ নাম ছিল। কৃষ্ণ অবতারে গোকুল-বিহারে জ্যেষ্ঠ্যভ্রাতা বলরাম নাম ধরিয়াছিলেন। আর গৌর অবতারে নদীয়া-বিহারে নিতাই নামে খ্যাত হইলেন। শ্রীগৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের অদোষদর্শি-এবং কলিকবলিত জীবের প্রতি অযাচিত-অবাধিত করুণা পূর্ণরূপে প্রকটিত জানিয়া গীতকর্ত্তা দ্বিজ গঙ্গারাম আপনাকে কলি-অন্ধকূপের দুর্ব্বিপাকে পতিত ভাবিয়া দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদকে উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতেছেন।

(৩)

শ্রীকৃষ্ণ আহ। রাগ—ধানসী।

(ধনি গো! আজু) পেখনু, বালা-খেলি।

(যব) মন্দির বাহির-ভেলি

নব জলধরে বিজুরী রেখা, ধন্ধ বাড়াইয়া গেলি।।
(সে যে) অল্পবয়সি বালা, (যনু) গাথনি পঁহুপ মালা,
থোরি দরশসে আশ না পুরল, বাঢ়ল মদন-জ্বালা।
(সে যে) গোরী কলেবর লূনা,* (যনু) কাজরে-উজোর-সোনা,
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনী, দুলহ লোচন-কোণা।
ঈষৎ হাসনি সনে, (মুঝে) হানল নয়ন-বাণে,
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

কোন সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

সখী গো! আজ এক বলিকার খেলা দেখিলাম। সে যখন মন্দির হইতে বাহির হইল- যেন নবমেঘ হইতে বিদ্যুৎরেখা বহির্গত হইল এবং আমার ধাঁধা বাড়াইয়া চলিয়া গেল। সেই অল্পবয়স্কা বালার প্রত্যঙ্গ যেন্ গ্রথিত পুস্পমালার ন্যায় সুন্দর, তার অল্প দর্শনে দর্শন-আশা পূর্ণ হইল না,— কেবল মদন-যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার অঙ্গখানি যেন কজ্জলোজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গিনী ও কৃশা এবং লাবণ্যময়ী। কেশরী নিন্দিত ক্ষীণকটি। কিন্তু তাহার লোচনকণা অর্থাৎ কটাক্ষ সর্ব্বউপমা রহিত বা দুর্লভ। মৃদুমন্দ হাস্য মিশ্রিত নয়নবাণে আমাকে যেন বিদ্ধ করিয়াছে। পঞ্চগৌড়েশ্বর রাজা শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি রাজাদেশে তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত গীত রচনা করেন- সেজন্য এ গীতের ভণিতায় রাজাকে 'চিরঞ্জীব রহু'- এই বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

(৪)

বালা

না রহে গুরুজন মাঝে,
বেকত অঙ্গ, না ঢাকয়ে লাজে।
বালাজন সঞে বাসে,
তরুণী পাই তহি পরিহাসে।
মাধব! পেখলু রমণী,
কো কহু বালা কো কহু তরুণী।
কেলী-রভস যব শুনে,
অনত হি হেরি, তহি দেই কাণে।
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি,
কান্দন মাখি হাসি, দেই গারি।
কবি বিদ্যাপতি ভাণে,
বালা-চরিত রসিকজন জানে।

৪। নায়ক-নায়িকা (কৃষ্ণ-রাধার) ভাব সংবেত্তা সখীগণের লীলা সম্পাদনের চাতুর্য্যই রসাস্বাদনের চমৎকারিত্ব।

পূর্বোক্ত গীতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শ্রবণে সখি বলিতেছেন— শ্রীরাধারানীর ভাব ও বয়স এখনও নায়কের উপযোগী এরূপ মনে হয় না, এই বাক্যচ্ছলে নাগর শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষা করিতেছেন। দেখ! সেই বালা নবযৌবনার ন্যায় গুরুজনগণের আবেষ্ঠনীর মধ্যে থাকে না। বস্ত্র শিথিল হইলে উন্মুক্ত অঙ্গ পুনরায় ঢাকে না। অন্য বালাজন সঙ্গে থাকে। পূর্ব্ব সঙ্গিণী তরুণী পাইলে তার হাবভাব দেখিয়া পরিহাস করে। মাধব! সেই রমণীকে ঐরূপ দেখিয়া আসিলাম। তাহাকে কেহ বালিকা আবার কেহ বা তরুণী বলিয়া থাকে। আবার কেলি বিষয়ক কথা শ্রবণ করিলে অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে— অথচ সেদিকে কর্ণপাত করিয়া শ্রবণ করে। ইহা দেখিয়া কেহ প্রচার করিলে তাহাতে ক্রন্দনমাখা হাসিতে তাহাকে গালি দিয়া থাকে। উক্ত সখীর ভাবভাবিত গীতকর্ত্তা কবি বিদ্যাপতি নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন— বালিকার চরিত্র রসিকজনই জানে।

(৫)

বালা

শৈশব যৌবন, দরশন ভেল
দোহু দলে বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল।
কবহু বান্ধয়ে কচ, কবহু বিথার।
কবহু ঝাপয়ে অঙ্গ, কবহু উঘার।।
থির নয়ন, অথির কছু ভেলা।
উরোজ উদিত থল লালিম দেলা।
শশীমুখী ছোড়ল, শৈশব-দেহে।
থত দেই তেজল ত্রিবলী তিন রেহে।
অব যৌবন ভেল, বঙ্কিম-দিঠ।
উপজল লাজ, হাস ভেল মিঠ।।
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল-ভাণ।
জাগল মনসিজ, মুদিত নয়ান।।
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
বালা অঙ্গে লাগল পাঁচ-বাণ।।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

৫। সখির উক্তপ্রকার বালিকার স্বভাবের কথা শ্রবণ করিয়া বালিকার শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণের কথা বর্ণন করিতেছেন। দেখ সখি! বালিকার অঙ্গে নব যৌবনের আগমনে তাহার দলবলের সংঘর্ষে বালিকা সংকটে পড়িয়াছে। তাই কখন কেশ বন্ধন করে,— কখন এলাইয়া রাখে। কখন অঙ্গ আচ্ছাদন করে, আবার কখন উন্মুক্ত রাখে।

শৈশবের স্থির নয়ন কিছু চঞ্চল হইয়াছে। রক্তিম দলবিশিষ্ট স্থলকমলের ন্যায় স্তনোদগম হইতেছে। শশীমুখীর (শ্রীরাধার) আর শৈশবদেহ নাই—শৈশবদেহে বিকসিত ত্রিবলীর রেখাত্রয়কে ত্যাগ করিয়াছে। যৌবনের আগমন হইয়াছে। তাই বঙ্কিম দৃষ্টি দেখা যায়। লজ্জার আবির্ভাব হইতে তাহার মধুর স্মিতহাস্য দেখা যায়। চঞ্চল চরণই চিত্তের চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া দেয়। মনে কন্দর্পের উদয়ের কথা মুদ্রিত নয়নই বলিয়া দেয়। সখিভাবে উপস্থিত বিদ্যাপতি নাগরেন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন— মনোযোগসহ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে বালিকার অঙ্গে কন্দর্প লাগিয়াছে।

(৬)

খনে খনে নয়নকোণে অনুসরই
খনে খনে বসন ধূলি ভরে ভরই।
খনে খনে দশনকো ছুটছুটি হাস*
খনে এক অধর আগে গহে বাস।
বালা শৈশব তারুণ ভেট
লখই না পারই জেঠ কনেঠ।
হৃদয় মুকুলিত হেরি থোরি থোরি
খনে আচর দেই খনে ভই ভোরি।
চঁওকি চলয়ে খনে, খনে চলু মন্দ
মনমথ পাঠ কো, করি অনুবন্ধ।
দূতী সেয়নী করহ সোই ঠাট,
পণ্ডিত হাম পড়াওব পাঠ.
চেতন মঝু, ঝষ-কেতন-তন্ত্র,
অবগহি লেঙ শিখঙ রসমন্ত্র।
আপন-তন-কাঞ্চন-হামে দেই,
যতনহি প্রেম-রতন ভরি লেই।
বিদ্যাবল্লভ ইহ আজীব,
ইহ বিনু দোহুকো জীউ না জীব।

৬। প্রানেশ্বরী-প্রাণেশ্বরের মিলন সুখ-সম্পাদনেই সখীগণের সুখ। শ্রীরাধারাণীর-শৈশব-যৌবনের সন্ধিক্ষণের রূপ বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণের আবেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সুচতুরা সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে ল গিলেন—বালিকা ক্ষণে ক্ষণে অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে কাহাকে যেন অনুসরণ করে। আবার ক্ষণে অবোধ বালিকার ন্যায় বসন ধুলিতে ভরিতে থাকে। কখনও দন্তবিকাশ পূর্ব্বক উচ্চহাস্য করিতে থাকে। কখনও মুখাগ্রে বস্ত্রাবৃত্ত করিয়া থাকে। (হাস্য গোপন করে)। বালিকার শরীরে শৈশব ও তারুণ্যের মিলন হওয়ায়,—উভয়ের মধ্যে কাহার প্রাধান্য বেশী বা কম ঠিক লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। হৃদয় (স্তন) কিছু কিছু মুকুলিত

দেখা যায়; কিন্তু বালিকা-তাহাতে কখনও বস্ত্রাবৃত করে—কখনও বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকে। কখনও চমকিত হইয়া দ্রুত গমন করে, আবার কখনও ধীর গতিতে চলিতে থাকে;—ইহা মন্মথ পাঠের উপক্রম মাত্র। শেষে সুচতুরা সখী—বলিতে লাগিলেন—আমি পণ্ডিত—এই মন্মথ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা জানি। আমি তাহাকে পাঠ পড়াইব। আমার কন্দর্প-তন্ত্র জাগ্রত। তাহাকে (বালাকে) অবগাহন করাইয়া রসমন্ত্র শিক্ষা দিব। সে যদি তাহার দেহরূপ কাঞ্চন-পেটিকা আমাকে প্রদান করে (অর্থাৎ আমাতে আত্মসমর্পন করে) তাহলে আমি যত্নপূর্ব্বক প্রেমরত্ন পূর্ণ করিয়া লইব। তত্রোপস্থিতা সখীভাবেশে পদকর্ত্তা বিদ্যাবল্লভ কহিতেছেন—ইহাই (প্রেমই) জীবনের অবলম্বন—ইহা বিনা দুইজনের জীবন বাঁচিবে না।

(৭)

আওলি দুতী, রহসি—চলু বালা,
পুছইতে—শুনই কহই সোই কালা।
কমল-নয়ন, রূপগুণক ফান্দে,
সুচতুর-দূতী, রমণী-মন বান্ধে।
জানল বাত, মনোভব-ভূপে,
ধনি ডারল, লালস-রস-কূপে।
তব দুতীক করু শরণ কিশোরী,
সো দেওলি, অভিসার কো-ডুরী।
সংভ্রমে গহি গহি, তা, করমূল,
পাওলী ধনী, যমুনাকে কুল।
সাধসে ধাধসে ধক ধক প্রাণ,
কহে হরিবল্লভ ভেটই কান।

শ্রীরাধার নিকট দূতীর আগমন—

৭। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূতী শ্রীরাধার নিকট আগমন করিলেন এবং শ্রীরাধারাণীকে নির্জনে লইয়া গেলেন। 'শ্রীরাধা যা' কিছু প্রশ্ন করেন—তার উত্তরে দূতী সেই শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ই শোনাইতে থাকে। সুচতুর দূতীর বর্ণনা কৌশলে শ্রীকৃষ্ণের কমল-নয়ন, রূপ-গুণ মাধুরীর ফাঁদে শ্রীরাধার মন বাঁধিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তায় দূতী জানিতে পারিলেন কন্দর্পরাজ শ্রীরাধাকে লালস-রসকূপে ফেলিয়াছে। তখন শ্রীরাধা দূতীর শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ করিলেন। দূতী—তাঁহাকে অভিসারের নিমিত্ত পরামর্শ দিলেন। রাধা সম্ভ্রমের সহিত দূতীর করমূল ধারণ করিতে করিতে যমুনাকুলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ভয়ে ও আকাঙ্খায় প্রাণ কম্পিত হইতে লাগিল। সখী ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ প্রাণেশ্বরীর অন্তরে দর্শনলালসা অথচ বাহিরে ভীতি এই ভাবদর্শনে সান্ত্বনাবাক্যে বলিতেছেন নির্ভয়ে কানুর সহিত মিলিত হও।

(৮)

বালা,—ধানসি

এ সখি! এ সখি! লই যনি যাহ,
মুঞি অতি বালিক, অবনত;* নাহ—
পাশ যাইতে অব, জিউ মোর কাঁপে,
কাঁচা কমল, ভ্রমর করু ঝাঁপে?
দূবর দেহ মোর, ঝাঁপল চীর,
যনু ডগমগ করে নলিনীকো নীর।
মা! ইহে কি সহয়ে? জীবকো সাথি?
কোন বিহি সিরজিল পাপিণী রাতি!
(ভণয়ে বিদ্যাপতি, তখনক ভাণ।
কোন দেখত সখি! হোত বিহান?)

শ্রীমতী রাধারাণী এই প্রথম অভিসারে চলিয়াছেন—

৮। পথে চলিতে চলিতে দূতীকে বলিতেছেন। সখি। সখি। তুমি সেখানে লইয়া যাইতেছে (কানুর কাছে)। দেখ আমি বালিকা এবং অযোগ্যা। এখন নায়কের কাছে যাইতে আমার প্রাণ কাঁপিতেছে। কি জানি সেই ভ্রমর অফুটন্ত কমলে ঝাঁপ দেয় কিনা। বস্ত্রাবৃত আমার দূর্ব্বল দেহ যেন কমলপত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মা! জীবনের এই প্রকার শাস্তি কি সহ্য হয়! কোন্ বিধি পাপিণী রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছে? এই কথা শুনিয়া তত্রোপস্থিতা সখি ভাবাবিষ্টা পদকর্ত্তা কবি বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—(আশ্বাস বাক্যে) এই ত প্রভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—ইহা কে না দেখিতেছে।

(৯)

বরাড়ি

কাহে ডরসি ধনি! চলু হাম সঙ্গ,
মাধব নহি পরশিব তুয়া অঙ্গ।
এ রজনী, ফুল-কানন-মাঝ,
কো এক ফিরত, সাজি বহু সাজ।
কুসুমকো ঘোর—ধনুক ধরি পানি,
মারত শর, বালাজন জানি।
অতএ, চলহ সখি! ভিতর্ কুঞ্জ,
যহি হরি রহত; মহাবল-পুঞ্জ

এত কহি, আনল ধনী, হরিপাশ,
পুরল, বল্লভ-সুখ অভিলাস।

৯। প্রাণেশ্বরী রাধারাণীর ভীতিভাব দর্শন করিয়া সুসঙ্গিনী দূতী কহিতেছেন—ধনি! তুমি কি জন্য বা কাহার জন্য ভয় পাইতেছ? আমি তোমার সঙ্গেই যাইতেছি—মাধব তোমার অঙ্গ স্পর্শ করতেই পারিবেন না। এই রজনীতে পুষ্প কানন মাঝে কোন একজন নানা সাজে সজ্জিত হইয়া ভয়ঙ্কর পুষ্পধনু হস্তে ধারণ করিয়া ঘুরা-ফিরা করে,—এবং বালাজন জানিয়া শরাঘাত করে। অতএব সখি! কানন মধ্যে যে কুঞ্জে মহাবলশালী-হরি থাকেন (আছেন) চল আমরা তথায় গমন করি। এই বলিয়া সখী ধনীকে (রাধাকে) কৃষ্ণপার্শে আনয়ন করিল। এতক্ষণে বল্লভের (শ্রীকৃষ্ণের) অথবা সখিভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের সুখাভিলাষ পূর্ণ হইল।

(১০)

ধরি সখি-আচর, ভই উপচঙ্ক,
বৈঠে না বৈঠই, হরি-পরি যঙ্ক।
চলইতে আলী, চলতপুন চাহ,
রস-অভিলাসে, আগোরল নাহ।
লুবধল-মাধব, মুগধল-নারী,
ও অতি বিদগধ, এ অতি গোঙারী।
পরশিতে তরসি, করহি কর ঠেলই,
হেরইতে বয়ন, নয়ন-জল খলই।
হঠ-পরিরম্ভণে, থরহরি কাঁপ,
চুম্বনে, বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ।
শুতলি, ভীত-পুতলী-সম গোরী,
চিত নলিনী, অলি—রহলি আগোরি।
গোবিন্দদাস কহ, ইহ পরিণাম,
রূপকো কূপে, মগন ভেল কান।

১০। দূতীর অঞ্চল ধারণ করিয়া রাধারাণী কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু অত্যন্ত ভীতা হইলেন। কৃষ্ণের পর্য্যঙ্কে বসিয়াও বসিতে চাহেন না। সখি কুঞ্জের বাহিরে যাইতে তাহার সহিত বাহিরে চলিতে চাহেন। তখন রস-অভিলাষী-শ্রীকৃষ্ণ পথ অবরোধ করিয়া রাখিলেন। অতি বিগদ্ধ ও লুব্ধ মাধব, অতি গোয়ারী ও মুগ্ধা শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিবামাত্র দ্রুত হস্ত দিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত সরাইয়া দিলেন। পরে মুখ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে নয়নজল পতিত

হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের বলপূর্ব্বক আলিঙ্গনে থরথরি কম্পিত হইলেন। চুম্বন করিতে—মুখ বস্ত্রাবৃত করিতে লাগিলেন ভীতিভাবযুক্ত পুত্তলিকার ন্যায় শ্রীরাধা শুইয়া পড়িলেন। ভ্রমর যেমন চিত্রিত পদ্মকে আবরণ করিয়া রাখে,—শ্রীকৃষ্ণের দশা ও তদ্রূপ হইল সখী ভাবাবেশ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই রূপের কূপে নিমগ্ন হইলেন।

(১১)

থরহরি কাঁপয়ে লহু লহু ভাষ,
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ।
আজু ধনি পেখনু বড় বিপরীত,
খনে অনুমতি, খনে—মানয়ে ভীত?
সুরতক নামে, মুদই দুই আখি,
পাওল, মদন-মহৌষধি, সাখি!
চুম্বন বেরি, করয়ে মুখ বঙ্কা,
মিলন, চাঁদ, সরোরুহ অঙ্কা।
নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী,
জানল, মদন ভাণ্ডারক ঠোরী!
ফুয়ল-বসন-হিয়া, ভুজে রহু সাটি,
বাহিরে রতন, আঁচরে দেই গাঁঠি!!
(বিদ্যাপতি কি বুঝব বল! হরি—
তেজি তলপ-পরিরম্ভন বেরি।)
ইতি সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

১১। প্রাণেশ্বরীর পুর্ব্বোক্ত স্তম্ভভাব চলিয়া গিয়াছে; থরথর কাঁপিতেছেন। মৃদু মৃদু কথা বলিতেছেন; কিন্তু লজ্জায় উচ্চারণ স্পষ্ঠ হইতেছেনা। আজ ধ্বনি শ্রীরাধার বিপরীত ভাব দেখিতেছি। কেমন? কখন সম্মতি কখনও ভীতি দেখা যাইতেছে। সুরতের নাম শ্রবণেই দুই চক্ষু মুদ্রিত করেন—ইহা মদন মহৌষধি লাভের সাক্ষী। চুম্বনের সময় মুখ বাঁকাইয়া পদ্মিনীর কোড়ে চন্দ্রের মিলনের ন্যায় অপ্রসন্নভাব প্রকাশ পাইতেছে। নীবিবন্ধ স্পর্শ করিতে শ্রীরাধা চমকিত হয়েন,—ইহাতে জানা যায় মদন-ভাণ্ডারের স্থান ঐখানেই। বক্ষ হইতে উন্মুক্ত বস্ত্র দৃঢ়-করিয়া ধরিয়া রাখেন। রত্ন বাহিরে রাখিয়া অঞ্চলে গাঁঠ বন্ধন করিতেছেন। বিদ্যাপতি সখিভাবে বলিতেছেন— শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া শয্যাকে আলিঙ্গনকারিণী অর্থ্যৎ পিছন করিয়া শয়নকারিণীর আমরা কি বুঝিব বল।

—১ম ক্ষণদা সমাপ্ত

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

অথ দ্বিতীয় ক্ষণদা,—কৃষ্ণা দ্বিতীয়া

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—দেশাগ

কুন্দন কনয়া, কলেবর কাঁতি,
প্রতি অঙ্গে অবিরল, পুলককো পাতি।
প্রেমভরে, ঢরঢর-লোচনে চায়,
কতহু মন্দাকিনী, তহি বহি যায়।
দেখ দেখ, গোরা গুণমণি,
করুণায় কো বিহি, মিলায়ল আনি।
জপি-জপায়ে, মধুর নিজ নাম,
গাই গাওয়ায়ে, আপন গুণ-গাম
নাচি নাচাওয়ে, বধির-জড় অন্ধ
কতিহু না পেঁখো, ঐছন পরবন্ধ!
আপহি ভোরি, ভুবন করু ভোর,
নিজপর নাহি, সভারে দেই কোর।
ভাসল প্রেমে, অখিল নরনারী,
গোবিন্দদাস কহে, জাঙ বলিহারী।

১। জগতজীবন চিরসুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের স্বর্ণবিনিন্দিত শ্রীঅঙ্গকান্তি, তাহাতে নিরন্তর প্রেম পুলকাবলি বিরাজিত। প্রেমভরে অশ্রুপূর্ণ ঢলঢল নয়নের চাহনি, যেন শত শত মন্দাকিনী বহিয়া যাইতেছে। পদকর্ত্তা শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্ত গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া আনন্দাবেশে বিশ্ববাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছেন— দেখ দেখ! কোন্ বিধাতা করুণা করিয়া হেন গৌর গুণনিধি মিলাইয়া দিয়াছেন। আপনি আচারি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায় স্বয়ং আচরণ না করিয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশে (প্রচারে) জগতের কল্যাণ হয় না। তাই আমাদের গৌরগুণমণি (গুণের খনি) নিজ মধুর নাম জপ করিয়া এবং অন্যেরে জপাইয়া,— নিজ গুণগ্রাম গাইয়া এবং গাওয়াইয়া স্বয়ং নাচিয়া এবং নাচাইছেন বধির জড়-অন্ধ-ঐপ্রকার অপূর্ব্ব ঘটনা কোথাও দেখা যায় না। স্বয়ং পূর্ণ হইয়া অথবা আপনি ভাবে বিভোর হইয়া সকল জগৎকেও ভাবে বিভোর করিলেন। নিজপর বিচার না করিয়া যে কেহ আসে সবাইকে আলিঙ্গন করেন। এই অপুর্ব্ব প্রেমলীলা দর্শনে সকল নরনারী প্রেমে ভাসিতেছেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ-শ্রীগৌরসুন্দরের গুণমাধুরী স্মরণ করিয়া কহিতেছেন এই লীলার বলিহারী যাই।

(২)

শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য—রাগ ধানসী।

চলে, নিজ-পদভরে, দিগ টলমল করে,
পদভরে অবনি-দোলায়।
আধ আধ কথা কয়, মুখের বাহির নয়,
নিজ-পারিষদে গুণ গায়।।
(দেখরে ভাই!) অবনি-মণ্ডলে, নিত্যানন্দ।
ভায়ার মুখ হেরি, বাড়য়ে আনন্দ ।। ধ্রু।।
পরিধান নীল-ধটি, আটনি নারহে কটি
অন্তর্ভাবে, বাহ্য নাহি জানে।
অঙ্গ হেলি হেলি চলে, গৌর গৌর বলে,
নিশি দিশি, আর নাহি জানে।।
যুগে যুগে রাম, সুজন-প্রতিপালক,
পাষণ্ডীর করিতে বিনাশ
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।।

ব্যাখ্যা নাই—

(৩)

শ্রীকৃষ্ণ আহ-বালা ধানসি।

হেরইতে হেরিনা হেরি,
পুছইতে কহই, না কহ পুনবেরি।
চতুর-সখী সঞে বসই,
হাস-পরিহাস, হসই না হসই!
পেখল ব্রজ-নব-নারী,
তরুণিম-শৈশব, বুঝই না পারি।
হৃদয়-নয়ন-গতি-রীতে,
সো কিয়ে আন, নহে পরতিতে।
ঐছন হেরইতে গোরী,
হঠ-সঞে পৈঠল, মন মাহা মোরি।
তবহি কুসম-শর ভোর,

ছুটল বাণ, ফুটল হিয়-মোর।
গোবিন্দ দাস-চিতে জাগ,
চান্দ কি লাগি, সূরষ-উপরাগ?

শ্রীকৃষ্ণ কোন সখিকে বলিতেছেন—

৩। সেই সুন্দরীর (রাধার) এমনই চাহনি যেন দেখিয়াও (আমাকে) দেখেনা। নিজ সখি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, কিছু উত্তর দেয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলে না। তাহার সখিগণ বড় চতুর-সে তাহাদের সঙ্গেই সর্বদা থাকে। তাহাদের হাস্য-পরিহাসে হাসিয়াও যেন হাসে না। সেই নবীনা ব্রজসুন্দরীকে দেখিলাম, কিন্তু সে বালিকা কি তরুণী ইহা বুঝিতে পারিলাম না।

তাহার হৃদয়, নয়ন ও গমনের ভঙ্গি দর্শনে সে পুর্ব্বদৃষ্ট সেই সুন্দরী অথবা অন্য কেহ নিশ্চয় করিতে পারি না। এই প্রকার দর্শন করিতে করিতেই গৌরী (রাধা) হটাৎ আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তদবধি আমার হৃদয় পুষ্পবাণে বিদ্ধ হইয়াছে। গীতিকার গোবিন্দদাস সখীর ভাববেশে বলিতেছেন— (শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া) তোমার কথা শ্রবণ করে,‘ চাঁদের জন্য সূর্য্যগ্রহণ’— এই কথাটি আমার মনে জাগিতেছে।

(৪)

কৃষ্ণেনসহ উক্তি প্রত্যুক্তি—রাগ বরাড়ি।
(সখীর রঙ্গোক্তি)
মাধব! কৈছে মিলব তোহে সোই,
কুলবতী-বালা, সুলভ নাহি হোই।
(কৃষ্ণের মিনিতি)
এ সখি! এ মঝু তনু মন প্রাণ,
যাই কহ তাহে, দেয়নু দান।
(সখীর রসবর্ষণ)
“তুহু” অতি লোলুপ, গিরিবর ধারী,
সো ধনী অতি পরবশ, পরনারী।
অতি-কুলশীল, লাজ ভয় পুঞ্জে,
কেমন যুকতি তাহে, আনব কুঞ্জে?
এক কুসুম-শর বল যদি করয়ে,
তুহু অতি সুকৃত,—শাখী ফল ধরয়ে।
তব হাম এ যশ, পাওব আজি,
পুরব তোহারি, মনোরথ রাজি

এত কহি আলী, চললি যহি বালা,
গহি হরিবল্লভ, গুণ মণি মালা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখির উক্তি-প্রত্যুক্তি—

৪। সখীর রঙ্গোক্তি! মাধব! আমি কেমন করে তাহাকে তোমার সঙ্গে মিলন করাব। সে কুলবতী রমণী,— তাঁকে পাওয়া দুর্লভ। সখির প্রতি কৃষ্ণের মিনতি— দেখ সখি! আমার দেহ-মন-প্রাণ যাহা বল তাহে (রাধাকে) দান দিলাম (দিব) এই কথা শুনিয়া সখী রসবর্ষি মধুর বাক্যে বলিলেন,— হে গিরিবর ধারী, তুমি অতি লোভী আর সে সুন্দরী পরনারী এবং অত্যন্ত পরাধীনা। উচ্চকুল-স্বভাব-ভয়-লজ্জাযুক্তা। তাহাকে কেমন করে কোন্ যুক্তিতে কুঞ্জে আনয়ন করব? একমাত্র কন্দর্পবান যদি বল প্রকাশ করে, তাহলে তুমি যে সুকৃতবৃক্ষ তাহাতে ফল ধরিতে পারে। তবে আজ আমি এ যশ লাভ করব— এবং তোমার মনোরথ সকল পুর্ণ করিব। এই বলিয়া সখী যেখানে বালা (রাধা) আছেন তথায় গমন করিলেন। গীতকর্ত্তা শ্রীহরি বল্লভ রাধা-কৃষ্ণের গুণরূপ মনিমালা গান করিতে লাগিলেন।

(৫)

সুহই—দেশাগ

আজু হাম পেখলু, কালিন্দী-কুলে,
তুয়া বিন মাধব, বিলুঠই ধুলে!
কত শত-রমণী, মনহি নাহি আনে,
কিয়ে বিখদাহ, সময়ে জল দানে?
মদন-ভূজঙ্গমে, দংশল কান,
বিনহি অমিয়া-রস কি করব আন?
কুলবতী ধরম, কাচ-সমতুল,
মদন-দালাল, ভেল অনুকূল।
আনল বেচি, নিল মণি-হার,
সো তুম পহিরি, করবি অভিসার।
নীল-নিচোলে, ঝাপহ নিজ দেহ,
যনু ঘন-ভিতরে, দামিনী-রেহ,
চৌদিকে চতুরি সখী চলু সঙ্গে।
আজু নিকুঞ্জে, করহ রস রঙ্গে,
বল্লভ, উজ্জ্বল-নিকষ সমান।
নিজ তনু-পরীখ, হেম-দশ-বাণ।

৫। নব-যুবযুগলের প্রেমমিলনে পটিয়সী সখী শ্রীরাধারানীর সমীপে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন— হে রাধে! আমি আজ দেখে এলাম তোমার বিরহে মাধব যমুনাকুলে ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছেন। দেখ! কতশত সুন্দরী রমণী তাহাতে অনুরক্তা, কিন্তু অন্য কাহার প্রতি মন যায়না। সত্যই এ বিষের জ্বালা কি জলদানে সমিত হয়? মদনরূপ সর্প-মাধবকে দংশন করিয়াছে। অমৃতরস বিনা অন্য ঔষধে কি ফল হইবে। দেখ রাধে! তোমার যে কুলধর্ম্ম কাচের সমান। মদন-দালাল তোমার প্রতি অনুকুল হয়ে সেই কাচতুল্য কুলধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া নীলমণিহার (কৃষ্ণরূপ মণিহার) আনিয়াছে। তুমি নীলমণিহার পরিধান করিয়া (অর্থাৎ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ মণিধারণ করিয়া) অভিসারে গমন কর। যেমন মেঘের ভিতরে বিদ্যুৎরেখা লুক্কাইত থাকে,— তদ্রূপ নীল বসনে তোমার উজ্জ্বল অঙ্গকান্তি আবৃত করিয়া এবং চতুরা সখিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গমন কর। এইরূপে নিকুঞ্জে গমন করিয়া কুঞ্জেশ্বর নাগর কৃষ্ণের সহিত রসরঙ্গ কর। বল্লভ (শ্রীকৃষ্ণ) উজ্জ্বল নিকষ (কষ্টিপাথর) সমান। তোমার দশগুণ উজ্জ্বল সুবর্ণতুল্য দেহখানির নির্ম্মলতা নিকষ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রস্তরে পরীক্ষা কর।

(৬)

কানাড়

যাওবি বসনে, অঙ্গ সব গোই,
দূরে রহবি, যনু বাত না হই।
(সজনি!) পহিলহি রহবি লাজাই,
কুটিল-নয়নে দিবি, মদন জাগাই।
ঝাপবি কুচ, দরশাওবি কন্দ,
দৃঢ় করি বান্ধবি, নীবিহক বন্ধ।
মান করবি, কছু রাখবি ভাব,
রাখবি রস, যনু, পুনঃ পুনঃ আব।
ভনই বিদ্যাপতি, প্রথমক ভাব,
যো গুনবন্ত, সোই ফল পাব।

সখীকর্ত্তৃক শ্রীরাধাকে রসরঙ্গের রীতি শিক্ষাদান।

৬। সখী কহিতেছন— দেখ, রাধে,— সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃত করিয়া গমন করিবে। এমন দূরে অবস্থান করিবে যেন কথা বলা সম্ভব না হয়। কিন্তু কুটিল দৃষ্টিপাতে মাধবের মনে কন্দর্প জাগরিত করিবে। স্তনদ্বয় আবৃত করিবে; কিন্তু স্তনমূল দেখা যায়। নীবিবন্ধ দৃঢ়করি বন্ধ করিবে। মান (বাম্য) দেখাইবে। অথচ বাম্যের সঙ্গে কিছু দাক্ষিণ্য ও দেখাইবে। রস এমনিভাবে রাখবে যেন পুনঃপুনঃ আসে—অর্থাৎ একেবারে সকল রস ঢালিয়া দিবে না। এই প্রথম মিলনের রীতি-রসাস্বাদন-গুণবন্ত-(অর্থাৎ যাঁহারা নিত্যলীলাস্বাদনে তৎপর) ভজনানন্দী মহাজনগণই—ইহার ফল প্রাপ্ত হইবেন—অথচ গুণবন্ত শ্রীকৃষ্ণই ইহার ফলভোক্তা।

(৭)

বালা

পরিহর এ সখি! তোহে পরণাম,
হাম নাহি যাওব, সো গিয়া-ঠাম।
অনেক যতন করি, করাওলি বেশ,
বান্ধিতে না জানিয়ে, আপন কেশ।
ইঙ্গিতে না জানিয়ে কৈছন মান,
বচনক চাতুরি, হাম নহি জান,
কবহু না জানিয়ে, সুরতক বাত।
কৈছে মিলব হাম, মাধব-সাথ?
সো বরুনাগর, রসিক-সুজান,
হাম নবনাগরী অলপ গেয়ান।
ভনয়ে বিদ্যাপতি, কি বোলব তোয়,
আজুকো মিলন, সমুচিত হয়।

সখী প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

৭। এ সখি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার কোন দোষ নিও না। আমি সেই মাধবের নিকট যাইব না। তুমি বহু যত্ন করে আমাকে বেশ করাইয়াছ। আমি নিজের কেশ-বন্ধন করতে জানিনা। আমি ইঙ্গিতে জানিনা মান কেমন। আমি বাক্যের চাতুর্য্য জানিনা। কখনও সুরতের কথা জানিনা। অতএব আমি কেমন করে মাধবের সঙ্গে মিলিত হইব? তিনি শ্রেষ্ঠ নাগর ও রসিক-অভিজ্ঞ আর আমি নবীনা-নাগরী ও অজ্ঞানী। পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(সখীভাবে) তোমারে আর কি বল্‌ব—আজিকার মিলন তোমার সমুচিত হয়।

(৮)

বালা

শুন শুন সুন্দরি। হিত-উপদেশ,
হাম শিখাওব, বচন-বিশেষ।
পহিলহি বৈঠবি, শয়ন কো সীম,
আধ নেহারবি, বঙ্কিমগীম।
যব পিয়, পরসই ঠেলবি-পানি,
মৌন করবি, কছু না কহবি বানি।

যব, পিয় ধরি বলে, লেওব পাশ,
নহি নহি বোলবি, গদ গদ ভাষ।
পিয়-পরিরম্ভনে, মোড়বি অঙ্গ
রভস-সময়ে পুনঃ, দেওবি ভঙ্গ।
ভণহি বিদ্যাপতি, কি বোলব হাম,
আপহি গুরু হই, শিখায়ব কাম।

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উত্তর—

৮। হে সুন্দরি! শুন শুন আমি তোমাকে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি হিতোপদেশ শিখিয়ে দেব। তুমি প্রথমে শয্যার এক ধারে গিয়া বসিবে। গ্রীবা বক্র করিয়া অর্দ্ধ দৃষ্টিতে দর্শন করিবে। যখন প্রিয়তম স্পর্শ করিবে তখন হস্ত দূরে সরাইয়া দিবে। কোন কথা বলিবে না—মৌন হইয়া থাকিবে। যখন প্রিয় বলপূর্ব্বক ধরিয়া পার্শে লইবে—তখন গদ গদ স্বরে না না বলিবে। প্রিয় যখন আলিঙ্গনে উদ্যত হইবেন—তখন অঙ্গ ঘুরাইয়া রহিবে। পুনরায় আলিঙ্গনে উৎসাহ দেখাইলে সরিয়া আসিবে। গীতকর্ত্তা বিদ্যাপতি সখীভাবাবেশে বলিতেছেন—আমি আর কি বলিব;—কন্দর্প স্বয়ংই গুরু হইয়া প্রেমের আচরণ শিখাইবে।

(৯)

শ্রীরাগ।

তুয়া গুণে কুলবতী—বরত-সমাপনি, গুরু-গৌরব ভয় ছোড়ি,
গুরুজন-দিঠি, কণ্টক-তরি, আওলী, মনহি মনোরথ ভোরি।
শুন মাধব! তোহে সোপনু ব্রজ-বালা,
মরকত-মদন, কোই যনু পূজই, দেই নব-কাঞ্চন-মালা।।
তুঁহু অতি চপল,—চরিত, যনু ষট্‌পদ, কমলিনী বিপিন-গোয়ারী
মৃদুল-শিরীষ—কুসুম, যনু তোড়বি, লহু লহু করবি, সঞ্চারি।
তরুণী-সমাজে, শুনি, যনু দুরজন, হাসি না দেই করতালি,
দূতীকো মিনতি, এতহু তুয়া পদতলে, গোবিন্দদাস বলিহারি।

৯। সখী শ্রীরাধিকাকে নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আনয়ন করিয়া বলিতেছেন—হে মাধব! শ্রবণ কর,—তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া এই কুলবতী কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া,— গুরুজনদিগের গৌরব ভয় ত্যাগ করিয়া এবং গুরুজনদিগের দৃষ্টিরূপ কণ্টকাবরণ অতিক্রম করিয়া মনোরথে আসিয়াছে। এই ব্রজবালা তোমাকে সমর্পণ করিলাম। যেমন কেহ নূতন স্বর্ণমালা দ্বারা মরকত মণি নির্ম্মিত মদনের মূর্ত্তি পূজা করে—তদ্রূপ ব্রজবালার দ্বারা আমি তোমার পূজা করিলাম দেখ। ভ্রমরের ন্যায় তোমার স্বভাব অতি চঞ্চল। আমার এই কমলিনী বনগমনের জন্য

ব্যাকুল—ইহার শরীর শিরিষ কুসুমের ন্যায় কোমল—অতএব ইহার প্রতি লঘু লঘু ব্যবহার করিবে। তরুণী সমাজে তোমার ব্যবহার শ্রবণে যেন দুর্জ্জনগণ হাস্য করিয়া করতালি ন দেয়। তোমার পায়ে আমার ইহাই অনুরোধ।

(১০)

বালা

সখী-পরবোধি, সেজ-তলে আনি
পিয়া-হিয়, হরখি ধওল নিজ-পানি
ছুইতে বালা মলিন ভই গেলি
বিধু-কোরে কুমুদিনী, কমলিনী ভেলি
নহি নহি করয়ে নয়নে বহে লোর
সূতি রহল রাই, শয়নকো ওর।
আলিঙ্গয়ে নীবি-বন্ধন খোলি
করে কুচপরশে, সেহো ভেল থোরি
আচর লেই বদন, উর, ঝাঁপে
থির নাহি হোয়ত, থর হরি কাঁপে
ভনয়ে বিদ্যাপতি ধৈরয় সার
দিনে দিনে মদন করয়ে অধিকার।

সখী প্রবোধ বাক্যে রাধাকে কুঞ্জে শয্যার উপরে আনয়ন করিলেন। মাধব প্রিয়তমার হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিতে শ্রীরাধা নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন,—যেন চন্দ্রের ক্রোড়ে কুমুদিনী প্রফুল্লিতা না হইয়া কমলিনীর ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। তখন না না করিতে লাগিলেন এবং নয়নে জল ঝরিতে লাগিল। শ্রীরাধা তখন শয্যাপ্রান্তে শুইয়া রহিলেন। রসরাজ সাদরে তাঁহাকে (রাধাকে) আলিঙ্গন করিলেন এবং নীবিবন্ধন সামান্য হইল। অঞ্চল বসনে মুখ এবং বক্ষ আচ্ছাদন করিলেন। পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি কহিলেন—কুন্দর্প দিনে দিনে ধৈয্য ধন ও অধিকার করিলেন অর্থাৎ ধৈয্যচ্যুত করিলেন।

২য় ক্ষণদা কৃষ্ণ দ্বিতীয়া সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

অথ তৃতীয় ক্ষণদা,—কৃষ্ণা তৃতীয়া

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বরাড়ি রাগ

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে,
ভাব-ভরে গরগর, আঁখি নাহি মেলে।
পূরব চরিত যত, পীরিতি-কাহিনী,
শুনি পঁহু মুরছিত লোটায় ধরণী।
পতিত হেরয়িা কান্দে নাহি বান্ধে থির
কত শত ধারা বহে নয়নের নির!
নাচে পঁহু রসিক সুজান
যারগুণে দরবয়ে দারু পাষান
পুলকে মণ্ডিত শ্রীভূজ যুগ তুলি
লোলিয়া লোলিয়া পড়ে হরি হরি বলি
কুলবতী ঝুরেমনে ঝুরে দুটি আঁখি
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে বনের পশু পাখি
যার ভাবে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহসুখ
বলরাম দাস সবে এরসে বিমুখ।

১। শ্রী গৌরসুন্দর পূর্বালীলা, অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন লীলার আবেশে অবশ শরীরে পথে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। ভাবাবেশে অন্তর গরগর—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকেন। কখন পূর্ব্বলীলার চরিতকথা ও প্রেমের কাহিনী শ্রবণে প্রাণগৌর মুর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। পতিত-অর্থাৎ জড়বিষয় ভোগাসক্ত ভক্তিহীন বহির্ম্মুখ জীবের দূর্দ্দশা দর্শনে ক্রন্দন করিতে থাকেন,—স্থির হইতে পারেন না। শত শত ধারে অশ্রু বহিতে থাকে। রসিকজন শিরোমণি প্রভু যখন নৃত্য করিতে থাকেন—যাঁর গুণে কাষ্ঠ পাযাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়। যখন পুলকভূষিত বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া হরি হরি বলিয়া লুটিয়া লুটিয়া পড়িতেন—তাহা দর্শনে কুলবতীগণের অন্তর ক্রন্দন করিত এবং অশ্রুজল নির্গত হইত। শুধু তাহাই নহে,—বনের পশু-পাখী ও কাঁদিয়া চোখের জল ফেলিত। গীতকর্ত্তা বলরাম দাসজী করুণায় অবতীর্ণ পরমকরুণ শ্রীগৌরসুন্দরের কারুণ্যলীলা প্রত্যক্ষ উদিত হওয়ায় নিজ প্রতি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—যে করুণাময়ের কারুণ্যপ্রভাবে গৃহবাসীজন ও আজন্ম অভ্যস্ত গৃহসুখ ত্যাগ করিল—আর সবেমাত্র আমি (গীতকর্ত্তা) এ রসে বিমুখ রহিলাম।

(২)

শ্রীনিত্যানন্দস্য ধানসি

প্রেমে মত্ত মহাবলী, চলে দিগ দিগ দলি, ধরণী ধরিতে নারে ভারা,
অঙ্গ ভঙ্গী সুন্দর, গতি অতি মন্থর, কিছার কুঞ্জর মাতোয়ারা?
প্রেমে-পুলকিত তনু, কণয়া-কদম্ব যনু, প্রেম-ধারা বহে দুটি আঁখে,
নাচে গায় গোরাগুণে, পুরব পড়েছে মনে, ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে।
হুহুঙ্কার মালসাটে, কেশরী-গরব-টুটে, শুনি বুক ফাটি মরে পাষণ্ডী জনা,
লগুড় নাহিক সাতে, অরুণ কঞ্জ হাতে, হলধর মহাবীর বানা।
কেবল পতিত-বন্ধু, রঙ্কের রতন সিন্ধু, অন্ধের লোচন পরকাশ,
পতিতের অবশেষে, রহি গেল গুপ্ত দাসে, পুন পহু না কৈল তলাস।

২। প্রেমোন্মত্ত মহাবলী শ্রীনিতাইচাঁদ সর্ব্বদিকের পাষণ্ড দলন করিয়া চলিতেছেন—তাঁহার অমিত প্রতাপের ভার বহন করিতে ধরণী অক্ষম। কিবা সুন্দর অঙ্গের ভঙ্গি। অতি সুন্দর মন্থর গমনভঙ্গি—যাহা মত্তহস্তীর গমনকেও তুচ্ছ করিতেছে। অঙ্গ প্রেমে পুলকিত এবং স্বর্ণ-কদম্বের ন্যায় কণ্টকিত এবং নয়নযুগলে প্রেমধারা বহিয়া চলিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের গুণ (অযাচিত প্রেমদান লীলা) স্মরণে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছেন। আবার পূর্ব্বলীলা (বৃন্দাবন লীলা স্মরণে) স্মরণ হওয়ায় বলরামভাবে শ্রীগৌরসুন্দরকে ভাইয়া ভাইয়া বলিয়া ডাকিতেছেন। মালসাট ও হুহুঙ্কারে সিংহের গর্জ্জনকেও খর্ব্ব করিতেছে। তাহা শ্রবণ করিয়া পাষণ্ডীগণের ও বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অথচ সঙ্গে একটি লগুড় ও নাই—কেবল মহাবীরের ধ্বজা-স্বরূপ হস্তে অরুণ কমল বিরাজিত হলধর (নিতাইরূপে প্রকটিত)। শ্রীনিতাইচাঁদ কেবল পতিতের বন্ধু, নির্ধনের রত্নসমদ্র তুল্য এবং অন্ধজনের লোচন-স্বরূপ। পদকর্ত্তা গুপ্তদাস দৈন্যোক্তিতে খেদের সহিত বলিতেছেন,—এমন দয়াল নিতাইচাঁদের অবতারে পতিতের অবশেষ আমি পড়িয়া রহিলাম— প্রভু আমার অনুসন্ধান ও করিলেন না।

(৩)

মুখরা প্রাহ, তুড়ী

নাগিয়াছে কদম্ব গাছের দে,
অন্তরে বেয়াধি—মরম জানে কে?
সাত পাঁচ সখী মেলি
যমুনা সিনানে গেলি
কিনা সে দেখিল তায়—

সেই হৈতে মনে আন নাহি ভায়।
ডাকিলে 'রাধে'! সমতি নাদে
আঁখি কচালে সদা কাঁদে।
মনে ঘর দুয়ার না ভায়,
জুড়ায় কদম্ব তলার বায়।
বংশী বদনে কহে তথাই নিয়ে,
চাহিতে চিন্তিতে রাই বা জীয়ে।

শ্রী মুখরার উক্তি—

৪। শ্রীমতী রাধিকা প্রথম মিলনের পর গৃহে ফিরিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ব-কুলবতীর ন্যায় ভাব নাই—এখন কৃষ্ণ বিরহে অদ্ভুত ভাবান্তর দেখিয়া শ্রীরাধিকার মাতামহী মুখরাদেবী বলিতেছেন—আমার মনে হয় ইহাকে কদম্বগাছের দেবতা লাগিয়াছে। ইহার ব্যাধি অন্তরে -ইহার মর্ম্ম কে জানিবে বল? পাঁচ সাতজন সখী মিলিয়া যমুনা স্নানে গিয়াছিল—সেখানে কি দেখিল কে জানে! সেই হইতে মনে অন্য (গৃহকার্য্যাদি)কিছুই ভাল লাগে না। রাধে বলিয়া ডাকিলে কোন উত্তর দেয় না। সর্ব্বদা চক্ষুমর্দ্দন করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে থাকে। ঘর দুয়ার আর মনে ভাল লাগে না। কেবল কদম তলার বাতাসে শীতল হয়। তত্রোপস্থিতা সখীভাবে গীতকর্ত্তা বংশীবদন মুখরার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতেছেন তবে চল আমরা সখীকে কদমতলে লইয়া যাই—কদমগাছ দেখিতে চিন্তিতে যদি রাধার জীবন ফিরিয়া আসে।

(৪)

পৌর্ণমাস্যাহ

সবদেব হাকারি, কহিনু শ্রুতি-পুটে,
কালিয়া কোঙরের নামে, কাঁপি ঝাপি উঠে।
বুঝিনু ভাবিনীর ভাব, নহে দেব-দানো,
কদম্ব-তরুয়া-দেবেরে, কিছু মানো
কালিয়া কুঙরদেব থাকে কদম্বেরডালে
সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে, শিশুকালে
মনে কিছু না ভাবিহ প্রাণে না মারিবে,
নিজ-পূজা পাইলে ছাড়িয়া ঘরে যাবে
বংশী বদনে কহে এই কথা দড়,
নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড়।

৪। শ্রীমতী পৌর্ণমাসীদেবী শ্রীমতী রাধিকার ব্যাধির কথা শ্রবণ করিয়া আসিলেন। তাঁহার অজানা কিছুই নাই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা সম্পাদনই তাঁহার কার্য্য। তিনি শ্রীরাধাকে পরীক্ষার ছলনা করিয়া - সকল দেবতার নাম তাঁহার কর্ণমূলে জোরে শ্রবণ করাইলেন; কিন্তু রাধার কোন চেতনা নাই। শেষে কালিয়া কোঙরের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ মাত্রই কাঁপিয়া উঠিলেন। তখন পৌর্ণমাসী বলিলেন ভাবিনীর (রাধার)ভাব বুঝিলাম দেব বা দানব নহে। তোমরা কদম্বতরুর দেবতার কাছে কিছু মানত কর। কালিয়া কোঙর দেব কদম্বের ডালে থাকে। রাধাকে সুকুমারী দেখিয়া শিশুকালে পাইয়াছে। তোমরা কিছু চিন্তা করিও না—রাধাকে প্রাণে মারিবে না। নিজ পূজা পাইলেই ইহাকে ছাড়িয়া ঘরে চলিয়া যাইবে। গীতকর্ত্তা বংশীবদন সখীভাবে বলিতেছেন—এই কথাই দৃঢ় সত্য। নিজপূজা না পাইলে বড় বিপদ আছে।

(৫)

তাং প্রতি রাধাহ—ভাটিয়ারি

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, নানা অভরণ অঙ্গে, সাধে গেনু যমুনার জলে
তেমাথা পথের ঘাটে, সেখানে ভূলিনু বাটে, তিমিরে ঝাঁপিয়া ছিল মোরে।
ও গো! সজনি! কি হৈল প্রেমের জ্বালা
শয়নে স্বপনে দেখি কালা। ধ্রু।
কহিবার কথা নয়, কহিলে কি জানি হয়, না কৈলে মরমে লাগে ব্যথা
যমুনা-পুলীন কাছে, দোথরি কদম্ব আছে, বন-চারী কেমন দেবতা।
কালীয়া বরণ শ্যাম, কালিয়া তাহার নাম, কালিন্দী কদম্ব-তলে থানা
বংশী বদনে কয়, যুবতী জীবার নয়, দেখিলে—মরমে দিত হানা।

শ্রীমতী পৌর্ণমাসীর প্রতি ভ্রান্তার ন্যায় শ্রীরাধার উক্তি—

৫। পূর্ব্বে শ্রীমতী পৌর্ণমাসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আচ্ছন্নজ্ঞান শ্রীরাধা শ্রীমতী পৌর্ণমাসীকে কোন সখী জ্ঞানে বলিতেছেন— সখি! আমি সাত-পাঁচ সখীসঙ্গে নানা আভরণ অঙ্গে ধারণ করিয়া সাধ করিয়া যমুনায় গমন করি। তেমাথা পথের ঘাটে গিয়া পথভুলিয়া গেলাম। কারণ-হঠাৎ কেমন এক অন্ধকারে আমাকে ঢাকিয়াছিল। সখিগো সেই হতে আমার কি প্রেমের যন্ত্রণা হইয়াছে—শয়নে স্বপনে সেই কালাই দেখিতেছি। একথা কহিবার নয়,- কি জানি, কহিলে কি হইতে কি হয় — অথচ না কহিলে অন্তরে ব্যথা পাই। সখি! যমুনা পুলিনের কাছে দোথরি কদমগাছে কেমন এক বনচারী দেবতা আছে। তাহার বর্ণ কালিয়া শ্যাম এবং তার নামও কালিয়া। যমুনাতীরে কদমতলায় তার বাস (থানা)। বংশীবদন সখীভাববেশে বলিতেছেন— রক্ষা! তাহার বদন দর্শন করিলে মরমে (বুকে) এমনই আঘাত দিত তখন যুবতীর জীবন আর থাকিত না।

(৬)

সুহই,—সিন্ধুড়া।

আজু পেখনু নন্দকিশোর

কেলী-বিলাস, সবহু অব তেজল, অহ নিশি-রহত বিভোর।
যবধরি চকিত,-বিলোকি, বিপিন-তটে পালটি আওলি মুখ-মোরি
তবধরি মদন- মোহন—তনু, কাননে, লুঠই, ধৈরয-পণ ছোরি।
পুনফিরি সোই-নয়নে যদি হেরবি, পাওব চেতন—নাহ,
ভূজঙ্গিণী দংশি, পুনহি যদি দংশয়ে, তবহি সময়ে, বিষদাহ
অবশুভ-খন ধানি! মণি-ময় ভূষণ,—ভূষিত তনু অনুপাম
অভিসরু বল্লভ—হৃদয়—বিরাজহ, যনু মণি-কাঞ্চন-দাম।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে রাধার নিকট আগত কোন দূতীর উক্তি—

৬। দূতী শ্রীরাধার বিরহ-কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল উভয়ের (শ্রীরাধা এবং শ্যামসুন্দরের) অবস্থা একই প্রকার— অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে পাওয়ার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া ইহাই মিলনের সুযোগ বুঝিয়া সুচতুরা দূতী বলিতেছেন—

দেখ রাধে! আমি আজই নন্দকিশোরকে দেখে এলাম। সেই ব্রজেন্দ্রকুমার সমস্ত কেলিবিলাস ত্যাগ করে দিনরাত বিভোর হইয়া আছেন। আজ কাননপ্রান্তে যে সময়ে তার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি মুখ ফেরাইয়া আসিয়াছ—সেই সময় হইতে মদনমোহন ধৈর্য্যহারা হইয়া কাননে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তুমি যদি পুনরায় ফিরিয়া গিয়া সেই প্রকার (পূর্বের ন্যায়) নয়নে তার প্রতি দৃষ্টিপাত কর,— তবেই নাগর জ্ঞান ফিরিয়া পাইতে পারে। উপমা—কারণ ভূজঙ্গিণী কাহাকেও একবার দংশন করিয়া পুনরায় যদি দংশন করে তাহলে বিষের জ্বালা প্রশমিত হয়। এখন সময়টিও শুভক্ষণ, আর অঙ্গও অনুপম মণিময় অলঙ্কারে সজ্জিত। অতএব অভিসার কর এবং বল্লভ শ্রীকৃষ্ণহৃদয়ে বিরাজ কর। যেমন মণি স্বর্ণ-তারে বন্ধন করা হয়— তদ্রুপ নীলমণি কৃষ্ণাঙ্গ তোমার স্বর্ণকান্তির আলিঙ্গনে আবদ্ধ কর। গীতকর্ত্তা পক্ষে গীতকর্ত্তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী হৃদয়ে যুগলরূপে বিরাজ করুন।

(৭)

ধানসি

কতহি মনোরথ, মনমথ-রঙ্গে,
আওলি রমণী, বিপিন, সখী-সঙ্গে।
কেলী-সদনে, পিয়-বদন নেহারি,
পালটি চললি ধনী, পদ দুই চারি।

সহচরী, অঞ্চল-ধরি-ধরি রাখে,
বালা, মনসিজ-রস নাহি চাখে।
লাজকে রাজ সুতনু-তনু-দেশে,
সঙ্কোচ-সচীব তহি করল প্রবেশে।
কহে হরিবল্লভ ফুলশর-আগে
রাজা, সচীব, সবহু—চলি ভাগে

৭। পূর্ব্ব গীতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আগত দূতীর উৎসাহময়ী বাক্যে প্রণোদিত হইয়া শ্রীমতী রাধা আজ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ আশায় বনে চলিয়াছেন। অন্তরে কত কি ভাবনা। কেমন করে প্রাণনাথের সহিত ব্যবহার করিবেন,— অর্থাৎ কিরূপ বাক্যে কিরূপ কার্য্যে কান্তের প্রীতি উৎপাদন হইবে ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্য চিন্তা করিতে করিতে সখীসঙ্গে অনঙ্গরঙ্গে আনন্দোচ্ছলিত হৃদয়ে আগমন করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কেলি-কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমের বদন দর্শন করিয়াই (পূর্ব শিক্ষানুসারে) ধনী দুই-চারি পদ ফিরিয়া চলিলেন। সঙ্গে কোনও সখী অঞ্চল ধরিয়া রাখিলেও বালা কিন্তু কন্দর্পরস আস্বাদনে বিমুখ থাকেন। লজ্জারূপ রাজার সঙ্কোচরূপ মন্ত্রী শ্রীরাধার শরীররূপ দেশে প্রবেশ করিল। পদকর্ত্তা হরিবল্লভ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ সখীভাবাবেশে বলিলেন— কন্দর্পশরের সম্মুখে রাজা-মন্ত্রী সকলেই পলায়ন করিবে।

(৮)

ধানসি

কবরী-ভয়ে চামরী, গেও গিরি-কন্দরে, মুখ-ভয়ে চান্দ আকাশ
হরিণী নয়নভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল, গতি-ভয়ে গজ বনবাস।
সুন্দরি! কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি?
তুয়া ডরে কো নাহি, কাহা পালওল, তুহু পুনঃ কাহে ডরাসি?
কুচ-ভয়ে, কমল-মুকুল, জলে-মজ্জল, ঘট-পরবেশ হুতাশে,
দাড়িম, শ্রীফল, গগনে বাস করু, শম্ভূ—গরল-গরাসে!
ভূজ-ভয়ে পঙ্কে, মৃণাল—কাল হরু, করভয়ে কিশলয়-কাঁপে,
কবিশেখর ভণ, কত কত ঐছন, কহব মদন পরতাপে?

৮। লজ্জা-ভয়-শঙ্কিতা শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-

হে রাধে! তোমার কবরীর সৌন্দর্য্য দর্শনে চামরী লজ্জায় নিজ সম্মান লইয়া গিরিগুহায় গমন করিয়াছে। তোমার মুখচন্দ্র দর্শনে চাঁদ লজ্জায় তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে লুকাইয়াছে। নয়নভয়ে হরিনী,—স্বরভয়ে কোকিল,— গমনভয়ে হস্তী সকলে বনে গমন করিয়াছে। তুমি কাহার ভয়ে আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া যাইতেছ? তোমার ভয়ে কে কোথায়

না পালিয়েছে? পুনঃ তুমি কাহাকে বা কেন ভয় পাইতেছ? তোমার কুচভয়ে পদ্মের মুকুল জলে ডুবিয়াছে। ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে। ডালিম শ্রীফল আকাশে বাস করিতেছে। শম্ভু গরল গ্রাস করিয়াছেন। তোমার বাহুযুগের ভয়ে মৃণাল পঙ্কে পড়িয়া কাল হরণ করিতেছে। করভয়ে নবপত্রদল কম্পিত হইতেছে। গীতকর্ত্তা কবি শেখর সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিতেছেন—দেখ তোমার কন্দর্প-প্রতাপের এই প্রকার কত কথাই না বলিব!

(৯)

ভূপালি

যব ধনী, ভূজ-ভরি, ধরল—মুরারী,
ভিজল বসন, তন, রোদন-বারি।
ঘন ঘন উছলত, পিয়-হিয়-মাহ,
কুসুম-শয়ন-তলে, আনল নাহ।
হসি হসি, হরি যব খোলত বাস,
থরথরি কাঁপই—'নহি' 'নহি' ভাষ।
অতি-ডরে-কাতর, ধনী-মুখ দেখি,
তব লহু লহু, উর-পর নখ-রেখি।
লহু লহু আলিঙ্গন, লহু লহু কেলী,
লহু লহু অধরক, দংশন ভেলি।
কাঁপয়ে অঙ্গ, সঘনে সিতকারে,
বিজুরী চমকে, যৈছে নীরদ-ভারে।
রহি রহি মনসিজ-অনুভবি, শেষে
তব সুখ-সাগরে, করল প্রবেশে।
বালা,—মনহি পাওল আশোয়াস,
এতদিনে জনমক, ভাঙ্গল তরাস।
জানল, রতিরস-কৌতুক-রঙ্গ,
জনম সফল মানল, পিয়া-সঙ্গ।
দোহ তনু, দোহ মন, বন্ধন ভেলা,
সখী-লোচন, মাধুরী ভরি নেলা।
কহে হরিবল্লভ,—বল্লভ-লাল,
রতি-রস পাঠ, পড়াওল ভাল।

৯। এই গীতের রহস্যলীলার ব্যাখ্যা করিতে চাহেন না—ইহা অনেকেরই মন্তব্য।

কৃষ্ণাতৃতীয়া ক্ষণদা সমাপ্ত

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

অথ চতুর্থ ক্ষণদা,—কৃষ্ণা চতুর্থী

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—রাগ কেদার।

বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদন-সমান,
দিব্য গন্ধ মাল্য, দিব্য বাস পরিধান।
কি ছার কনক-জ্যোতি, সে দেহের আগে?
সে বদন দেখিতে, চান্দের সাধ লাগে
সে দন্ত দেখিতে, কোথা মুকুতার দাম?
সে কেশ-বন্ধন দেখি, না রহে গেয়ান,
দেখিতে-আয়ত দুই অরুণ নয়ান,
'আর কি কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান?
সে আজানু-ভুজ দুই, হৃদয় সুপীন,
তহি শোভে শুভ্র-যজ্ঞসূত্র—অতি ক্ষীণ।
ললাটে—বিচিত্র ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর,
আভরণ বিনে—সর্ব্ব-অঙ্গ-মনোহর।
কিবা হয় কোটিমণি, সে নখ চাহিতে,
সে হাস দেখিতে কিবা করয়ে অমৃতে?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান,
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।

১। শ্রী গৌরচন্দ্রস্য - মূল

(২)

শ্রীরাগ—শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য

নিতাই—মোর জীবন, ধন, নিতাই—মোর জাতি,
নিতাই বিহনে মোর—আর নাহি গতি।
সংসার-সুখের-মুখে, দিয়া মেনে ছাই,
নগরে মাগিয়া খাবো—গাইব নিতাই।
যে দেশে নিতাই নাই—সে দেশে না যাব,
নিতাই-বিমুখ-জনার—মুখ না হেরিব।

গঙ্গা যার পদ-জল, হর-শিরে ধরে,
হেন নিতাই না ভজিয়া, দুঃখ পাঞা মরে!
লোচন বলে—আমার নিতাই, যেবা নাহি মানে,
অনল জ্বালিয়া দিব—তার মাঝ-মুখ খানে।

২। শ্রীনিত্যানন্দস্য - মূল

(৩)

বেলয়ার

বরণি না হয় রূপ, বরণ-চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন-পুঞ্জ, কিয়ে কুবলয়দল, কিয়ে কাজর,
কিয়ে ইন্দ্রনীল-মণিয়া।
বিকচ-সরোজ-ভান-মুখমণ্ডল, দিঠি-ভঙ্গিম-নট খঞ্জন-জোর
কিয়ে মধুর-মৃদু-হাস উগারই! পিবি আনন্দে আঁখি পড়লহিভোর
অঙ্গদ বলয়, হার মণিকুণ্ডল, কনক-নূপুর কটি-কিঙ্কাণী-বলনা।
আভরণ-বরণ-কিরণ কিয়ে ঢরঢর! কালিন্দী-জলে,
যৈছে চান্দকি চলনা
সুকুঞ্চিত-কেশ, বেস কুসুমাবলী, রাজিত মত্তশিখিপুচ্ছকো ছাঁদে
অনন্ত দাসেরমন, যুবতীকো-লোচন, চূড়ানিরখিতে পড়লহি ফাঁদে

৩। শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন।

শ্রীকৃষ্ণের সুচিকন রূপের বর্ণন সম্ভব হয় না! সে কি মেঘপুঞ্জ; কিবা নীলোৎপলরাশি,কি কজ্জ্বল, কি ইন্দ্রনীলমণি। বিকশিত কমলের ভ্রমোৎপাদক মুখমণ্ডল, নৃত্যশীল খঞ্জনযুগের ন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি, কি সুন্দর মৃদু-মধুর হাস্য- তাহা পান করিয়া আমার আঁখি বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গদ-বলয়-হার-মণিকুণ্ডল-স্বর্ণ-নূপুর-কটির কিঙ্কিনী প্রভৃতি আভরণের ঢলঢল কান্তি-যেন যমুনার জলে চন্দ্রের চঞ্চল প্রতিবিম্ব। কুঞ্চিত কেশরাশি বিচিত্র পুষ্পাবলীর দ্বারা ভূষিত এবং ময়ুরপুচ্ছে-বদ্ধ চূড়া বিরাজিত। গীতকর্ত্তা অনন্তদাস সখীভাবে বলিতেছেন—আমার মন এবং যুবতীগণের নয়ন মোহন চূড়া দর্শন করিয়া ফাঁদে পতিত হইয়া বাঁধা পড়িয়াছে।

(৪)

শ্রীরাধাহ, শ্রীরাগ

অনুখন, কোণে থাকি, বসনে আপনা ঢাকি, দুয়ার বাহিরে
পরবাস!

আপনা বলিয়া বোলে, হেন নাহি ক্ষিতিতলে, হেন ছারের
হেন অভিলাষ!!
সজনি! তুয়া পায়ে কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ-জনে, অনুরত যার মনে, কেবল মরণ প্রতিকার।
যত যত মনে করি, নিশ্চয় করিতে নারি, রাতি দিবস নাহি যায়,
গৃহে যত গুরুজন, সব মোর বৈরীগণ, কি করিব নাহিক উপায়!

সমীপে আগতা কোন সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

৪। দেখ সখি! আমি সকল সময় ঘরের কোণে থাকি। আর সমস্ত শরীর কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ঘরের দরজার বাহির আমার প্রবাস-স্বরূপ। জগতে আপনজন বলিতে আমার কেহ নাই। আমি এমনই নগণ্যা—অথচ আমার দূর্লভ বস্তুর আশা। সখি! তোমার নিকটে আর কি বলব! সেই দুর্লভ নায়কের প্রতি যার মন অনুরক্ত- তার মরণই একমাত্র প্রতিকার। আমি যাহা যাহা করিব বলিয়া মনে নিশ্চয় করি; কিন্তু করিতে পারি না। এইরূপ দুঃখের দিন ও রাত আর শেষ হয় না। গৃহের গুরুজনগণ সকলেই আমার শত্রু। এখন আমি কি উপায় করি বল?

(৫)

শ্রীরাগ

কিবা রূপে, কিবাগুণে-মোরমন বান্ধে,
মুখেতে না স্ফুরেবাণি, দুটি আখি-কান্দে
মনের মরম-কথা, শুনগো সজনি।
শ্যাম-বন্ধু পড়ে মনে, দিবস রজনি,
কোন্ বিহি সিরজিল, কুলবতী-বালা?
কেবা নাহি করে প্রেম, কার এত জ্বালা!
চিতের-আগুনি কত, চিতে নিবারিব,
না যায় কঠিন প্রাণ, কারে কি বলিব!
ঘর হৈতে বাহির, বাহির হৈতে ঘর
দেখিবারে করি সাধ, নহি—স্বতন্তর।
(জ্ঞানদাস বলে) সখি! সেইসে করিব
কানুর পিরিতি লাগি, সাগরে মরিব।

৫। পূর্ব্বোক্ত গীতে শ্রীরাধার ব্যথাভরা কথা শ্রবণ করিয়া আগতা সখী শ্রীরাধাকে প্রিয়বাক্যে প্রবোধদানে প্রবৃত্ত হইলে- সখীর প্রতি শ্রীরাধারানীর সকাতর উক্তি—সখি

গো! শ্যামবন্ধুর রূপে কি গুণে কিসে যে আমার মন বাঁধা পড়েছে-তা আমি মুখে বলতে পারি না। কেবল চক্ষু দুইটি ক্রন্দন করতে থাকে। সখি! আমার হৃদয়ের কথা শ্রবণ কর। শ্যামবন্ধু দিবা-রাত্রি আমার মনে জাগে। কোন্ বিধি এমন কুলবধু সৃজন করিল? জগতে কেহ কি প্রেম করে না। প্রেম করে কার এত জ্বালা হয়? চিত্তের যে আগুন চিত্তে কত নিরোধ করে রাখব বল? কাহাকে কি বলব— এ কঠিন প্রাণ বাহিরও হইতেছে না। তাঁকে দর্শনের আশায় একবার ঘর হইতে বাহির, আবার বাহির হইতে ঘরে যাতায়াত করি। কিন্তু আমি ত স্বাধীন নই। এ পরাধীন জীবন আর রাখিব না—সখি! কানুর পিরিতি লাগি সাগরে ডুবিয়া মরিব।

(৬)

শ্রীরাগ

মধুর-মধুর—তুয়া-রূপ,
জগ-জন-লোচন, অমিয়া-স্বরূপ
রূপ চাহি, গুণ নহে—উন
সো-তনু তেজবি কাহে? মহী
করি শূন!
ইথে, নাহি হয়—আন-ছন্দ
হাম বলিয়াঙ—তুয়া-মুখ-চন্দ
যতন করব হাম সোই
হরি যৈছে তুয়া-নয়ন-পথ হই
তবহি সফল তনু মোর।
যব তুহু বৈঠবি—কানু কো
কোর
হামো পৈঠব-কালিন্দী-বারি
তবহি মনোরথ, পূরব তোহারি
গোবিন্দ দাস পরমাণ
তুয়া বিনে কানুকি ধরয়ে
পরাণ

৬। পূর্বোক্ত গীতে শ্রীরাধিকার মুখে 'মরিব' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত চিত্তে সখি বলিতেছেন—

রাধে! মধুর মধুর হইতে ও মধুর তোমার রূপ নিখিল জগজনের নয়নের আমৃততুল্য আনন্দদায়িনী। রূপের ন্যায় গুণ ও কম নয়। হায়! জগৎ শূন্য করিয়া সকল রূপ-গুণের

আকর এই দেহ কি কারণে ত্যাগ করিবে? ইহাতে তুমি অন্য অভিলাষ করিও না? তোমার মুখচন্দ্রের শোভার বলিহারি যাই। দেখ রাধে। আমি সেই প্রকার চেষ্টা করব—যাহাতে সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরি তোমার নয়ন-গোচর হয়। তখনি আমার এই দেহ সার্থক হবে,— যখন তুমি কানুর কোলে বসিবে। এজন্য আমাকে যদি যমুনা জলে প্রবেশ (মরতে) করতে হয় (সেও ভাল) তথাপি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। এই প্রকার সখীর আশ্বাস বাক্যে শ্রীরাধার ধৈর্য্য নাও থাকিতে পারে এই চিন্তা করিয়া সখীভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন— রাধে! তোমাকে বিনা কানু কি প্রাণ-ধারণ করিতে পারিবে? অর্থাৎ তুমি মরিয়া কি কানুর ও মৃত্যুর কারণ হইবে?

(৭)

বালা

আওরি সহচরী, চাতুরি-সিন্ধু,
তাহা আওলী, যাহা গোকুল-ইন্দু
পুছইতে বাত, বদনে ধরু-চীর,
মিলিত নয়নে, নিঝরে ঝরু-নীর
পুন পুছইতে বলে, গদগদ-বোল,
মাধব, বান্ধল হিয়ে উতরোল।
কি পুছসি, গোকুল-জীবন নাহ?
"প্রেম-হুতাশন কুণ্ডকো মাহ—
সো-সুকুমারীকো প্রাণ-পতঙ্গ,
আহুতি দেওত, নৃপতি-অনঙ্গ!!"
কহে হরি বল্লভ, শুন শুন কান,
সব সখীগণ মিলি, তেজব পরাণ।

৭। সহচরী শ্রীমতী রাধিকাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আশ্বাসবাক্য বলিয়া, যথায় গোকুলচন্দ্র আছেন তথায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার কথা জিজ্ঞাসা মাত্র সখী বস্ত্রে বদন আচ্ছাদন করিয়া কেবল চোখের জল ফেলিতে লাগিল। পুনরায় যখন প্রশ্ন করিল,—তখন গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল। সখীর বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। সখী বলিল হে গোকুলজীবন! তুমি আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? অনঙ্গরাজ সেই সুকুমারীর প্রাণপতঙ্গকে প্রেমের অগ্নিকুণ্ডের মাঝে আহুতি প্রদান করিতেছে। ঈশ্বরী শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিষ-দগ্ধ হৃদয়ের অনুভবী-সখীর করুণ ক্রন্দনোক্তি শ্রবণে—সখীসমভাবাবেশে গীতকর্ত্তা (শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ) ক্রন্দনমিশ্রিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন—হে বল্লভীপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ শুন শুন আমরা সকল সখীগণ মিলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব।

(৮)

কাচিদন্য তৎসঙ্গিন্যাহ—ধানসি

অনধিগতা কস্মিক গদ কারণমর্পিত মন্ত্রৌষধি নিকুরম্বং
অবিরত-রোদিত-বিলোহিত-লোচনমনুশোচতি তামখিল
কুটুম্বং

দেব-হরে! ভব কারুণ্য-শালী
সা তব-নিশিত-কটাক্ষ-শরাহত হৃদয়াজীবতু, কৃশ-তনুরালী।।ধ্রু
হৃদিবলদবিরল সংজ্বর-পটলী, স্ফুটদুজ্জ্বল-মৌক্তিক সমুদায়া
শীতল-ভূতল নিশ্চল তনুরিয়মবসীদতি সম্প্রতি নিরুপায়া।
গোষ্ঠ-জনা ভয়-সত্র-মহাব্রত-দীক্ষিত ভবতো, মাধব! বালা-
কথমর্হতি তাং হন্ত সনাতন! বিষম-দশাং গুণ-বৃন্দ-বিশালা।

(শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ)

৮। পূর্বোক্ত সখীর অন্য কোন সঙ্গিনী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন-হে কৃষ্ণ! সখী শ্রীরাধার অকস্মাৎ ব্যাধির কোন কারণ না জানিয়া তাহার আত্মীয়গণ মন্ত্র ও ঔষধি প্রয়োগে উপশমের বৃথা প্রয়াস করিতেছেন। নিরন্তর ক্রন্দন করিতে করিতে চক্ষু রক্তিমবর্ণ হইয়াছে এবং অনুশোচনায় বিলাপ করিতেছেন। অতএব হে দেব! হে দুঃখহারী হরি! তুমি শ্রীরাধার প্রতি কারুণ্য প্রকাশ কর। সে তোমার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ শরাহতা হইয়া অন্তরে ক্ষীণ শরীরে জীবিত আছে মাত্র। নিরন্তর হৃদয়ে সংজ্বর বর্দ্ধিত হইয়া উজ্জ্বল মুক্তাদামসমূহ ফুটিয়া যাইতেছে। এখন নিরুপায় হইয়া সন্তাপ নিবারণের জন্য শীতল ভূমিতে শয়ন করিয়া শরীর অবসন্ন হইতেছে। তুমি গোষ্ঠবাসিজনের অভয়দানরূপ মহাব্রতে কৃত-সঙ্কল্প। মাধব! এই রাধা তোমার অনুগতা ও সর্ব্বগুণ সমন্বিতা— হে সনাতন! তথাপি সেই রাধার এইরূপ বিষম-দশা হায়! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে।

---

(৯)

ভূপালী

সঙ্কেত-কেলী-নিকেতন জানি,
নীল-রতন যনু, পাওল পানি।
আওলি সহচরী, হরিষ-তরঙ্গে,
যহি-ধনী বৈঠই, সহচরী সঙ্গে
যতন সফল ভেল, জানল বালা
শরদে-বিকসি যনু, মালতী-মালা

কহে হরি-বল্লভ, ভাঙ্গল ধন্ধ,
তুহু চান্দনী, হরি-পূরণ চন্দ।

৯। পূর্ব্ব সখীদ্বয় হইতে শ্রীরাধার মর্ম্মান্তিক বিরহসন্তাপ জনিত বিষমদশার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে অস্থির হইয়া পড়িলেন। সখীদ্বয়কে নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত কুঞ্জে শ্রীরাধাকে আনয়নের জন্য কহিলেন। সখীদ্বয় কেলিকুঞ্জের সংকেত জানিয়া যেন হস্তে নীলকান্তমণি পাইলেন। সহচরীসঙ্গে শ্রীরাধা যেখানে বসিয়াছিলেন সখীদ্বয় আনন্দাবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। সখীদ্বয়ের হর্ষান্বিত বদন দর্শনে শ্রীরাধা বুঝিতে পারিলেন যত্ন সফল হইয়াছে। তখন তাঁহার (শ্রীরাধার) বিষাদগ্রস্ত বদনখানি শরৎকালীন বিকশিত মালতীপুষ্পের মালার ন্যায় প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। তত্রোপবিষ্টা সখীভাবাবেশে গীতকর্ত্তা (হরিবল্লভ) আনন্দে কহিতেছেন,— ভাঙ্গিলধন্ধ অর্থাৎ হৃদয়াকাশের অন্ধকার দূরীভূত হইল। এখন নির্ম্মল আকাশে হরি-দুঃখহর্ত্তা-পূর্ণচন্দ্র-তুমি জোৎস্না।

---

(১০)

কামোদ

আজু সাজলি ধনী অভিসার
চকিত-চকিত, কত-বেরি বিলোকই, গুরুজন-ভবন-দুয়ার।
অতি-ভয় লাজে, সঘন তনু কাঁপই, ঝাঁপই নীল-নিচোল,
কত কত মনহি, মনোরথ উপজত, মনসিজ সিন্ধু-হিলোল!
মন্থর-গমনী, পন্থ দরশাওলী, চতুর-সখী চলু সাথ,
পরিমলে হরিত-হরিত, করি বাসিত, ভামিনী অবনত-মাথ।
তরুণ-তমাল, সঙ্গ-সুখ-কারণ—জঙ্গম-কাঞ্চন-বেলী!
কেলী-বিপিন, নিপুণ-রস-অনুসরি—বল্লভ, লোচন মেলি।

সখীর চেষ্টা সফল জানিয়া—

১০। আজ ধনী (শ্রীরাধা) অভিসারে সজ্জিতা হইলেন। গুরুজনের গৃহদ্বারে পুনঃ পুনঃ ভীতিচঞ্চল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অতিশয় ভয় ও লজ্জায় শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল এবং নীল উত্তরীয় আচ্ছাদিত করিলেন। কন্দর্প-সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় অন্তরে কতশত অভিলাষ উপজাত হইতে লাগিল। ভামিনী (শ্রীরাধা) অঙ্গসৌরভে চারিদিক আমোদিত করিতে করিতে ধীরগতিতে অবনত মস্তকে সংকেতকুঞ্জের পথ প্রদর্শনকারিনী চতুরা সখীগণের সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। তরুণ তমাল-তরুর সঙ্গসুখার্থ স্বর্ণলতিকা যেন জঙ্গমধর্ম্ম অর্থাৎ যেন চলচ্ছক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেলিকানন-বল্লভের (শ্রীকৃষ্ণের) সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

(১১)

মল্লার

ও ধনি পদুমিনী, সহজই ছোটি,
করে ধরইতে কত, করুণা কোটি
বালি-বিলাসিনী, আকুল কান!
মদন-কৌতুকী কিয়ে, হঠ নাহি মান।
নয়ন-নিঝরে-ঝরু, নহি নহি বোল,
হরি-ডরে হরিণী, হরি-হিয়ে ডোল।
("নয়নকো অঞ্চল, চঞ্চল-ভাণ,
জাগল মনসিজ, মুদতি-নয়ান।
বিদ্যাপতি কহ, ঐছন রঙ্গ
রাধামাধব পহি লহি সঙ্গ")

১১। ধনী পদ্মিনী (শ্রীরাধা) সরল বালিকা-স্বভাব — তাহাতে বল্লভ হস্ত ধারণে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা নিবৃত্ত হইবার জন্য বহু করুণ মিনতি করিতে লাগিলেন। তৃষ্ণাকুল হৃদয়ে কৃষ্ণ কন্দর্প-কৌতুক প্রকাশে হট আগ্রহ করিলে—বিলাসিনী রাধা তাহা মানিলেন না। নয়ন হইতে নির্ঝরের ন্যায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং কেবল নহি নহি বলিতে লাগিলেন। সিংহের ভয়ে হরিনী, যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ বক্ষে রহিয়া শ্রীরাধা কম্পিতা হইতে লাগিলেন। তাহার নয়ন কোনের চঞ্চল ভাবটি যেন হৃদয়ে কন্দর্প জাগ্রত হইয়াও মুদিত নয়ান অর্থাৎ রাধামাধবের প্রথম মিলনের রঙ্গ ঐ প্রকারই।

(১২)

ধানসি

কি কহব রে সখি! কহন না জান,
পহিল সমাগম—রাধা-কান।
যবে দোহু-করে কর, সোপলু আপি,
সাধসে ধাধসে, দহু-তনু কাঁপি।
যব দোহু নয়নে নয়নে ভেল ভেট,
সচকিত নয়নে, বয়ন করু হেট।
যব দোহু পাওল মদন-শয়ান,
না জানিয়ে কিয়ে করল পাঁচ বাণ।

গোবিন্দদাস কহে তুহু সে সেয়ানী,
হরি করে সোপলী হরিণী-নয়ানী।

১২। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুঞ্জে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন করাইয়া দূতী বাহিরে আসিয়া অন্য দূতী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতেছেন—

সখি রে! রাধা-কৃষ্ণের প্রথম মিলনের কথা আর কি বলব- সেকথা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন দুইজনের হস্ত জুইজনের হস্তে সমর্পন করিয়া দিলাম—অমনি উভয়ের শরীর ভয়ে ও আনন্দে কাঁপিয়া উঠিল। যখন দুইজনের নয়নে নয়নে মিলন হইল,—সচকিত নয়নে উভয়ে বদন অবনমিত করিল। যখন দুইজনে কেলি-শয্যায় গেলেন সেথায় কন্দর্প কি করিল বলিতে পারি না। সখী ভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তা সখিপ্রতি বলিলেন, তুমি ত চতুরা কৃষ্ণহস্তে হরিনী-নয়নী শ্রীরাধাকে সমর্পন করিয়া আসিয়াছ।

(১৩)

ভূপালী

রতি-রসে চঞ্চল, নাগর-রাজ,
বালি-বিলাসিনী, অতি-ভয় লাজ।
"না জানিয়ে আজু, কোন গতি হোয়"
এতহু বিচারি, নিচোলে রহু—গোয়।
কত কত কাকুতি,—করতহি কান,
উতর না দেই,—শুনত দেই কান।
লহু লহু, কুচ পর,—যব ধরু হাত,
মনমথ তবহি, করল শরা-ঘাত।
ভুজবলে বিগত-বসন করু অঙ্গ,
উছলল কত শত, ছবিকে তরঙ্গ।
হেরি হেরি—হরি, যব পাওল ধন্ধ,
তৈখনে মদন, বাঁধল রতি—ফন্দ।
কুঞ্চিত ভুজ করু, কঞ্চুক ঠাম,
দ্বার-মুদল কিয়ে, মনমথ-গাম?
তব কিয়ে মদন-দেব বর-দেলা,
রতি-রণে ধনীকো, সাহস কছু ভেলা।
কহে হরি-বল্লভ পহিলহি-রঙ্গ,
লহু লহু সুরত, শিথিল-ভেল-অঙ্গ।

১৩। রসিকশেখর রতিরসে চঞ্চল হলেন,— কিন্তু বালি-বিলাসিনী (রাধা) অত্যন্ত ভয় ও লজ্জায় আজ কখন কি হয় জানিনা এই বিচার করিয়া উত্তরীয় বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া রহিলেন। কানু কতই কাকুতি করিতে লাগিলেন; কান পাতিয়া শ্রবণ করেন কিন্তু কোন উত্তর দেন না। যখন নাগর ধীরে ধীরে স্তনোপরি হস্ত স্থাপন করিলেন- তখনই কন্দর্প শরাঘাত করিলেন। তখন নাগর বাহুবলে অঙ্গের বসন মুক্ত করিলেন। তখন কত-শত কেলি-কৌশল তরঙ্গ উছলিত হইতে লাগিল। হরি দেখিতে দেখিতে যেন দৃষ্টিভ্রম উপস্থিত হইল—সেই সময় কন্দর্প রতিফাঁদে বন্ধন করিলেন। নাগরী রাধা কাঁচুলির স্থানে হস্তে কুঞ্চিত করিয়া আবরণ করিলেন। যেন মদনদেব তাহার আবাস-গ্রামের দ্বার বন্ধ করিল। তখন মদনদেব কি যে বর প্রদান করিল যাহাতে রতিরণে নাগরীর কিছু সাহস হইল। সখীভাবাবিষ্ট পদ কর্ত্তা হরিবল্লভ কহিলেন— এই প্রথম রসরঙ্গ— রতিক্রীড়ায় ধীরে ধীরে অঙ্গ শিথিল হইতে লাগিল।

কৃষ্ণা চতুর্থী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

অথ পঞ্চমী ক্ষণদা,—কৃষ্ণা পঞ্চমী

(১)

সুহই দেশাগ—শ্রীগৌরচন্দ্রস্য

কি হেরিনু ওগো মাই! বিদগধ-রাজ,
ভকত-কল্পতরু, নবদ্বীপ মাঝ?
পরিতির-শাখা সব, অনুরাগ-পাতে,
কুসুম আরতি, তাহে, জগত মোহিতে,
নিরমল-প্রেমফল—ফলে সর্ব্বকাল!
এক ফলে নব-রস ঝরয়ে অপার!!
ভকত—চাতক, পিক, শুক অলি, হংস
নিরবধি বিলসয়ে রস পরশংস।
স্থির চর সুর নর, যার ছায়া—পোষে,
বাসুদেব বঞ্চিত আপন কর্ম্ম দোষে।

১। মাগো! আজ কি দেখিলাম? রসিক শেখর (শ্রীকৃষ্ণই) নবদ্বীপে ভক্ত কল্পতরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রীতিই তাহার শাখা-সকল,—অনুরাগ পত্র, আর্ত্তিরূপ কুসুম যাহা জগত মোহিত করে। এই বৃক্ষে সর্ব্বকাল নির্ম্মল প্রেমফল ফলে— আর একটি ফলে অপার নবরস (শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-বীভৎস-রৌদ্র-বীর-ভয়-অদ্ভুত-শান্ত) নিসৃত হইতেছে। চাতক-কোকিল-শুক-ভ্রমর ও হংসাদির ন্যায় অধিকার ভেদে ভক্তগণ আপন আপন অনুরূপ রস আস্বাদন তৎপর হইয়া নিরন্তর রসের প্রশংসা করিতেছেন। যাঁর ছায়ায় (যে কল্পতরুর ছায়ায়) স্থাবর-জঙ্গম-দেবতা-মানব সকলেই শান্তিলাভ করিতেছেন। পদকর্ত্তা (বাসুদেব ঘোষ) নিরন্তর গৌর প্রেমরসে নিমজ্জিত ও আস্বাদনে বিভোর থাকিলেও দৈন্যোক্তি সহ বলিতেছেন— আমি আপন কর্ম্মদোষে বঞ্চিত রহিলাম।

(২)

কামোদ—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

ভকতি-রতন-খনি, উঘাড়িয়া-প্রেম-মণি, নিজগুণ-সোনায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তার ঠাঁই,
দানকরে জগত জুড়িয়া।।
শুনিয়া নিতাইর গুণ, কেমন করয়ে মন,
তাহা কি কহিতে পারি ভাই।

লাখে লাখে হয় মুখ, তবে সে মনের সুখ,
নিতাই চাঁদের গুণ গাই।।
এমন দয়ার ঠাঁই, কোথাও শুনিয়ে নাই,
আছুক দেখার কাজ দূরে।
(যার) নামেই অনন্দ-ময়, সকল-ভূবন হয়,
তার লাগি কেবা নাহি ঝুরে!
পাষাণ-সমান-হিয়া, সেহো যায় মিলাইয়া,
যার গুণ গাইতে শুনিতে।
কহে ঘন-শ্যাম-দাস, যার নাহি বিশোয়াস,
সেই সে-পাষণ্ডী অবনিতে।।

২। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-অন্যাভিলাষিতা শূণ্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতং। আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।। এই উত্তমাভক্তিরূপ খনি হইতেই প্রেমরূপ মণি প্রাপ্ত হওয়া যায়। খনি হইতে রত্ন আহরণ যেমন সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত;— তদ্রূপ শুদ্ধাভক্তির আচরণ দ্বারা প্রেমলাভ ও সহজসাধ্য নয়। দয়াল শিরোমণি শ্রীনিতাইচাঁদ স্বীয় কারুণ্যগুণে সেই নির্ম্মল ভক্তিরূপ খনি হইতে প্রেমরূপ মণি বাহির করিয়া বিশ্ব ভরিয়া যাহাকে দেখেন তাহাকেই দান করিতেছেন। নিতাইয়ের গুণ শুনে মনের মধ্যে কি হয় ভাই! তাহা আর বলিতে পারি না। লক্ষ লক্ষ মুখ হইলে তবে মনের সুখে নিতাইয়ের গুণ গাইতে পারিতাম। এমন দয়ার স্থান কোথাও শুনি না। দেখার কাজ ত বহুদূরে! যার নামেই সকল জগৎ আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়— তার জন্য কার না নয়ন ঝুরে? পাষাণ সদৃশ যার হৃদয়, সেও যার গুণ গাহিতে শুনিতে গলিয়া যায়। গীতকর্ত্তা ঘনশ্যাম দাস কহিতেছেন ইহাতে যার বিশ্বাস নাই সেই জগতে পাষণ্ড।

(৩)

বালা; শ্রীরাধা, সখীমাহ

এ সখি! কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি, স্বপন-স্বরূপ,
কমল-যুগল-পর, চন্দ কি মাল!
তা-পর, উপজল তরুণ-তমাল!!
তা-পর, বেঢ়ল বিজুরীক-লতা!
কালিন্দী-তীর, ধীর চলু যাতা,
শাখা-শিখর, সুধাকর-পাঁতি।
তাহে নব-পল্লব অরুণক-ভাঁতি!!

বিমল-বিম্বফল-যুগল বিকাশ,
তা-পর, কীর, থির কুরু আশ।
তা-পর, চঞ্চল-খঞ্জন জোর!
তা-পর, সাপিণী—ঝাপল-মোর!!
এ সখি রঙ্গিণি! কহলু-নিদান।
পুন হেরইতে হামো-হরল-গেয়ান,
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস-ভান।
সু-পুরুখ-মরম তুঁহু ভালে জান,

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

৩। এ সখি! কি এক অপূর্ব্ব দর্শন করিলাম। তুমি যদি শ্রবণ কর স্বপ্ন বলে মনে করবে। তার চরণ দুইটি যুগল পদ্মতুল্য। আর দশপদাঙ্গুলিতে চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল নখসমূহ। তরুণ তমাল অর্থাৎ নবজলধরতুল্য শ্যামতনু তদুপরি বিদ্যুৎলতাতুল্য উজ্জ্বল পীতবসন। যমুনাতীরে ধীরপদে গমন করিতেছেন। হস্তাঙ্গুলীর নখসমূহ উজ্জ্বল চন্দ্রতুল্য। নবপল্লবের ন্যায় অরুণবর্ণ হস্তাঙ্গুলী। ওষ্ঠ-অধর বিম্বফল সদৃশ রক্তিম। তদুপরি শুকপক্ষীর ঠোঁটের ন্যায় নাসিকা। নেত্রদ্বয় চঞ্চল খঞ্জনযুগের ন্যায়। তার উপর বেনীর ময়ুর পুচ্ছের চূড়া। রঙ্গিনী সখী-আমার স্বপ্নের ন্যায় ভ্রান্তির কারণ কহিলাম। পুনরায় দর্শন করিতে অজ্ঞান হইয়া গেলাম। পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি সখীভাবে বলিতেছেন— রাধে! ইহাত তোমার রসের ভান্ মাত্র। তুমি সুপুরুষের মর্ম্ম ভালরূপে জান।

---

(৪)

বালা। সখী, তাং প্রত্যাহ

কহ কহ এ সখি! মরম কি বাত
সো তোহে কি করল শ্যামর-গাত?
মন-মথ-কোটি-মথন-তনু-রেহ,
কৈছে—উবরি তুঁহু আওলি গেহ?
কুলবতী-কোটি-হোয়ে যহি অন্ধ
পাওলি কছু কিয়ে সো-মুখ-গন্ধ?
যাকর মুরলী—শ্রবণে যহি লাগে,
খসতহি বসন—শাশ-পতি আগে,
অব, নিরধারসি—কোন বিচার
বল্লভ সো-রস-সাগর-পার।

শ্রীরাধার প্রতি সখির উক্তি—

৪। ব্যগ্রভাবে সখি বলিল কহ! কহ! তোমার মনের কথাটি বল? সেই শ্যামবরণ তোমার প্রতি কিরূপ আচরণ করিলেন? যাঁর মোহন অঙ্গের যে কোন একটি রেখা কোটি মদনের মন-হরণ করে থাকে,- তুমি তাকে অতিক্রম করে কেমনে ঘরে ফিরে এলে বলত? যাঁর শ্রীমুখসৌরভ মাত্রেই কোটি কুলবতী অন্ধ হইয়া যায়,— সেই মুখের সৌরভের কিছু পেয়েছ কি? যাঁহার মুরলীধ্বনি যাহার কর্ণে প্রবেশ করে,— তার শাশুড়ী ও পতির অগ্রে বসন খসিয়া পড়ে। পদকর্ত্তা বল্লভ সখীভাবে বলিতেছেন— এখন স্থির কর কোন্ উপায়ে রসসাগরের পার পাওয়া যায়—(অর্থাৎ রসসাগর বল্লভকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

(৫)

শ্রীরাধাপ্রাহ

একে কুলবতী, চিতের-অরতি—বিধি-বিড়ম্বিত কাজে
শ্যাম-সু নাগর, পিরিতি কণ্টক, ফুটল হিয়ার-মাঝে।
শুন শুন সই! মরম কহই, পড়িনু বিষম-ফান্দে,
অমূল্য-রতন, বেঢ়ি-ফণীগণ! দেখিয়া পরাণ-কান্দে।
গুরু গরবিত, বলে অবিরত, সে সব বিষম-বাধা,
একুল ওকুল, দুকুল চাহিতে, সংশয়ে পড়িল রাধা।
ছাড়িলে ছাড়ান, না যায় সেজন, পরাণ-অধিক-বড়,
জ্ঞান দাসে কহে, সে হেন সম্পদ, কাহার ডরে বা এড়?

সখির প্রতি রাধার উক্তি—

৫। সখি! একে ত আমি কুলবতী, আমার পক্ষে এই প্রেমাসক্তি বিধি-বিড়ম্বিত কার্য্য। শ্যাম-সুনাগরের প্রেমরূপ কন্টক আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে। আবেগের সহিত বলিলেন- সখি! শুন শুন, আমার অন্তরের কথা বলিতেছি। আমি বিষম ফাঁদে পড়িয়াছি। অমূল্য রতন শ্যামনাগরকে দেখিয়া প্রাণ কাঁদিতেছে।—যদি বল সম্মুখে রতন দেখে আহরণ করিলে না কেন? তাই বলিতেছেন— সেই অমূল্য রতন মহাফণিগণে বেষ্টিত— অর্থাৎ মাননীয় গুরুজনদিগের নিরন্তর আদেশই বিষম বাধাস্বরূপ। অকলঙ্ক শশুরকুল এবং পিতৃকুল এই দুইকুলের কথা ভাবিতে আমি সংশয়ে পড়িয়াছি। ছাড়াইতে চাহিলেও তাকে হৃদয় ছাড়িতে চায় না-কারণ সেজন আমার প্রাণের অধিক (বড়) প্রিয়তম। সখীভাবাবেশে পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস কহিতেছেন - এ হেন সম্পদ কার ভয়ে ত্যাগ করিবে?

(৬)

শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্ত দূতী—শ্রীরাধামাহ

চম্পক-দাম, হেরি—মুরছি রহু, লোচন-ঝরু-অনুরাগ,

তুয়াগুণ-মন্তর, জপয়ে নিরন্তর, ভালে ধনি! তোহারি সোহাগ।
'বৃষভানু-নন্দিনি!' জপয়ে রাতি-দিনি, ভরমে না বোলয়ে আন,
লাখ লাখ ধনী, কহই মধুর-বাণী, স্বপনে না পাতই কান।
পুরুষ-রতন-বর, ধরণী-লোটাওত, কো-কহু আরতি-ওর,
'রা' বলি, 'ধা' বলি, বলই না পারই, ধারাধর-বহে লোর!
গোবিন্দদাস তুয়া—চরণে নিবেদন, কানুকো ঐছন সম্বাদ,
নি-চয় জানহ, তছু-দুঃখ-খণ্ডক, কেবল তুয়া পরসাদ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

৬। হে রাধে! শ্যামসুন্দর চম্পকের মালা দর্শনে তোমার স্মৃতি জাগ্রত হওয়ায় মুর্চ্ছিত হইতেছে এবং নয়ন হইতে অনুরাগের ধারা বহিতেছে। তোমার গুণ মন্ত্রের ন্যায় জপ করিতেছে। হে ধনি তোমার সোহাগকে ধন্যবাদ! বৃষভানু-নন্দিনী এই নাম রাতদিন জপিতেছেন। ভ্রমেও মুখে অন্য কথা বলেন না। লক্ষ লক্ষ সুন্দরী রমনী কত কত মধুর কথা বলিতেছেন; কিন্তু শ্যামসুন্দর স্বপ্নেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। শ্রেষ্ঠ পুরুষরত্ন ধরণীতে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁর অন্তরের দুঃখের কথা কে নির্ণয় করিতে পারে। আর্ত্তিতে 'রা' বলিয়া 'ধা' বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারেন না। কেবল নির্ঝরের ন্যায় অশ্রুধারা ঝরিতেছে। সখী-ভবাবেশে পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন— রাধে! কানুর ঐরূপ সংবাদ তোমার চরণে নিবেদন করিলাম। তুমি নিশ্চয় জানিয়া রাখ, কেবল তোমার প্রসন্নতাই তাঁহার দুঃখ প্রশমনের একমাত্র উপায়!

(৭)

কেদার

ধনি-ধনি! চলু অভিসার।
শুভ দিন আজু, রাজপথে, মন মথ, পাওবি কীরিতি বিথার।
গুরুজন-নয়ন, অন্ধ করি আওল, বান্ধব তিমির বিশেখ।
তুয়া উরু ফুরত, বাম কুচ লোচন, বহুমঙ্গল করি লেখ।
কুলবতী-ধরম-করম অব সব তুহু, গুরু-মন্দিরে চলু রাখি।
প্রিয়তম-সঙ্গে, রঙ্গ করু, চিরদিনে, ফলিত মনোরথ-শাখী।
নীরদে বিজুরী, বিজুরী সঞে নীরদ, কিঙ্কিণী গরজন-জান,
হরিখ-বরিখে-ফুল, সব সখী-শিখীকুল হরিবল্লভ গুণ গাণ।

পুনরায় দূতীর উক্তি—

৭। ধনি রাধে! অভিসারে চল। আজ বড় শুভ দিন। রাজপথে মন্মথের যশ বিস্তার হইবে। দেখ (তোমার গুরুজনের বাধা) গুরুজনের দৃষ্টি আবরণ করিয়া গভীর অন্ধকার

তোমার বান্ধবের কাজ করিতেছে। আর বহু মঙ্গলের লক্ষণস্বরূপ তোমার উরু-বাম স্তন ও নয়ন কম্পিত হইতেছে। এখন তুমি কুলবতীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই গুরুজনের গৃহে রাখিয়া (ত্যাগ করিয়া) অভিসারে চল।— প্রিয়তমের সঙ্গে রঙ্গ কর। দেখ! বহুদিনের মনোবাঞ্ছারূপ বৃক্ষ ফলবতী হইয়াছে। যেমন মেঘের সঙ্গে বিদ্যুৎ মিলিত ও মেঘের গর্জ্জনে ময়ুরগণ নৃত্য করিতে থাকে—তদ্রূপ শ্যামরূপ মেঘের সহিত বিদ্যুৎরূপা রাধার সম্মিলনে শিখিরূপা সখীগণ আনন্দে পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন এবং মেঘগর্জ্জনরূপ কিঙ্কিণীর ধ্বনিতে আনন্দে তোমার হরিবল্লভের গুণগান করুক। পক্ষে পতকর্ত্তা হরিবল্লভ তোমার গুণগান করুক।

(৮)

বেলোয়ার

ধনি, ধনী, রাধা—শশী বদনী
লোচন অঞ্চল—চকিত, চলতমণি—কুণ্ডল, অলগনি ঝলকবনি,
মন্দ সুগন্ধ—সুশীতল মারুত, ঘুংঘট-অঞ্চল নটত রসে।
নাশা-মোতিম, উডু যনু খেলত, বিম্বাধর পর-হসনি-লসে,
উর-মনিহার-তরঙ্গিণী-সঙ্গত—কুচযুগ-কোক সদা হরিযে।
রাজ হংস সম, গমন মনোরম, বল্লভ-লোচন-সুখ বরিযে।

গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ কৃত অভিসারের পদ-

৮। চন্দ্রমুখী শ্রীমতী রাধারানী অভিসারে চলিয়াছেন— তাঁহার নেত্রপ্রান্ত চঞ্চল, দোদুল্যমান রত্ন কুণ্ডল স্ব স্ব্ জ্যোতিতে দীপ্তিমান। সুগন্ধ-সুশীতল মৃদুমন্দ অনিলান্দোলনে ঘোমটার প্রান্তভাগ (বস্ত্রাঞ্চল) যেন রসভরে নৃত্য করিতেছে। নাসিকার উজ্জ্বল মুক্তাটি যেন নক্ষত্রের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। রক্তিমাধরে হাস্য শোভা পাইতেছে। স্তনযুগল বক্ষস্থিত মনিহাররূপ-নদীতীরবর্ত্তী আনন্দ ক্রীড়ারত চক্রবাক পক্ষীযুগলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে। আর রাজহংসীর ন্যায় মনোরম গতিভঙ্গিমা যেন প্রিয়তমের নয়নানন্দ বর্ষন করিতেছে।

(৯)

বালা

শুন শুন এ সখি! বচন বিশেষ,
আজু হাম দেওব তোহে উপদেশ।
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম
হেরি পিয়া মুখ—মোড়বি গীম।
পরশিতে—দুই করে ঠেলবি পানি,
মৌন করবি—পিয়, পুছইতে বাণী।

বহু বিধ চাটু করয়ে যদি নাহ
বিহসি বুঝাওবি, রস-নিরবাহ।
"বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট,
কাম-গুরু হই শিখাওব পাঠ'।

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি—

৯। সখি! (আনন্দাবেগে) আমার বিশেষ কথা শুন শুন! আজ আমি তোমাকে উপদেশ দিব (ক্রীড়া পরিপাটি)। প্রথমে শয্যা প্রান্তে বসিবে। প্রিয়তমের মুখ দর্শন করিয়াই ঘাড় ফিরিয়ে নেবে। প্রিয়তম স্পর্শ-করিতে উদ্যত হইলে দুইহস্তে তার হস্ত ঠেলিয়া দিবে। প্রিয় যখন কিছু জিজ্ঞাসা করিবে— তখন মৌন অবলম্বন করিবে। যদি বহুবিধ প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করে তথাপি কথা না বলিয়া হাসির দ্বারাই রসময় ক্রীড়ার উত্তর দিবে। সখীভাবে বিদ্যাপতি কহিতেছেন— এ সকলই রসের ভঙ্গি। কন্দর্প স্বয়ংই গুরু হইয়া ঐ সকল পাঠ শিখাইবেন।

(১০)

পঠ মঞ্জরী

সুরত-তিয়াসে ধরল পহু, পানি,
করে কর বারই, তরল নয়ানী।
হঠ-পরিরম্ভণে পরবশ গাত,
নহি নহি বোলি, ধূনাওই মাথ।
অভিনব-মদন-তরঙ্গিণী রাই,
শ্যাম-মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই।
চুম্বনে সঙ্কোচই লোচন তার,
পিবইতে অধর রচই সীতকার।
নখর-পরশে ধনী চমকয়ে গোরী,
দশইতে তরসি উঠই, তনু মোরি।
কহইতে কহ গদ গদ পদ-আধ,
গোবিন্দ দাস কহ রস-মরিয়াদ।

১০। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাঠ পড়াইয়া সখী-শ্রীরাধাকে লইয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিলে— প্রেম-তৃযার্ত্ত নাগরমণি শ্রীরাধার হস্ত ধারণ করিলেন। চঞ্চলনয়নী শ্রীরাধা হস্তদ্বারা প্রিয়তমের হস্ত সরাইয়া দিলেন। নাগরের বলপূর্ব্বক আলিঙ্গনে শ্রীরাধার দেহ পরবশ হইল-তখন না না বলিতে বলিতে মস্তক ঢুলাইতে লাগিলেন। অভিনব কন্দর্পনদীতুল্য শ্রীরাধারাণী, তাহাতে শ্যামরূপ মাতঙ্গ (হস্তী) রসে অবগাহন করিতেছেন। চুম্বনে উদ্যত হইলে নয়নের তারা সঙ্কোচিত করিলেন এবং অধর পান করিতে রত্যানন্দে অব্যক্ত মুখশব্দ করিতে লাগিলেন ইত্যাদি। পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস।

(১১)

পঠ মঞ্জরী

বালি বিলাসিনী, মনসিজ-নাট,
অব কছু কছু সমুঝয়ে রস-পাঠ।
শশী-মুখী, রহি রহি লহু লহু বোলে
প্রিয়তম-শ্রবণে অমৃত-রস ঘোলে;
যত যত করে ধনী, কাকুতি দম্ভ।
বিদগধ ততহি গাঢ় পরিরম্ভ,
হরিণ-নয়ানী—সঘনে শিতকার।
টুটত কুচ-কঞ্চুক, মণিহার,
নির্ভর বিম্ব-অধর-পর দংশে,
অনুভবি, মনমথরস-পরশংসে।
ঘন দামিনী মিলি কেলী-বিলাস।
সখীজন-নয়ন-শিখিনীর সহাস!
কঙ্কণ কিঙ্গিণী নুপুর বাজে,
এত দিনে মন মথ পাওল রাজে।
শ্রমজলে দোহু-তনু ভরু; নব-প্রেম,
মাজি ধোওলী যৈছে-নিলমণি, হেম।
কহে হরি বল্লভ আলী-সমাজ!
রাখল লোচন-সম্পূট মাঝ।।

১১। বিলাসিনী রাধারাণী এখন কন্দর্পনাটের রসময় পাঠ কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন। চন্দ্রমুখী রাধা থাকিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বচনে প্রিয়তমের কর্ণে অমৃতরসের আবর্ত্তন সৃষ্টি করিতেছেন। ধনী যত যত কাকুতি-মিনতি করেন — রসিকশেখর তত গাঢ় আলিঙ্গন করিতে থাকেন। হরিনী নয়নী শ্রীরাধা রত্যানন্দে সঘন মুখশব্দ করিতে লাগলেন। ক্রীড়াবেশে কুচ-কুঞ্চুক (স্তনাবরণী বস্ত্র) ও মণিহার ছিন্ন হইয়া গেল। শ্রীরাধার বিম্বাধরে দৃঢ় দংশন করিলেন। এখন ধনি রাধা কন্দর্পরস অনুভব করিয়া তাহার (কন্দর্পরসের) প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যেমন মেঘের সহিত বিদ্যুৎ দর্শনে ময়ুরীগণ আনন্দে মত্ত হয়,— তদ্রূপ ঘনশ্যাম ও রাধারাণীর মিলিত কেলিবিলাস দর্শনে সখিগণের নয়নরূপ ময়ুরীবৃন্দ আনন্দে হাস্য করিতেছে। কঙ্কঁন-কিঙ্কিনী ও নূপুরের ধ্বনি হইতে লাগিল। পদকর্ত্তা বলিতেছেন— সখীবৃন্দ এই রত্নদুইটি (রাধা-কৃষ্ণ) নয়নরূপ সম্পূটে (সিন্দুকে) রক্ষা করিল।

কৃষ্ণা পঞ্চমী ক্ষণদা সমাপ্ত।

ইতি সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ সন্ধি, মুগ্ধতা মধতয়োশ্চ সন্ধি, পঞ্চমী ক্ষণদা।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

অথ ষষ্ঠী ক্ষণদা,—কৃষ্ণা ষষ্ঠী

(১)

গৌরচন্দ্রস্য—পাঠ মঞ্জরী রাগ

গোবিন্দের অঙ্গে পঁহু নিজ অঙ্গ দিয়া,
গান বৃন্দাবন গুণ আনন্দিত হৈয়া।
অনন্ত অনঙ্গ যিনি দেহের বলনি,
মুখ-চাঁদ কি কহিব? কহিতে না জানি।
নাচেন গৌরাঙ্গ চাঁদ গদাধর-রসে,
গদাধর নাচে পুঁহু গৌরাঙ্গ বিলাসে।
ত্রিভূবন দরবিত দম্পতি রসে,
মুরারী বঞ্চিত ভেল নিজ মায়া দোষে!

১। শ্রীগোবিন্দের অঙ্গে পঁহু— প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর প্রিয় কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোবিন্দঘোষের অঙ্গে স্বীয় অঙ্গ হেলাইয়া-আনন্দভরে বৃন্দাবনগুণ (অর্থাৎ স্বীয় পূর্ব্বভাব শ্রীকৃষ্ণলীলার সার রাসোৎসবের যে অনির্ব্বচনীয় প্রেমলীলানন্দ স্মরণ করিয়া) কীর্ত্তন করিতেছেন। অনন্ত কন্দর্পনিন্দিত অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং শ্রীমুখচন্দের মাধুর্য্যের বর্ণন কি কাহিব,-আর কি বা জানি অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের ভুবনমোহন রূপ বর্ণনের ভাষা নাই। রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধার প্রেমময়ী মূর্ত্তি শ্রীগদাধরের প্রেমরসে গৌরচন্দ্র নৃত্য করিতেছেন। আর শ্রীগদাধর ও সাক্ষাৎ রাসেশ্বর প্রিয়তম প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের রাসলীলাবেশে নৃত্য করিতেছেন। এই দম্পতি রসে—অর্থাৎ ব্রজের শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল রসবিলাসের রস-আস্বাদনে ত্রিভুবন দ্রবীভূত হইতেছে। পদকর্ত্তা মুরারী বলিতেছেন—হায়! কেবল আমিই মায়াসঙ্গদোষে ও রসে বঞ্চিত রহিলাম।

(২)

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য, গান্ধার

এমন নিতাই কোথাও দেখি নাই।
অবধূত-বেশ ধরি, জীবে দিল নাম হরি,
হাসে কান্দে নাচে আরে ভাই।।
অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ, ধরণ না যায় অঙ্গ,
গোরা প্রেমে গড়া তনু খানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে, বাহু তুলি হরি বলে,

দু নয়নে বহে নিতাইর পানি।।

কপালে তিলক শোভে, কুটিল-কুন্তলে লোলে,
গুঞ্জার আটুনি চূড়া তায়।
কেশরী জিনিয়া কটি, কটিতটে নীল ধটী,
বাজন-নূপুর রাঙ্গা পায়।।
কে কহু নিতাইর গুণ, জীব দেখি, সকরুণ,
হরি নামে জগত তারিল।
মদন, মদেতে অন্ধ, বিষয়ে রইল বন্ধ,
হেন নিতাই ভজিতে না পাইল।।

কেবল মূল থাকিবে

(৩)

বরাড়ি, শ্রীরাধাপ্রাহ

নিতি নিতি আসি যাই, এমন কভু দেখি নাই, কিখেনে বাড়াইনু পা, জলে।
গুরুয়া-গরব, কুল, নাশাইতে কূলবতীর, কলঙ্ক—আগে আগে চলে!!
বড়ি মাই! কি দেখিনু যমুনার ধারে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো! বিকাইনু তার আঁখি ঠারে।। ধ্রু।।
শ্যাম চিকনিয়া-দে, রসে নিরমিল কে? প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপনি,
ভূবন-বিচিত্র ঠাম, দেখিয়া কাঁপয়ে কাম, কান্দে কত কুলের রমণী।
না জানি না শুনি তায়, সেবা কোন্ দেবতায়, তেঞিঃ সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞান দাসেতে কয়, না করিলে পরিচয়! কি জানিবে তাহার চরিত?

৩। শ্রীরাধা আপনার মাতামহী শ্রীমতী মুখরাদেবীকে বলিতেছেন।

বড়াই মা। আমি দৈনিক যমুনায় যাওয়া-আসা করি; কিন্তু এমন কোন দিন দেখি নাই। কি কুক্ষণে আজ জল আন্‌তে পা বাড়িয়েছিলাম। কুলবতী ঘরের বাহির হইলেই—তার গুরু-মর্য্যাদা ও কুল নাশ করিতে কলঙ্ক আগে আগে চলে। বড়িমা, যমুনার ধারে যা দেখে এলাম, তা আর কি বলব। কালবরণ এক মানুষের মত আকার গো! তার চোখের ইসারায় নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি। তাঁর উজ্জ্বল চিকনকৃষ্ণ রসময় দেহখানি কে গড়িল কে জানে? সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্য উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁর ভুবনভুলান অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া কামদেব ও কম্পিত হয়। আর কতশত কুলবতী রমণী ক্রন্দনে আকুল হয়। তাঁর নাম জানিও না শুনিও না। সে নিশ্চয় কোন দেবতা হবেন,— সেইজন্য তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত স্বভাব। পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস বড়াই-ভাবেতে কহিতেছেন—তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিলে না!—তাঁর চরিত্র কেমন করে বুঝিবে!

(৪)

শ্যামা, রাধামাহ—মল্লার

রূপ দেখ সিয়া, বন্ধুরে আপনা দিয়া।
যৌবনে জীবনে কিবা কাজ? না ধর আমার বোল,
পাছে পাবে লাজ।
পিঠেতে পাটের থোপা, তাহে সোনার ঝাঁপা,
কুন্তলে—বকুল মালা, গন্ধ রাজ চাঁপা।
নটবর বেশ কানুর, হাতে মোহন বেনু,
পীতধড়া—পরিধান, ভূরু—কাম ধনু।
আঁখির অঞ্চল, নাচায় চঞ্চল, তাহে বরিখে বান,
হিয়ার ভিতর, করয় বেন্ধা, যেখানে পরাণ।
যে ধনী তাহার নয়—সে তারে দেখিলে,
শ্রবণে মকর কুণ্ডল—মন ধরি গিলে!
বংশীবদনে কহে—এই কথা দড়,
বিলম্ব না কর, বেশ বানাইয়া নড়।

শ্রীরাধাপ্রতি শ্যামাসখীর উক্তি—

৪। যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুল ভাব দর্শনে শ্যামাসখী বলিতেছেন—এস এস বন্ধুকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁর রূপ দর্শন কর। এই জীবন-যৌবনে কি লাভ? যদি আমার কথা না শুন, তাহলে শেষে কিন্তু লাজ অর্থাৎ সম্ভ্রমনাশে লজ্জা পাইবে। তাহার পৃষ্ঠে সোনার ঝাঁপ দেওয়া পাটের থোপা। কেশে বকুলমালা-গন্ধরাজ ও চাঁপাফুল। কানুর নটবর বেশ-হাতে মোহন বেনু-পীত বসন পরিধান—কামধনুতুল্য ভ্রূযুগল। আর নৃত্যচঞ্চল নেত্রাঞ্চল অর্থাৎ কটাক্ষবাণ বর্ষণ করে তাহা বুকের ভিতরে প্রাণকে বিদ্ধ করে। যে ধনী তাহার নয়-অর্থাৎ পরনারী দেখিলে তাহার কর্ণের মকর-কুণ্ডল পরনারীর মনকে গ্রাস করে। সখীভাবাবেশে গীতকর্ত্তা বলিতেছেন—এই কথাই ঠিক। আর বিলম্ব করিও না। অতএব বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া প্রিয় সম্মিলনে অভিসার কর।

---

(৫)

কামোদ

নিলীম মৃগমদে—তনু অনুরঞ্জই, নিলীম হার উজোর,
নীল বলয়াগণ, ভূজ যুগ মণ্ডিত, পহিরলি নীল-নিচোল।
সুন্দরী, হরি অভিসার কি লাগি।
নব অনুরাগে গোরীভেলি শামরী! কুহু-যামিনী-ভয়-ভাগি ।। ধ্রু।।

নীল-অলকাকূল, অলিকে হিলোলত, নীল-তিমিরে চলু গোই,
নীল-নলীন যৈছে, শামরু সায়রে* লখই না পারই কোই।
নীল ভ্রমরগণ, পরিমলে ধাবই, চৌদিকে করত ঝঙ্কার,
গোবিন্দ দাস, অতএ অনুমানই, রাই চললি অভিসার।

৫। শ্যামাসখীর যুক্তিপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া আনন্দিতা শ্রীরাধা অন্ধকারে অভিসারের উপযোগী বেশ রচনায় প্রবৃত্তা হইলেন। অঙ্গ নীল মৃগমদে রঞ্জিত করিলেন। বক্ষে নীলমণি-হার-নীল বলয় বাহুযুগলে মণ্ডিত এবং নীল বসন পরিধান করিলেন। এই প্রকারে শ্রীহরি অভিসারের লাগি নব অনুরাগে সুন্দরী রাধা শ্যামবর্ণা সাজে সজ্জিতা হইলেন—তাহাতে অন্ধকার রাত্রির ভয় নিবারিত হইল। কৃষ্ণকুন্তলরাশি ললাটোপরি দোলাইত হইতেছে। এইরূপে নীল আঁধারে গমন করিলেন। নীলকমল যেমন নীল সরোবরে লক্ষ করা যায় না—তদ্রূপ কৃষ্ণারজনীতে কৃষ্ণবেশ-ধারিনী শ্রীরাধাকে কেহই লক্ষ করিতে পারিলেন না। কেবল অঙ্গের পরিমল লুব্ধ কৃষ্ণ ভ্রমরবৃন্দ চৌদিকে ঝঙ্কার করিতে করিতে ধাবিত হইল। গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস সখীভাবাবেশে বলিতেছেন— অতএব অনুমান হয় রাইধনী অভিসারে গমন করিতেছেন।

---

(৬)

কেদার

রতি-সুখ-শয়ন, সাজি সহচরী মেলি, রাই রহলি নব-কুঞ্জে
খনে খনে ভাবিণী, মনহি বিচারত, বিবিধ মনোরথ-পুঞ্জে।
রস-ময় নাগর-কান।
সকেঁত জানি, দূতী-বচনামৃতে, সংভ্রমে কয়ল পয়ান।
রসময়-আনন-শশধর সুন্দর, নয়ন-চকোরক বাস
অপরূপ! সোই—চপল ভেল, কামিনী-মুখ-পঙ্কজ-মধু আশ।
মন-মথ মথই, মনোরথ-মন্দরে হরি-মন-জলধি-বিথার
কহে হরি বল্লভ, অবজানি উপজয়, কেলী-অমৃত-রস-সার।

৬। সহচরী সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া নবনিকুঞ্জে অভিসার করিয়া রতিসুখ শয্যা রচনা করিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে রাধা নানাবিধ মনোভিলাষ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে রসময় নাগর কৃষ্ণ দূতীর অমৃতময় বচনে সংকেত জানিয়া আবেগভরে কুঞ্জাভিমুখে গমন করিলেন। রসময়ের সুন্দর বদনরূপ চন্দ্রে নয়নরূপ চকোরের বাস হইলেও কি অপরূপ! সেই নয়নচকোর কামিনীর মুখপদ্মের মধুপানের আশায় চঞ্চল হইয়াছে। কন্দর্প মনোভিলাষরূপ মন্দর পর্বতের দ্বারা হরি-হৃদয়রূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া

আলোড়িত করিতে লাগিলেন। পদকর্ত্তা হরিবল্লভ সখীভাবে কহিতেছেন—এখন জানিলাম, কেলি-অমৃত রসসার উপজাত হইবে।

(৭)

পথি, দূতী কৃষ্ণমুপদিদেশ—কামোদ

বুঝিব দুওল-পণ আজ।

রাইমণি রতনে, আনিলু বড়ি যতনে, বাঁচি সব রমণী সমাজ।
শিরীষ-কুসুম-তনী, অতি সুকুমারী ধনী, আলিঙ্গবি দৃঢ় অনুরাগে
নির্ভরে করবি কেলী, কেহ নাহি বুঝে মেলি,—
ভ্রমরাভরে মঞ্জরী না ভাঙ্গে।
পীরিতি-কি বোলি, নিকটে বৈঠাওবি, নখহানি আনবি কোর
আহা উহু করে ধনী, কপটে ভুলবি যনি! যদি কহে কাতর
ভনিতাহীন বোল।

৭। পথে যাইতে যাইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উপদেশ দান—হে কৃষ্ণ! তুমি যে রসিক নাগর শিরোমনি তা আজ জানা যাবে! শ্রেষ্ঠ রত্নতুল্য রাইমণিকে অনেক যত্ন করে সমস্ত রমনীসমাজের দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে এনেছি। তাহার অঙ্গ শিরীষ-কুসুমতুল্য কোমল। ধনী অতি সুকুমারী,—অতএব অতিশয় অনুরাগের সহিত আলিঙ্গন করিবে। তুমি নির্ভয়ে ক্রীড়া করিবে। অর্থাৎ কোন সঙ্কোচ করিবে না। কেহ প্রেমের রীতি বুঝে না। যেন ভ্রমরের ভরে কোমল মঞ্জরী ভগ্ন না হয়! (অর্থাৎ কোমল মঞ্জরীসম সুকুমারী রাধা, এবং কৃষ্ণ ভ্রমরতুল্য দৃঢ়কায় পুরুষ) প্রীতিপূর্ণ মধুর বাক্যে তাহাকে নিকটে বসাইবে। বক্ষস্থলে নখাঘাত করিয়া ক্রোড়ে লইও। যেন ব্যথা লাগিয়াছে—এইরূপ কপটবাক্যে আহা! উহু করিলেও ভলিও না। যদি কাতরতায় কিছু কহে— তাহাতে ও ভুলিও না।

(৮)

বরাড়ি

আওল মাধব, পাওল-ধাম,
সম্ভ্রমে জাগল, মনসিজ-গাম।
ধনী, মুখ ঢাকি রহল এক পাশ,
বাদর-ডরে শশী—রহল তরাস?
চলু সব সখীজন—ইঙ্গিত জানি,
আরত-নাহ, ধওল ধনী-পানি।

* রুঠে বলয়া কিয়ে ঝন ঝন বাজে?
বালা কছুই না কহু, ভয়-লাজে।
* কত কত সখীজন-করত উপায়,
ধনী, মুখ-চন্দ কবহু না দেখায়।
রতি-রণ-পণ্ডিত-নাগর-রঙ্গী,
চাপি ধরল, ধনী-বেণী-ভূজঙ্গী।
ডাহিন হাত-চিবুক-গহি রাখে,
সম্ভ্রমে-বদন-ইন্দু-রস-চাখে।
নয়ন-চকোর, অমৃত-রস পিয়ে *
অপরূপ! দোহুক জীউ তব জীয়ে।
ভূজ-ধরি আনল, কুসুম-শয়ান,
জনম সফল মানল, পাঁচ-বান *
সঘনে আলিঙ্গন, নির্ভর কেলী,
বল্লভ-বৈদগধি সফলিত ভেলি!

৮। মাধব কুঞ্জে আগমন করিলেন। যেন সম্ভ্রমে কন্দর্প-জাগ্রত হইল। সুন্দরী (রাধা) একপাশে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন,— যেন বাদলের ভয়ে চাঁদ লুকাইল। সংকেত বুঝিয়া সখীগণ কুঞ্জের বাহিরে গেলেন। প্রেমার্ত্ত নাগর ধনীর হস্ত ধারণ করিলেন,— তাহাতে রাধা রুষ্টভাবে হস্ত সরাইতে বলয়ের ঝনঝন শব্দ হইতে লাগিল, কিন্তু সুন্দরী ভয় ও লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারলেন না। সখীগণ (মঞ্জরীগণ) অবগুণ্ঠন (ঘোমটা) মোচনের কত কত চেষ্ঠা করিতে লাগিলেন; সুন্দরী রাধে মুখচন্দ্র দেখাতে চান না। কিন্তু রতিযুদ্ধে নিপূণ রঙ্গী নাগর (কৃষ্ণ) সুন্দরীর বেনীরূপ ভুজঙ্গীকে চাপিয়া ধরিলেন, এবং দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া আদর-আবেগের সহিত ধনীর মুখচন্দ্ররস পান করিতে লাগিলেন, যেন নয়ন-চকোর অমৃতরস পান করিতে লাগিল। দেখ ইহা এক অপূর্ব ঘটনা। নাগর একই অমতরস পান করিতেছন,— কিন্তু তাহাতে উভয়ের (অর্থাৎ নাগর-নাগরীর) জীবনলাভ (আনন্দানুভব)হইতেছে। তৎপরে নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণ বাহু ধারণ করিয়া প্রেমময়ীকে কুসুমশয্যায় আনয়ন করিলেন। যুগল কিশোরের প্রেমমিলন সম্পাদন সম্পূর্ণ জানিয়া কন্দর্প জনম সার্থক মনে করিল। গীতকর্ত্তা বল্লব সখীভাবে বলিলেন— নাগর! তোমার ক্রীড়ানৈপূন্য ফলবতী হইল।

ষষ্ঠ ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

সপ্তম ক্ষণদা,—কৃষ্ণা সপ্তমী

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য, সুহই।

সহজই কাঞ্চন গোরা,
মদন-মনোহর বয়স কিশোরা।
তাহে ধরু নটবর-বেশ,
প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত রসের আবেশ।
নাচত নবদ্বীপ-চন্দ,
জগজন নিমগন প্রেম-আনন্দ।
বিপুল পুলক অবলম্বে,
বিকশিত ভেল কিয়ে ভাব-কদম্বে?
নয়নে গলয়ে ঘন-লোর,
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ভাবে বিভোর *
রস-ভরে গদগদ-বোল,
চরণ-পরশে ক্ষিতি* আনন্দ-হিলোল।
পূরল জগজন-আশ,
*কেবল বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।

১। চিরসুন্দর প্রাণগৌরের বর্ণ স্বর্ণোজ্জ্বল দ্যুতি সম্বলিত। তাহাতে কন্দর্পচিত্তহারী বয়স নবকিশোরাকৃতি। তাহাতে আবার নটবরের বেশ ধাবণ করিয়াছেন। প্রত্যঙ্গ রসাবেশে তরঙ্গায়িত। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন। আজ নির্বিচারে জগবাসী সেই প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইতেছেন। শ্রীগৌরঅঙ্গে বিপুল পুলকহেতু যেন ভাবরাশি বিকসিত হইতেছ। নয়নে যেন মেঘের ন্যায় ধারা বর্ষণ হইতেছ। প্রেমে বিভোর গৌর ক্ষণে হাস্য করেন— ক্ষণে ক্রন্দন করেন। রসপ্রাবল্যে গদ গদ বাক্য নির্গত হইতেছে। পদকর্ত্তা দৈন্য খেদোক্তিসহ বলিতেছেন— শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবিলাসে সর্ব্ব জগজ্জনের আশা পূর্ণ হইল,— একমাত্র আমি গেবিন্দদাস বঞ্চিত রহিলাম।

(২)

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য, বেলোয়ার

জয় জগতারণ, কারণ ধাম। আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ নাম ।। ধ্রু।।
ডগমগ-লোচন-কমল ঢুলাওত, সহজে অথির গতি—জিনি
মাতোয়ার,

ভায়া অভিরাম! বলি, ঘন ঘন ফুকরই, গৌর-প্রেমভরে
চলই না পার।
গদ গদ মধুর—মধুর বচনামৃত, লহু-লহু-হাস-বিকাশিত-গণ্ড,
পাষণ্ড খণ্ডণ, শ্রীভূজ মণ্ডণ—কনক-খচিত অবলম্বন-দণ্ড।
কলিযুগ-কাল-ভূজঙ্গম-সঙ্গম, দগধল স্থাবর-জঙ্গম দেখি,
জগ-ভরি প্রেম-সুধারস বরিখত, গোবিন্দ দাস-কো কাহে
উপেখি?

২। যিনি জগতের উদ্ধারকর্ত্তা, কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর আশ্রয়; এবং আনন্দের কন্দ(মূল)—সেই নিত্যানন্দের জয় হউক। প্রেমে ঢল ঢল কমল-নয়ন ঢুলাইতেছেন। মাতোয়ার অপেক্ষা অস্থির গতিভঙ্গী। যিনি ঘন ঘন ভায়া অভিরাম বলিয়া ডাকিতেছেন— আর গৌরপ্রেমাতিশয্যে চলিতে পারিতেছেন না। যাঁহার মধুর হইতেও মধুর গদ গদ বচনামৃত মৃদু মৃদু হাস্যে গণ্ড বিকসিত। পাষণ্ডত্ব (পাষণ্ডের নয়) নাশ হেতু একটি স্বর্ণখচিত দণ্ড যাঁহার শ্রীহস্তে শোভিত। কলিযুগরূপ কৃষ্ণসর্প-সঙ্গে বিষজ্বালায় স্থাবর-জঙ্গম দগ্ধ দর্শনে দয়াল নিতাইচাঁদ জগৎ ভরিয়া প্রেমসুধারস বর্ষণ করিতেছেন। গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস খেদসহ বলিতেছেন,— হে দয়াল নিতাইচাঁদ! তোমার দাস গোবিন্দকে উপেক্ষা কেন?

(৩)

শ্রীরাধাহ; গান্ধার।

মরকত-দরপণ-বরণ-উজোর,
হেরইতে, প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ অগোর।
না বুঝলু, কি কহল—অরুণ নয়ান,
হানল অতএ—কুসুম-শর, বাণ।
এ সখি! কাহে ভেটলু নন্দ-নন্দনা?
মন্দির-গহন, দহন ভেল-চন্দনা।
তৈখনে, দক্ষিণ-পবন ভেল—বাম,
সহই না পারিয়ে, হিম-কর-নাম.
সাজহ সেজ, কমল-দল পাতি,
কূলবতী যুবতী, লেউ—নিজ-সাথি.
তাহি রহল, মন-লোচন, লাগি
ধৈরয, লাজ, দূরে গেল ভাগি।
কি ফল, একল বিকল-পারণ?
গোবিন্দদাস কহ মিলব কাণ!

সখীর প্রতি রাধার উক্তি—

৩। সখি। উজ্জ্বল মরকতমণি দর্পণতুল্য অঙ্গের বর্ণ দেখিলাম। তাহার প্রতি অঙ্গে কন্দর্পের আবরণ। সে রক্তিম নয়নে কি যে কহিল তাহা বুঝিলাম না,— মনে হয় কন্দর্পবাণ বিদ্ধ করিল। সখিরে! আমি কেন যে নন্দনন্দনকে দর্শন করিলাম! দর্শনের পরিণাম এই হ'ল— গুরুজন-বেষ্টিত গৃহ অরণ্যতুল্য — শীতল চন্দন অগ্নিদগ্ধের ন্যায় দাহকারী হইয়াছে। দক্ষিণবায়ু ভেল বাম- অর্থাৎ পীড়াদায়ক হইয়াছে। শীতল কিরণদাতা যে চন্দ্র তার নামও সহ্য করিতে পারি না। সখি! এখন পদ্মপত্রের শয্যা প্রস্তুত কর। কুলবতী যুবতীর উচিত শাস্তি গ্রহণ করি। অর্থাৎ কুলবতী হইয়া এইরূপ দূরাকাঙ্খীর মৃত্যুই শ্রেয়। এখন আমার মন ও নয়ন তাহাতেই লাগিয়া আছে। আমার ধৈর্য্য লজ্জা সব দূরে চলিয়া গিয়াছে। এখন একা বিকল প্রাণ থেকে কি লাভ! পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস্ সখীভাবাবেশে বলিতেছেন— তুমি অধৈর্য্য হইও না, কানু শীঘ্রই মিলিবে বা মিলাইয়া দিব।

(৪)

বালা

কানু-হেরব করি, ছিল বহু সাধ!
কানু-হেরইতে অব, ভেল-পরমাদ!!
তব ধরি, অবোধি-মুগধি, হাম নারী
কি করি কি বলি, কছু বুঝই না পারি
সাঙন-ঘন-সম এ দুটি নয়ান!
অবিরত, ধক ধক—করয়ে পরাণ!!
কাহে লাগি সজনি! দরশন ভেলা?
*বরকী, আপন-জিউ, পর হাতে
দেলা!
না জানিয়ে, কি করু মোহন- চোরা,
হেরইতে, প্রাণহরি লই গেয়ো,
মেরা।
এত সব আদর— গেও দরশাই,
*যত বিছুরিয়ে, তত—বিছুর না যাই।
বিদ্যাপতি কহে, শুন বর-নারী,
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারী।

সখির প্রবোধবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা সখিকে বলিতেছেন—

৪। দেখ সখি! বড় সাধ ছিল কানুকে দেখব। কিন্তু এখন কানুকে দেখে প্রমাদ হ'ল।

আমি অবোধ মুগ্ধা নারী। কি করি-কি বলি কিছুই বুঝি না। শ্রাবণ মাসের মেঘের ন্যায় অবিরল ধারে এ দুই নয়ন ঝরিতেছে। আবার প্রাণে আগুনের ন্যায় ধক-ধকানি। সখি! কি জন্য দর্শন হইল? আমি মূর্খা! আপনার জীবনটি পরহস্তে সমর্পণ করিলাম। আমি জানিনা মোহন চোরা কি করিয়া দৃষ্টিমাত্রেই আমার প্রাণটি হরণ করিয়া লইয়াছে। এত সব আদর দেখিয়ে গেল-সে সকল বিস্মৃত হইতে যত চেষ্ঠা করি কিন্তু বিস্মৃত হইতে পারি না। গীতকর্ত্তা বিদ্যাপতি সখীভাবাবেশে বলিতেছেন— হে রাধে! রমনীশিরোমণি আমার কথা শুন; চিত্তে ধৈর্য্যধারণ কর— মুরারী অবশ্যই মিলিবে।

(৫)

দূতী প্রাহ, সুহই।

সহজই, শ্যাম—সুকোমল-শীতল, দিনকর-কিরণে-মিলায়,
সো তনু পরশ—পবন-লব, পরশিতে, মলয়জ-পঙ্ক শুকায়!
সজনি! কতয়ে বুঝাওব নীতি,
কানু, কঠিনপথ, করল আরোহণ, গুণি গুণি- তোহারি-পিরিতি,
অনুখন দুনয়নে, নীর নাহি তেজই, বিরহ-অনলে-হিয়া-জারি!
পাবক-পরশে, সরস-দারু যৈছন, এক দিশে নিকসই-বারি!!
সজল-নলিনী-দলে, শেষ-বিছাওই, সূতল-অতি-অবসাদে,
জ্ঞান দাস কহে, চামর ঢুলাইতে, অধিক উপজি পরমাদে!

৫। শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত দূতী শ্রীমতী রাধার সমীপে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা বর্ণন করিতেছে। হে রাধে! হায় শ্যামসুন্দরের সংবাদ আর কি বলব! শ্যামকিশোরের দেহখানি স্বভাবতই সুকোমল এবং শীতল। সূর্য্যের তাপ লাগিলেই গলিয়া যাইত; কিন্তু এখন সেই দেহ তোমার বিরহতাপে এমনই তপ্ত হইয়াছে— তাঁর গাত্রস্পর্শজনিত বায়ুর অল্পমাত্র স্পর্শে মলয়চন্দন ও শুকাইয়া যাইতেছে। সখি! তোমাকে প্রেমের রীতি আর কি বুঝাইব। কানু তোমার প্রেমতরঙ্গ গণনা করিতে করিতে এখন কঠিন অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন। দুনয়নে জলধারার বিরাম নাই। বিরহানলে হৃদয় জর্জ্জরিত করিতেছে। সরস কাষ্ঠ যেমন অগ্নিস্পর্শ হইলে একদিকে জল বাহির হয়, তদ্রূপ বিরহানলে জর্জ্জরিত দেহ হইতে নিষ্কাসিত বারি নয়নপথে বাহির হইতেছে। এখন সজল পদ্মপত্রে রচিত শয্যায় অতি অবসাদে শয়ন করিয়াছেন। সখীভাবে জ্ঞানদাস কহিতেছেন — শীতলতার জন্যে আমরা চামর ব্যজন করিতে আরও প্রমাদ বৃদ্ধি হইল।

(৬)

কামোদ

প্রেম-রতন-খনি, রমণী-শিরোমণি, পিয়-বিরহানল, জানি

অন্তর—জর জর, নয়ন—নিঝরে ঝর, বদনে—না নিকসয়ে বাণী!
আজু কি কহব, হরি-অনুরাগ
তৈখনে, কানন—চললি, বিকল-মন, (কুল) ধরম-লাজ-ভয় ভাগ!
মন্থর-গতি-অতি, চলই না পারতি, চলতহি তবহি-তুরন্ত,
হিয়া, অতি-ধসমসি, শ্বাসই—মুখ-শশী—শ্রম-জল-কণ-বরিখন্ত।
সঙ্গিনী-সহচরী, দূরহি পরিহরি, রাই, একাকিনী-কুঞ্জে,
বল্লভ-মুরছিত—হেরি; জিয়াওত—রূপ-সুধারস-পুঞ্জে।

৬। প্রেমরত্নের খনি রমণীর শিরোমণি রাধারানী দূতীমুখে প্রিয়তমের বিরহসন্তপ্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া অন্তর জ্বলিতে লাগিল — নয়ন নির্ঝরের ন্যায় ঝরিতে লাগিল— বদনে বাণী সরিতেছে না। আজ হরি-অনুরাগের কথা কি আর বলব। বিহ্বল অন্তরে কুলের ধর্ম্ম-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ কাননে গমন করিলেন। গতি অতি ধীর চলিতে পারিতেছেন না— তবুও দ্রুত চলিতেছেন। হৃদয় অত্যন্ত ধড়-মড় করিতেছে এবং ঘনশ্বাসে কম্পিত হইতেছে। মুখচন্দ্র হইতে শ্রমজল-বিন্দু বর্ষিত হইতেছে। আজ রাইধনী সহচরীগণকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী কুঞ্জে গমন করিলেন। কুঞ্জে প্রাণবল্লভকে মুর্চ্ছিত দর্শন করিয়া স্বীয় রূপসুধাধারা সিঞ্চনে সঞ্জীবিত করিলেন। অথবা সখীভাবাক্রান্তা গীতকর্ত্তা বল্লভ (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ) শ্রীরাধার রূপসুধারসপুঞ্জে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে লাগিলেন।

(৭)

কেদার

দোহে-দোহা-নিরখই, নয়নের কোণে,
দোহ-হিয়া জরজর, মনমথ-বাণে।
দোহু-তনু-পুলকিত, ঘন ঘন-কম্প
দোহু, কত মদন-সাগরে—দেই ঝম্প!
দোহু-দোহু-আরতি-পীরিতি, নাহি-টুটে
দরশনে পরশে, কতেক সুখ উঠে!

৭। পূর্বোক্ত গীতে শ্রীরাধার প্রেমসেবায় বিরহসন্তপ্ত শ্রীকৃষ্ণ বদন-কমল প্রফুল্লিত হইল। এখন দুইজনে পরস্পর পরস্পরকে নেত্রকোণে দর্শন করিয়া উভয়ের হৃদয় কন্দর্পসাগরে বারবার ঝম্প দিতেছে। প্রেমসাগরে সন্তরণে-হস্তপদ সঞ্চালনে আভরণের ধ্বনিই প্রমাণ দিতেছে। দুই জনের প্রেমার্ত্তির কাহার পরাজয় নাই। পরস্পরের দর্শন-স্পর্শনে কত যে সুখের আবির্ভাব হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে?

(৮)

সথা রাগ

রতি-রসে, অতিশয় মাতল, নাহ,
অমিয়া-সরোবরে, করু অবগাহ!
সহজে নিরঙ্কুশ—নাগর-নাগ,
তাহে, মনমথ-নৃপ—কৌতুক-লাগ।
কর-গহি রাখত, যুগল-চকেবা
দংশই—সরসীজ; বারব কেবা?
কতই হিলোর, উঠাওই রঙ্গে!
ডুবহি—কবহু—আনন্দ-তরঙ্গে।
হরিবল্লভ, সব সখীগণ কূলে,
দেখত সতত, হুলাসই—ফুলে!

৮। রসিক নাগরেন্দ্র রতিরসে অতিশয় প্রমত্ত হইয়াছেন। রাধাঙ্গরূপ অমৃত-সাগরে অবগাহন করিতে লাগিলেন। নাগর-মাতঙ্গ স্বভাবতঃ স্বেচ্ছাময়-আবার তাহার সহিত কন্দর্পরাজ কৌতুকে নিযুক্ত হইয়াছে! হস্তে স্তনযুগল ধারণ করত: শ্রীরাধার বদনরূপ-কমলে দংশন করিতে লাগিলেন,— তাহা কে বারণ করিবে? (কাহার সাধ্য আছে)। রতিরঙ্গে কত না তরঙ্গ উঠিতেছে। সেই প্রেমরস-আনন্দ-তরঙ্গে কখন ডুবিতেছেন। পদকর্ত্তা হরিবল্লভ সখীভাবে- সখীগণসহ প্রেমসাগরের কুলে— এখানে কেলিনিকুঞ্জের বাহিরে থাকিয়া সতত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কন্দর্পলীলা দর্শন করিতেছেন।

সপ্তমী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

অষ্টমী ক্ষণদা,—কৃষ্ণাষ্টমী

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য, শ্রীরাগ

অপরূপ-হেম-মণি-ভাস
অখিল-ভুবন-পরকাশ।
চৌদিকে, পারিষদ-তারা,
দূর করু, কলি-আন্ধিয়ারা।
অভিনব-গোরা-দ্বিজ-রাজ,
উয়ল, নবদ্বীপ মাঝ ।। ধ্রু।।
পুলকিত—স্থির-চর-জাতি,
প্রেম-অমিয়া-রসে-মাতি।
কেহ, বিধু-মণি সম কান্দে,
কেহ, হাসে—কুমুদিনী ছান্দে
গোবিন্দদাস-চকোর,
রুচি-লব-লাগি, বিভোর।

১। চিরসুন্দর প্রাণগৌর আমার আজ নবদ্বীপ মাঝে এক অভিনব দ্বিজরাজ উদিত হইয়াছেন। নবদ্বীপে উদয় হইলেও তাঁহার অপরূপ হেমমণিতুল্য কান্তিতে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে। তারাগণ সম্বলিত শশধরের ন্যায় তারাগণ-তুল্য পারিষদগণে বেষ্টিত হইয়া কলিকল্মষরূপ অন্ধকার নাশ করিতেছেন। গৌরচন্দ্রের প্রেমামৃতধারায় মত্ত হইয়া স্থাবর জঙ্গম সকলেই পুলকিত হইতেছে। চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্তমণির জলনিঃসরণের ন্যায় শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে প্রেমানন্দে ক্রন্দন করিতেছেন,— আবার কেহ চন্দ্রোদয়ে প্রফুল্ল কুমুদিনী ন্যায় হাস্য করিতেছেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন— আমি চকোরের ন্যায় গৌরচন্দ্রের কান্তিধারার কণামাত্র পাইবার আশায় বিভোর রহিয়াছি।

(২)

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য, দেশাগ

সহজে—নিতাই-চাঁদের-রীত,
দেখি, উনমত, জগত-চিত।
অবনী-কম্পিত—নিতাই ভরে,
ভায়া ভায়া বলে, গভীর-স্বরে।

'গৌর' বলিতে, শৌর-হীন,
কান্দে, ভায়া-ভাবে—রজনী দিন।
নিতাই-চরণে, যে করে আশ,
বৃন্দাবন, তার দাসের দাস।

২। প্রেমদাতা দয়াল শ্রীনিতাইচাদের সহজ মধুর স্বভাব দর্শন করিয়া জগজনের চিত্ত উন্মত্ত হইয়াছে। প্রেমভরে নিতাইচাঁদের ভায়া ভায়া বলিয়া গম্ভীরনাদে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে। গৌরনাম উচ্চারণ করিলে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন। আবার ভায়ার অর্থাৎ গৌরেরভাবে দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতেছেন। গীতকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিতেছেন,— যে জন নিতাইচাঁদের চরণে আশা ধরিয়া থাকেন। আমি তার দাসের দাস।

(৩)

শ্রীরাধাহ, ধানসি।

কাহে কানু, ঘন ঘন— আওত যাওত,
ফিরি ফিরি বদন-নেহারি?
হসি-হসি মুখ-শশী, উগরে অমিয়-রাশি,
কি তোহে কহল পুছারি?
সজনি! কহ কিছু—বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে, না জানি কাহার ভীতে,
আছয়ে পীরিতি-লব-লেশ।। ধ্রু।।
সহজে রসিক-রাজ, অলখিত সব কাজ,
অনুভবি-ওর না পাই!
যাহারে ইঙ্গিত করে, কুলশীল সব হরে,*
ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই।।
একই নগরে বৈসে, সতত এ দিকে আইসে,
দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞান দাসেতে বলে, তুমি কহ কোন্ ছলে,*
করিতে না পারি অনুমান!

কোন সখির প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

৩। সখি! কানু এত ঘন ঘন এদিকে যাতায়াত করে কেন? ফিরিয়া ফিরিয়া তোমার মুখের দিকে চাহিয়া হাস্য বদনে সুধা বর্ষন করিতে করিতে তোমাকে যেন কিছু বলল? তারমধ্যে বিশেষ কিছু দু-একটি কথা বল। তবে আমার অনুমান হয়— নাজানি কাহার

প্রতি কিছু প্রেমের উদ্রেক হইয়াছে। স্বভাবত রসিকরাজের সকল কাজই অলক্ষিত—অর্থাৎ অন্যের অগোচর। অনুভবে কুল পাওয়া যায় না। যাহারে একবার ইঙ্গিত করে, তার কুল-শীল সমস্তই নাশ করে। আমরা কেবল কোন ভাগ্যে এড়িয়ে আছি। আমাদের একই নগরে বাস করে,— সতত এদিকে আসে। তাহার যাতায়াত দেখে ও গুণ শ্রবণ করে প্রাণ কম্পিত হয়। গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস সখীভবে বলিতেছেন,— তুমি কি ছলনাবাক্য বলিতেছ? তার কিছু অনুমান করিতে পারি না।

(৪)

বৃন্দাহ্, ধানসি।

*রমণী-জনম-ধনি, তোর!

সংব-জন ''কানু কানু'' করি, ভাবই, সো-তুয়া-ভাবে বিভোর।। ধ্রু।।

চাতক চাহি, তিয়াষল-অম্বুদ! চকোর-চাহি রহু, চন্দ!
তরু,—লতিকা-অবলম্বন-কারী! মঝু-মনে, লাগল ধন্দ!।
''হসইতে-কব তুহু, দশন-দেখাওলি, করে-কর-জোরহি-মোর,
হৃদয়-খোলি তুহু, দিঠি-পখারলি* তাহে-হেরি, সখী-করু কোর।
কেশ-পশারি—যবহু তুহু আছলি, উর-পর-অম্বর-আধা,
সো সব-সঙরি; কানু, ভেল আকুল, কহ ধনি! কেমন সমাধা?
সকল বিশেষ, কহনু তোহে, সুন্দরি! জানি-তুহু করবি বিধান,
পরাণ-পুতলী-তুহু, সো—শূন-কলেবর! কবি-বিদ্যাপতি-ভাণ।

শ্রীরাধা প্রতি বৃন্দাদেবীর উক্তি—

৪। রাধে! তোমার রমণীজন্ম ধন্য। জগতের সকলেই যাঁহাকে কানু কানু বলে চিন্তা করে; কিন্তু সেই কানু তোমার ভাবেই ভোর হয়ে আছেন। আজ সবই বিপরীত দর্শনে আমার ধাঁধাঁ লাগছে। দেখ! মেঘ চাতকের দিকে তৃষ্ণাতুর হইয়া চাহিতেছে। চাঁদ চকোরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষ লতাকে অবলম্বন করিয়াছে। কোনদিন হাসতে হাসতে তাহাকে তোমার দন্তপুংক্তি দেখাইয়াছিলে?— হাতে হাত জুড়িয়া গামোড়া দিয়াছিলে? কখন বক্ষস্থল উন্মুক্ত করিয়া তুমি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলে। কখন তাহাকে দেখিয়া পার্শ্বের সখিকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে। কোনদিন যখন কেশ উন্মুক্ত করিয়া এবং বক্ষোপরি বসন অর্দ্ধাবৃত করিয়া বসিয়াছিলে, সেই সকল স্মরণ করিয়া কানু একেবারে আকুল হইয়াছেন। হে রাধে! এখন তুমি বল এর সমাধানের উপায় কি? হে সুন্দরি!

বিশেষ বিশেষ কারণ গুলি তোমাকে কহিলাম— এ সকল জানিয়া তুমি ব্যবস্থা করিবে। তুমি কানুর প্রাণপুতুলী সম — তোমা ছাড়া তাঁর শরীর শূন্য — অর্থাৎ প্রাণহীন তুল্য।

(৫)

আশাবরী—মূলতান।

হন্ত ন কিমু মন্থরয়সি সন্ততমভিজল্পং?
দন্ত-রুচিরন্তরয়তি—সন্তমসমনল্পং।। ১।।
রাধে! পথিমুঞ্চ-সম্ভ্রমমভিসারে,
চারয়-চরণাম্বুরুহে—ধীরং সুকুমারে।। ধ্রু।।
সন্তনু ঘন-বর্ণমতুল-কুন্তল-নিচয়ান্তং
ধ্বান্তং তবজীবতু, নখ-কান্তিভিরভিশান্তং।
সা-সনাতন-মানসাদ্য যান্তি গত-শঙ্কং
অঙ্গী কুরু মঞ্জু-কুঞ্জ-বসতেরলমঙ্কং।

৫। শ্রীবৃন্দামুখে পূর্ব্বোক্ত প্রিয়তমের প্রেমবিকার শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণ সখির সহিত অভিসারে চলিলেন। কথা বলিতে বলিতে গমন করিতেছেন। হায়! কথার সঙ্গে তোমার দন্তজ্যোতি স্ফুরিত হইয়া অন্ধকার হ্রাস করিতেছে। রাধে! অভিসারের পথে দ্রুতিগতি ত্যাগ কর। তোমার সুকুমার চরণকমল ধীরে চালনা কর। তোমার অতুলনীয় ঘনকৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ কেশরাশির প্রান্তভাগ বিস্তার দ্বারা নখজ্যোতি আচ্ছাদন করিয়া বিনষ্ট অন্ধকারকে পুনর্জীবিত কর। এইরূপে কৃষ্ণৈকপ্রাণা যে তুমি, শঙ্কা-রহিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে (অবাধে) মনোরম কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ কর।

(৬)

গৌরী।

কেলী-বিপিনং প্রবিসতি রাধা,
প্রতিপদ সমুদিত, মনসিজ-বাধা।
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং,
পঙ্কজমিব মৃদুমারুত-চলিতং।
বিনিদধতি, মৃদু-মন্থর-পাদং
রচয়তি, কুঞ্জর-গতিমনুবাদং.
জনয়তু, রুদ্র-গজাধিপ মুদিতং,
রামানন্দ রায়—কবি-ভণিতং।

৬। সখীর নির্দ্দেশমতে চলিতে চলিতে প্রেমময়ী রাধা কেলি কাননে প্রবেশ করিলেন গমনের প্রকার বলিতেছেন — প্রতিপদক্ষেপে কন্দর্পবেগ বাধা প্রদান করিতেছে। মৃদু সমীরণে আন্দোলিত কমলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চঞ্চল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়াছেন। পৃথুস্তন ও নিতম্বের ভারে মৃদু-মন্দ মনোহর পদবিন্যাসে মত্তমাতঙ্গের গমনকে নিন্দা করিতে করিতে কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। গীতরচয়িতা রায় রামানন্দ ভণিতায় বলিতেছেন আমার গীতে গজপতি প্রতাপরুদ্র রাজার আনন্দ বিধান করুক।

(৭)

শ্রীরাধাহ (বাসক-সজ্জা) কল্যাণি।

কুসুমাবলীভিরুপস্কুরুতল্পং,
মাল্যঞ্চামল, মণিসর-কল্পং।
প্রিয়সখি! কেলী-পরিচ্ছদ-পুঞ্জং,
উপকল্পয়-সত্বরমধিকুঞ্জং ।। ধ্রু ।।
মণি-সম্পূটমুপনয় তাম্বুলং।
শয়নাঞ্চলমপি—পীত-দুকূলং।
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধং,
মাধবমাশু—সনাতন-সন্ধং।

৭। শ্রীরাধা কুঞ্জে আগমন করিয়া উল্লসিত অন্তরে সখিকে বলিতেছেন — সখি! সত্বর কুসুমাবলির দ্বারা কেলিশয্যা প্রস্তুত কর। নির্ম্মল মণিমালার ন্যায়স্ফুটোন্মুখ পুষ্পের মালা গাথিয়া রাখ। এ প্রিয়সখি! সত্বর কেলিবিলাসের দ্রব্য কুঞ্জে রক্ষণ কর। মণিময় কৌটাতে তাম্বুল রাখ। শয্যাপ্রান্তে পীতবস্ত্র রাখিয়া দাও। বিঘ্নবিজয়ী মাধব সত্বর সমাগত জানিবে— কারণ তিনি নিত্যপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

(৮)

ধানসি।

অঙ্গনে আওব, যব, রসিয়া,
পালটি চলব হাম, ঈষত-হসিয়া।
আবেশে, আচর পিয়-ধরবে,
যাওব হাম, যতন বহু করবে!
কাচুয়া-ধরব যব, হঠিয়া,
করে কর বারব কুটিল-আঁধ-দিঠিয়া।
রভস—মাঙ্গব পিয়, যবহি,

মুখ, মোড়ি, বিহসি-বলব, নহি-তবহি।
(ও রস-লাগল-রমণী,
কত কত যুকতি, মনহি অনুমানি)
সহজে পুরুষ সোই ভমরা,
মুখ-কমল, মধু, পিয়ব হামারা।
তৈখনে, হরব—গেয়ানে।
বিদ্যাপতি কহে, ধনি-তুয়া-ধেয়ানে

৮। কেলিকুঞ্জ সুসজ্জিত হইয়াছে,— প্রিয়তমের শুভাগমনের অপেক্ষা। অনতিবিলম্বে প্রাণবল্লভ উপস্থিত হইবেন,— তাঁর স্বাগত-সম্ভাষণ কিরূপে করিবেন, তাই মনে মনে কল্পনা করিতেছেন। যথা-রসিকেন্দ্র যখন কুঞ্জে আসিবেন,— আমি ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিব। তখন আবেশে প্রিয়তম আমার অঞ্চল ধারণ করিবেন তথাপি আমি যাওয়ার উদ্যম করিব। তিনি আমাকে রাখিবার জন্য অনেক যত্ন করিবেন। যখন বলপূর্ব্বক কাঁচুলি ধরিবেন, তখন অর্ধ কুটিল দৃষ্টিতে হস্ত দিয়া তাহার হস্ত নিবারণ করিব। প্রিয়তম যখন কেলিবিলাসের প্রার্থনা করিবেন— তখন সহাস্যে মুখ ফিরাইয়া না না বলিব। প্রেমরস পাগলিনী রাধা এইপ্রকার অনুমানে অন্তরে কত কত যুক্তি করিতেছেন। সেই পুরুষভ্রমরা তাহার সহজসিদ্ধভাবে আমার মুখকমলের মধু পান করিবে— তখন আমার জ্ঞান লোপ পাইবে। সখীভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ধনি তোমার ধ্যানটি ধন্য।

(৯)

অথোৎকণ্ঠিতা,—আসাবরী।

কিমু চন্দ্রবলী রনয়-গভীরা,
অরুণদমুং রতি-বীরমধীরা?
অতি-চিরমজনি-রজনীরতি কালী
সঙ্গমবিন্দত নহি, বনমালী।। ধ্রু ।।
কিমিহ জনে ধৃত, পঙ্ক-বিপাকে,
বিস্মৃতিরস্য বভূব, বরাকে?
কিমুত সনাতন-তনুরলঘিষ্টং,
রণমারভত সুরারীভিরিষ্টং।

৯। গৃহস্থের ধন অপহৃত হইলে প্রথমেই শত্রপক্ষীয় প্রতিবেশীর প্রতিই সন্দেহ জাগ্রত হইয়া নানারূপ জল্পনা উপস্থিত হয়। আজ কৃষ্ণবক্ষবিলাসিনী রাইধনী বাসরসজ্জা রচনা

করিয়া মনে মনে প্রিয়তমের সহিত কত রসক্রীড়াই না করিতেছিলেন। প্রিয়তমের আগমনকাল অতীত দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠায় বিহ্বল হইয়া অজানা আশংকায় মনে ভাবিতেছেন,— অতিশয় গভীর কৃষ্ণারজনী সমাগত; তথাপি বনমালী আসিলেন না। তবে কি অতি প্রগল্ভা অরিবেশিনী চন্দ্রাবলী রতিবীর প্রাণবল্লভকে (রতিরণার্থ) রুদ্ধ করিলেন। অন্য হেতু চিন্তা করিয়া বলিতেছেন— এই অল্পক্ষণে বনমালী আমাকে বিস্মৃত হইলেন? অথবা এই বরাকীর পাপের ফলেই আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন? হেতুরন্তর চিন্তা করিয়া ভাবিতেছেন— মনে হয় সনাতনতনু বনমালী দানবগণের সহিত মহারণ আরম্ভ করিয়াছেন— কারণ রণবীরের যুদ্ধই প্রিয়।

(১০)

গান্ধার।

দেখ সখি! অটমী-কো-রাতি,
আধ-রজনী, বহি-যাতি!
দশ-দিশ-অরুণিম, ভেল,
আধ-চান্দ-উই-গেল!
অব্‌হরি না মিলল রে!
বিহি, মোরে-বঞ্চলরে,
কাহে বনায়নু বেশ!
বিঘটন-কানু কো সন্দেশ,!!
কাহু কো, নহ-ইহ-গারি,
ধনী যনি হয়ে কূলনারী।
কৈছনে ধরব পরাণ!
কো এত সহে-ফুল-বাণ!!
গোবিন্দ দাস যব জান
অবহি মিলাওব কাণ!

সখীর প্রতি রাধার আক্ষেপোক্তি—

১০। দেখ সখি! অষ্টমীর রাত্রি— অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। দশদিক আরক্তিম হইল— অর্দ্ধচন্দ্র উদিত হইল। সখি রে! এখনও হরি মিলিল না,—বিধাতা আমায় বঞ্চনা করিল রে! আমি কাহার বা কি কারণে যত্ন করিয়া বেশ রচনা করিলাম? কানুর সংকেত সংবাদ বৃথা হইল। কোন ধনীই যেন কুলবধু না হয়। এ কথা কাহার প্রতি গালি নয়। হায়! কেমন করে প্রাণধারণ করব। কন্দর্পবাণ আর কে এত সহ্য করে? গীতকর্ত্তা গোন্দিদাস সখীভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন— যখন তোমার কথা জানিলাম— এখনই কানুকে আনিয়া মিলাইতেছি।

(১১)

কামোদ

কানুকে সন্দেশে, বেশ-বনি-আওনু, সঙ্কেত-কেলী-নিকুঞ্জে,
মাধবী-পরিমলে-ভরি, তনু-জারল, ফুকরই-মধুকর-পুঞ্জে!
শুন সজনি! আজু না মিলল দারুণ-কান,
নিলাজ-চিত, পীরিতি অনু রোধত, তে-নাহি-যাত পরাণ।। ধ্রু ।।
কানু-কো বচন—অমিয়া-রস-সেচনে, বেঁচনু-তনু মন জাতি,
নিজ-কূল-দূষণ, ভূষণ করি মাননু, তে-ভেল-ঐছন-সাথি!
হিম-কর-কিরণ-গমন-অব-রোধল,*মন্দির-চলত সন্দেহ,
গোবিন্দ দাস, কহই, শুন সুন্দরি! কানু কো ঐছন লেহ।

১১। সখি! কানুরই সংবাদে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সংকেত কেলিনিকুঞ্জে আসিয়াছি। মাধবী পুষ্পের পরিমলে ভরিয়া জর্জ্জরিত এবং মধুকরবৃন্দের গুঞ্জনে জ্বলিতেছি। সখি শুন! আজও দারুণ কৃষ্ণ মিলিল না। অথচ আমার নির্লজ্জ চিত্ত, পিরিতির অনুরোধে প্রাণ বাহির হইতেছে না। কানুর বাক্যামৃতরস সিঞ্চনে দেহ-মন-জাতি সকলি বিক্রয় করিয়া দিলাম এবং নিজ কুলগৌরবের নিন্দাকে ভূষণ স্বরূপ মানিয়াছিলাম সেই কারণেই ঐপ্রকার শাস্তি হইল। (কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকারে অভিসারে এসেছিলাম) এখন চন্দ্রালোকে অবরোধ করল— অতএব গৃহে গমন করিতে পারিব কিনা সন্দেহ আছে। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস সখিভাবে কহিতেছেন— হে সুন্দরি রাধে! কানুর প্রেম (স্নেহ) ঐপ্রকারই।

(১২)

বরাড়ি।

পশ্যতি, দিশি-দিশি রহসি-ভবন্তং
ত্বদধর-মধুর-মধুনি, পীবন্তং ।১।
নাথ হরে!
সীদতি রাধা, বাস-গৃহে।। ধ্রু ।।
ত্বদভিসরন-রভসেন-বলন্তি।
পততি পদানি-কিয়ন্তি চলন্তি।।৩।।
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারং?
হরিরিতি, সখীমনুবারং।৪।
শ্লিষ্যতি, চুম্বতি, জল ধর-কল্পং
"হরিরুপগত" ইতি-তিমিরমনল্পং।৫।

বিহিত বিশদ-বিস-কিসলয়-বলয়া,
জীবতি, পরমিহ-তব-রতি-কলয়া।।৬।।
মুহুরবলোকিত-মণ্ডণ-লীলা,
"মধুরিপুরহ মিতি" ভাবন-শীলা।৭।
ভবতি বিলম্বিনী, বিগলিত-লজ্জা
বিলপতি, রোদিতি, বাসক সজ্জা! ।৮।
শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতং
রসিক জনং তনুতামতি মুদিতং।৯।

১২। সখী, শ্রীরাধার উক্তপ্রকার তন্ময় অবস্থা দর্শন করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন— হে নাথ কৃষ্ণ! প্রিয়সখী রাধা,— তাহার অধরমধু পানে নিপুণ যে তুমি, তোমার সংকেত স্থানে গমন করিয়া তথায় না দেখিয়া— তন্ময় চিত্তে চতুর্দ্দিকে যেন তোমাকেই দেখিতেছে। শ্রীরাধা তোমার বিরহে ব্যাকুল চিত্তে অবস্থান করিতেছেন। তোমার প্রতি অভিসারিনী হইয়া জোরপূর্ব্বক কয়েকপদ গমন করিয়া পতিত হইতেছেন। কখনও শোকাকুল হইয়া পুন: পুন: সখিকে বলিতেছেন— হরি (দুঃখহর্ত্তা) সত্বর অভিসারে আগমন করিতেছেন না কেন? কখন অত্যাবেশ বশতঃ তোমার স্ফুর্ত্তিতে হরির (তোমার) আগমন মনে করিয়া মেঘতুল্য অন্ধকারকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতেছেন। (যদি বল ও অবস্থায় বাঁচা অসম্ভব) তাই বলিতেছেন— কেবল তোমার রমনাবেশে জীবিত আছে। কেমন? সুন্দর নবপল্লব-নির্ম্মিত বলয় ধারণে তোমার স্পর্শানুভবে করিয়া বাঁচিয়া আছে। কখন নিজে ময়ুরপুচ্ছ এবং গুঞ্জাদি দ্বারা তোমার সদৃশ বেশ রচনা করিয়া তোমার লীলানুভবে আমিই মধুরিপু কৃষ্ণ এই তন্ময়াত্মক স্ফুর্ত্তিতে তাহাকে অবলোকন করিতেছেন। বাহ্য স্ফুর্ত্তিতে তোমার অনাগমে ব্যাকুল হইয়া বাসকসজ্জাগতা রাধা লজ্জা ত্যাগ করিয়া বিলাপ এবং ক্রন্দন করিতেছেন। শ্রীজয়দেব কৃত এই পদাবলী রসিক ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধিত করুক।

(১৩)

গুজ্জরী

ঋতু-পতি-রাতি, বিরহ-জ্বরে জাগরি, দূতী উপেখলি-রামা,
প্রিয়-সহচরী বলি, মোহে পাঠাওলি—অতএ আওনু তুয়া ঠামা
শুন মাধব! কর-জোড়ি কহিছোঁ-মো-তোয়।
মনমথ-রঙ্গে, তরঙ্গিত-লোচনে, তোহে*না হেরবি মোয়,
দূরকর আলস, আনহি * লালস, চাতুরি-বচন-বিভঙ্গ।
বরু হাম জীবন—তোহে নিরমঞ্ছব, তবহু না সপব অঙ্গ!

যাহে শির সপি, কোর-পর-শুতিয়ে, সো-যদি করু বিপরিতে,
পীরিতিকো-পন্থ * ঐছে তব মিটব, গোবিন্দ দাস চিতে ভীতে

১৩। শ্রীরাধা প্রেরিত অন্যদূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া বলিতেছেন— মাধব শ্রবণ কর! শ্রীরাধা প্রিয় সহচরি বলিয়া আমাকে পাঠাইয়াছে। অতএব তোমার কাছে আসিলাম। যদি বল প্রিয়দূতীগণকে পাঠাইল না কেন? কারণ তোমার সংবহকারী দূতীগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রিয়সখী (রাধা) বসন্ত রজনী (ঋতুপতি) তোমার বিরহে বিনিদ্ররজনী কাটাইয়াছে। দেখ মাধব! তোমাকে করজোড়ে বলিতেছি— তুমি কন্দর্পরঙ্গে চঞ্চলনয়নে আমাকে দর্শন করিও না। এখন আলস্য, অন্য অভিলাষ ও ভঙ্গিময় বাকচাতুর্য্য ত্যাগ কর। বরং আমি তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব তথাপি তোমাকে দেহ সমর্পণ করিব না। যাহাকে বিশ্বাস করিয়া ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করা যায়— সে যদি এরূপ বিপরীত অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক হয়— তাহলে প্রেমের পথ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—আমার চিত্তে এই ত ভয়।

(১৪)

বরাড়ি।

চির দিনে সো-বিধি, ভেল নিরবাদ,
পূরল, দোহক-মনোভব-সাধ।
আওল মাধব, রতি-সুখ-বাস,
বাঢ়ল রমণী কো-মনহি হুলাস।
সো-তনু-পরিমলে, ভরল, দিগন্ত,
অনুভবি-মূরছি পড়ল, রতি-কান্ত।
কহে হরি বল্লভ, কুমুদিনী-ইন্দু,
উঠলল, সখীগণ-আনন্দ-সিন্ধু।

১৪। এতদিনে বিধাতা অনুকুল হইল,— দুইজনের (প্রিয়া প্রিয়তমের) কন্দর্পসাধ পূর্ণ হইল। কেলি-সুখ-নিকুঞ্জে মাধব আগমন করিলেন। রমণি-শিরোমনী রাধারানীর চিত্ত উল্লসিত হইয়া উঠিল। সেই শ্রীকৃষ্ণাঙ্গানুলিপ্ত পরিমলে দিগন্ত পূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ গন্ধানুভবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ কহিতেছেন— কুমুদিনী-ইন্দু অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের একত্র উদয়ে সখীগণের আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।

(১৫)

ভূপালী।

অবনত-বয়নী, না কহে কছু বাণী,

পরশিতে-তরসি ঠেলই পিয়-পাণি।
সুচতুর নাহ-করয়ে অনুরোধ,
অভিমানী, রাই-না মানয়ে বোধ।
পীরিতি-বচন কছু কহল বিশেষ*
রাই কো হৃদয়ে, দেখল-রসলেশ,
পহিরণ-বাস, ধরল যব হাত,
তব ধনী, দিব-দেওল, নিজ-মাথ!
রস-পরসঙ্গে-করয়ে বহু রঙ্গ।
নিজ-পর থাব-নামে দেই ভঙ্গ।
নাহক আদর বহুত বাঢ়ায়,
জ্ঞান দাস কহে-এত না জুয়ায়!

১৫। পূর্ব্বোক্ত গীতে বিরহের পর মিলনোল্লাসের পরেই (অনবগাহ্য প্রেমরীতি) প্রেমময়ী রাধার হৃদয়ে অভিমান উদিত হইল। (ইহাই বোধহয় প্রেমাস্বাদন পরিপাটী)। দেখা গেল শ্রীরাধারানী অবনত বদনী — কোন কথা বলিতেছেন না। প্রিয়তম স্পর্শকরিতে ত্বরায় প্রিয়হস্ত ঠেলিয়া দিলেন। সুচতুর নাগর কতই অনুরোধ-করিলেন; কিন্তু অভিমানী রাধা কোন প্রবোধবাক্য মানিলেন না। তখন প্রিয়তম কিছু বিশেষ মধুর প্রীতিবাক্য বলিলেন— তাহাতে রাধারানীর হৃদয়ে রসের সঞ্চার দেখা গেল। প্রিয়তম যখন পরিধেয় বসন ধারণ করিলেন—তখন রাধারানী নিজ মাথার দিব্য দিলেন। রস-প্রসঙ্গে বহু রঙ্গ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিজ অভিলাষের প্রস্তাবে বিমুখ রহিলেন। রসিক নাগর বহুত আদর করিতে লাগিলেন। পদকর্ত্তা কহিতেছেন— এত বেশী আদর ভাল নয়।

(১৬)

ধানসী।

কুচ-পর ধরল—হাত, বলী,
কমল গরাসল, কমল-কলি!
বদনে বদন কিয়ে লাগল দ্বন্দ্ব,
কমল পিয়ে কি কমল-মকরন্দ?
অতএ-কিঙ্কিণী-করয়ে ফুকার,
রাজা মদন না করয়ে বিচার।
দৃঢ়-পরিরম্ভনে-হিয়ে হিয়ে লাগি,
টুটল হার-লাজ ভয় ভাগি!!
শ্রম-জল-পূরণ-ভেল দোহু দেহ,

যনু ঘন-বিজুরী ভিজল নব-নেহ!
"একহু জীবন, একহু পরাণ,
পহিলহি হোয়ত রাধা কান"
এত জানি মন-মথ-ধরল-বিবেক।
আনি করল, দুহু-তনু-তনু-এক
কহে হরি বল্লভ, আর কি বিচার?
এ দোহ মূরত-রস-অবতার,

১৬। প্রিয়তম (বলী) প্রিয়তমার কুচোপরি হস্তধারণ করিলেন। মনে হইল প্রিয়তমের হস্তকমল প্রিয়তমার স্তন কমলকলিকে গ্রাস করিতেছে। কৃষ্ণমুখকমল শ্রীরাধামুখ কমলের মকরন্দ পানছলে অধরামৃত পান করিতেছেন। অতএব কিঙ্কিণী যেন ঝঙ্কারছলে চিৎকার করিতেছে; কন্দর্পরাজ বিচার করিতেছেন না— অর্থাৎ কর্ণপাত করিতেছেন না। গাঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়ে হৃদয় লাগিয়া হার ছিন্ন হইল অর্থাৎ ভয় ও লজ্জায় রণে ভঙ্গ দিল। শ্রমজলে দুইজনের অঙ্গ পূর্ণ হইল। যেন মেঘ ও বিদ্যুৎ নব প্রণয়রসে ভিজিয়া গিয়াছে। প্রথমেই শ্রীরাধা ও কানু একই জীবন ও একই প্রাণ ছিলেন,— অভিন্ন জানিয়া মন্মথ উভয়ের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া দিয়াছে। সখীভাবাবেশে উল্লাসে গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ কহিতেছেন— আর বিচারে কি কাজ। এই দুইজন রসের মূর্ত্ত অবতার।

কৃষ্ণা অষ্টমী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

নবম ক্ষণদা,—কৃষ্ণানবমী

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য, বালা।

শ্যামর-গৌর-বরণ, এক দেহ,
পামর-জন, ইথে—করয়ে সন্দেহ.
সৌরভে-আগোর-মূরতি-রসসার,
পাকল-ভেল যৈছে ফল-সহকার,
গোপ-জনম পুন দ্বিজ-অবতার,
নিগম না পাওই নিগূঢ়-বিহার।
প্রকট করল—হরি-নাম-বাখান,
নারী-পুরুখ-মুখে, না শুনিয়ে আন।

১। শ্যামবরণ শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌরবরণ শ্রীগৌরাঙ্গ একই দেহ; কিন্তু পাপিষ্ঠগণের ইহাতে সন্দেহ হয়। দেখ, অপক্ক শ্যামবর্ণ আম্রফল সুপক্ক হইলে যেমন বর্ণ বৈষম্য হইলেও বস্তু বৈষম্য হয় না তদ্রূপ সৌরভাবৃত রসময় মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন। যিনি দ্বাপরের গোকুলে গোপনন্দনরূপে প্রকট হয়েন, পুন অর্থাৎ কলিযুগে নবদ্বীপে দ্বিজরাজ শ্রীশচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাক্য মনের অগোচরীভূত শ্রীগৌরসুন্দরের অবিচারে ব্রজের প্রেমামৃতরস দানলীলারূপ নিগূঢ় বিহার বেদের ও অগোচর। শ্রীগৌর অবতারে শ্রীহরিনাম মহিমা যাহা জগতে প্রচার হইল— আজ তদ্ভিন্ন নারী-পুরুষের মুখে অন্য কিছুই শোনা যায় না, অর্থাৎ সকলেই কলিকল্মষ বিধ্বংসী অসীম শক্তির তথা অযাচিত শ্রীনাম প্রেমদান লীলা কি ভুলিতে পারে? কেবল পামর গণেরই সন্দেহের বিষয় হইয়া রহিল অর্থাৎ তাহারাই বঞ্চিত রহিল।

(২)

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য—শ্রীরাগ।

পূরবে, গোবর্দ্ধন—ধরল, অনুজ যার, জগ-জনে বলে, বলরাম,
এবে সে, চৈতন্য-সঙ্গে, আইল কীর্ত্তন-রঙ্গে, আনন্দে—
নিত্যানন্দ নাম।
পরম-উদার,করুণাময়-বিগ্রহ, ভূবন-মঙ্গল-ধাম,
গৌর-পীরিতি-রসে, কটির বসন খসে, অবতার অতি অনুপাম.
নাচত গাওত, হরি হরি বোলত, অবিরত—"গৌর-গোপাল

হাস প্রকাশ—মিলিত-মধুরাধরে—বোলত, পরম-রসাল!
রাম দাসের পহু, সুন্দর-বিগ্রহ, গৌরীদাস-আন নাহি জানে,
অখিল-লোক যত, ইহ-রসে-উনমত, জ্ঞানদাস নিতাইর
গুণ-গানে।

২। পূরবে অর্থাৎ দ্বাপরযুগে যাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা (শ্রীকৃষ্ণ) গোবর্দ্ধনধারণ করেন এবং জগতের লোক যাঁহাকে বলরাম নামে ডাকেন,— এবে কলিযুগে সেই বলরাম শ্রীনিত্যানন্দ নামে শ্রীচৈতন্য সঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনরূপ রঙ্গ উৎসবানন্দে আগমন করিলেন। অদোষ-দরশি কারুণ্যঘনমূর্ত্তি শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁর সকল আচরণে জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। নিতাইচাঁদ শ্রীগৌরপ্রেমরসে নিরন্তর সুখে গৌরহরিবোল বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। কটির স্থলিত বসনের প্রতি লক্ষ্য নাই। অহো! চিন্ময় মূরতি নিতাইয়ের এই অবতার অতি অনুপম! নিরন্তর নৃত্যগীতে রত এবং হরি হরি ধ্বনি করিতেছেন। পরম রসময় গৌরগোপাল নাম বলিতেছেন। অভিরাম রামদাসের জীবন সর্ব্বস্ব নিতাই সুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি ভিন্ন গৌরীদাস পণ্ডিত অন্য কিছুই জানে না। দেখ বিশ্বের লোকসমূহ গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা দয়াল নিত্যানন্দের প্রেমরসে উন্মত্ত হইয়াছে। পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস বলিতেছেন— আমি নিতাইয়ের গুণকীর্ত্তনে উন্মত্ত।

(৩)

দূতীপ্রাহ। শ্রীগান্ধার।

প্রেম আগুনি, মনহি গন-গনি, * এদিন যামিনী জাগিরে
মদন-পঞ্জরে, * কুঞ্জে রোওই, তোহারি রস-কণ লাগিরে!
কি ফল মানিনি! মান-মানসি? কানু-জানসি তোরিরে,
তুহু, সে-জলধর—অঙ্গে, সোহসি, দুলহ-দামিনী-গোরীরে!
নওল-কিশলয়—বলয়, মলয়জ—পঙ্ক, পঙ্কজ-পাতরে
শয়ন ছটফটি, লুঠই ভুতলে, তোবিনু-দহ,-দহ-গাতরে!
*জানি পুন পুন উপিয়া-পরিখসি, পূজই পহু পাঁচ-বাণরে
রায় চম্পতি, এরস গাহক, * দাস গোবিন্দ গানরে!

৩। মানিনী শ্রীমতী রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত দূতির উক্তি— হে রাধে! প্রিয়তমের মনমধ্যে প্রেমের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। দিনরাত নিদ্রা নাই। তোমার প্রেমরসের কণিকা প্রাপ্তির আশায় কন্দর্প পঞ্জরতুল্য কুঞ্জে অবিরত রোদন করিতেছেন। মানিনী! মান করে তোমার লাভ কি? তুমি জানিও কানু তোমারই। তুমি দুর্লভ বিদ্যুৎতুল্য গৌরাঙ্গী মেঘতুল্য শ্যামঅঙ্গে শোভনীয়া। কোমল নবপল্লবের বলয়-সমূহ-পদ্মপত্র-নির্ম্মিত

কেলিশয্যাত্যাগ করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তোমার বিরহাগ্নিতে গাত্র দগ্ধ হইতেছে। তুমি জানিয়াও প্রিয়তমকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিতেছ কেন? কন্দর্পের প্রভু হইয়াও প্রভু কন্দর্পের পূজা করিতেছেন। গীতকর্ত্তা রায় চম্পতির ভাবাবেশে বাহ্যলোপ হয় - তৎপর গোবিন্দ দাস ভণিতাটি লিখিয়া পদ পূরণ করিয়াছেন।

(৪)

শ্রীরাধাহ। ধানসি।

ধনি তুহু দূতি! ধনি-তুয়া কান?
ধনি ধনি সো-পীরিতি, ধনি পাঁচ-বাণ!
বিধি মোহে-কতই কুবুধি কিয়ে দেল,
দুহু কুল-দুরযশ-রব, রহিগেল!!
না কহ না কহ-ধনি! কানু পরথাব
ঐছন পীরিতি—দ্বিগুণ দুখ-লাভ!
পহিলে মিলন মধু মাখন-বাণী
গগণ কো চাঁদ, হাতে দিল আনি!
সব-অবধারলু—বুঝনু নিদান
কপট-পীরিতি কিয়ে রহে পরিণাম?
মনকো মনোরথ—মনে ভেল দূর
যদুনাথ দাস কহে আরতি না পূর!

দূতী প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

৪। সখি! তুমি ধন্য দূতি! আর তোমার কানুও ধন্য! — তাহার প্রেমও ধন্য! ধন্য! তোমাদের কন্দর্প ও ধন্য! বিধাতা আমাকে কি যে কুবুদ্ধি দিল,— যাতে আমার দু-কুলের (পিতৃকুল ও শশুর কুল) অখ্যাতিই রহিয়া গেল। (উত্তেজিত হইয়া) সখি! বলিও না বলিও না,— কানুর ঐ প্রকার প্রেম প্রসঙ্গ বলিও না। ঐ প্রেমে অর্থাৎ কানুর প্রেমে সুখ দূরের কথা দ্বিগুণ দুঃখলাভ হয়। প্রথম মিলনের সময় মধুমাখা কথা শুনে মনে হয়েছিল, যেন আকাশের চাঁদ হাতে এনে দিল। এখন সকল অনুভব করিয়া প্রেমের মুখ্য কারণ বুঝিলাম,— কপট প্রেমের পরিণাম কি? আমার মনের বাসনা মনের বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা কহিতেছেন— আরতি পূর্ণ হইল না।

(৫)

পুনঃ দূতী প্রাহ—কেদার।

বিরহ-ব্যাকুল, বকুল-তরু-তলে, পেখলু নন্দ-কুমার রে

নীল-নীরজ-নয়ান-সো সখি! ঝরই—নীর অপাররে!
দেখি—মলয়জ-পঙ্ক, মৃগ মদ, তাম রস, ঘন-সার রে
নিজ-পাণি-পল্লবে, মুদি লোচন! ধরণী পড়ু বেশ সম্ভার রে!
বহয়ে মন্দ, সুগন্ধ-শীতল—মঞ্জু-মলয়-সমীর রে
যনু, প্রলয়-কাল কো, প্রবল-পাবক—পরশে দহই শরীর রে!
অধিক বেপথু, টুটিপড়ু ক্ষিতি—মসৃণ-মুকুতার মালরে
অনিল-তরল—তমাল-তরু-যনু, মুঞ্চ সুমনস-জাল রে!
মান-মণি ত্যজি, সুদতি! চলু, যহি—রায়-রসিক-সুজান রে
সুখদ-শ্রুতি-অতি, সরস দণ্ডক, সুকবি ভণ-কণ্ঠ হার রে!

৫। শ্রীরাধার প্রতি সখীর প্রত্যুক্তি—

রাধে! বকুলবৃক্ষের তলায় বিরহব্যাকুল শ্রীনন্দকুমারকে দেখে এলাম রে! সখি! তাঁহার নীলকমল-নয়ান হইতে অজস্র অশ্রু ঝরিতেছে। চন্দন- মৃগমদ- লীলাকমল ও কর্পূর দেখিয়াই নিজ হস্তে নয়ন আবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। অঙ্গের বেশভূষার সম্ভার ধুলিতে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃদুমন্দ সুগন্ধ-শীতল-মনমুগ্ধকর মলয়ানিল (দক্ষিণা হাওয়া) প্রবাহিত হইতেছ; কিন্তু তাহার স্পর্শে যেন প্রলয়কালের প্রবল অগ্নির ন্যায় শরীর দগ্ধ হইতেছে। শরীরের প্রবল কম্পনে উজ্জ্বল মুক্তার মালা ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইতেছে। তাহাতে মনে হয় যেন বায়ু-তরঙ্গে আন্দোলিত তমালবৃক্ষ হইতে পুষ্পসমূহ ঝরিয়া পড়িতেছে। হে সুদতি (সুদন্ত যাহার)! মানরূপ মণিকে ত্যাগ করিয়া রায়-রসিক সুজন যেখানে সেখানে চল। এই অতি শ্রবণ-সুখদ দত্তকছন্দের গীত কণ্ঠহাররূপে গ্রহণীয়। (সুকবি ভণিতা)।

(৬)

সিন্ধুড়া।

সজনি! অনুপম-প্রেম-তরঙ্গ,
যাহা বহু ভাতি, তরুণ-তরুণী জন, নাচাওত, নৃপতি-অনঙ্গ ।। ধ্রু ।।
কানুকো তাপ—দাব—বিকটানল, ধনী, ধারল যব শ্রবণে
গরাসল মান—তিমির, মন-মাখন—গিরি, পিঘলাওত—তখনে
মুরত-নেহ, নিঝরে সোই-লোচন, ঝরি ঝরি, সিঞ্চিত চীরে,
সম্ভ্রমে বিকল-কমল-মুখী, অতিশয়ে, অভিসরু—কালিন্দী-
তীরে।
আওলি—রাই, পাওল পঁহুচেতন! ধাওল তব পাঁচ-বাণ,
কহে হরিবল্লভ, বল্লভ-দরশনে—পালটি আওল পুন মান!!

৬। সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা কোন সখীকে বলিতেছেন — দেখ সখি! শ্রীরাধাপ্রেম তরঙ্গের উপমা নাই। যে প্রেমতরঙ্গে অনঙ্গরাজ তরুণ-তরুণীকে নৃত্য করাইয়া থাকেন। প্রেমময়ী শ্রীরাধার যখন প্রিয়তমের বিরহ তাপরূপ বিকট দাবাগ্নির কথা শ্রবণ পথে প্রবেশ করিয়া মানরূপ তিমিরকে গ্রাস করিল— অর্থাৎ অন্তরের মান তিরোহিত হইয়া গেল। তখন মনমাখনরূপ পর্ব্বতকে দ্রবীভূত করিল। মূর্ত্তিমান স্নেহ নির্ঝররূপ নয়নপথে ঝরিতে ঝরিতে বস্ত্র সিঞ্চিত করিল। সেই আদ্রবস্ত্রেই ভীতিবিহবল কমলমুখী (শ্রীরাধা) কালিন্দী তীরস্থ নিকুঞ্জে দ্রুত অভিসার করিলেন। শ্রীরাধা কুঞ্জে আগমন করিলে তাঁহার দর্শনে প্রিয়তম চেতন-প্রাপ্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কন্দর্প ধাইয়া উপনীত হইল। গীতকর্ত্তা (সখীভাবাবিষ্ট হরিবল্লভ) কহিতেছেন প্রাণনাথ দর্শনে শ্রীরাধারানীর পুনরায় মান ফিরিয়া আসিল (অদ্ভুত রাধা প্রেম)।

(৭)

শ্রীকৃষ্ণ আহ—সুহই।

রসবতী হোই, রসিক-জন-লালস, যদি নাহি পুরবি রামা
গুণ-গণ তেজি, দুখ যব সঞ্চরু, তব কৈছে গুণবতী নামা?
মানিনি! মোহে তেজসি কথি লাগি?
একু হৃদয়ে তুয়া, রসসিন্ধু-নিমজনু, কতকত যামিনী জাগি।।ধ্রু।।
পহিল-মিলনে তুয়া, সরস হৃদয় ছিল, এবে ভেল অতি কঠিনাই
কঠিন পয়োধর—সঙ্গে কঠিন ভেল, সঙ্গ দোষ নাহি যাই!
যার লাগি নয়ন, শাঙন-ঘন বরিখয়ে, নিশি দিশি অন্তরে বাধা
তা কর মনে যব, করুণা না উপজব, তব জীবনে কিয়ে সাধা?
ও মৃদু-বচন, মধুর-অমিয়া-নিধি, অন্তরে খেলই মোর
ভণই মুরারী, প্রাণপতি-সঙ্গিনী, ইহ তনু জীবন তোর।

পুনরায় জ্ঞানবতী শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

হে রাধে! তুমি রসবতী হয়ে যদি রসিকজনের বাসনা পূর্ণ না কর এবং গুণরাশি ত্যাগ করিয়া যদি দুঃখ প্রদান করে থাক তাহলে তোমার গুণবতী নাম কেমনে সার্থক হয়। হে মানিনী রাধে! কি কারণে আমাকে ত্যাগ করিতেছ? দেখ! একপ্রাণ হইয়া তোমার সহিত কত কত রাত্রি জাগিয়া রসসাগরে নিমজ্জিত রহিলাম। প্রথম মিলনে তোমার হৃদয় কত সরস ছিল—এখন অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। এই স্বভাবটি তোমার কঠিন পয়োধরের সঙ্গ হেতু—কারণ সঙ্গদোষ যায় না। যাহার নিমিত্ত নয়ন শ্রাবণের মেঘের ন্যায় ঝরিতেছে—দিবারাত্রি হৃদয় ব্যথিত হইতেছে—তাহার অন্তরে যদি করুণার উদয় না হয় তাহলে এ জীবনে কি কাজ! কিন্তু কেন মরণ হচ্ছে না শ্রবণ কর— তোমার বদন-কমলের কোমলমধুর বচনামৃত সমুদ্র আমার অন্তরে খেলিতেছে—অর্থাৎ অমৃতস্পর্শে মৃত্যুও হইতেছে না।

সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা মুরারী বলিতেছেন—শ্রীরাধে! এই শ্যামসুন্দর তোমার জীবন স্বরূপ, এবং তোমার প্রাণপতি এবং তুমি তার সঙ্গিনী।

(৮)

সুহই—শ্রীরাধাহ।

চল চল ঢিঠ! মিঠ-রস বঞ্চক! চাতুরী রহু তুয়া ঠামে,
কৈতব বচন-রচনে, যবভূলনু, বুঝনু তুয়া,—পরিণামে।
মঞ্জুল-হাস, ভাষ মৃদু বোলনি, দোলনি-নয়ন-সন্ধান,
প্রেম-প্রণালী, তুহু ভালে জানসি যৈছন অমিয়া সিনান!
করকা-কাঁতি-পাঁতি, হাম হেরইতে, ধাওলু মাণিক-আশে
পাণি কো পরশে, ডালি পয়ে দূরে গেও, রহল লোক উপহাসে
বিষ কো কটোর, থোর দধি উপর, দেওল দারুণ ধাতা!
কপটহি প্রেম, পহিলে হাম না বুঝনু! অনন্ত কহে গুণ-গাথা।

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রাধার উক্তি

৮। হে ধৃষ্ট! তুমি চল চল! মিষ্ট বাক্যরসে বঞ্চনকারী! তোমার বচনচাতুর্য্য তোমার কাছেই থাকুক। তোমার ছলবাক্য পরিপাটিতে ভুলিয়াছিলাম। শেষে তোমার চাতুর্য্য বুঝিতে পারিলাম। তোমার মনোমুগ্ধকর হাস্য-মৃদু-মধুমাখা বাক্য-চঞ্চল-নয়নকটাক্ষ প্রেমের প্রকার; কেমন করিয়া কপট অমৃতধারায় স্নান করাইতে হয় তাহা তুমি ভাল করিয়াই জান। বৃষ্টিতে পতিত বরফশিলার উজ্জ্বল কান্তি দর্শনে আমি (অজ্ঞানী) মানিক মনে করিয়া তার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলাম; যখনই তাহাতে হস্ত-স্পর্শ করিলাম জল কেলিয়া মানিক মিলাইয়া গেল,— (অর্থাৎ শিলা গলিয়া জল হইয়া গেল) আমি কেবল লোকের কাছে উপহাসের পাত্র হইলাম। দারুণ বিধাতা কোটরি বিষে পূর্ণ করিয়া উপরে সামান্য দধি রাখিয়া দিয়াছে— তদ্রূপ তোমার কপট প্রেম আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। গীতকর্ত্তা অনন্ত সখীভাবাবেশে কহিতেছেন— রাধে! এই হেতু আমি তোমার (অনন্ত) গুণাবলি গান করিয়া থাকি।

(৯)

শ্রীকৃষ্ণ আহ। শ্রীরাগ।

রাই! কত পরিখসি আর?
তুয়া আরাধন মোর—বিদিত সংসার।
যজ্ঞ, দান তপ, জপ, সব তুমি, মোর,
মোহন-মূরলী আর বয়ান-কো বোল!

বিনোদিনি! হাসিয়া বোলাও,
ফুলশরে জর জর জনেরে জিয়াও;
কুটিল-কুন্তল-বেঢ়ি কুসুমকো—জাদ।
নয়ন কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ;
সীথের সিন্দুর দেখি দিন মণি ঝুরে;
এত রূপ-গুণ যার সে কেন নিঠুরে!!
বিনোদিনি! চাহ-মুখ তুলি;
(তোমার) নয়ন-নাচনে নাচে, পরাণ পুতলি
পীত-পিন্ধন মোর, তুয়া অভিলাষে,
পরাণ-চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে!
হিয়ার মাঝারে উঠে, রসের হিলোলি
পরশিতে করিসাধ পায়ের অঙ্গুলি।
যদুনাথ দাস কহে এ নহে যুকতি,
কানু কাতর বড় রাখহ পীরিতি!

৯। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

মানিনীর মান অপনোদনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

রাধে! আর কত পরীক্ষা করিবে? তোমার সন্তোষ সাধনই আমার একমাত্র কাজ,—একথা বিশ্ব-বিখ্যাত-অর্থাৎ জগতের সকলেই জানে। আমার যজ্ঞ-দান-তপ-জপ যাহা কিছু সকলই তুমি। আমার মোহন মুরলীতে 'রাধা' ব্যতীত অন্যকথা বাজে না আর মুখেও রাধা ভিন্ন অন্য কথা বাহির হয় না। হে আনন্দদায়িনী রাধে! হাসিয়া কথা বল। কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত তোমার শরণাগত আমার জীবন দান কর। তোমার কুঞ্চিত কেশপাশবেষ্টিত পুষ্পমাধুরীর কুহক এবং তোমার নেত্রান্তদৃষ্টিতে আমার অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত হয়। তোমার সিঁথির সিন্দুর দর্শন করে সুর্য্যের নয়নে অশ্রু ঝরে। যার এত রূপ-গুণ,— সেই তুমি এত নিষ্ঠুর কেন জানিনা। সন্তোষ সাধিনী রাধে! তোমার আনন্দময়ী মুখারবিন্দ উত্তোলন করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তোমার প্রেমচঞ্চল নয়ননৃত্যে আমার পরাণ-পুতুলি নাচে অর্থাৎ সঞ্জীবিত হয়—নচেৎ জড় পুতুলের ন্যায় অচেতন থাকে। আর আমি যে পীত বসন ধারণ করি, সে কেবল তোমার হেমকান্তি অঙ্গ দর্শনের আশায়। তুমি যদি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কর আতঙ্কে আমার প্রাণ চমকিত হইয়া উঠে। হে বিনোদিনী রাধে! তোমার অতুলনীয় রূপগুণের কথা স্মরণ করিয়া আমার অন্তরে রসের-তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। আর তোমার কমল-কোমল পদাঙ্গুলি স্পর্শ করিতে অভিলাষ করিতেছি-(প্রেমদাবদগ্ধ হৃদয় শান্তিলাভের আশায়) গীতকর্ত্তা যদুনাথ দাস সখিভাবে কহিতেছেন—আর তোমার মান করিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। তোমার প্রাণপ্রিয়তম বড়ই কাতর, তাহার প্রীতিবিধান কর। (তাঁহার বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়ে শীতল প্রেমবারি সিঞ্চন কর।)

(১০)

কেদার

সাহসে ভর করি, রাই-চিবুকে ধরি, নাহ—বৈঠাওল কোর
"কাহে দুঃখ দেওসি? কি ফল পাওসি?" বোলই, নওল-কিশোর।
সজনি! কেলী-বিলাসিনী-রাধা!
মান-বিধুন্তুদ—মুকত-বদন-শশী, দেখোঁ নাহো-সুখ-সাধা।
চুম্বনে, বদন—বঙ্ককরি, বোলই,—"বিপিনে, বেলী কতলাখ--
বিকসই—অবিরত, তুহু ভ্মরা-মত, যাহ মধুর-রস-চাখ"
"মালতি ছোড়ি, ভ্রমরা কাহা যাওব" কহত-কলা-নিধি-কান,
কুটিল-কটাখ-লাখ-শরে জর জর—করত-অধর-মধুপান!
মনসিজ-তরজনে, কিঙ্কিনী-গরজনে, হারসঞে টুটল মান,
কহে হরি বল্লভ, পরিরম্ভণ-মণি, করত পরস্পর দান!

১০। প্রেমিক শেরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, উক্ত প্রকার প্রিয়-নর্ম্ম বচনামৃত বর্ষণ করিয়া হৃদয়ে বল প্রাপ্ত হইলেন, তখন নাগর সাহস পূর্ব্বক রাইয়ের চিবুক ধরিয়া কোলে বসাইলেন। এবং নবকিশোর বলিলেন— রাধে! তুমি কি জন্য আমাকে এত দুঃখ দাও এবং এতে তুমিই বা কি ফল অর্থাৎ সুখ পাও? সজনি! কেলি বিলাসিনী রাধে! মানরূপরাহুমুক্ত তোমার বদনচন্দ্র দর্শন করিয়া আমি সুখসাগরে নিমজ্জিত হই,— এই বলিয়া চুম্বনে প্রবৃত্ত হইলে, বিধুমুখী বদন ফিরাইয়া বলিলেন— কাননে কত লক্ষ রক্ষ বেলীফুল অবিরত প্রস্ফুটিত হইতেছে — তুমি মত্ত ভ্রমর তথায় গমন করিয়া মধুর রসাস্বাদন কর। কেলিচতুর শিরোমণি কানু বলিলেন,—কোমল সুমিষ্ট সৌরভপূরিত মালতীপুষ্প অবহেলা করিয়া ভ্রমরা কোথায় যাইবে? এই প্রেমবিলাসিনীর কুটিল-কটাক্ষ লক্ষ লক্ষ শরে জর্জ্জরিত নাগর শিরোমণি প্রিয়তমার অধরামৃত পান করিতে লাগিলেন। কন্দর্পের তর্জ্জনে ও কিঙ্কিঁনীর ঝঙ্কাঁরে মানিনীর বক্ষ বিলম্বিত হার এবং হৃদয়স্থ মান ছিন্ন হইয়া গেল। পদকর্ত্তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপদ সখীভবে বলিতেছেন— প্রিয়া-প্রিয় পরস্পরে আলিঙ্গনরূপ মনিহার প্রদান করিলেন।

কৃষ্ণানবমী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

দশম ক্ষণদা,—কৃষ্ণাদশমী

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য, ধানসি

ভাবে ভরলতনু—অনুপম-হেমরে! অহনিশি নিজ-রসে-ভোর
নয়ন যুগল, প্রেম—রসে-ঢর ঢররে ভূজতুলি-হরি হরি বোল।
নাচত গৌর-কিশোর, মোর পঁহুরে! অভিনব-নবদ্বীপ-চাঁদ
("ভাব ভরে-হেলন, ভাব-ভরে-দোলন, প্রতিঅঙ্গে মনমথ-ফাঁদ!)
জিতল-নীপফুল,—পুলক মুকুল রে! প্রতি অঙ্গে-অঙ্গে-বিথারি,
রস-ভরে-গর গর, চলই-খলই রে! গোবিন্দ দাস বলিহারি!

১। অহো! কি আর বলিব রে! চিরসুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরাধাভাব-সম্বলিত হেমকান্তি অঙ্গের উপমা কি দিব! দিবানিশি ব্রজের নিজ প্রেমলীলা রসের ভাবে বিভোর রহিয়াছেন। নয়ন যুগল প্রেমরসে ঢল ঢল করিতেছে, আর হেমদণ্ড বাহু তুলিয়া হরিবোল হরিবোল বলিতেছেন। আমার প্রভু অভিনব নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌর-কিশোর নৃত্য করিতেছেন। তাঁর ভাবভরে হেলন-দুলন প্রতি অঙ্গে কন্দর্পের ফাঁদ পাতা রহিয়াছে। যে যে ভাগ্যবান জীব দেখিতেছে— সেই সেই জীব নৃত্য করিতেছে এবং শ্রীগৌরপ্রেম ফাঁদে পতিত হইতেছে। অভিনবত্ব এইখানেই— কারণ শ্রীগৌরের আনা প্রেম তাঁর ব্রজের নিজ নিগূঢ় সম্পদ আজ জগতের ভাগ্যে প্রথম প্রকাশ। প্রেমভরে নৃত্যে শ্রীগৌরের প্রত্যঙ্গের ব্যাপ্ত পুলক-মুকুলাবলি কদম্বকুসুমাবলিকে জয় করিয়াছে। প্রেমরসভরে অন্তর গর গর—পথে চলিতে পদ স্খলিত হইতেছে। অহো! গৌরের এই অপূর্ব্ব নৃত্যাবেশ-ভাবিত গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন— ভাবের বলিহারি যাই!

(২)

শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য—শ্রীরাগ

আরে (মোর) আরে মোর, নিতাই-চাঁদ,
ঘরে ঘরে দিল (নিতাই), প্রেমের ফাঁদ!
তাপিত-অখিল-সকল জনে
সিঞ্চিল নিতাই, নয়ন-কোণে
অপার-করুণা (নিতাইর) গৌড় দেশে
নাচিয়া বুলেন, (পহু) প্রেমের আবেশে!
ঢুলিতে ঢুলিতে কতনা ভাতি

কমল-চরণে করয়েগতি।
কহ(য়ে) গদ গদ, ভায়ার কথা
পূরল জলে (দুই) নয়ন-রাতা।
আর কত-গৌর, সুন্দর-তনু
পুলক-কদম্ব-কেশর-যনু!
বিবিধ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গে
ভকত মিলি (গায়) পরম রঙ্গে।
(সো)-পদ-প্রেম, মাগ (য়ে) কানুদাসে
শুনিয়া করুণা, বাঢ়ল আশে।

২। আরে আরে মোর নিতাইচাঁদ — অর্থাৎ চন্দ্র যেমন স্বভাবশীতল জ্যোৎস্নালোকে জগতের অন্ধকার নাশ এবং তৎসহ শীতলতা সম্পাদনে জগজনের চিত্তের ও নয়নের প্রসন্নতা আনয়ন করে থাকে,— তদ্রূপ স্বভাবসিদ্ধ অক্রোধ পরমানন্দ মূর্ত্তি দয়াল শিরোমণি আমার নিতাইচাঁদ ধনী-নির্ধন-পাপী-তাপী-পাষণ্ডী নির্ব্বিচারে জগতের ঘরে ঘরে দেবদুর্লভ প্রেমবন্যার জলে প্লাবিত করিলেন। ত্রিতাপদগ্ধ সমস্ত জগৎ-বাসীকে প্রেমাশ্রুজলে সিঞ্চিত করিলেন। অসীম করুণাময় বিগ্রহ প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদ প্রেমাবেশে গৌড়দেশে নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন। গৌরপ্রেমরসে মত্ত হইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে কমল-কোমল চরণে কত কত দেশে গমন করিতেছেন। ভাই গৌরের কথা প্রেম-গদগদ স্বরে বলিতেছেন— আর অরুণিত নয়ন-যুগল করুণাবারিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আরক্ত সুন্দর গৌর তনুযানে যেন প্রস্ফুটিত কদম্ব-কেশরের ন্যায় রোমাবলি পুলাকান্বিত হইয়াছে। বিবিধ ভক্তি-অঙ্গরূপ মনি-মুক্তা-স্বর্ণাদির অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়া ভক্তগণসঙ্গে নিলিয়া পরমরঙ্গে গাইতেছেন। শ্রীনিতাইচাঁদের করুণার কথা শনিয়া গীতকর্ত্তা কানুদাসের আশা বাড়িয়াছে— তাই বলিতেছেন—সেই নিতাইচাঁদের চরণ-কমলে প্রেম প্রার্থনা করিতেছি।

(৩)

সিন্ধুড়া

সজনি! মঝুমনে লাগল, নন্দ-কিশোর,
অনিমিখ-লাখ—নয়নে, যব যুগশত—হেরই, না পারই ওর!
ইন্দ্র-নীলমণি-মুকুর-কান্তি-জিনি, জগ-মন-মোহন-বয়না
শারদ-ইন্দু, অমল-নব-পঙ্কজ—পূজল, যনু দুই নয়না!
বন্দুক-বন্ধু-অধর, অতিমনোহর, বিলসই রসময়-বংশে
ভঙ্গীম-গীম—ভর, অতিমন্থর—অবতংশ বিরাজিত অংসে!
ভালে—চন্দন-চান্দ, রমণী-মোহন-ফাঁদ, তছুপরি মুকুতার ঝারা
অনন্ত কহিছে, ঘন—চান্দের উপরে যেন, সঘনে বরিষে রস-ধারা।

৩। শ্রীশ্যামসুন্দরের মাধুর্য্য বর্ণন—

কোন সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

সখি! আমার হৃদয়ে নন্দকিশোরের রূপমাধুর্য্য পাষাণ রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। যদি অনিমেষ নয়নে শতযুগ ধরিয়া দেখা যায় তথাপি তাহার অন্ত পাওয়া যাইবে না। ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত দর্পণের কান্তি-বিনিন্দিত তাঁহার জগজনচিত্ত মোহনকারী বদনখানি—তাঁহার কমলনয়ন দুইটি যেন শরতের নির্ম্মল আকাশে উদিত চন্দ্রকে (শ্রীকৃষ্ণবদনচন্দ্রকে) নির্ম্মল নবপদ্ম দ্বারা পূজা করিতেছে। প্রাণবন্ধুর বাঁধুলীপুষ্পের ন্যায় অরুণাধরে অতি মনোহর রসময় বংশীটি বিরাজ করিতেছে। আর ভঙ্গিমাময় গ্রীবার মৃদু দোদুল্যমান কর্ণভূষণ স্কন্ধোপরি শোভা পাইতেছে। প্রিয়তমের ললাটের চন্দনের বিন্দু (চাঁদ) যেন রমনীমুগ্ধকারী ফাঁদ বিশেষ। তদুপরি শিরোবেষ্টিত বসনে (উষ্ণীষের) লম্বিত মুক্তাঝারাগুলি শোভা পাইতেছে। গীতকর্ত্তা অনন্তদাস সখীভাবাবেশে কহিতেছেন—কেশবন্ধ উষ্ণীষের ঝারাগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছে— কৃষ্ণকুন্তল সদৃশ মেঘ যেন চন্দ্রের উপরে সঘনে রসধারা বর্ষণ করিতেছে।

(৪)

সিন্ধুড়া

শুন সজনি! অপরূপ বিরহ-কো বাধা
সহ চর, শতহু—কতহু—উপচারত, পারত না পুন সমাধা!
চন্দন, চন্দ্র, সলিল, নলিনী-দলে, বিরচল বিবিধ উপায়
সবহু বিফল ভেল, বজর-কো—আনল, জল-লবে কৈছে নিবায়?
তুয়া-গুণ-কঞ্জ-পুঞ্জ, হিয়েধারল—মাধব, শিশিরকো আশে
তুয়া মুখ-দরশ—পরশ, বিনে, সোপুন, বাঢ়াওল, দ্বিগুণ হুতাশে
সো-অব মুরছিত, তবহু কঠিন-চিত—মনমথ, হানয়ে বাণ!!
তুয়া অধরামৃত, বিনু নাহি-জিয়ত, হরিবল্লভ পরমাণ!

৪। শ্রীরাধাবিরহার্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত দূতী

শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বিরহ ব্যথার কথা শ্রবণ কর। তাঁহার সহচরগণ কতশত প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিয়া ও বিরহ দুঃখের উপশম করিতে পারিতেছে না। চন্দনে—চন্দ্রদর্শনে—শীতল জলে- কমলদলের শয্যায় বিবিধ উপায় সৃষ্টি করিয়াও সকলই ব্যর্থ হইল। বজ্রের আগুন কি সামান্য জলে নির্বাপিত হয়? তাপ শান্তির আশায় মাধব তোমার কমল সদৃশ গুণ সমূহ হৃদয়ে ধারণ করিল; কিন্তু তোমার মুখকমল দর্শন ও স্পর্শ ব্যতীত তাহা পুনরায় দ্বিগুণ হুতাশে বর্দ্ধিত হইল। প্রিয়তম এখন মূর্চ্ছিত আছেন,— তথাপি দেখ! কঠোর চিত্ত কন্দর্প বাণ প্রহার করিতেছে। রাধে! তোমার অধরামৃত ব্যতীত প্রাণনাথের

প্রাণ বাঁচিবে না। গীতকর্ত্তা হলিবল্লভ সখীভাবাবেশে বলিতেছেন— আমিই এ কথার সাক্ষি।

(৫)

শ্রীরাগ

শুনি ধনী-শিরোমণি, মাধব-লেহ,
ভূললি তনু, মন ধন জন গেহ!
অপরূপ প্রেমকো রঙ্গে,
পহিরি না পারই, অভরণ, অঙ্গে!
উথলল মন মথ-সিন্ধু-হিলোল
ভরমে উঘারত মরমকো বোল!
রস ভরে—মন্থর, চলই না পারি—
নিন্দই—যৌবন, জঘনকো ভারি;
কত শত মনোরথ, আগে আগুসার
দামোদর সঙ্গে রঙ্গে করু অভিসার।

৫। নায়িকা শিরোমণি প্রেমময়ী সুন্দরী রাধা—

দূতীমুখে প্রাণপ্রিয়তমের ঐরূপ প্রেমবিহ্বলতা শ্রবণ করিয়া নিজ দেহ-মন-ধন-জন গৃহ সকলই বিস্মৃত হইলেন। অপূর্ব্ব প্রেমবিহ্বলতরঙ্গ-রঙ্গে অঙ্গে আভরণ পরিধানে অসমর্থা হইলেন। কন্দর্পসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ হিল্লোলে হৃদয়ের কথা ভ্রমময়ী বাক্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রসভরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। চলিতে না পারায় নিতম্ব ও যৌবনের গুরু ভারের নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রাণনাথের প্রেমমূর্চ্ছা অপনোদনের কতশত উপায় মনে চিন্তা করিতে করিতে অভিসারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গীতকর্ত্তা দামোদরও সখীভাবাবেশে রঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

(৬)

বেলোয়ার

কঞ্জ-চরণযুগ, যাবক রঞ্জনস খঞ্জন-মঞ্জীর বাজে।
নীল-বসন, মণি-কিঙ্কিণী-রণরণি, কুঞ্জরগমন-মদন, ক্ষীণ-মাঝে!
সাজলি, শ্যাম-বিনোদিনী রাধে!
অঙ্গহি অঙ্গ, অনঙ্গ-তরঙ্গিম, মদন-মোহন-মনমোহিনী ছাঁদে। ধ্রু।
কনক-কটোর—চোর, কুচ-কোরক-জোরে, উজোরল মোতিম-
দাম

ভূজ-যুগ-থির-বিজুরী-পর, মণিময়-কঙ্কণ-ঝলকিত, চমকিত কাম
মধুরিম-হাস—সুধারস-নিরসন, দশন-জ্যোতি, জিতি—মোতিম
কাঁতি।
সুভগ-কপোল, লোল-মণি-কুণ্ডল, দশদিশ ভরল নয়ন-শর-পাঁতি,
ঝাঁপল কবরী, ভালে-অলকাবলী, ভাঙ,-ধনুয়া যনু মনমথ-
সেবি,
গোবিন্দ দাস, হৃদয়ে অবধারল, মুরতি শিঙ্গার-দেব-অধিদেবী,

৬। পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদাস সখীভাবাবেশে অভিসারিণী শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে চলিতে চলিতে অভিসারের মাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন,— হে রাধে! তুমি শ্যামহৃদয়ানন্দদায়িনী বেশে সজ্জিত হইয়াছ। কেমন? তোমার পাদপদ্মযুগল অলক্তক-অনুরঞ্জিত—গমনে খঞ্জননিন্দিত মঞ্জীর ধ্বনিত হইতেছে। তোমার পরিধানে নীলবসন, কটিতে কিঙ্কিঁনী রণিত হইতেছে। কটি ক্ষীণ ও কুঞ্জরগমন নিন্দিত তোমার গতি। মদনমোহন শ্যামসুন্দরের মনমোহিনী ভঙ্গিতে এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গে অনঙ্গ-তরঙ্গ উচ্ছলিত হইতেছে। স্বর্ণ-কটোরার শোভাহারী স্তনমুকুল যুগল মুক্তাহারে উজ্জল। তোমার বাহুযুগলে স্থির বিদ্যুতের ন্যায় মণিময় কঙ্কঁণের দীপ্তিতে কন্দর্প-চমকিত হইয়াছে। তোমার মাধুর্য্য-মণ্ডিত হাস্য সুধারসকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। আর দন্তজ্যোতি মুক্তার কান্তিকে জয় করিয়াছে।

প্রিয়তমের লোচনানন্দ-দায়ক কপোল চঞ্চল মণিকুন্তলে যেন কটাক্ষ-শরে দশদিক ভরিয়া যাইতেছে। তোমার আবৃত কবরী চূর্ণ কুন্তলাবলীর এবং কন্দর্পধনুবৎ ভ্রূযুগলের সৌন্দর্য্য দর্শনে পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন— তোমাকে যেন শৃঙ্গার দেবতার মূর্ত্তীমতী অধিদেবী বলিয়া মনে হইতেছে।

(৭)

কামোদ

দুহুঁ দুহুঁ নয়নে—নয়নে যব লাগল, জাগল—মনমথ-রাজ
বদন ফিরাওলি, অঞ্চলে ঢাকলি—রাধা, অতিভয় লাজ!
(আজু) কাননে কাম-কলা—রস-রঙ্গ,
কত কত চাটু করত, নব-নাগর, ধনী, না দেখাওত অঙ্গ।। ধ্রু।।
অঞ্চল গহত, করে কর বারত, কঙ্কণ ঘন ঘন সান
পরশত চরণ মানাওত; সহচরী—লোচন-ইঙ্গিত জান।
ঘোঙ্গট খোলি, বদন-বিধু-অলকনি, কুণ্ডল-ঝলকনি দেখি
নিজ লোচন মন-ভূলল বল্লভ, ভৈগেল, চিত্রস-লেখি!

৭। প্রেমবিলাসিনী রাধা কুঞ্জে প্রবেশ করিলে যখন পরস্পরের নয়নে নয়নে মিলন হইল—তখনই হৃদয়ে কন্দর্পরাজ জাগ্রত হইল। তখন রাধারানী অতিশয় ভয় ও লজ্জায় মুখকমল ফিরাইয়া অঞ্চলে আবৃত করিলেন। আজ কাননে কন্দর্পকলার রসরঙ্গ আরম্ভ হইল। বস্ত্রাঞ্চল উন্মুক্ত করিবার জন্য নবনাগর কতপ্রকার স্তুতিবাক্য বলিতে লাগিলেন; কিন্তু সুন্দরী রাধা অঙ্গমাধুর্য্য দর্শন করাইতেছেন না। প্রেমিক শিরোমণি অঞ্চল মধ্যে হস্ত প্রবেশ করিলে রাধা হস্ত দিয়া হস্তকে বাধা দিতে লাগিলেন কঙ্কণের ঘন ঘন ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তখন সহচরীর নয়ন ইঙ্গিত জানিয়া নাগরেন্দ্র চরণ স্পর্শ করিতে মানিনীর বাম্যভাব বিদূরিত হইল। তখন ঘোমটা উন্মুক্ত করিয়া প্রিয়ার মুখচন্দ্রের মাধুর্য্য এবং কর্ণ-কুণ্ডলের জ্যোতি দর্শন করিয়া প্রাণবল্লভের নয়ন মন ভুলিয়া গেল। চিত্ররেখার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন। পক্ষে গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

(৮)

শ্রীরাগ

ধনী নাগর-কোর! ধনী নাগর-কোর!
বিলসই রাই। সুখের নাহি ওর!!
ধনী রঙ্গিনী-রাই, ধনি রঙ্গিনী-রাই,
হরি বিলসই। কতরস অব গাই!
হরিমানস সাধা, হরিমানস সাধা
বিলসই, শ্যাম-পরাজিত-রাধা!!
হরি সুন্দরী-মুখে, হরি, সুন্দরী-মুখে
তাম্বুল দেই-চুম্বই, নিজসুখে!
ধনী রঙ্গিনী-ভোর, ধনীं রঙ্গিনী ভোর
ভুলল গরবে কানু করি কোর!

৮। প্রিয়া-প্রিয়তমের মিলনলীলা দর্শনে কোন সখী অন্য সখীকে বলিতেছেন— দেখ! রাই ধনী আজ নাগরেন্দ্রের (কৃষ্ণের) ক্রোড়ে বসিয়া এক অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিয়াছেন। এ সুখের আর শেষ নাই। দেখ! দেখ! রসরঙ্গিনী রাইধনী আজ কত প্রেমরসে ডুবিয়া হরির সহিত বিলাস করিতেছেন। আরও দেখ আজ হরির অভিলাষ পূর্ণ করিয়া বিলাস করিতেছেন। তাহাতে শ্যামের পরাজয় হইতেছে। দেখ! হরি নিজ সুখে রাইধনীর মুখে তাম্বুল প্রদান করিতেছেন এবং চুম্বন করিতেছেন। আহা! দেখ দেখ! রঙ্গিনী রাইধনী প্রাণবল্লভকে বক্ষে ধারণ করিয়া মানের গর্ব্ব ভুলিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণা দশমী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

একাদশ ক্ষণদা,—কৃষ্ণা একাদশী

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য, ধানসি

বিমল-হেম-জিনি, তনু অনুপমরে!
তাহে শোভে নানাফুল-দাম,
কদম্ব-কেশর জিনি, একটি পুলকরে!
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
জিনি মদ-মত্ত-হাতি, গমন মন্থর অতি,
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়,
অরুণ-বসন-ছবি, জিনি প্রভাতের রবি,
গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায়।
চলিতে না পারে, গোরাচাঁদ গোসঞীরে,*
বলিতে না পারে আধ-বোল,
ভাবেতে * আবেশ হৈয়া, হরি হরি বোলাইয়া *
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল!
এ সুখ-সম্পদ-কালে, গোরা না ভজিনু হেলে,
হেন পদে না করিনু আশ,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।

১। আরে ভাই! চিরসুন্দর শ্রীগৌর সুন্দরের নির্ম্মল স্বর্ণ-নিন্দিত শ্রীঅঙ্গের তুলনা হয় না। তাহাতে আবার বিবিধ সুগন্ধ পুষ্পমাল্য শোভা পাইতেছে। কদম্বকেশর বিজিত এক এক ভাবপুলক তনুখানি— তারমধ্যে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম মুক্তার ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে। মদমত্ত মাতঙ্গ নিন্দিত মন্থর গতিতে অতিশয় ভাবাবেশে ঢুলিয়া ঢুলিয়া গমন করিতেছেন। তাহাতে প্রভাতের তরুণ রবির কিরণদ্যুতি নিন্দাকারী অরুণ বসনদ্যুতি আমার গোরা অঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে। আরে প্রেমাবতার প্রভু গৌরসুন্দর আজ প্রেমাবেশে পথে গমন করিতে পারিতেছেন না। ভাবভরে বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না। কেবল আধ আধ বাণী বলিতেছেন। ভাবাবেশিত হইয়া "হরি হরি" এই বাক্য বলাইয়া অবিচারে আচণ্ডালে ধরিয়া আলিঙ্গন দিতেছেন। গীতকর্ত্তা শ্রী বৃন্দাবনদাস ঠাকুর দৈন্যোক্তিসহ বলিতেছেন— হায়! এই প্রেমলীলারূপ সুখ-সম্পদকালে অবহেলায় সেই গৌরসুন্দরের ভজন করিলাম না এবং সেই দেব-দুর্লভ পাদপদ্ম পাইবার আশাও করিলাম না। যদি বল

শেষে এই গুণগান কেন? উত্তর— "নামী হইতে নামের শক্তি অধিক এই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোক্তি (নান্নামকারি) বাণী স্মরণ করিয়া (করুণয়াবতীর্ণ কলৌ) সেই পরমকরুণাময় বিগ্রহযুগলের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের মহাশক্তি গুণগান করিতেছি।

(২)

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য—কামোদ

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ, সহজে আনন্দ-কন্দ,
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলি যায়,
ভায়ার ভাবেতে মত্ত, জানেন সকল তত্ত্ব,
হরি বলি, অবনী-লোটায়!
(নিতাইর) গোরা-প্রেমে গড়া—তনুখানি।
ভাইয়ার* মুখ হেরি, লুলিয়া লুলিয়া পড়ে,
ধারা বহে—সিঞ্চয়ে ধরণী।।ধ্রু।।
অদ্বৈত আনন্দ-কন্দ, হেরি-নিতাইর মুখচন্দ্র,
হুঙ্কার পুলক শোভে তায়। *
হরিবল-বেলা করে, গউর গউর বলে,
প্রিয়-পারিষদে গুণ গায়। *
গোলোকের প্রেম বন্যা, অবনী করল ধন্যা,
অতুল-অপার-রস-সিন্ধু।
মাতিল জগত ভরি নিতাই চৈতন্য করি,
রায় অনন্ত মাগে বিন্দু।

২। স্বভাবত: আনন্দের উৎস প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমোন্মত্ত হইয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া গমন করিতেছেন। ভাই শ্রীগৌরসুন্দরের (নাম প্রেম বিতরণ লীলার সকল তত্ত্ব জ্ঞাতা নিতাই) ভাবেতে মত্ত হইয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে করিতে ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। আরে! আমার নিতাইচাঁদের তনুখানি শ্রীগৌর প্রেমে গড়া। তাই শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে লুটিয়া লুটিয়া পড়িতেছেন। আর প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহে পৃথিবী সিঞ্চিত করিতেছেন। শ্রীগৌরভাবে উন্মত্ত নিতাইচাঁদের গৌরনামপ্রেমে মুখরিত শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিয়া আনন্দকন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র হুঙ্কার করিতেছেন এবং ভাবাবেশে শ্রীমুখে হরি হরি বোল উচ্চারণ করিতেছেন— পুন: পুন: গৌর গৌর বলিতেছেন এবং নিতাইয়ের গুণগান করিতেছেন। গোলোকের অনুপম অপার রসসমুদ্রের প্রেমবন্যায় সমস্ত জগত নিতাই-চৈতন্য বলিয়া মত্ত হইয়াছে। গীতকর্ত্তা রায় অনন্ত দৈন্যোক্তিসহ— সেই গৌরপ্রেমসিন্ধুর কণিকা প্রার্থনা করিতেছেন।

(৩)

সুহই—শ্রীকৃষ্ণ আহ

রতণ-মন্দির-মাহ, বৈঠলি সুন্দরী, সখী-সঞে রস-পরথাই,
হসইতে খসই—কতহু মণি-মোতিম, দশন-কিরণ অবছাই।
(শুন সজনি!) কহইতে না রহে লাজ।
সো বর-নারী হামারি মন-বারণ-বান্ধল, কুচ-গিরি-মাঝ।।ধ্রু।।
মঝু-মুখ হেরি, ভরম-ভরে সুন্দরী, ঝাপই ঝাপল দেহ
কুটিল-কটাখ-বিশিখে তনু জর জর-জীবনে না বান্ধই থেহ।
করে কর জোরি, মোরি তনু-বল্লরী, মোহে হেরি-সখী-করু-কোর
গোবিন্দ দাস ভণ, তে নন্দ নন্দন—দোলত মদন-হিলোর?

৩। একদা শ্রীরাধা নিজ রত্নমন্দির উপরে সখিগণসহ প্রেমালাপে বসিয়াছেন। তাঁহার প্রসন্ন মুখকমলের হাস্যে যেন কত কত মণি-মুক্তা ঝরিয়া পড়িতেছে এবং দন্তের ঈষৎ কিরণদ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। কোন কারণ বশত: শ্রীকৃষ্ণ ঐ মন্দিরের অনতিদূরে গমন করিবার সময় উক্ত সখীসঙ্গে আলাপরতা রাধারাণীকে দর্শন করিয়া কন্দর্প-পীড়িত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শ্রীরাধাসহ মিলনাকাঙ্খায় নিজ দূতীকে বলিতেছেন—

সখি! তোমার কাছে আমার মনের কথা বলতে কোন লজ্জা নাই। সেই রমনীকুলমণি রাইধনি, তাঁহার স্তনরূপ-গিরিগুহায় আমার মনকুঞ্জরকে (হস্তি) বন্ধন করিয়াছে। আমার মুখ দর্শন করিয়া সুন্দরী সম্ভ্রমভরে দেহখানি বস্ত্রাবৃত করিল। তাঁর বঙ্কিম কটাক্ষবানে জর্জ্জরিত দেহ—জীবনে ধৈর্য্য ধরিতেছে না। হস্তে হস্ত জুড়িয়া দেহলতা মোড়া দিয়া আমাকে দর্শন করিয়া নিজ সখীকে বক্ষে ধারণ করিল। গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন সেই কারণেই বোধহয় নন্দরাজ-কুমার কন্দর্পদোলায় দোলায়িত।

(৪)

সখী—কৃষ্ণমাহ। ধানসি

রঙ্গিনী-সঙ্গে, তুঙ্গ-মণি-মন্দিরে, দশদিশ হেরইতে রামা,
কোজানে কিখনে, তোহে দিঠি লাগল, মুরছি পড়ল সোই ঠামা
(মাধব!) কিতুয়া নয়ন-সন্ধান!
কুল-গিরি-রাজ, লাজ-ঘন-কঞ্চুক-ভেদি মরম পয়েহান।।ধ্রু।।
বিরহ-বিষানলে, জ্বলত কলেবর, সঘনে লুঠই মহী-পঙ্কা,
তুহু সুপুরুখ-মণি,—তোহে চড়য়ে জানি, ধনী-বধ-বিপুল-কলঙ্কা
সব সহচরী মিলি, কত আশ-আসব, বেদন কোই না জান,
গোবিন্দ দাস ভন, তোহারি পরশ-পণ, নহ কৈছে রহত পরাণ?

৪। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার নিকট হইতে আগতা দূতির উক্তি—

মাধব! আজ রাইধনী রঙ্গিনী সখীগণসঙ্গে উচ্চ মণিমন্দিরে বসিয়া চতুর্দ্দিক, দর্শন করিতে করিতে কে জানে। কোন সময়ে তোমার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল—সেইক্ষণে সেই স্থানেই মূর্চ্ছিতি হইয়া পড়িল। মাধব! তোমার কি অদ্ভূত নয়নরূপ ধনুর শরযোজনা। উহা উচ্চ-কুলগৌরবরূপ পর্ব্বত, এবং লজ্জারূপ দৃঢ় বর্ম্ম ভেদ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করে। তোমার বিরহ বিষাগ্নিতে তাহার কোমল কলেবর জ্বলিয়া যাইতেছে। তিনি সঘনে কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তুমি সুপুরুষশ্রেষ্ঠ! কিন্তু এখন সেই সুখ্যাতিতে— নারীবধের বিরাট কলঙ্ক পতিত হইবে। সহচরীগণ মিলিত হইয়া আশ্বাসবাক্যে প্রবোধ দিতেছে; কিন্তু বেদনার কারণ কেহই জানেন না। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস সখীভাবে বলিতেছেন— তোমার অঙ্গ স্পর্শের প্রতিজ্ঞায় এখন প্রাণ আছে— তা না হলে কি প্রাণ বাঁচে? (অকথ্য বিরহতাপে কেহ কি বাঁচে?)

---

(৫)

বরাড়ি

প্রেমকো কাহিনী, শুনল মুরারী,
পৈঠল, মনসিজ-বিশিখ, সু-ধারি।
উতরোল-চিত-ধৈরয দূরে গেল,
তরল—নলিনী-দল-জল সম ভেল।
নিজ-মুখে কি কহব, অন্তর-নেহ,
সহচরী কোরে সপল নিজ দেহ;
কানু কো পীরিতি-আরতি, জানি
চললি সখী, যহি হরিণী-নয়ানী;
পিয় কো মরম, পুছলি রামা,
কহে হরি বল্লভ—হরি-গুণ গামা।

৫। দূতীমুখে বিরহার্ত্তা প্রাণবল্লভার প্রেমের কাহিনী শ্রবণ করিয়া মুরারির হৃদয়ে সূতীক্ষ্ণ কন্দর্পবাণ বিদ্ধ হইল। তাঁহার উৎকণ্ঠিত চিত্ত ধৈর্য্যহারা হইল। পদ্মপত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অন্তরের প্রেম নিজ মুখে কি বলিবেন (কহিতে না পারিয়া) সহচরীর ক্রোড়ে নিজ দেহ সমর্পন করিলেন। (প্রিয়া-প্রিয়তমের লীলা-সহচরীগণ তাঁহাদের অন্তরের ভাব বুঝিয়াই লীলার উপযোগী সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন— ইহাই তাঁহাদের সেবার পরিপাটি বা নৈপুণ্য) কানুর উক্তপ্রকার প্রেমোৎকণ্ঠা জ্ঞাত হইয়া— যেখানে হরিণী-নয়নী রাধারাণী আছেন তথায় গমন করিলেন। সখি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাধা প্রিয়তমের মর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পদকর্ত্তা হরিবল্লভ সখী-অনুগতাবেশে হরি-প্রাণবল্লভের গুণগ্রাম কহিতে লাগিলেন।

(৬)

দেশী বরাড়ি

বহতি, মলয়-সমীরে—মদনমুপনিধায়,
স্ফুটতি, কুসুম-নিকরে—বিরহি-হৃদয় দলনায়।।১।।
সখি! সীদতি, তব বিরহে, বন-মালী।।ধ্রু।।
দহতি, শিশির-ময়ুখে—মরণমনুকরোতি,
পততি, মদন-বিশিখে—বিলপতি বিকলতরোঽহতি।।২।।
ধ্বনতি মধুপ-সমুহে—শ্রবণমপি দধাতি,
মনসি বলিত বিরহে—নিশি-নিশি রুজমুপযাতি।।৩।।
বসতি বিপিন বিতানে, ত্যজতি ললিত-ধাম,
লুঠতি—ধরণী-শয়নে, বহু বিলপতি—তবনাম।।৪।।
ভণতি, কবি জয়দেবে, বিরহ-বিলসিতেন,
মনসি, রভস-বিভবে—হরিরুদয়তু, সুকৃতেন।।৫।।

৬। দূতী পুনরায় বলিলেন— হে সখি রাধে! কন্দর্প-উদ্দীপক মলয়বায়ু প্রবাহিত,—এবং বিরহিদিগের হৃদয়বিদারক কুসুম সমূহ বিকসিত হওয়ায়, তোমার বনমালী তোমার বিরহে ব্যাকুল হওত দুঃখ পাইতেছেন। তাপহরণশীল চন্দ্রকিরণে দগ্ধ হইয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট (মূর্চ্ছাপন্ন) হইয়াছেন। এবং কন্দর্পবাণে পতিত হওত অতিশয় বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতেছেন। মধুকর গুঞ্জনে হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিতেছেন। অতি উদ্দীপ্ত বিরহ-ভাবিত হৃদয়ে রজনীর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পীড়ার আধিক্য জন্মিতেছে। হে রাধে! তোমার প্রাণবল্লভ তোমার প্রাপ্তি আশায় পরম মনোহর বাসভবন ত্যাগ করিয়া কাননে বাস করিতেছেন; এবং তোমার অপ্রাপ্তি হেতু ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তোমার নাম উচ্চারণ করতঃ বহু বিলাপ করিতেছেন। (অর্থাৎ তোমার নাম ব্যতিত মুখে অন্য শব্দ নির্গত হইতেছে না।) কবি শ্রীজয়দেব বিরচিত প্রেমমুগ্ধ শ্রীহরির এই বিরহবিলসিতের গান ও শ্রবণ হেতু সুকৃতিজাত প্রেমবিভাবিত হৃদয়ে শ্রীহরি উদিত হউন।

(৭)

কেদার

আজু, কি কহব রমণী সোহাগ!
ধৈরয, লাজ, ধরম—ভয়, সুতল, জাগল নব-অনুরাগ!!
চললি নিতম্বিনী, বিসরলি তনু-মন, পন্থ বিপন্থনা জানে
সহচরী-বচন, শুনত নাহি, অতিশয়ে—সম্ভ্রম মধু-রস-পানে;
তৈখনে, কুসুম—বেলী-কুল-তেজল, কত কতশত অলী-রাজে

অঙ্গ-সুগন্ধি-তিয়াসেন অনুসরু, মদনকো বাজন বাজে।
নীল-নিচোল, হিলোলত লহু-লহু, মলয়জ-অনিল-তরঙ্গে,
নব-দামিনী-সম, চমকত তনু-রুচি, বল্লভ মিলনকো-রঙ্গে

৭। আজ রমণীর (শ্রীরাধার) প্রেমের কথা কি বলব। প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রেমের বিক্রমে তাঁহার ধৈর্য্য-লজ্জা-ধর্ম্ম ও ভয় তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। এবং নব অনুরাগ জাগ্রত হইল। সুন্দরী নিতম্বিনী রাধারাণী প্রেমোন্মত্ততায় দেহ-মন বিস্মৃত হইলেন,— সুপথ অথবা বিঘ্ন-সংকুল পথ না জানিয়াই চলিলেন। প্রেমমধুরস পানার্থ অতিশয় ব্যগ্রচিত্তা শ্রীরাধা সহচরীগণের কোন বাক্যেই কর্ণপাত করিলেন না। সেই ক্ষণে কত কত শত ভ্রমরগণ সুগন্ধ বেলীফুল সমূহ পরিত্যাগ করিয়া কন্দর্পের বাদনতুল্য গুঞ্জন-ধ্বনি করিতে করিতে রাইধনীর অঙ্গসৌগন্ধের তৃষ্ণায় তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতেছে। মলয়ানিল তরঙ্গে নীল উত্তরীয় মৃদুমন্দ আন্দোলিত হওয়ায়- তাহার মধ্য হইতে নববিদ্যুৎতুল্য শ্রীরাধারাণীর অঙ্গজ্যোতি বল্লভের (শ্রীকৃষ্ণের) নবমিলনের রঙ্গে চমকিত হইতেছে।

(৮)

বেলোয়ার

নিরুপম-কাঞ্চন-রুচির-কলেবর, লাবনি—অবনী বরণ নাহি হোই
নিরমল-বদন-হাস-রস-পরিমলে, মলিন সুধাকর অম্বরে রোই!
আজু* বনি, নব-রঙ্গিনী রাই! সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই।।ধ্রু।।
লোল-অলক, তিলকাবলী-রঞ্জিত, সীথই কাঞ্চন-কমল-উজোর
লোচন-মধুকরী, চলতহি ফিরি ফিরি শ্রুতি-কুবলয়-পরিমল
ভরে * ভার।
শ্যামর-চিত-চোর, কুচ-কোরক, নীল-নিচোল কোরে করু বাস
যাবক রঞ্জিত, চরণ-সরোরুহ, *যছু *নিরমঞ্ছন, গোবিন্দ দাস।

৮। কোন সখী শ্রীরাধারাণীর উপমারহিত অসমোর্দ্ধ রূপলাবণ্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন— তোমার অনুপম স্বর্ণদ্যুতি-কলেবরের যে সৌন্দর্য্য তাহার বর্ণনতুল্য কোন বস্তু জগতে নাই। তোমার নির্ম্মল বদন-কমলের হাস্যরসামৃতের সৌগন্ধে আকাশের চন্দ্র ম্লানমুখে রোদন করিতেছে। হে রাইধনি! তুমি নবরঙ্গিনী সাজিয়াছ। সেই শৃঙ্গারকারিনী সঙ্গিনীগণও তোমার সঙ্গে আছেন। তোমার চঞ্চল চূর্ণকেশকলাপ,—রঞ্জিত তিলকাবালি-সিঁথী স্বর্ণকমলে উজ্জ্বল। তোমার কর্ণে শোভিত কমলের সৌরভে বিভোর লোচন মধুকরীর চঞ্চল ঘূর্ণায়মান দৃষ্টি এবং শ্যামসুন্দরের চিত্তহারী তোমার কুচকোরকের নীল কঞ্চুলিকার মধ্যে অবস্থান— আর তোমার অলক্তরঞ্জিত চরণকমলের মাধুরী গোবিন্দদাস কহিতেছেন— তোমার এ সকল রূপমাধুরীর বালাই যাই।

(৯)

বরাড়ি

মঞ্জুতর-কুঞ্জ-তল-কেলী-সদনে

প্রবিশ, রাধে! মাধব-সমীপমিহ, বিলস-রতি-রভস-হসিত
বদনে।।১।।

নব-ভবদশোক-দল-শয়ন-সারে
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপমিহ, বিলস-কুচ-কলস-তরল-হারে।।২।।
কুসুম-চয়-রচিত, শুচি-বাস-গেহে
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপমিহ, বিলস-কুসুম-সুকুমার-দেহে।।৩।।
চল-মলয়-বন-পবন-সুরভি, শীতে
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপমিহ, বিলস রস-রঞ্জিত-ললিত-
গীতে।।৪।।

বিতত-বহু-বল্লী, নব-পল্লব-ঘনে,
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপমিহ, বিলস-চিরমলস-পীন-
জঘনে।।৫।।

মধু-মুদিত-মধূপ-কূল-কলিত রাবে,
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপমিহ, বিলস-মদন-রস-সরস-ভাবে।।৬।।
মধু-তরল-পিক-নিকর নিনদ-মুখরে,
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপমিহ, বিলস-দশন-রুচি-রুচির-
শিখরে।।৭।।

বিহিত, পদ্মাবতী-সুখ-সমাজে,
কুরুমুরারে! মঙ্গল শতানি, ভণতি জয়দেব—কবি-রাজ-রাজে।।৮।।

৯। অভিসারিণী প্রেমময়ী রাধা কাননে কেলিনিকুঞ্জের দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া হটাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া- সঙ্গিনী সখী বলিলেন— হে রাধে! মনমুগ্ধকারী কেলিকুঞ্জে মাধব সনীপে গমন কর! প্রিয়তমের নিমিত্ত যেমন উৎসাহের সহিত আসিয়াছ তদ্রূপ রতিরসাবিষ্ট হাস্যবদনে মাধব সমীপে গমন করিয়া বিলাস কর।

হে রাধে! তোমার কুচকলসের কম্পনে বক্ষের হার চঞ্চল হইয়া তোমার মনোভাব প্রকাশ করিতেছে,— অতএব বাম্য পরিত্যাগ করিয়া মাধব সমীপে গমন কর এবং অশোকের নব পল্লব রচিত কোমল শয্যায় বিলাস কর!২

হে রাধে! হে কুসুমোপম সুকুমারাঙ্গি! কুসুম-রচিত শৃঙ্গারোপযোগী বাসভবনে মাধব সমীপে গমন করিয়া বিহার কর!৩

মলয়ানিল প্রবাহে বনের সৌগন্ধ ও শীতলতায় এবং তাহাতে কণ্ঠোত্থিত কন্দর্পযোগ্য গীতে উদ্দীপনার শেষ থাকিবে না—অতএব রসপুষ্ট ললিতগীতকণ্ঠী রাধে! মাধব সমীপে গমন করিয়া ক্রীড়াকৌশল বিস্তার কর।৪

হে রাধে! স্থূল নিতম্বভারে তুমি স্বভাবত মন্থরগতি। তাহাতে দ্বারে না দাঁড়াইয়া বহুতর নবপল্লবে ঘনান্ধকার কুঞ্জমধ্যে মাধব সমীপে গমন করিয়া বিলাস কর।৫

হে রাধে! মধুমত্ত মধুপ-কুলের মধুর গুঞ্জনে কুঞ্জবন ব্যাপ্ত। অতএব হে রাধে! শৃঙ্গাররস বিভাবিত সরস হৃদয়ে শ্রীমাধব সমীপে গমন করিয়া বিলাসের সারস্য বিস্তার কর।৬

হে রাধে! কোকিল-কুলের কম্পিত সুমধুর ধ্বনিতে কেলিকুঞ্জ মুখরিত হইতেছে। তোমার দাড়িম্ব-সদৃশ দশন (দন্ত) কান্তি দর্শনে কোকিলের হর্ষ বর্দ্ধিত হইবে— অতএব সেই কুঞ্জভবনে মাধব সমীপে গমন করিয়া বিলাসরসামৃত বিস্তার কর।৭

এই কবিতায় পদকর্ত্তার ইষ্টদেবের উপাসনা—

হে মুরারে! পদ্মবতীর (শ্রীরাধার) সর্ব্ববিধ সুখবর্দ্ধক সখীপ্রার্থনা রূপ গীতটি তোমার প্রীতির নিমিত্ত রচিত হইল। তুমি সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধান কর।৮

(১০)

বরাড়ি

রাধা বদন—বিলোকন-বিকশিত, বিবিধ বিকার-বিভঙ্গং
জল-নিধিমিব—বিধুমণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গং (১)
হরিমেক রসং—চিরমভিলষিত বিলাসং
সা দদর্শ, গুরু-হর্ষ-বশম্বদ—বদনমনঙ্গ বিকাশং।।ধ্রু।।
হারমমল তর—হারমুরসি, দধতং পরিলম্ব্য বিদূরং
স্ফুটতর ফেণ-কদম্ব-করম্বিতমিব—যমুনা-জল-পূরং (২)
শ্যামল-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগত—গৌর-দুকূলং
নীল-নলিনমিব, পীত-পরাগ-পটলভর বলয়িত-মুলং (৩)
তরল-দৃগঞ্চল-বলন-মনোহর-বদন, জনিত রতি-রাগং
স্ফুট-কমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব, শরদি তড়াগং (৪)
বদন-কমল-পরিশীলন-মিলিত, মিহির-সম কুণ্ডল শোভং
স্মিত-রুচি-রুচির-সমুল্লসিতাধর, বল্লভ-কৃত রতি-লোভং (৫)
শশি-কিরণ-চ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর, সকুসুম কেশং
তিমিরোদিত-বিধু মণ্ডল-নির্ম্মল, মলয়জ-তিলক নিবেশং (৬)
বিপুল-পুলকভর-দন্তুরিতং, রতি-কেলি-কলাভিরধীরং
মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্জ্বল-ভূষণ-সুভগ-শরীরং (৭)

শ্রীজয়দেব—ভণিত, বিভব দ্বিগুণীকৃত ভূষণ-ভারং
প্রণমত; হৃদি-বিনিধায় হরিং, সুচিরং সুকৃতোদয় সারং (৮)

১০। চন্দ্রমন্ডল দর্শনে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় শ্রীরাধারবদনচন্দ্রের দর্শনে রসময় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বহুবিধ বিকার তরঙ্গ বিকাশ পাইতে লাগিল।১ বহুদিন হইতে একমাত্র শ্রীরাধাসহ প্রেমবিলাস পিপাসিত শ্রীশ্যামসুন্দরের বদনকমল আনন্দাতিশয্য বশত: অনঙ্গাবেশে বিকশিত হইল। ধ্রু। শ্রীশ্যামসুন্দরের বক্ষস্থলে নির্ম্মল মুক্তানির্ম্মিত হার—নির্ম্মল স্ফুটতর ফেনপুঞ্জ-যুক্ত যমুনা জলপ্রবাহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্যামল-কোমল অঙ্গে পীতাম্বর ধৃত হওয়ায়— পীতপরাগরূপ পরিচ্ছদে বেষ্টিত নীলকমল তুল্য শোভা পাইতেছে। শরৎকালীন সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলের অভ্যন্তরে ক্রীড়ারত খঞ্জন-যুগলের ন্যায়, হরির চঞ্চল কটাক্ষযুক্ত মনোহর বদনকমলের দর্শনে শ্রীরাধার বদন রতিরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। শ্যামসুন্দর যেন নিজ বদনকমল বিকাশের নিমিত্ত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। ঈষৎ হাস্যদ্যুতিযুক্ত সমুল্লসিত অধর কেবল রতিলোভ বিস্তার করিতেছে।৫ মেঘের মধ্য হইতে বিচ্ছুরিত সুধাকর কিরণশোভা সম শ্যামসুন্দরের সকুসুম কুন্তলরাশি শোভা পাইতেছে। আঁধার রজনীতে উদিত নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার ললাটে সমুজ্জল চন্দনের তিলক শোভিত।৬ মণিগণের কান্তি-সমুজ্জল বিভূষিত শ্রীঅঙ্গ বিপুল পুলকভরে অতিশয় রোমাঞ্চিত। তদ্দর্শনে মনে হয় হৃদগত রতিকেলি নিমিত্ত অধীর।৭ স্বভাবত শ্রীহরির অঙ্গভূষণ (শ্রী অঙ্গই ভূষণের ভূষণ) ও ভাবভূষণের মাধুর্য্য শ্রীজয়দেব কৃত উপমাদি বাক্যবিন্যাসে দ্বিগুণিত হইয়া প্রকাশিত। হে সাধুগণ (ভক্তগণ)! সুকৃতি সমূহের সারভূত শ্রীহরিকে চিরকালের নিমিত্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রণত হও।৮

(১১)

ধানসি—কেদার

পহিল সমাগম রাধা কান, অতিরসে-নিমগন ভেল পাঁচবাণ ।।ধ্রু।।
দুহু-মুখ দরশনে, দুহু-কো-বিলোকনে, আনন্দ-নীর-নিঝাপইরে,
আরতিয়ে পরশিতে, কুচ-কনকাচল, গিরিবর-ধর-কর-কাঁপইরে!
দোহু পরিরম্ভণে, দোহু-তনু পুলকিত; অঙ্গহি অঙ্গ হিলাওইরে
গদগদ-ভাকে, আলাপই লহু লহু, চুম্বনে—নয়ন ঢুলাওইরে!
দুহু-রসে ভাসি—দোহু অবলম্বই, রঙ্গ-তরঙ্গিত-অঙ্গ-দোহু
নব-নাগরী-সঞে, (নব) নাগর-শেখর, ভুলল গোবিন্দদাস পঁহু।

১১। কেলিকুঞ্জের শয্যোপরি উপবিষ্ট শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রথম সমাগমের রসাতিশয্যে বিশ্ববিজয়ী কন্দর্প স্বয়ংই নিমজ্জিত হইল। দুইজনেই পরস্পরের প্রেমবিভাবিত মুখকমল

সন্দর্শনে উভয়ের নয়ন আনন্দাশ্রুনীরে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। তারপর প্রেমাতুর গিরিধারী প্রেমময়ী রাধার কুচরূপ স্বর্ণপর্ব্বত স্পর্শ করিতে গোবর্দ্ধনধারী গিরিধরের হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। পরস্পরের আলিঙ্গনে উভয়ের অঙ্গ পুলকিত হইল এবং পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইতে লাগিলেম। প্রেমে গদগদ বাক্যে মৃদু-মধুর রসালাপ এবং চুম্বনে নয়ন ঢল ঢল করিতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া রসের তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন।

(১২)

কাফি

দুহু তনু এক মন, নিবিঢ় আলিঙ্গন, কাঞ্চনে রতন মিলাই,
নাগরের কোরে—বিনোদিনী রাই।।ধ্রু।।
একে নব-জল ধর—কোরে বিজুরী-থির, সুন্দর বিধি-নিরমাণ,
তহি নিকটে, নীপ কদম্ব কুসুমিত, কোকিল ভ্রমরা করু গান।
মলয়জ-পবন-মিলিত যমুনা-তট—বংশীবট নিরমাণ,
কহে, মহেশ বসু, আবেশে অবশ দুহু, পুলকে পুরল-পাঁচবাণ।

১২। কোন সখী অপরা সখীর প্রতি উক্তি—

প্রেমময়ী রাধা ও প্রেমময় কৃষ্ণের দৃঢ় আলিঙ্গনে দুইজনের দেহ-মন এক হইয়া শোভা পাইতেছে। স্বর্ণ ও রত্নের মিলনরূপ ভূষণের ন্যায় রত্নরূপ নাগরের কোলে স্বর্ণরূপ বিনোদিনী রাধা বিরাজ করিতেছে। এক নবজলধর (শ্যামসুন্দর) কোলে স্থির বিদ্যুৎসম গৌরাঙ্গী রাধা— আহো! বিধাতার কি সুন্দর সৃষ্টি নৈপুণ্য। আবার তাহার সমীপে কুসুমিত কদম্বসমূহে কোকিল ও ভ্রমরের মধুর গুণগান। মলয়ানিল সম্মিলিত যমুনাতটে সুনির্ম্মিত বংশীবট অবস্থিত। গীতকর্ত্তা মহেশবসু সখীভাবাবেশে কহিতেছেন — কন্দর্প লীলাবেশে দুইজনার অঙ্গ অবশ — আজ প্রিয়া-প্রিয়তমের মধুর মিলনানন্দে কন্দর্পের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

(১৩)

ভূপালী

আকুল-অলক বেঢ়ল-মুখ-শোভ
রাহু করল, শশী-মণ্ডল-লোভ?
উভর-কুসুম-মালে কুরু রঙ্গ
যনু, যমুনা মিলি—গঙ্গ-তরঙ্গ,
বড় অপরূপ! দুহু চেতন, মেলি
বিপরীত সুরত, কামিনী করু কেলী!

পিয়-মুখ, সু-মুখী চুম্বই—ওজ
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ?
বদন সোহাগল শ্রমজল বিন্দু
মদন মোতিলই পূজই ইন্দু?
কুচ-যুগ বিপরীত লম্বিত হারা
কনক-কলস-পর সুরধুনী-ধারা!
কিঙ্কিণী রবয়ে নিতম্বিনী সাজ
মদন বিজয়ে যনু, বাজন বাজ!
ভণই বিদ্যাপতি, রসবতী-নারী
কাম-কলা, জিনি—বচন-ঢামারি।

১৩। মিলনশোভা বর্ণন— (বিপরীত ক্রীড়া)

আকুল অর্থাৎ অসংবদ্ধ চূর্ণ-কেশকলাপাবৃত বিনোদিনীর (রাধার) মুখচন্দ্রশোভা দর্শনে মনে হইতেছে, যেন মুখরূপ চন্দ্রমণ্ডলকে রাহু লোভে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাইধনীর কবরীবন্ধ মাল্যের অতিরিক্ত অংশ অথবা কণ্ঠের দোদুল্যমান মাল্য শ্যাম অঙ্গে মিলিত হইয়া রঙ্গ করিতেছে।— যেন যমুনা-গঙ্গার মিলিত তরঙ্গ প্রবাহিত। আজিকার বিপরীত সুরতক্রীড়াটি এক অপূর্ব্ব। যে হেতু রমনীশিরোমণি কৃত বিপরীত কন্দর্পলীলানন্দেও তাঁহাদের আনন্দমোহ উপস্থিত হয় নাই। চন্দ্রমুখী রাধা বলপূর্বক প্রিয়তমের মুখপদ্ম চুম্বন করিতেছেন— তাহাতে মনে হইতেছে— চন্দ্র অধোমুখে প্রস্ফুটিত পদ্মকে চুম্বন করিতেছেন। রাইধনীর মুখচন্দ্রে শোভিত শ্রমজলবিন্দু দেখিলে মনে হয় কন্দর্প মোতি লইয়া চন্দ্রকে পূজা করিতেছে। স্তনযুগলোপরি লম্বিত হার দেখিয়া মনে হয় যেন— স্বর্ণকলসোপরে গঙ্গার ধারা প্রবাহিত। কটির কিঙ্কিনীরবে যেন কন্দর্পবিজয়ের বাদ্য বাজিতেছে। গীতকর্ত্তা বিদ্যাপতি সখীভাবাবেশে কহিতেছেন— রসবতী রাধারাণীর কন্দর্পকেলী বাকচাতুর্য্যে বর্ণনের উর্দ্ধে অর্থাৎ ভাষায় বর্ণনের সামর্থ নাই।।

কৃষ্ণা একাদশী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

দ্বাদশ ক্ষণদা,—কৃষ্ণা দ্বাদশী

(১)

বরাড়ি শ্রীগৌরচন্দ্রস্য

বিরলে বসিয়া একেশ্বর,
হরিনাম জপে নিরন্তর।
অব-অবতার-শিরোমণি,
অকিঞ্চন-জন-চিন্তামণি।
সুগন্ধি-চন্দন-মাখা-গায়,
ধূলি বিনু আন নাহি ভায়!
মণি-ময়—রতন—ভূষণ,
স্বপনে না করে পরশন।
ছাড়ল লখিমী-বিলাস,
কিবা লাগি-তরু-তলে বাস!
ছাড়ল, বনমালা বাঁশী,
এবে দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী!!
হাস-বিলাস, উপেখি
কান্দিয়া ফুলায় দুটি আঁখি।
বিভূতি করিয়া প্রেম-ধন,
সঙ্গে লঞা সব অকিঞ্চন।
প্রেম-জলে করই, সিনান।
কহে বাসু, বিদরে পরাণ!!

১। আজ অবতার শিরোমণি এবং অকিঞ্চন শিরোমণি জগৎজীবন শ্রীগৌরসুন্দর একেশ্বর (একলা) নির্জনে বসিয়া নিরন্তর শ্রীহরিনাম জপ করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কুসুম-কোমল স্বর্ণপ্রতিমাতুল্য যে শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি-চন্দন লিপ্ত থাকিত,— তাহা আজ (প্রেমে ভূমিতে লুণ্ঠন হেতু) ধূলি ধুসরিত। আর পূর্ব্বে কৃষ্ণলীলায় শ্রীযশোদানন্দনরূপে নিরন্তর মণিমুক্তাখচিত আভরণে শোভিত থাকিতেন,— আজ (নবদ্বীপ লীলায়) সে সকল স্বপ্নেও স্পর্শ করিতেছেন না। ঐশ্বর্য্য ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিয়া কি হেতু বৃক্ষতলবাসী?— পত্রপুষ্পময়ী আপাদলম্বিত মাধুর্য্যবিকাশী বনমালা,— প্রাণপ্রিয় সর্ব্বাকর্ষী বংশীত্যাগ করিয়া

সন্ন্যাসী বেশে দণ্ডধারন করিয়াছেন। পূর্ব্বে প্রেমবিলাসে প্রেয়সীগণসহ প্রেমবিলাস উপেক্ষা করিয়া, এবে নয়নযুগল ক্রন্দন করিতে করিতে ফুলিয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই অঙ্গের বিভূতি অর্থাৎ প্রেমবিকার জনিত পুলকাশ্রু কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবমণ্ডিত হইয়া তদগতৈকপ্রাণ জনগণকে সঙ্গে লইয়া প্রেমবারিতে (স্বেদ-অশ্রুজলে) স্নান করিতেছেন। গৌরসর্বস্বপ্রাণ পদকর্ত্তা বাসুঘোষ কহিতেছেন প্রাণগৌরের এই সকল কারুণ্যলীলা প্রত্যক্ষ দর্শনে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে।

(২)

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য, পাহিড়া গান্ধার।

রূপে গুণে অনুপমা, লক্ষ্মী-কোটি মনোরমা—
ব্রজবধূ, অযুতে অযুত।
রাস-কেলীরস-রঙ্গে, বিহরে যাহার সঙ্গে,
সো পঁহু কি লাগি অবধূত?
(প্রাণের-হরি, হরি!) এ দুঃখ কহিব কার আগে?
সকল-নাগর-গুরু, রসের-কলপ-তরু,
কেন নিতাই ফিরেন বৈরাগে?
সঙ্কর্ষণ, শেষ, যার— অংশ-কলা-অবতার,
অনুক্ষণ গোলোকে বিরাজে।
শিব বিহি অগোচর, আগম নিগম পর,
কেন নিতাই সঙ্কীর্ত্তন মাঝে?
কৃষ্ণের অগ্রজ, নাম— মহাপ্রভু বলরাম,
কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ।
গৌর-রসে নিমগন, করাইল জগজন,
দূরে রহু বলরাম মন্দ!

২। যাঁহার রূপ-গুণ উপমারহিত— কোটি কোটি লক্ষ্মী হইতেও মনমোহিনী অসঙ্খ্য ব্রজসুন্দরীগণ যাঁহার সহিত রাসরস-কেলিরঙ্গে বিহার করিতেন— সেই সর্ব্বসামর্থ্য প্রভুর কি হেতু গৃহত্যাগী উদাসীন বেশ? হায়! হায়! প্রাণের এই দুঃখ আর কাহার নিকট কহিব? য়িনি সকল নাগরের গুরু এবং প্রেমরস কল্পতরু আমার সেই প্রাণের ঠাকুর নিতাইচাঁদ কেন বৈরাগ্যের বেশে ভ্রমন করিতেছেন? সংকর্ষণদেব যাঁহার অংশ,—অনন্তদেব যাঁহার কলা এবং যিনি গোলোকে নিত্য বিরাজমান—শিব-ব্রহ্মার জ্ঞানের অতীত, আগম নিগম যাঁহার তত্ত্ব নিরুপিতে অক্ষম— সেই নিতাইচাঁদ কি কারণে সংকীর্ত্তন মাঝে? দ্বাপরলীলায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, নাম বলরাম— কলিযুগে তিনি শ্রীনিত্যানন্দনামে অবতীর্ণ। বহির্ম্মুখ

জীবগণ কলিকবলিত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও তাহাদের ভাগ্য অসীম কেন? যে যুগে জীবের দুঃখ দর্শনে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করুণা করিয়া নবদ্বীপে শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া অবিচারিত ও অযাচিতভাবে দেবগণের ও সুদুর্লভ নাম-প্রেম স্বয়ং বিতরণে জীবকে কৃতার্থ করিতেছেন।

সেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমরস বিতরণদ্বারা দয়াল নিতাইচাঁদ জগৎ-বাসীকে নিমজ্জন করাইতেছেন। গীতকর্ত্তা বলরাম দাস দৈন্যোক্তি সহ বলিতেছেন— দয়াল নিতাইয়ের করুণায় জগত গৌরপ্রেমে মগ্ন হইলেও আমার মন্দ ভাগ্যহেতু দূরে রহিলাম। (বঞ্চিত হইলাম)

(৩)

সুহই,—শ্রীকৃষ্ণ আহ।

যহি যহি নিকসই তনু-তনু-জ্যোতি,
তহি তহি বিজুরী-চমক মতি হোতি।
যহি যহি অরুণ-চরণ চলি চলই,
তহি তহি থল-কমল-দল, খলই!
দেখলু কো ধনী, সহচীর মেলি,
হামারি জীবন-সঞে করতহি খেলি,
যহি যহি ভঙ্গুর-ভাঙ-বিলোল।
তহি তহি উছলল, কালিন্দী-কলোল!
যহি যহি তরল-দৃগঞ্চল পড়ই,
তহি তহি নীল-উতপল-বন, ভরই।
যহি যহি হেরিয়ে মধুরিম-হাস,
তহি তহি কুন্দ, কুমুদ, পরকাশ!
গোবিন্দ দাস কহে মুগধল কান?
চিন লহ রাই, চিনই নাহি জান?

৩। যমুনাতীরে আগতা শ্রীরাধারাণীর রূপমাধুর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ কোন সখীকে বলিতেছেন— আজ যমুনাতীরে এক অপূর্ব্ব দর্শন সুন্দরী রমণীকে দেখিলাম। তাঁহার অঙ্গের সুচিকণ জ্যোতি যেখানে যেখানে পতিত হয়,— সেই সেই স্থানে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি প্রকাশিত হয়। যে যে স্থানে তাঁহার অরুণ-চরণ সঞ্চালিত হয় সেই সেই স্থানে স্থলপদ্মের পাপড়ি খসিয়া পড়ে। আর দেখিলাম সেই রমনীমণি সখিগণে মিলিত হইয়া আমার প্রাণের সঙ্গে খেলা করিতেছে। যে যে স্থানে তাহার চঞ্চল ভ্রূভঙ্গি পতিত হইতেছে— সেই সেই স্থানে যেন যমুনার শ্যামতরঙ্গ উচ্ছলিত হইতেছে। যে যে স্থানে তাহার কটাক্ষপাত

হইতেছে সেই সেই স্থানে নীল পদ্মের বনে পূর্ণ হইয়া গেল। যে যে স্থানে তাহার মাধুর্য্যমণ্ডিত হাস্য দেখিলাম তথা তথা কুন্দ ও কুমুদ বিকশিত হইয়া উঠিল। সখীভাবাবিষ্ট গোবিন্দদাস বলিতেছেন— (শ্রীকৃষ্ণকে বিমুগ্ধ দর্শন করিয়া) হে বিমুগ্ধ কানু! তাহাকে তুমি জেনেও জানতে পার না— ও তোমার চিরপরিচিত প্রিয়তমা রাধা!

(৪)

শ্রীগান্ধার—দূতী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ

আচরে, মুখ শশী, গোই,
ঝর ঝর লোচনে রোই।
কারণ-বিনু, খনে—হসই,
উত পত—দীঘ—নিশষই!
শুন শুন সুন্দর—শ্যাম,
প্রেমকো—ইহ পরিণাম?
তাতল-তনু নহি ছোটই,
সতত মহী-তলে লুঠই।
কাহু কো, কছু নাহি-কহই,
কো, অছু-বেদন—সহই?
জগভরি—কূলবতী-বাদ,
কা-দেই, কহব সম্বাদ?
গোবিন্দ দাস-আশ আসে
জীবই, তুয়া-অভিলাষে।

৪। শ্রীকৃষ্ণপ্রতি দূতিবাক্য —

এদিকে নায়ক-নায়িকার ইঙ্গিত অভিপ্রায় বুঝিয়া উভয়ের মিলন সমর্থা কোন দূতী শ্রীকৃষ্ণ দরশনে শ্রীরাধার বিরহোন্মাদ দর্শনে ব্যাকুল হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া বলিতেছেন— হে শ্যামসুন্দর! (আবেগে দ্রুত বলিতেছেন) শুন! শুন! তোমার প্রেমের পরিণাম শ্রবণ কর! আমাদের প্রাণেশ্বরী রাধা চন্দ্রমুখ অঞ্চলে ঢাকিয়া ঝর ঝর নয়নে ক্রন্দন করিতেছেন। বিনা কারণে কখন হাস্য করিতেছেন। কখন বিনা কারণে উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। তাঁর শরীরের তাপ কোন প্রকারে দূর হইতেছে না। নিরন্তর ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে। কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না। এমন কে আছে এই প্রকার বেদনা সহ্য করিতে পারে? কাহাকেও দিয়া যে তোমার নিকট সংবাদ দিবে সে উপায়ও নাই। কারণ তাহার কুলবতী সুখ্যাতিতে জগৎ পূর্ণ। সখীভাবাবিষ্ট গোবিন্দদাস কহিতেছেন— আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তোমার আশায় বাঁচিয়া আছে।

(৫)

বরাড়ি

শুন শুন মাধব! বিদগধ রাজ,
ধনী যদি দেখবি নাসহে বেয়াজ।
নব-কিশলয়-দলে, সুতলি (বর) নারী
বিষম-কুসুম-শর-সহই না পারি!
হিম-কর, চন্দন, পবন, ভেল আগি!
জীউ-ধরয়ে, তুয়া দরশন লাগি।
কতহু যতনে কহে, আখর-আধ,
না জানিয়ে আজু কি ভেল পরমাদ!
নরোত্তম দাস-পহু-নাগর-কান!
রসিক কলাগুরু-তুহু সব জান।

এ গীতেও পূর্ব্বোক্ত সখীর উক্তি—

শুন! শুন! রসিকরাজ মাধব! যদি ধনীকে দেখিবার সাধ থাকে— আর ছলনায় বিলম্ব করিও না। রমণী শিরোমণি নব-কিশলয়পত্রে শয়ন করিয়া আছেন। কিন্তু কন্দর্পের তীক্ষ্ম শরাঘাত সহ্য করিতে পারিতেছেন না। চন্দ্রের কিরণ,— চন্দন ও বায়ু স্বভাবত: শীতল হইলেও তাহার কাছে অগ্নিতুল্য জ্বালাকর হইয়াছে। কেবল তোমার দর্শনের আশায় জীবন ধারণ করিয়া আছে। অনেক যত্ন করে তোমার নাম বলিতে গিয়া কেবল অর্দ্ধ অক্ষর উচ্চারণ করিল। জানিনা আজ কি বিপদ উপস্থিত হয়। গীতকর্ত্তা নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় দূতীভাবাবেশে বলিতেছেন,— হে প্রভু! নাগররাজ কৃষ্ণ! তুমি সমস্তই জান! কারণ তুমি রসিকসকলের কলাগুরু।

(৬)

ধানসী

চলিলা রসিক-রাজ, ধনী ভেটিবারে,
অ-থির-চরণ-যুগ-আরতি অপারে!
সঙরিতে প্রেম-অবশ ভেল অঙ্গ,
অন্তরে উথলল মদন-তরঙ্গ।
শীতল-নিকুঞ্জবনে-শুতিয়াছে রাধে,
ধনী-মুখ নিরখিতে পহু ভেল সাধে।
অধর, কপোল, আখি ভূরূযুগ-মাঝ।

ঘন ঘন চুম্বই বিদগধ-রাজ।
অচেতনী রাই সচেতন ভেল!
মদন-জনিত-তাপ-সব দূরে গেল।
নরোত্তম দাস পহু আনন্দে বিভোর
দুহু দুহু মিলনে সুখের নাহি ওর!!

৬। পূর্বোক্ত সখীর বাক্য শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া রসিক শিরোমণি (কৃষ্ণ) ধনী (রাধা) মিলিতে অত্যন্ত দ্রুত-চরণ বিক্ষেপে গমন করিলেন। প্রিয়তমার প্রেম স্মরণ করিয়া মাধবের অঙ্গ অবশ এবং হৃদয় কন্দর্প-তরঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। এদিকে শীতল নিকুঞ্জবনে রাধা অচৈতন্য অবস্থায় শয়ন করিয়া আছেন। কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া প্রিয়তমার মুখদর্শনের সাধ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। রসিকরাজ প্রিয়তমার অধর-কপোল-নয়ন ও ভ্রূযুগলের মধ্যে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগলেন। প্রিয়তমের অঙ্গ স্পর্শে এবং অঙ্গগন্ধে রাইধনীর জ্ঞান-সঞ্চার হইল এবং কন্দর্পতাপ সব দূর হইয়া গেল। গীতকর্ত্তা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কহিতেছেন,— প্রভু (শ্রীকৃষ্ণ) আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। আজ উভয়ের মিলনে আনন্দের সীমা নাই।

(৭)

কেদার

দেখ সখি! রসিক-যুগল-রস-রঙ্গ।
অম্বর বিনহি, কিয়ে ঘন দামিনী—রহত পরস্পর-সঙ্গ?
রাধা বদন—মধুর-মধু, মাধব মুখ-চসকে ভরি রিঝ,
বিনহি সরোবর, কমল ফুল কিয়ে, চন্দর-রসে রহুভিজ?
উরজ-উত্তুঙ্গ—কুম্ভপর হরি-ুর, রাজত অদভূদ-রীত,
বিনহি ধরা, কিয়ে—কনক ধরাধর, নমিত জলদ-ভরে-ভীত?
কুন্দ-রদন কিয়ে, মদন-নিশিত-শর? বিম্ব-অধর-পর-লাগে,
দাড়িম বিনহি—বীজ, দাড়িম ফুল—ভেদত, বল্লভ-আগে!

৭। ক্রীড়া-নিকুঞ্জের গবাক্ষদ্বারে যুগল বিহার দর্শনে কোন ও সখী অন্য সখীকে বলিতেছেন,— সখি! রসিক যুগলের বিহার দর্শন কর। দেখ! আকাশেই মেঘ ও বিদ্যুতের মিলন দেখা যায়; কি অপূর্ব্ব দর্শন কর, আকাশ বিনা অর্থাৎ ধরাতলে মেঘ ও বিদ্যুত পরস্পরে মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। রসিক মাধব আনন্দে রাধার বদন-মধুর মধু মুখরূপ পানপাত্রে ভরিয়া পান করিতেছেন। আরও দেখ! সরোবর ব্যতিরেকে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া চ ন্দ্রের শীতল জ্যোৎস্নারসে স্নাত হইতেছে। দেখ! রাধার সুউচ্চ কুচ

কুম্ভোপরে শ্রীহরির বক্ষ অদ্ভূত ভঙ্গিতে শোভা পাইতেছে। আরও একি অদ্ভূত পৃথিবী স্পর্শ না করিয়াই সুবর্ণপর্ব্বত যেন মেঘের ভরে ভীত হইয়া অবনত হইয়াছে। মাধবের কুন্দতুল্য দন্তরাজি কি কন্দর্পের শানিত শর?— রাধার বিম্বাধরে লাগিয়া রহিয়াছে? অথবা দাড়িম বিনা তাহার বীজ দাড়িম ফুলকে ভেদ করিতেছে? পদকর্ত্তা হরিবল্লভ সখীভাবাবেশে কহিতেছেন— আমার সম্মুখে ইহার ধাঁ ধাঁ ঘুচিতেছে না।

---

(৮)

কেদার

বিগলিত চিকুর—মিলিত, মুখ-মণ্ডল, চান্দেবেঢ়ল—ঘন-মালা?
চঞ্চল-কুণ্ডল,—চপলে গোঙাওল* ঘামে তিলক বহি গেলা!
সুন্দরি! তুয়া মুখ মঙ্গল-দাতা,
রতি-রণে রমণী পরাভব পাওব* কি করব হরিহর ধাতা।।ধ্রু।।
কিঙ্কিণী কিণিকিণি, কঙ্কণ ঝনঝন, ঘন ঘন নূপুর বাজে।
রতি বিপরীত ভেল, মদন-সমাপল* জয় জয় দুন্দুভি বাজে!
তিলে এক* জঘন, সঘন রব করইতে, হোয়ল সৈনকো ভঙ্গ
বিদ্যাপতি-পতি, ওরস গাহক, যামুনে মিলল গঙ্গ-তরঙ্গ!!

৮। কেলিবিলাসিনী শ্রীরাধার মুক্ত কেশপাশ তাঁহার মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া শোভা পাইতেছে। যেন মেঘসমূহ চন্দ্রকে আবরণ করিয়াছে। কর্ণের দোদুল্যমান কুন্তল চঞ্চল বিদ্যুৎকে পরাভব করিয়াছে। ঘর্ম্মবিন্দুপাতে তিলকাবলিকে ভাসাইয়া দিয়াছে। রসিক শেখর বলিতেছেন— সুন্দরি! রমণীরতিরণে আমার যে পরাভব হইবে তাহা আমি জানি এতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কোন হাত নাই তারা কি করিবে? কারণ আমার মঙ্গল বিধানের কর্তা একমাত্র তোমার বদন-কমল। রসময়ের এই প্রকার বাক্যভঙ্গি শ্রবণে রসময়ীর (রাধার) কিঙ্কিনীর কিনি কিনি-কঙ্কঁনের ঝন্-ঝন্ এবং নূপূরের গম্ভীর বাদ্য বাজিতে লাগিল। রতি বিপরীত হইল। মদন পরাভব মানিল। তখন জয় জয় রূপ দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। তিলক্ষণ মেখলার সঘন ধ্বনিতে রতিরণের সৈন্যগণের রণভঙ্গ হইল— অর্থাৎ রতিবিলাস সমাপ্ত হইল। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন— আমার পতি (শ্রীকৃষ্ণ) এই প্রেমবিলাস-রসের গ্রাহক। যমুনার নীল সলিলোপরি গঙ্গার তরঙ্গ মিলিত প্রবাহের ন্যায় এই প্রেমলীলা।

কৃষ্ণা দ্বাদশী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

ত্রয়োদশী ক্ষণদা,—কৃষ্ণা ত্রয়োদশী

(১)

সুহই—শ্রীগৌরচন্দ্রস্য

মদন-মোহন-রূপ গৌরাঙ্গ-সুন্দর,
ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধ-মনোহর।
ত্রিকচ্ছ-বসন শোভে কুটিল-কুন্তল,
প্রকৃতে নয়ন দুই—পরম-চঞ্চল।
শুভ্র-যজ্ঞ সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে,
সূক্ষ্ম-রূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে!
অধরে তাম্বুল, হাসে শ্রীভূজ তুলিয়া,
যাঙ বৃন্দাবন দাস সে রূপ-নিছিয়া।

১। কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ক্ষণদা।

চিরসুন্দর আমার গৌরসুন্দরের রূপটি কেমন? মদন-মোহন-রূপ! যে মদনের কটাক্ষে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন— সেই মদন ও যাঁহার রূপেতে মোহিত। শ্রীগৌরসুন্দরের ললাটে ঊর্দ্ধমনোহর তিলক শোভিত। পরিহিত ত্রিকচ্ছবসন কুঞ্চিত কেশ — সুন্দর পরমচাঞ্চল্যময় নয়নদ্বয়। অঙ্গ-বেষ্টিত শুভ্র যজ্ঞসূত্র শোভিত-দেখিলে মনে হয় যেন সুক্ষ্মরূপে অনন্তদেব গৌর-অঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছেন। অধরে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে শ্রীহস্তযুগল উত্তোলন করিয়া-হাস্য করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিতেছে-অহো! সে রূপের বালাই যাই।

(২)

সুহই অথবা, শ্রী

দেখরে ভাই! প্রবল-মল্ল-রূপ ধারী,
নাম নিতাই, ভায়া বলি রোওত, লীলা—বুঝইনা পারি।।ধ্রু।।
ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢর-ঢর, দিগ বিদিগ নাহি জান,
মত্ত-সিংহ যেন, গরজে ঘনে ঘন, জগ-মাহ কাহু না মান।
লীলা-রস-ময়—সুন্দর বিগ্রহ, আনন্দে নটন-বিলাস,

কলি-মদ-দলন—দোলন, গতি মন্থর, কীর্ত্তন করল প্রকাশ।
কটিতটে বিবিধ—বরণ-পট পহিরণ, মলয়জ-লেপন অঙ্গে
জ্ঞান দাস কহে, বিধি আনি মিলাওল, কলিমাহ ঐ ছন রঙ্গে!

২। পদকর্ত্তা প্রথমেই বলিতেছেন— প্রবলপ্রতাপ মল্লবেশধারী আমার নিতাইচাঁদকে দর্শন কর। ভায়া ভায়া বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন-এ লীলা বুঝা যায় না—তাঁর কৃপা ভিন্ন তাঁর চরিত বুঝিবার শক্তি নাই। ইহা তাঁহার ব্রজভাব। শ্রীনিতাইচাঁদের আঁখি দুইটি বিঘুর্ণিত এবং ঢল-ঢল করিতেছে। পথে চলিতে দিক্-বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। মত্তসিংহ যেমন করে তদ্রূপ শ্রীনিতাইচাঁদ ও পাপ পাষণ্ডাদি জগতের কাহাকেও ভয় না করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। আবার কখন ও লীলারসময় মনোহর মূর্ত্তিতে আনন্দে নৃত্যবিলাস করিতেছেন। অঙ্গের দোলনভঙ্গিসহ মৃদুমন্দ গতিতে গমন করিতে করিতে কলিগর্ব্ব খর্ব্বকারী শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন। আবার কটিতটে বিবিধ বর্ণের পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া মনোহর সাজে সজ্জিত হইতেছেন। পদকর্ত্তা জ্ঞনদাস কহিতেছেন—বিধাতা কলিমাঝে ঐ প্রকার রঙ্গলীলা আনিয়া মিলাইয়াছেন।

(৩)

সুহই

কিয়ে গুরু-গরবিত, নামানে পাপ-চিত, আন-না শুনে কান বিন্ধে
ও নব-নাগর, সবগুণে আগোর, তারে সে—পরাণ কান্দে!
(সজনি!) ও বোল বল যনি আর,
কি যশ অপযশ? না ভাওয়ে গৃহ-বাস! হইনু কূলের অঙ্গার।।ধ্রু।।
কি জানি কিবা হৈল, কি খেনে পরশিল, সে রস-পরশ-মণি
জাতি, কূল, শীল, আপন—ইচ্ছায়, করিনু তাহার নিছনি।
হিয়া দগ দগি, মনের পোড়ানি, কহিনু না রহিমু ঘরে
এবে সে জানিনু, প্রেমের এ ফল, ভালে জ্ঞান দাস ঝুরে,

কোন সখী শ্রীরাধাকে পরীক্ষার জন্য বলিলেন—সখি রাধে! আমার কথা শ্রবণ কর! দেখ, তুমি কানুর প্রেম গোপন কর। কুলধর্ম্ম আচরণ কর। ধৈর্য্য-লজ্জা ধারণ করবে,- আর গুরুজনের বাক্য শ্রবণ করবে। নিজের মান্ নিজে রাখবে,—কেহ যেন উপহাস না করে। তোমার মত ত্রিভুবনে কুলেশীলে গুণবতী কে আছে বল? তোমার বাপও শশুর কুলের গৌরব ও ধনজনের অন্ত নেই। তোমার হৃদয়ে যখন প্রেমের উদয় হবে—চিত্তকে আনত রাখবে।

সখীর উক্তপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেমময়ী রাধার উক্তি—সখি! আর যেন ও কথা

না বল। সখি! কি সে গুরু-গৌরব! আমার পাপচিত্ত ওকথা মানেই না। আর কর্ণরন্ধ্র আনকথা প্রবেশ করেই না। ও নবনাগরমণি সকল গুণের আকর,—তার জন্য আমার প্রাণ কেবলই কাঁদিতেছে। আমি কুলের ছাই স্বরূপ। যশ-অপযশের কথা কি বলব-আমার এই গৃহেই থাকতে ভাল লাগে না। আমার কি যে হল বুঝতে পারছি না। কি ক্ষণে যে সেই রসস্পর্শমণি আমাকে স্পর্শ করল,— তখন হইতে আমার আত্নীয়স্বজনের জাত্যাভিমান; কুলবতীর কর্ত্তব্য,— সৎ-স্বভাব সকলই আমার আপন ইচ্ছাতেই তাঁহার সুখের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়াছি। এই দগ্ধ হৃদয়ের উৎকট যন্ত্রণা মনের পীড়াদায়ক। আমি আর গৃহে থাকিব না। এই আমি মনের কথা বলিলাম। প্রেমের যে এইরূপ পরিণাম তাহা এতদিনে জানিতে পারিলাম। গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস তত্রোপবিষ্টা সখী ভাবাবেশে বলিতেছেন— তোমার ভালর জন্যই আমরা ঝুরিতেছি। তোমার দুঃখ দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ন হইতেছে।

(৪)

বরাড়ি

এ সখি! অব সব পরীখন ভেলি,
তুহু নব-প্রেম-অমৃত-রস-বেলী।
লাগলি শ্যাম-তমালকো-অংস,
ফুল ভয়ো—সব-জগ-অবতংশ!
এ দোহ মিলন—কবহু না ছোটে,
মূঢ়কো যতনে—বেলী বরু টুটে;
ঘন বিনু চাতক জল বিনু—মীন।
হরি বিনু—তৈছন তুহু-তনু-খীণ,
চান্দনি বিনু—চকোর নাহি পিয়ে,
তৈছন তুয়া বিনে—হরি নাহি জিয়ে।
যহি সরসী, তহি—হংস কি বাস,
যহি নীরদ, তহি—বিজুরী-বিলাস।
তৈছে ঘটাওল—মাধব-রাধা,
বিদগধ বিধি—অব কো-করু সমাধা?
কহে হরি বল্লভ—কো সমুঝাওয়ে,
সৌরভ-বিনু কিয়ে মৃগমদ ভাওয়ে?

৪। শ্রীরাধাকে পরীক্ষাছলে সখীর প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠার উজ্জ্বল উদাহরণ এবং খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রশ্নকারিনী সখী কহিতেছেন সখি রাধে! আজ

আমার পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। তোমার নবপ্রেম অমৃতরসময়ী লতারূপে শ্যামরূপ তমালবৃক্ষের স্কন্ধে সংলগ্ন হইয়াছে। তাহা সর্ব্বজগতের শিরোভূষণরূপে শোভা বিস্তার করিয়াছে। তোমাদের দুজনের মিলন কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। যদি কোন মূর্খ ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে বেলীলতা ছিন্ন হইতে পারে; কিন্তু তোমাদের প্রেম ছিন্ন হইবার নয়। মেঘের জল বিনা চাতক এবং জল বিনা মীনের জীবন যেমন থাকে না— তদ্রূপ শ্রীহরি ব্যতীত তোমার শরীর ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্যোৎস্নামৃত ভিন্ন চকোর যেমন পান করে না,— তদ্রূপ তোমার বিচ্ছেদে শ্রীহরি ও বাঁচিতে পারেন না। যেখানে সরোবর সেখানেই হংসের বাস— যেখানে মেঘ সেখানেই বিদ্যুৎ প্রকাশ। সেই প্রকার রাধা-মাধবের মিলনটি সুরসিক বিধাতা ঘটাইয়াছেন। অতএব ইহাতে কে বাধা প্রদান করিবে। পদকর্ত্তা হরিবল্লভ সখীভাবাবেশে কহিতেছেন— তুমি এত কি উপমা দ্বারা বুঝাইতেছ— সৌরভ ব্যতীত মৃগমদ থাকে কি? অর্থাৎ মৃগমদ ও তদ্‌গন্ধ পৃথক বস্তু নয়।

(৫)

সুহই

সজনি! এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
তুয়া অনুরাগ-তরঙ্গিণী-রঙ্গিণী, কোন করব অব বন্ধ?
ধৈরয-লাজ-কূল-তরু ভাঙ্গই, লঙ্ঘই গুরু-গিরি-রোধে,
মাধব-কেলী-সুধারস-সাগরে, লাগত বিগত-বিরোধে।
করু অভিসার, হার মণি-ভূষণ, নীল-বসন ধরু-অঙ্গে,
এ সুখ-যামিনী, বিলসহ কামিনী! দামিনী যনু ঘন-সঙ্গে।
তুয়া-পথ চাই, রাই! রাই! বলি—গদ-গদ, বিকল-পরাণ,
ক্ষণ এক, কোটি—কোটি যুগ মানত, হরি বল্লভ পরমাণ।

৫। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সমাগত কোন সখীর উক্তি—

সজনি! রাধে! এতদিনে আমার মনের ধাঁধা ভঙ্গ হইল। এখন তোমার অনুরাগ নদীর তরঙ্গকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অনুরাগ তরঙ্গাঘাতে ধৈর্য্য ও লজ্জারূপ তীর এবং তত্রস্থ বৃক্ষসমূহ ভাঙ্গিয়া গুরুজনরূপ উচ্চপর্ব্বতের বাধা লঙ্ঘন করিয়া মাধব কেলিসুধারস সাগরে মিলিত হইয়াছে। সকল বিঘ্ন অপসারিত হইয়াছে। এখন অভিসার কর। হার, মণিময় অলঙ্কার ও নীলাম্বর অঙ্গে ধারণ কর। মেঘ সঙ্গে বিদ্যুৎ যেমন, শোভা পায় — তদ্রূপ এই সুখময় রজনীটি শ্যামজলধরের সঙ্গে তুমিও বিলাস কর। শ্যাম তোমার অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়া আছেন এবং বিহ্বল প্রাণে গদ গদ কণ্ঠে রাই! রাই! বলিতেছেন। তোমার ক্ষণ-অদর্শনে কোটি কোটি যুগ মনে করিতেছেন। গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ অন্য সখী ভাবাবেশে বলিতেছেন— আমিই তাহার প্রমাণ (সাক্ষী)।

(৬)

শ্রীরাগ

(বিনোদিনী) কনক-মুকুর-কাঁতি,
শ্যাম-বিলাসের—সুন্দরতনু—সাজই কতেক ভাতি.
নীল-বসন, রতন-ভূষণ—জলদে দামিনী সাজে,
চাচর-কেশের-বিচিত্র-বেণী, দোলিছে হিয়ার মাঝে।
মদন-মুগধ—সীথের সিন্দুর, তাহে চন্দনের রেখা,
নব-জলধর—কোরে, অরুণ, নবীন-চান্দের দেখা।
রসের আবেশে, গমন মন্থর, ঢুলি ঢুলি চলি যায়,
আধ ওড়নী, ঈষত-হাসনী, বঙ্কিম নয়নে চায়।

৬। স্বতঃ আনন্দদায়িনী শ্রীরাধার স্বর্ণ-দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিময় শ্রীঅঙ্গ। শ্যামবিলাসের নিকেতন স্বরূপ সুন্দর দেহখানি আজ কতপ্রকার সাজে সজ্জিত করিতেছেন। নীল-বসন রত্নময় আভরণ—যেন মেঘ বিদ্যুতের শোভা—আর কুঞ্চিত কেশ-কলাপের বিচিত্র বেনী (পৃষ্ঠের পরিবর্ত্তে) হৃদয়োপরি দোলায়মান। মদন-মুগ্ধকর সিঁথীর সিন্দুর—তদুপরি চন্দনের বিন্দু দিয়াছেন। তাহাতে মনে হইতেছে, কেশরূপ নবজলধরের কোলে অরুণ সহ নবীন-চাঁদের উদয় হইয়াছে। বিনোদিনী রাধা আজ প্রেমের আবেশে মন্থর গতিতে ঢুলিয়া ঢুলিয়া গমন করিতেছেন। উত্তরীয় বসনটি অর্দ্ধমুক্ত করিয়া ঈষৎ হাস্যসহ বঙ্কিম দৃষ্টিতে চাহিতেছেন।

পরবর্ত্তী গীতগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এগীতের ভণিতা দেওয়া হয় নাই। কারণ ভণিতা দিতে গেলে এখানেই অভিসার সমাপ্ত হইয়া যায়। ভণিতাটি এইরূপ—

শ্যামানন্দ ভণে, নিকুঞ্জ ভবনে, কল্পতরুর মূলে।
রসের আবেশে বৈসে বিনোদিনী শ্যামসাগরের কোরে।।

(৭)

বেলোয়ার

ধনি ধনী-রাধা, আওয়ে বনি, ব্রজ-রমণী-গণ-মুকুট-মণি।।ধ্রু।।
অধর-সুরঙ্গিনী, রসিক-তরঙ্গিণী, রমণী-মুকুট মণি বর-তরুণী,
ফুল-ধনু-ধারিণী, পীন-কুচ-ভারিণী কাঁচলি-পর নীল-মণি-হারিণী
কনক-সুদীপ মণি, বরণবিজুরী-জিনি, জলধর-বাসিনী-রূপ-সোহিনী
কেশরী ডমরু জিনি, অতিশয় মাঝাখিণী, রসনা-কিঙ্কিণী-
মণি, মধুর ধ্বনি,

গুরুয়া নিতম্বিনী, বিলোলিত বরবেণী, উরুযুগ সুবলনী—
ছবি-লাবণি।

মরাল-গমনী-ধনী, বৃষভানু-নৃপতনী, গোবিন্দ দাস—পহু মন-
মোহিনী!

৭। শ্রীমাধব শ্রীরাধার আগমনোৎকণ্ঠায় চাহিয়াছিলেন,—দূর হইতে প্রাণপ্রিয়তমাকে দর্শন করিয়াই—বলিয়া উঠিলেন-ধন্যা,ধন্যা প্রিয়তমা রাধা! ব্রজরমনীগণের মুকুটমণিরূপে সজ্জিত হইয়া আসিতেছেন।আমার রঞ্জিতাধরা রাধা রসিকনাগরের অবগাহনের নদী স্বরূপা এবং শ্রেষ্ঠা তরুনী-রমণীগণের মুকুটমণি স্বরূপা। ফুলধনুরূপ ভ্রূধারিণী স্থূল কুচযুগ ভারাবনতা—কুচ-আবরণী বসনোপরি নীলমনিহার শোভিনী—সুদীপ্ত স্বর্ণমণি ও বিদ্যুৎ বিনিন্দিত অঙ্গকান্তি-মেঘতুল্য সুনীল বসন ধারণে রূপের কি শোভা বিস্তার করিয়াছে। সিংহ ও ডমরু নিন্দিত অতিশয় ক্ষীণমধ্যা (কটি)—কাঞ্চির ও মণি কিঙ্কিণীর মধুর-ধ্বনি করিতে করিতে উরুযুগবিলম্বিত চঞ্চল সুবেনী লাবণ্যের ছবিরূপিণী ও বিপুল-নিতাম্বিনী বৃষভানুনন্দিনী মরাল গতিবিলাসে আগমান করিতেছেন। গীতকর্ত্তা গোবিন্দ দাস তত্রোপবিষ্টা সখীভাবাবেশে বলিতেছেন—আমার প্রভুর মনমোহিনী।

(৮)

ভূপালী

পরশিতে চমকি চলয়ে পদ-আধ
অনুমতি না দেই, না করে রস-বাদ
অভিনব-নাগর-সুনাগরী মেলি
রস-বৈদগধি-অবধি ভৈ গেলি
হঠ-পরিরম্ভণ-আরম্ভণ—বেলি
ধনী, মুখ-মোরি,—রহল, কর-ঠেলি
আন কহিতে ধনী আন কহে, তঙ্কে
মরম কহিতে বিহসি মুখ বঙ্কে
রতি-রণ-রঙ্গহি—ভঙ্গ না দেল!
না জানিয়ে কাম কেমন যশ নেল!!

উক্তপ্রকার গমনবিলাসমাধুরী বিস্তার করিতে করিতে শ্যামমনমোহিনী রাধারানী কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে বিলাস রসাস্বাদন।

কোন সখী অপরা সখীকে বলিতেছেন—রসনাগর ও রসনাগরীর অভিনব মিলন দর্শন কর। নাগর স্পর্শ করিতে সুনাগরী চকিতে অর্দ্ধপদ পশচাতে গমন করিতেছেন—

অথচ নাগরের রসলালসার চেষ্টাতে অনুমতি দিচ্ছেন না বা বাধাও দিচ্ছেন না। আজ অভিনব মিলন চাতুর্য্যের অবধি প্রদর্শন করাইতেছেন। রসিকেন্দ্রের বলাৎকারে আলিঙ্গনের সময়ে ধনিমণি হস্ত ঠেলিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। নাগরের অনুনয় বচনে—এক বলিতে অন্য বলিতেছেন। নাগর সহজভাবে হৃদয়ের কথা জানাইলে হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন। তবে রতিরঙ্গরসে (রতিরণে) ভঙ্গ দেখিতেছি না। জানিনা কন্দর্প আজ (এই রতিরণে) কি যশ গ্রহণ করিল।

(৯)

কেদার

(আজু) কাননে—হেরি হেরি রহু ধন্দে!
মনমথ-রাজ, লাজ ভয়-তেজাওল, রমণী পড়লি রতি ফান্দে।
যুগল-কিশোর, ওর নাহি আরতি—চোরি-রভস-রস-রঙ্গে,
দোহু-ভূজ-বেলী—মেলি, তনু-তনুভরি, ডুবল মদন-তরঙ্গে।
চম্পকে, নীল—নলিনী, কিয়ে পৈঠল? নীল-নলিনী কিয়ে চম্প?
কিয়ে দামিনী-ঘন, একহি তনুমন—সুখ-সাগরে দেই ঝম্প?
এ সুখ-রাতি, মাতিরহু মাধব, সখীজন-মনহি হুলাস
লোচন-যুগল, সফল কব হোয়ব, হরিবল্লভ ধরু আশ!

৯। উক্তপ্রকার কেলিকৌতুকের মধ্যে উভয়ে উভয়ের প্রতি দর্শন করিতে করিতে ধাঁধায় পড়িয়া গেলেন। রমনীমণি আর ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম হইলেন না,—কন্দর্পরাজ ভয়-লজ্জা ত্যাগ করাইয়া দিল-রমণীশিরোমণি কন্দর্পফাঁদে বাঁধা পড়িলেন। রহস্য কেলি-রস-রঙ্গে যুগল কিশোরের আরতির অবধি রহিল না। পরস্পর বাহুলতা প্রসারণ পূর্ব্বক দৃঢ় আলিঙ্গনে কন্দর্প-তরঙ্গে বদ্ধ হইলেন। একি! চম্পকের মধ্যে নীলকমল অথবা নীলকমলের মধ্যে চম্পক প্রবেশ করিল—কিংবা বিদ্যুৎ ও জলধর মিলনে একতনু মন হইয়া সুখের সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে? মাধবের যুগল-মিলন দর্শনে সখিগণ বলিতেছেন—মাধব যদি এই প্রকার রসে মত্ত হইয়া এই সুখের রজনী অতিবাহিত করেন তবে সখীগণের অন্তরে উল্লাস গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ সাধকদেহে ভাবে লীলা স্ফুর্ত্তিতে সখীগণের উল্লাস শ্রবণে বলিতেছেন আমার নয়ন যুগল কতদিনে ও লীলা দর্শনে সফল হইবে—আর কতদিন আশা ধারণ করিয়া থাকিব?

(১০)

বিহাগড়া

সুরত-সমাপি, সুতল বর-নাগর, পাণি পয়ে ধর আপি*

কনক-শম্ভু যৈছে, পূজকে-পূজাওল, নীল-সরোরুহ ঝাঁপি
সখিহে! কেশব-কেলি-বিলাসে,
*মালতী—অলী-রমি, নাহ-আগোরল, পুর-রতি-রঙ্গকে আশে।।ধ্রু।।
বদন মিলাঞি—ধয়ল*, মুখ-মণ্ডল—চান্দ মিলল অরবিন্দ!
চকোর ভ্রমর—দুহু-দুহু-আনন্দিত, পিবি—অমিয়া, মকরন্দ।

এক্ষণে সুরত-লীলা সমাপণে নাগর-শিরোমণি সুনাগরীর স্তনোপরি হস্ত অর্পণ করিয়া শয়ন করিয়াছেন। যেমন কোন পূজক স্বর্ণময় শিবলিঙ্গে নীলপদ্ম অর্পণ করিয়া পূজা করিতেছেন। এক সখী অন্য সখীকে বলিতেছেন—মাধবের রতি বিলাসে-রাইধনীর বিপরীত বিলাস দর্শন কর। যেন ভ্রমর কর্ত্তৃক রমণ প্রাপ্তা মালতী পুনরায় রতিরঙ্গ আশায় ভ্রমরকে আগুলিয়া আছে। এবং মুখবিস্তার করিয়া ভ্রমরের মুখমন্ডল ধারণ করিল—যেন চন্দ্র ও পদ্মের মিলন হইল। চকোর ভ্রমর দুহু দুহু অর্থাৎ ভ্রমররূপ নাগরের নেত্ররূপ চকোরদ্বয় নাগরমণির মুখরূপ চন্দ্রের সুধাপানে আনন্দিত এবং নাগরমণির নেত্ররূপ ভ্রমরদ্বয় নাগরেন্দ্রের মুখপদ্মের মকরন্দ পানে পুলকিত।

কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

চতুর্দ্দশী ক্ষণদা,—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী

(১)

ধানসি—শ্রীগৌরচন্দ্রস্য

(গোরা) দয়ার অবধি, গুণ নিধি,

সুরধনী-তীরে, নদিয়া নগরে (গৌরাঙ্গ) বিহরয়ে নিরবধি)।

ভূজ-যুগ আরোপিয়া ভকতের কান্ধে.

চলি যাইতে, না—পারে গোরাচাঁদ, হরি হরি বলি কান্দে!

প্রেমে ছল ছল, নয়ন যুগল, কত নদী বহে ধারে,

পুলকে পূরল, গোরা কলেবর* ধরণী ধরিতে নারে!!

সঙ্গে পারিষদ, ফিরে নিরন্তর, হরি হরি বোল বলে,

সখার কান্ধেতে, ভূজ যুগ দিয়া, হেলিতে দুলিতে চলে।

"ভূবন ভরিয়া, প্রেমউভারল"* "পতিত পাবন নাম"

শুনিয়া ভরসা, পরমানন্দের, মনেতে না লয় আন।

১। আমার গুণনিধি প্রাণগৌরের দয়ার অবধি নাই (বলিয়া শেষ করা যায় না) শ্রীগৌরসুন্দর সুরধুনী তীরে নদীয়া নগরে নিরন্তর বিহার করিতেছেন। দেখ! প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর বাহুযুগল ভক্তগণের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াও প্রেমভরে চলিয়া যাইতে পারিতেছেন না—আর হরি হরি বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। প্রেমছলছল নয়ন যুগলে যেন কত নদীর প্রবাহ বহিতেছে। শ্রীগোরাচাঁদের প্রেমপুলকপূর্ণিত কলেবরখানি পৃথিবী ধারণ করিতে পারিতেছেন না। সঙ্গের পার্ষদগণ নিরন্তর হরি বোল হরি বোল বলিতে বলিতে পশ্চাৎগমন করিতেছেন। আর গৌরসুন্দর সখার (নিত্যানন্দের) স্কন্ধে বাহুযুগল স্থাপন করিয়া প্রেমাবেশে হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছেন। গীতকর্ত্তা পরমানন্দ দাস কহিতেছেন—আমার প্রভু গৌরসুন্দর প্রেমে জগৎ পূর্ণ করিয়াও (উভারল) উদ্বৃত্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার পতিতপাবন নাম শ্রবণ করিয়া আমার ন্যায় অধমের হৃদয়ে ভরসা হইতেছে—আমার মনে অন্য কোন সংশয়ের স্থান নাই।

(২)

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য—শ্রীরাগ

আরে ভাই! নিতাই আমার দয়ার-অবধি!

জীবেরে করুণাকরি, দেশে দেশে ফিরি ফিরি, প্রেম-ধন যাচে নিরবধি!

অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ, ধরণে না যায় অঙ্গ, গোরা-প্রেমে-গঢ়া-তনুখানি,
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে, বাহুতুলি হরিবলে, দুনয়নে বহে নিতাইর*
পানি!
কপালে তিলক শোভে, কুটিল-কুন্তল-লোলে* গুঞ্জার—
আটুনি চূড়া তায়,
কেশরী জিনিয়া কটি, কটিতটে নীল-ধটি, বাজল নুপুর রাঙ্গাপায়।
ভূবন মোহন বেশ! মজাইল* সব দেশ!! রসাবেশে-
অট্ট অট্ট হাস!
প্রভু মোর নিত্যানন্দ—কেবল আনন্দ-কন্দ, গুণ গায়-
বৃন্দাবন দাস।

---

(৩)

শ্রীকৃষ্ণ আহ,—গান্ধার
আধ-বদন হেরি লোচন-আধ
দেখব কিয়ে অরু* পুন ভেল সাধ,
সগরিহ* দিঠি-ভরি* পেখলু ভেলা
মেঘ-বিজুরী যৈছে উগী লুকি গেলা!
যাইতে—পেখলু—নাগরী-নারী—
হৃদয় বুঝাওলি—পালটি নেহারি,
মন্থর-গমনে, বুঝাওলি অনুরাগ
তিল-এক দেখনু, অবহুমনেজাগ!
রূপে ভূলল আখি-লগেলই গেল
তবধরি জগভরি ফুল শর* ভেল!

৩। প্রেমবিনোদিনী রাধা আজ গুরুজন সঙ্গে যমুনা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তাঁহার বসনাবৃত কৃষ্ণপ্রেম-মাধুর্য্যমন্ডিত বদনার্দ্ধ দর্শনে বিমুগ্ধ নাগরেন্দ্র গৃহে বসিয়া ভাবিতেছেন,-নাগরীমনির বস্ত্রাবৃত অর্দ্ধবদন এবং অর্দ্ধলোচন দর্শন করিয়া পুনরায় দর্শন নিমিত্ত সাধ বাড়িয়া গেল। কিন্তু হায়! নয়ন ভরিয়া দেখিবামাত্র যেন মেঘের বিদ্যুতের চকিত দর্শনের ন্যায় দেখিতে না দেখিতে লুকাইয়া গেল অর্থাৎ চলিয়া গেল। কিন্তু দেখিলাম যাইবার সময় নাগরী-নারী আমার প্রতি নয়ন ফিরাইয়া তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জ্ঞাত করাইল আর মন্থর গমনে অনুরাগ জানাইয়া গেল। সেই একতিলক্ষণ দর্শনে এখনও

মনে জাগিয়া আছে। তাঁর অপরূপ রূপমাধুর্য্যে আমার নয়ন-দুইটিকে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। তদবধি আমার চক্ষে বিশ্ব কেবল কন্দর্পশরময় হইয়াছে।

(৪)

সুহই—রাধা-সখী, কৃষ্ণমাহ

তুয়া-অপরূপ-রূপ, হেরি দূর-সঞে, লোচন, মন, দুহু ধাব,
পরশকো-লাগি, আগি জ্বলু অন্তর, জীবন রহত কি যাব!
মাধব! তোহে কি কহব করি ভঙ্গী?
প্রেম-অগেয়ান-দহনে, ধনী পৈঠলি! যনু তনু দহত পতঙ্গী।।ধ্রু।।
কহত সম্বাদ, কহই নাহি জানই, কাহে বিসআশব বালা,
অনুখন ধরণী-শয়নে, কত মিটব, সুতনু-অতুনু-শর-জ্বালা?
কালিন্দী-কূল। কদম্বকো-কানন, নামে—নয়ন ভরু বারি,
গোবিন্দ দাস কহত অব মাধব! কৈছে জীয়ব বরনারী?

৪। যমুনা হইতে ফিরিবার পথে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার কোন সখী শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে গমন করিয়া শ্রীরাধার সংবাদ কহিতেছেন,—হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধা দূর হইতে তোমার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া তাহার মন ও নয়ন তোমার প্রতি ধাবিত হইয়াছে। তোমার সঙ্গ আসায় হৃদয়ে এমনই উৎকণ্ঠানল জ্বলিতেছে যেন জীবন থাকে কি যায় এমনই অবস্থা, মাধব! তুমি—বিদগ্ধ! তোমাকে বাক্যভঙ্গির দ্বারা আর কি বুঝাইব। পতঙ্গী যেমন অনলে পড়িয়া দগ্ধ হয়—তদ্রূপ অজ্ঞান প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। সে কাহাকে বিশ্বাস করিবে? তার হৃদয়ের কথা কাহাকে বলিবে বা তোমায় এই সংবাদ জানাইবে। অতএব ধনী নিরন্তর ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে। তাহার সুকোমল দেহখানি কন্দর্পের তীব্র শর জ্বালা আর কেমনে মিটিবে? যমুনার তীর—কদম্ব কানন—এ সকলের নাম শ্রবণেই তাহার নয়ন জলে ভরিয়া যায়। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস সখীভাবাবেশ কহিতেছেন,—মাধব! বরনারী আর কেমন করিয়া বাঁচিব?

(৫)

সুহই

এ হরি! এ হরি! কর অবধান,
দরশন দান দিয়া রাখহ পরাণ!
খনে খনে বর-তনু ঝামর ভেল!
সরস-বিলাস-হাস, দূরে গেল!!

ঢরকি ঢরকি বহে, লোচনে লোর,
অধর-শুকাওল, না নিকসে বোল!
দূরে গেল বসন, দূরে গেল লাজ!
তোহারি সেনেহে—ভেল এতেক
অকাজ।
উঠই ধরণী ধরি—তেজই নিশ্বাস,
জীবন আছয়ে—তুয়া প্রতি আশ!!

৫। পূর্ব্বোক্ত বচন শ্রবণেও রাসিক শেখরের নীরবতা দর্শনে, সখী পুনরায় আবেগভরে বলিতে লাগিল! ও হরি!! আমার কথা মনযোগ দিয়া শ্রবণ কর? তোমার দর্শনদানে রাধার প্রাণটি রক্ষা কর। দেখ, তাঁহার সুন্দর দেহখানি প্রতিক্ষণে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাহার চন্দ্রবদনে আর রসময়ী বিলাসভঙ্গি হাস্য নাই। দরদর ধারে অশ্রুনীর বহিতেছে। অরুণ অধর শুকাইয়া গিয়াছে। মুখে কথা বাহির হইতেছে না। লজ্জাবতীর লজ্জা দূরে গিয়াছে—অঙ্গের বসন খসিয়া পড়িতেছে। এই সকল নিন্দনীয় কাজগুলি একমাত্র তোমার প্রতি প্রেমের কারণেই ঘটিতেছে। অতি কষ্টে মাটিতে ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন,—এই প্রকার দুঃখের মধ্যে ও তোমার দর্শনের আশায় প্রাণে বাঁচিয়া আছে।

(৬)

পঠমঞ্জরী

রাইর বিপতি শুনি, বিদগধ-শিরোমণি, পুছই গদগদ-ভাষা,
নিজ মন্দির তেজি, চলু বর-নাগর—পুন পুন পরশই নাশা.
বিছুরণ, চরণ—রণিত-মণি-মঞ্জীর, বিছুরল মুরলীকো রন্ধ্রে!
বিছুরল বেশ, ভূষণ ভেল বিগলিত, বিগলিত-শিখি পুচ্ছ চন্দ্রে!!
মলয়জ-পরিমলে—দশদিশ আমোদিত, যামিনী-বহে-অতি পুঞ্জে
লালস দরশ—পরশে, দুহু আকুল, চিরদিনে মিলল কুঞ্জে।
দুহু মুখ হেরই, অথির ভেল দুহু, পরশিতে ভুজে ভুজ কাঁপ,
নরহরি হৃদি-মাঝে, অপরূপ জাগল, জলধর বিধুবর ঝাঁপ।

৬। সখীমুখে প্রিয়তমার উক্ত প্রকার প্রাণ-সংশয় বিপত্তির কথা শ্রবণ করিয়া রসিক শিরোমণি গদগদ বাক্য বলিতে বলিতে এবং পুনঃ পুনঃ নাশাগ্র স্পর্শ করিতে করিতে নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। বিস্মৃত হইল চরণের মণিমঞ্জিরের মধুর ধ্বনি,—বিস্মৃত হইল মধুর মুরলীর সুমধুর গীত—অর্থাৎ মুরলীর ধ্বনি করিতে ভুলিয়া গেল-ইহা তাঁহা

চির-অভ্যাস হইলে ও উৎকণ্ঠায় তাহাও বিস্মৃত হইল। বিস্মৃত বেশ—অঙ্গ হইতে ভূষণ হইল বিগলিত—বিগলিত হইল চূড়ার ময়ূর পুচ্ছ। মলয়-চন্দনের পরিমলে দশদিক প্রমোদিত হইল। যামিনী প্রচুর পরিমানে মলয়জ সৌরভ বহন করিতে লাগিল। দর্শন-স্পর্শনে আকুল দুইজন যেন বহুদিন পরে কুঞ্জে মিলিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণে উভয়েই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। পরস্পরের স্পর্শে অঙ্গে প্রেম-শিহরণ উপস্থিত হইল। সখী ভাবাবিষ্ট নরহরি (সরকার ঠাকুর) অন্য সখীর প্রতি কহিতেছেন—অহো! কি অপরূপ শোভা বিস্তার করিল! মনে হইতেছে যেন সমুদ্র তরঙ্গে শশধর ঝাঁপ দিতেছে।

(৭)

বিহাগড়া

গৌরদেহ—সুচারু-সুবদনী*, শ্যামসুন্দর নাহরে,
(যনু) জলদ উপর, তড়িত সঞ্চরু, স্বরূপ ঐছন আহরে?
পীঠ পর ঘন—শ্যামরু-বেণী নিরখি—ঐছন ভাণরে,
(যনু) অজর হাটক-পাটক * করগহি, লিখন লিখোঁ—
পাঁচবাণ রে।
ক্ষণ না থির রহু—সঘন সঞ্চরু—মাণিক-মেখলন-রাবরে,
(যনু) ময়ন-রায় দোহাই কহি কহি, জঘন যশগুণ* গাবরে!
রজনী বরুণা অবসান মানই রভস নাহি অবসান রে,
রসিক ব্রজপতি—রমণী রাধা—সিংহ ভূপতি ভাণরে!

৭। মনোহারিণী সুবদনী গৌরাঙ্গিনী রাধাকান্ত শ্রীশ্যামসুন্দরকে ভূজবন্ধনে ধারণ করায়, মনে হইতেছে যেন মেঘের উপর বিদ্যুৎ সঞ্চার হইয়াছে। ইহা স্বরূপেই ঐপ্রকার বলিতেছে। রাই ধনীর পৃষ্ঠাদেশে বিলম্বিত ঘনকৃষ্ণ বেনীটি দর্শন করিয়া ভ্রম হইতেছে যেন উহা অজর অর্থাৎ চিরস্থায়ী স্বর্ণফলক,—কন্দর্প তাহা হস্তে গ্রহণ করিয়া আপনার পরাজয় পত্রিকা (পাট্টা) লিখিয়া দিতেছে। ক্ষণমাত্র ও রাই-বিনোদিনীর মেখলার মাণিক্য ঘন চঞ্চল ধ্বনির বিরাম নাই। যেন পরাজিত মদনরাজ স্তুতির ভাষায় দোহাই কহিতে কহিতে রাধারানীর কটির গুণগান করিতেছে। রজনী বরং অবসান মানিতেছে অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত প্রায়; কিন্তু বিলাসের অবসান নাই। গীতকর্ত্তা সিংহ ভূপতি (বোধ হয় রাজা শিবসিংহ) লতা-বাতায়নে কুঞ্জরন্ধ্রে দর্শনরতা সখীভাবে বলিতেছেন—"যেমন রসিক ব্রজরাজ তেমন রমণীমণি রাধারাণী!

(৮)

শ্রীরাগ

আজু রসে বাদর নিশি—!
ভাবে নিমগণ ভেল* বৃন্দাবন বাসী,
প্রেমে* পিছল পথ, গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন—কুঙ্কুমে ভেল* পঙ্ক,
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধা * ধার,
কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরী সঞ্চার।
দিগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার,
ডুবিল অনন্ত দাস না জানে সাঁতার।

৮। অন্য কোন সখী বলিতেছেন—

অজিকার নিশিথে প্রেমরস বর্ষণ হইতেছে। বৃন্দাবনবাসী সকলেই আজিকার নিশিথের যুগল-মিলনের ভাবে নিমগ্ন হইল সকলেই বলিতে কেবল মানব নয়,—অধিকন্তু পশু-পক্ষী বৃক্ষ লতাদি সকলকেই বুঝাইতেছে। প্রেমলীলাতিশয্যে লীলাপথ পিছল হওয়ায় পিছল পথে গমন-বক্রের ন্যায় লীলার বৈপরীত্য অর্থাৎ লীলা বিবর্ত্ত দৃষ্ট হইল। লীলাজনিত শ্রমজলে বিধৌত পতিত অঙ্গের চন্দন-কঙ্কুম-কস্তুরী প্রভৃতিতে পঙ্কের সৃষ্ঠি হইল। কৃষ্ণমেঘ প্রেমসুধা-ধারা বর্ষণ করিতেছেন,—কৃষ্ণ মেঘের অন্তরে বিদ্যুৎ লেখার ন্যায় শ্যামনাগরের কোলে বিদ্যুৎবর্ণা রঙ্গিণী রাধা সঞ্চরণ করিতেছেন। সর্ব্বদিক গভীর প্রেমরসে পূর্ণ হইল। তাহাতে সখী ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা অনন্তদাস সন্তরণ না জানায় নিমগ্ন হইল।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী ক্ষণদা সমাপ্ত।

কৃষ্ণা পঞ্চদশী ক্ষণদা

অমাবস্যা (১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—দাক্ষিণাত্য শ্রী

চম্পক, শোণ-কুসুম, কনকাচল, জিতল-গৌর-তনু লাবণী রে,
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব, জগ-মন-মোহন-ভাঙনি রে!
জয় শচীনন্দন, ত্রিভূবন বন্দন, কলিযুগ কাল ভূজগ ভয়
খণ্ডণ রে।।ধ্রু।।

বিপুল পুলক কূল-আকুল কলেবর, গর গর অন্তর প্রেমভরে
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষনি, কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলাওত গাওত কত কত ভকত মেলি,
যো রসে ভাসি, অবশ মহীমণ্ডল গোবিন্দ দাস তহি পরশ
না ভেলি!!

১। গৌরকান্তির চির সমাদৃত উপমা চম্পক-শোনপুষ্প-স্বর্ণ পর্ব্বতাদি হইলেও প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবময় দেহলাবণ্যের নিকট সে সকল উপমা পরাভব মানিল। চিরসুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের উন্নত গ্রীবা-মাধুর্য্য অনুভবেরও অতীত। তাঁহার ভ্রূযুগলের ভঙ্গিমায় জগতের জীব মাত্রেই মোহিত হয়। গীতকর্ত্তা রূপ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীগৌরের গুণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন,—তিনি দেখিলেন—অনন্ত-অগাধ মহিমার্ণব নিরন্তর অগণ্য ভাবতরঙ্গে তরঙ্গায়িত। কলিযুগরূপ কালভূজঙ্গের প্রভাব ও দংশন জনিত বিষদাহের খণ্ডনকারী ত্রিজগতের বন্দনীয় শ্রীশচীনন্দন সর্ব্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউন। শ্রীগৌরগুণমণি শ্রীরাধা প্রেম-বিভাবিত হইয়া—রাধার অভিসারানন্দে বিভোর হইয়া অন্তরে একাধারে বিপুল পুলকাবলি এবং বহিঃপ্রকাশ রোমোদগমাদি এবং আকুল (রোদনাদি) কলেবর। আবার অধরে মৃদু মৃদু হাস্য-গদগদ বাক্য প্রকাশ পাইতেছে। কতশত মন্দাকিনীর ন্যায় নয়ন ঝরিতেছে। প্রভু নিজরসে নাচিতেছেন,—নয়ন ঢুলাইতেছেন,—আর কত কত ভক্ত সঙ্গে মধুর কীর্ত্তন করিতেছেন। গীতকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাস তদ্দর্শনে ভক্তোচিত দৈন্যোৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন;—"যে প্রেমরসে ভাসিয়া পৃথিবীর সকল লোক অবশ হইল,—আমি সে রসের স্পর্শও পাইলাম না।

(২)

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য—গান্ধার

নিতাই-সুন্দর, অবনী-উজোর, চরণে নূপুর বাঝে,

গৌর-অঙ্গ হেরি, পূরব স্মউরি, যেন বৃন্দাবন মাঝে!
নিতাইর—নিছনি লইয়া মরি,
ছাড়ি বৃন্দাবন নিকুঞ্জ-ভবন, অতি-দুরাচার-তারী।।ধ্রু।.
বসুধা-জাহ্নবা, সঙ্গেতে লইয়া শীতল-চরণ-রাজে,
হেলায় তারিল, এ গতি গোবিন্দ, এ তিন লোকের মাঝে।

অমাবস্যা (২)

২। দেখ আমাদের নিতাই-সুন্দরের রূপে সকল জগত ঝলকিত। আর চরণের নূপুর-ধ্বনিতে জগতের নরনারী-আকর্ষিত হইতেছে.

(ব্রজের কানাই-বলাই নদের-গৌর-নিতাই) তাই আমাদের নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিতাইচাঁদ শ্রীগৌরের অঙ্গ দর্শন করিয়া পূর্ব্বভাব বৃন্দাবন লীলার কথা স্মরণ করিয়া গৌররূপে শ্যামরূপ স্মরণ করিতেছেন। এমন নিতাইচাঁদের নিছনী যাই। দেখ কলিকবলিত আমাদের মত দুর্ভাগা জীবগণের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই দেখিয়া, স্বভাবকারুণ্যময়-বিগ্রহ দয়াল নিতাইচাঁদ নিজ প্রিয়তম বৃন্দাবনের সুখময় বিলাসভবন শ্রীনিকুঞ্জভবন ত্যাগ করিয়া অতি দুরাচারীগণকেও উদ্ধার করিতেছেন। শ্রীবসুধা-জাহ্নবা ঠাকুরাণীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া আজ শ্রীনিতাইচাঁদের শীতল চরণ জগতে বিরাজিত। গীতকর্ত্তা মহাজন গতি-গে ́ন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পুত্র। নিজ ভক্তোচিত দৈন্যোক্তিসহ পরিশেষে বলিতেছেন—অতি দুরাচারীর উদ্ধারের উদাহরণ—এই ত্রিজগতের মধ্যে আমার ন্যায় অতি দুরাচারী জীবাধমকে হেলায় উদ্ধার করিয়াছেন।

(৩)

শ্রীরাধাহ—সিন্ধুড়া

কি পেখলু বরজ—রাজ-কুল-নন্দন, রূপে হরল পরাণ!
নিরমিয়া রস-নিধি, আমারে না দিল বিধি, প্রতি অঙ্গে লাখ নয়ান!
একে সে চিকণ তনু, কাঞ্চন-অভরণ—কিরণহি, ভুবন-উজোর,
দরশনে, লোরে—আগোরল লোচন, না চিনিনু কাল কি গোর
সহজে দৃগঞ্চল, অরুণ-কঞ্জ দল, তাহে কত ফুল-শর সাজে।
দিঠি মোর পরশিতে, ও হাসি অলখিতে, শেল রহল হৃদি মাঝে
সরল-কপোল, লোল মণি-কুণ্ডল, ঝাঁপল দিনকর-ভাব,
ও রূপ লাবণি, দিঠি ভরি না পেখনু! দুখিয়া-অনন্ত দাস!

সিন্ধুড়া (৩)

বনমালী গোষ্ঠ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে শ্রীরাধা তাঁহার রূপমাধূর্য্য দর্শনে তন্মাধুর্য্যভাবাবেশে গৃহ মধ্যে বসিয়া আপন মনে তাহা ব্যক্ত

করিতেছেন,—আজ ব্রজ রাজকুল-নন্দনের কি অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিলাম। সে রূপে আমার প্রাণ হরণ করিয়াছে। অহো! বিধাতা সেই রসনিধি নির্ম্মাণ করিয়া আমার প্রতি অঙ্গে লক্ষ নয়ন দিল না। (এই দুই নয়নে কি সেই রূপমাধুরী দর্শনের সাধ মিটে?) একে তার চাকচিক্যময় তনু, তাহাতে স্বর্ণাভরণের প্রতিফলিত দীপ্তিতে জগত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে দর্শনমাত্র আনন্দাশ্রুতে চক্ষু আচ্ছাদিত হওয়ায় তাঁর দেহখানি কাল কি গোরা চিনিতে পারিলাম না। স্বাভাবতঃ নেত্রাঞ্চল অরুণ পদ্মদল (পাপড়ি) সদৃশ,) তাহাতে কত কন্দর্প শোভা পাইতেছে। তাহাতে (তাঁর নেত্রে) আমার দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার হাসি ফুটিয়া উঠিল,— সেই হাসিই অলক্ষিতে আমার হৃদয়ে শেল-বিদ্ধ হইয়া রহিল। রসনাগরের চিত্তাকর্ষক রসমাধূর্য্যময় কপোলে দোদুল্যমান মণিময়-কুণ্ডল-প্রতিফলিত জ্যোতিতে দিবাকর কিরণ (সূর্য্যালোক) আবরিত হওয়ায় ও রূপলাবণ্য নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে পারিলাম না। বাহির হইতে ঐ সকল কথা পদকর্ত্তা অনন্তদাস শ্রবণকারিণী সখীভাবে নিকটে যাইয়া সমবেদনা জানাইয়া বলিলেন—আমিও তোমার দুঃখে দুঃখী।

(৪)

ভাটিয়ারি

মকর কুণ্ডল মেলে, কনয়া-কেতকী দোলে,
কিয়া নহে—কামের করাতি!
উপরে বিজুরী ভাতি, হেম অভরণ কাঁতি,
পীত-পিন্ধন কত ভাতি।।
সজনি! (কি) পেখনু বরিহা চূড়া-মালে—
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে, মাতল ভ্রমরা, ভুলে—
পড়ে জানি নয়ন-কমলে।।ধ্রু।।
কুন্দে,-কুন্দাওল কালা, কনয়া কেয়ূর-মালা,
শ্যাম অঙ্গে করে ঝিকি মিকি।
অঙ্গের সৌরভ পাইয়া, অলীরাজ আইল ধাইয়া,
লাখে লাখে, মদন-ধানুকি।।

ভাটিয়ারি (৪)

শ্রীরাধার আপনমনে উক্ত বাক্যোক্তির শেষে কোন প্রিয়সখী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সখি! রাধে তুমি একা একা কি বলিতেছে? তার উত্তরে ভাবাবিষ্ট রাধা বলিতেছেন—শ্যামনাগরের মকর কুণ্ডলে যে স্বর্ণকেতকীর অবতংস দোদুল্যমান,—উহা বাস্তবিক কিয়ার ফুল নয়। —উহা কন্দর্পের করাত। (অবলা নারীর হৃদয় খণ্ডিত করিবার শস্ত্র। পরেই রূপানুরাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিতেছেন—প্রাণবল্লভের লাবণ্যময় অঙ্গোপরি বিদ্যুৎতুল্য স্বর্ণাভরণের জ্যোতি এবং পরিহিত পীত বসনের জ্যোতি মিলিত

হইয়া কত যে শোভা বিস্তার করিয়াছিল তাহা আর কি বলিব। সখি দেখিলাম তাঁর ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াস্থিত মালার উপরে মত্ত ভ্রমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমণ করিতেছে,—কি জানি! উহারা ভ্রম করিয়া ভুলিয়া প্রাণবল্লভের নয়ন-কমলে পতিত হয় কিনা। আবার কুন্দযন্ত্রে কুন্দা (কুঁদা) মসৃণ (চাকচিক্যময়) শ্রীঅঙ্গে স্বর্ণকেয়ূরের (স্বর্ণহার) মালা ঝলমল করিতেছিল,—শ্রীঅঙ্গের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া মদনের ধনুর্দ্ধারী সেনা লক্ষ লক্ষ অলিরাজ ধাইয়া আসিল।

(৫)

ভাটিয়ারি

এনা কথা তোমারে শুনাই,
(তোমার) প্রেম বিনু* আকুল কানাই!
নিকুঞ্জ কুসুম-রম্য স্থল-সুশীতল।
নব-কিশলয়, তাহে—শিরীষের দল,
সরসিজ-শয়নে সুতল শ্যাম-অঙ্গ।
অনুখন লেপই, মলয়জ পঙ্ক,
উপরে কমল দল—পরশিল নয়।
মদন-অনল-তাপে সেহো ধূলী হয়!!
আঁখি ঠারে কহে কথা সঘন নিশ্বাস,
কেবল আছয়ে প্রাণ তোমা-আশ আস
বিলম্ব না কর ধনি! কানু দেখ সিয়া
তোমারে দেখিলে কানু বসিবে উঠিয়া
আর, যত সহবাসী সবার আনন্দ.
দু'খানি চরণ-ধরি কান্দে রামানন্দ।

ভাটিয়ারি (৫)

শ্রীকৃষ্ণের দূতী শ্রীরাধাপ্রতি—

শ্রীকৃষ্ণের দূতী শ্রীরাধার নিকট আসিয়া বলিতেছেন—রাধে! তোমাকে একটি কথা শুনাইতে আসিলাম। তোমার প্রেম সম্মিলন বিনা কানু একেবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। (শ্যামসুন্দর এখন নিকুঞ্জবনে) কুসুম-রমণীয়-নিকুঞ্জের সুশীতলস্থলে কোমল নবপত্র তাহাতে শিরিশ-কুসুম-পাপড়ী আস্তরণ পদ্মশয্যায় শ্যামসুন্দর শয়নে আছেন। নিরন্তর চন্দন লেপন করা হইতেছে—শীতলতা নিমিত্ত পদ্মপত্র অঙ্গের উপর অথচ স্পর্শ না হয় এমন কৌশলে রক্ষিত পদ্মপত্র সমূহ কন্দর্পানলের তীব্র তাপে তাহাও ধূলির ন্যায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। (তাঁহার কথা বলিবার শক্তি নাই) কেবল চোখের ইসারায় কথা কহিতেছেন অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন আর সঘন নিশ্বাস বহিতেছে। কেবল তোমায় প্রাপ্তির আশায়

প্রাণটি রহিয়াছে। ধনি রাধে! ত্বরায় আসিয়া কানুকে দেখ (দেখা দাও)— আর বিলম্ব করিও না। তোমাকে দেখিলেই কানু উঠিয়া বসিবেন, এবং সহবাসিগণ সকলেই আনন্দ পাইবেন। গীতকর্ত্তা রামানন্দ দূতীভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা স্মরণ করিয়া কহিতেছেন— রাধে! তোমার দুখানি চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছি—তুমি শীঘ্র চল।

(৬)

কাচিৎ সখী—দূরাদাহ। ভূপালী

গুরুজন-নয়ন-বিধুন্তুদ, মন্দ।
নীল-নিচোলে ঝাঁপি মুখ-চন্দ,
কুহু-যামিনী-ঘন তিমির-দুরন্ত
মদন-দীপ দরশাওল পন্থ!
চললি নিতম্বিনী* হরি-অভিসার।
গতি অতি মন্থর, আরতি বিথার,
রস-ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলা-কমল তেজলি বর নারী!
পরিহরি মৌলী কো মালতী মাল!
তোড়লি গীমকো মণিময় হার!!
নব-অনুরাগ-ভরমে ভেলি ভোর
নিন্দই পীন-পয়োধর-জোর!
বেশ শেষ রহু, নীলিম বাস!
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দ দাস।

কাচিৎ সখী দূরাদাহ—ভূপালী (৬)

সখীমুখে প্রাণপ্রিয়তমের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিনোদিনী রাধা বিনা বেশেই অভিসারে চলিয়াছেন দেখিয়া কোন সখী দূর হইতে কিছু বলিতেছেন—দেখ! সুন্দরী (রাধা) গুরুজনের নয়নরূপ খল রাহুর ভয়ে মুখচন্দ্র নীল বস্ত্রাবৃত করিয়া চলিয়াছেন। অমানিশার দুরতিক্রমণীয় গহন অন্ধকারে কন্দর্প স্বয়ংই পথ প্রদর্শন করাইতেছে। এই প্রকারে নিতম্বিনী রাধা হরি অভিসারে চলিলেন। গমন অতি মন্থর,—অনুরাগ প্রবল, রসাবেগে দুই-চারি পদ গমন করিয়া (ক্লান্ত হইয়া) লীলাকমল ত্যাগ করিলেন। খোপায় বন্ধন-মালতীর মালা পরিত্যাগ করিলেন। স্কন্ধের মণিময় হার ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নব-অনুরাগ ভ্রমে বিভোর হইয়া স্থূল যুগল পয়োধরকে গমনের বাধা মনে করিয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। বেশভূষা ত্যাগ করিতে করিতে কেবল নীল বসনখানি অবশেষ রহিল এবং ঐ অবস্থায়ই নিকুঞ্জে প্রাণনাথের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

(৭)

কামোদ—শ্রীকৃষ্ণ আহ

ধনি-ধনি কোবিহি বৈদগধি সাধে,
মদন-সুধারসে, যো নিরমাওল তুয়া-মুখ-মণ্ডল রাধে!
ভালে আধ ইন্দু, অমিয়া আগোরল, ভাঙ-তিমির-ঘন-ঘোর।
কিরণ-বিকসিত, শ্রুতি-কুবলয় পর, ধাবই নয়ন-চকোর?
নাশা শিখর—উপরে পুনঃ উদিত—সিন্দুর-ভানু উজোর।
অহ নিশি, বদন-কমল তেঞি বিকসিত, শ্যাম-ভ্রমরা নাহি ছোর
অরুণ-কিরণ পুন, অধর হেরি হেরি, হার-তরঙ্গিণী-কূলে।
কুচ-যুগ-কো, শোক নাহি জানত, গোবিন্দ দাস কহ ফুরে।

কামোদ—শ্রীকৃষ্ণ আহ। (৭)

সুবদনী বিনোদিনী রাধারাণীর দর্শনানন্দে নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন— রাধে! কোন্ রসিক বিধাতা সাধ মিটাইয়া কন্দর্প সুধারসে তোমার ঐ মুখমণ্ডলখানি নির্ম্মান করিয়াছেন? তিনি ধন্যাতিধন্য। তোমার ললাটে যেন অষ্টমীর অর্দ্ধেন্দু সুধা আগুলিয়া উদিত হইয়াছে। সেই চাঁদের তলে যেন ঘন-তিমির রূপে অবস্থান করিতেছ। ভ্রূভঙ্গির তিমিরে বিকশিত চন্দ্রের কিরণাবলি বাধা প্রাপ্ত হইয়া বক্রগতিতে কর্ণ-কবলয় (পদ্ম) কে শোভিত করিতেছে। তদ্দর্শনে নয়ন-চকোর যেন সেদিকে ধাবিত হইতেছে। আর নাশাশিখরের উর্দ্ধদেশে পুনঃ উজ্জ্বল ভানু উদিত হইয়াছে। সেই জন্যই ত শ্যামভ্রমরা দিবারাত্রি তোমার বিকশিত বদন-কমল ত্যাগ করিতে পারে না। তোমার আরক্ত বিম্বাধরের অরুণ কিরণ দর্শন করিতে করিতে (বক্ষস্থ) হাররূপ নদীতীরে কচযুগলরূপ চক্রবাকযুগল দুঃখ কাহাকে বলে জানে না। পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কুঞ্জভবনের বর্হির্দ্দেশে অবস্থিতা সখীভাবাবেশে উক্ত প্রেমালাপ শ্রবণ করিয়া-আনন্দে এই কথা কহিতেছে। (লিখিতেছে)।

(৮)

সখী-নীচৈরাহ—কেদার

দরশনে নয়ন—নয়ন-শরে হানল, ভূজে ভূজে বন্ধন ঝাঁপি,
অভরণ হীন—তনু, তনু পরশিতে, বিপুল পুলক ভরে কাঁপি।
দেখ সখি! রাধা মাধব রঙ্গ—
রতি-রণ লাগি, জাগি দুহু যামিনী, না হেরিয়ে জয়ভঙ্গ!।।ধ্রু।।
ঘন ঘন চুম্বন, দুহু ভেল অচেতন, অধর-সুধারসে মাতি,
প্রেম-তরঙ্গে—তনু মন পুরল, ডুবল মনমথ-হাতী!

বদনহি গদ গদ—আধ আধ পদ—মদন-মুরছন বাণী,
দুহু দুহু-মরমে-মরমে ভাল সমুঝই গোবিন্দ দাস কিয়ে জানি!

কেদার (৮)

প্রিয়া-প্রিয়তমের নয়নে-নয়নে দর্শন ইহলে-পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকুলতাময় দৃষ্টিরূপ শর নিক্ষেপ করিলে, বাহুতে বাহু বন্ধন করিয়া একে অন্যের অঙ্গে ঝাঁপিয়া পড়িলেন। আভরণ শূণ্য পরস্পরের তনুতে-তনুতে স্পর্শন-সুখে বিপুল-পুলকে বিভোর হইয়া উভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। লতারন্ধ্রে রহকেলি-দর্শনোৎফুল্লা কোন সখী অন্য সখীকে বলিতেছেন—রাধা-মাধবের রঙ্গ দর্শন কর! রতিযুদ্ধ হেতু দুইজনের নিশি-জাগরণ অবলোকন কর। কেহ কাহাকেও জয় করিতে পারিতেছে না। দেখ! ঘন ঘন চুম্বন এবং অধরসুধা পানে মত্ত হইয়া দুইজনেই অচেতন হইয়া পড়িলেন। প্রেম সমুদ্রের তরঙ্গ-জলে উভয়ের তনুমন ভরিয়া গেল! রতিরণের যোদ্ধৃদ্বয়ের (রাই-কানাইয়ের) বাহনরূপ মন্মথ-মাতঙ্গও সে তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। সখি! ঐ শুন! দুইজনের বদন হইতে প্রাণানন্দকর গদ-গত-আধ-আধ মধুর বাক্য নিঃসরিত হইতেছে। যে বাণী শ্রবণে মদনও মূর্চ্ছিত হয়। সখীর উক্ত প্রকার বাক্যের উত্তরে সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—অর্দ্ধোউচ্চারিত গদগদ প্রেমের মন্ত্রপাঠ প্রেমিক-যুগল মরমে মরমে ভালই বুঝিতেছেন,—আমরা ইহার কি জানি।

(৯)

কেদার

চুম্বনে লুবধ-মুখ, অলখিত-ভাষ,
ধাওল চান্দ—চকোর কো পাশ!
প্রিয় মুখ-ঝাঁপল—কুন্তল-ভার—
চান্দ-আগোরল—ঘন-আন্ধিয়ার!
কি কহো রে সখি! রজনী কো কাজ
কামহু-কামে লজাওল-লাজ!
সহজই মাধব-নব নব প্রেম,
হাতীকো দন্ত জড়াওল হেম।
নিবিঢ়-আলিঙ্গনে-বিগলিত স্বেদ,
শ্যামর গৌর—রেখ রহু ভেদ!

কেদার (৯)

বিনোদিনীর চুম্বনলুব্ধ শ্রীমুখের অলক্ষিত এবং অস্পষ্ট বাক্যভঙ্গি কি সুন্দর! আর দেখ! দেখ! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! চাঁদ চকোরের পাশে ধাবিত হইতছে। (এখানে চাঁদ শ্রীরাধার

বদন,—চকোর শ্রীকৃষ্ণের বদন) এই বাক্যে শ্রীরাধ শ্রীকৃষ্ণ-বদনে চুম্বন করিতে তাঁহার (শ্রীরাধার) ঘনকৃষ্ণ কেশরাশিতে শ্রীকৃষ্ণের বদন আচ্ছাদিত হইল। তাহাতে বিনোদিনীর শ্রীমুখ ঝাঁপিয়া নিপতিত উন্মুক্ত কেশকলাপের শোভা দর্শনে মনে হইতে লাগিল,—যেন ঘণীভূত অন্ধকার চাঁদকে আগুলিয়া রহিয়াছে। সখি! এই ক্ষণদা বিলাসের কি বর্ণন করা যায়? আজ রাইধনী কামের কাম হইয়া লজ্জাকে লজ্জিত করিতেছে। স্বভাবতঃ মাধবের প্রেমকেলি নিত্য নূতন; কিন্তু রসবতীর অসামান্য রঙ্গ-নৈপুণ্য যেন হস্তীদন্তের উপর স্বর্ণ কারুশিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে। বিনোদিনীর নিবিড় আলিঙ্গনে উভয়ের অঙ্গে ঘর্ম্ম বাহির্গত হইতেছে! কৃষ্ণের শ্যাম এবং রাধার গৌর কান্তির মিলনে (দৃঢ় আলিঙ্গনে) ভেদও অতি সামান্য রেখামাত্র (প্রায় লুপ্ত) রহিয়াছে।

পঞ্চদশী ক্ষণদা (অমাবস্যা) সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

ষোড়শী ক্ষণদা

শুক্লা প্রতিপদ

ধানসি—শ্রীগৌরচন্দ্রস্য— (১)

তপত-কাঞ্চন—কাঁতি-কলেবর, উন্নত-ভাঙর ভঙ্গী,
করী-বর-কর জিনি, বাহুর সুবলনি, বিহি গঢ়ল-বহু রঙ্গী.
গোরা রূপ জগ মনোহারী—
আপন বৈদগধি, বিধাতা প্রকাশল, বধিতে কূলবতী নারী।।ধ্রু।।
আপাদ মস্তক, পুলকে পূর্ণিত, প্রেমে ছল ছল আখি,
আপন গুণ শুনি, আপহি রোওত হেরি কান্দয়ে পশু পাখী।
চাঁদ-চন্দ্রিকা—কুমুদ-মল্লিকা—জিনিয়া মৃদু মন্দ হাস,
মধুর বচনে, অমিয়া সিঞ্চনে, নিছনি অনন্ত দাস।

শ্রীরাধাভাবদ্যুতি সম্বলিত তপ্তকাঞ্চনের সমুজ্জ্বল অঙ্গকান্তি,-উন্নত ভ্রুযুগলের ভঙ্গিমা এবং গজরাজের শুণ্ড-নিন্দিত সুগঠিত বাহু বিধি নির্ম্মাণ করিয়া বহু রসনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। স্বভাবতঃ গৌরসুন্দরের রূপমাধুর্য্য জগজন চিত্তহারী, তাহাতে কুলবতী নারী বধের নিমিত্ত বিধাতা আপন শিল্প-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমাবতার গৌরসুন্দরের আপাদ-মস্তক পুলকাবলি মণ্ডতি এবং নয়নযুগল প্রেমে ছল ছল! আপনগুণ অর্থাৎ পূর্ব্ব ব্রজলীলার (কৃষ্ণলীলার) গুণ-সম্বলিত চরিত গুণগাথা শ্রবণ করিয়া আপনই ক্রন্দন করিতেছেন। সেই ক্রন্দন শ্রবণে পশু পক্ষিও ক্রন্দন করিতেছে। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরাধা-ভাব-বিভাবিত ভাবের আবেশে গীতকর্ত্তা অনন্তদাস বলিতেছেন—দেখ! চন্দ্রের জ্যোৎসা এবং প্রস্ফুটিত কুমুদ-মল্লিকার মাধুর্যহারী অরুণাধরের মৃদুমন্দ হাস্য এবং মধুর-বচনামৃত-বর্ষণ এ দুইর্ নিছনী লইয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করিতেছে।

কামোদ—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য— (২)

খঞ্জন গঞ্জন—চলন মনোরম* গতি অতি ললিত সুঠাম,
চলত খলত পুন—পুন উঠি গরজত, চাহনি বঙ্ক নয়ান!
গৌর গৌর বলি, ঘন দেই করতালি, কঞ্জ-নয়নে বহে লোর,
প্রেমেতে অবশ হৈয়া, পতিতেরে নিরখিয়া, আইস আইস
বলি দেই কোর,
হুহুঙ্কার গরজন, মালসাট পুন পুন, কত কত ভাব-বিথার।

পুলকে পূরল তনু, কদম্ব কেশর যনু ভায়ার ভাবেতে
মাতোয়ার!!
আগম নিগম পর, বেদ বিধি অগোচর তাহা কৈল পতিতেরে দান
কহে আত্মারাম দাসে, না পাইলো কৃপালেশে রহি গেলো—পাষাণ সমান।

২। শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য

প্রাণের ভাই শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবে বিভোর আমার নিতাইচাঁদের গমনভঙ্গি দর্শন কর? খঞ্জনপক্ষীর গর্ব্বহারী পদচালন কি মনোরম। কি সুন্দর ললিত-গতিতে গমন করিতেছেন। চলিতে চলিতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন। পুনরায় উঠিয়া প্রেমগর্জ্জন করিতেছেন। প্রেমভরে গৌর গৌর বলিতে বলিতে ঘন ঘন করতালি দিতেছেন এবং কমল-নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিতেছেন। স্বভাব দয়াল পতিতের বন্ধু নিতাইচাঁদ শ্রীগৌরের পতিতোদ্ধারণ লীলার স্মরণ হেতু গৌরপ্রেমাবেশে কখনও অবশ হইতেছেন,—কখনও পতিতজনে দেখিয়া এস এস বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রেমে মত্ত হইয়া কত কত ভাব প্রকাশ করিতেছেন এবং হুঙ্কার গর্জ্জন ও পুনঃ পুনঃ মালসাট দিতেছেন। (বাহুস্ফোট) ভায়া শ্রীগৌরের ভাবে মত্ত হইয়া কদম্ব-কেশরের ন্যায় পুলকাবলিতে দেহ পূর্ণ হইতেছে। যাহা আগম নিগম ও বেদ-বিধির অগোচর প্রেমবৈভব তাহা পতিতজনেরে দান করিতেছেন। গীতকর্ত্তা আত্মারাম দাস দৈন্যোক্তি সহ কহিতেছেন—হায়! এমন দয়াল ঠাকুরকে অবহেলা করিয়া যেমন পাষাণ ছিলাম তেমন পাষাণই রহিয়া গেলাম। কৃপার লেশমাত্র পাইলাম না।

কৃষ্ণ-আহ—ধানসী— (৩)

নিরমল-বদন—কমল-বর-মাধুরী, হেরইতে ভৈগেনু ভোর,
অলখিতে রঙ্গিণী—ভাঙ-ভূজঙ্গিনী, মরমহি দংশল মোর,
শুন সজনি! যবধরি পেখনু রাই।
মদন-মহোদধি—নিমগন মঝুমন, আকুল, কূল নাহি পাই।।ধ্রু।।
বঙ্কিম হাসি—বিলোকন-অঞ্চলে, মঝুপর যো দিঠি দেল
কিয়ে অনুরাগিনী, কিয়ে বিরাগিনী? বুঝইতে সংশয় ভেল!
মরম কো বেদন, মরমহি জানত, সদয় হৃদয় তহি চাই,
গোবিন্দ দাস পহু! নিতি নৌতুন মনে, লাগল রসবতী রাই?

শ্রীমতী রাধা স্নানান্তে গৃহে গমন কালে তাঁহার আভরণ শূন্যা স্বাভাবিক বদন-কমলের মাধুর্য্য দর্শনে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কোন সখীকে কহিতেছেন—সুখি! বেশভূযা-বিহীন নির্ম্মল মুখকমলের সেই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দর্শন করিবামাত্র বিভোর হইয়া গেলাম। তখন আমার অলক্ষ্যে রঙ্গিনীর (রমনীর) ভ্রূ-ভূজঙ্গিনীটি আমার মর্ম্মস্থলে দংশন করিল। সখি!

শ্রবণ কর, যে অবধি রাধাকে দর্শন করিয়াছি তদবধি আমার মন কন্দর্প-মহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আকুল হইয়াছে,-কুল পাইতেছে না। বিনোদিনী বঙ্কিম হাস্যভঙ্গিসহ আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিল,— তাহাতে তাঁহার ঐ কৌতুকপূর্ণ হাস্য এ দৃষ্টিপাতে সে আমার প্রতি অনুরাগিনী কি বিরাগিনী বুঝিতে সংশয় হইতেছে। হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়েই অনুভব করিতেছি। এ অবস্থায় তোমাদের সহায়তা চাই! গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস সখীভাবাবিষ্ট হইয়া (কৌতুকছলে) বলিতেছেন,—প্রভু! রসবতী রাইকো তোমার নিত্যই কি নূতন লাগিতেছে?

দূতী প্রাহ—ধানসি— (৪)

এ কানু! এ কানু! তোহারি দোহাই,
বড় অপরূপ আজু পেখলু রাই!
মুখ—মনোহর, অধর—সুরঙ্গ
ফুটল বাঁধুলী কমলকো সঙ্গ!
ভাঙকি ভঙ্গীম পুছসি, যনু—
কাজরে সাজল মদন ধনু?
পীন-পয়োধর, দুবরী-গাতা
মেরু উপজল—কনকলতা!
নয়ন-যুগল—ভৃঙ্গ আকার
মধুমদে-মাতল-উড়ই না পার!
"ভনহু বিদ্যাপতি দূতী কো বচনে
"বিকশল অনঙ্গ না হয় পহু ধরণে"।

৪। প্রেমনাগর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমাগতা কোন সখীর উক্তি—

হে কানু! হে কানু!! তোমার দোহাই! আমি মিথ্যা বলিতেছিনা। আজ সত্যই শ্রীরাইকে বড় অপরূপ দেখিলাম। তাঁহার অপরূপ মুখমণ্ডল এবং সুরঙ্গ অধর দর্শনে মনে হইল যেন কমলের অভ্যন্তরে বান্ধুলি ফুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তুমি ভ্রূভঙ্গির কথা জিজ্ঞাসা করছ-শুনবে? উহাকে কজ্জললিপ্ত কন্দর্পধনু মনে হইয়াছিল। ধনীর ক্ষীণদেহলতার উপরে স্থূল পয়োধর দর্শনে মনে হইয়াছিল—একি দুর্ব্বল কনকলতার উপরে সুমেরু উপজাত হইল। ধনীর নয়ন-যুগল যেন মধুমদে মত্ত হইয়া আর উড়িয়া যাইতে পারিতেছেনা। সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা বিদ্যাপতি কহিতেছেন—দূতীবাক্য শ্রবণে প্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গে কন্দর্প-বিকশিত হইল—প্রভু অঙ্গ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না।

গান্ধার— (৫)

কিকহো মাধব। কি কহব কাজে,
পেখলু কলাবতী, সখীগণ মাঝে।

আছইতে আছল কাঞ্চন-পুতুলা
ভূবনে অনুপম রূপে গুণে কুশলা
এবে ভেল বিপরিত ঝামর দেহা!
দিবসে মলিন যৈছে চান্দকি রেহা!!
বামকরে কপোল—লোলিত কেশভার
ক্ষিতি-নখ-লিখই—নয়নে জল ধার!!

৫। ৩নং গীতের শেষে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি অনুসারে (সদয়-হৃদয়-তহি চাই) দূতী শ্রীরাধাকে অভিসার করাইয়া আনিলেন, এবং সংকেতকুঞ্জে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া বলিতেছেন,—মাধব তুমি কি কহিতেছ? তোমার কাজের কথা আর কি বলব। সখীগণের মধ্যে কুলবতী রাইকে দেখে এলাম। সেই স্বর্ণপ্রতিমা আছে মাত্র; সেই বিনোদিনী রাধা রূপে-গুণে-কৌশলে জগতে অনুপমা; কিন্তু সেই স্বর্ণপ্রতিমার সকলই বিপরীত হইয়াছে। দিবসের চন্দ্ররেখার ন্যায় (অর্থাৎ সূর্য্যের আলোকে দিনের চাঁদ যেমন নিস্প্রভ এবং ক্ষীণ দেখা যায় তদ্রূপ) অঙ্গ মলিন এবং বিশীর্ণা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কেশভার আলুলায়িত- বামহস্তে কপোল বিন্যস্ত। নখে পৃথিবীতে লিখিতেছে এবং নয়নে জলধারা বহিতেছে।

কামোদ— (৬)

"সুখময়-কাননে, ফুটল মাধবী, পরিমলে ভরল দিগন্ত"
দূতী কো মধুর-বচন—সুখ-মারুত, মধুকরে কহল একান্ত,
মধু-সূদন-রস-রঙ্গ।
চলি চলি বিপিন-কুঞ্জ-গিরিগহ্বরে, পাওল মাধবী-সঙ্গ। ধ্রু.
রস-দরশাই—যবহু বহু বারল, চঞ্চল-পল্লব-হাতে—
'নহি নহি' বচন—রচন, সমুঝাওল—পবন-ধুনাওল মাথে.
বহু গুঞ্জরি-বিনতি নতি করি করি, মাধবী—মধুপ-মানাই—
তব মধুপানে—মনোরথ পূরল, হরিবল্লভ সুখদায়ী।

৬। দূতীর মধুর-বচনরূপ সুখময় বায়ুতে মধুকররূপ মাধবকে একান্তে কহিতেছে—দেখ কাননে মাধবী প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—পরিমলে সর্ব্বদিক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ কানন-কুঞ্জ, মাধবীফুল-শ্রীরাধাবিরাজ করিতেছে,-তাঁর অঙ্গ-সৌরভে কৃঞ্জকানন পূর্ণ হইয়াছে)। দেখ! মদুসূদনের কেলিরঙ্গ। দূতীর বচনে রসরঙ্গে মাধব চলিতে চলিতে কানন-কুঞ্জগিরিগহ্বরে মাধবীর (শ্রীরাধার) সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন। রসকলা প্রদর্শন করিতে করিতে শ্রীরাধা সঞ্চালিত করপল্লব-দ্বারা বারংবার নিবারণ এবং বায়ুসঞ্চালিত লতাগ্রের ন্যায় মস্তক ঢুলাইয়া যেন না না বাক্য বলিতেছেন। মধুকর মাধব বহু গুঞ্জন অর্থাৎ মধুর বাক্যে

বিনয় নতি করিয়া মাধবীকে (শ্রীরাধাকে) (মানাই) সম্মতি করাইয়া মধুপানে অর্থাৎ কেলিবিলাসে মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

হরিবল্লভের (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের গীতরচয়িতা) সুখদানকারী।

ভূপালী— (৭)

হরিগলে লাগল চম্পক-মালা
পুলকিত বাহু বিহসি রহু বালা,
কানু রহল মুখ কমল লাগাই-
তাহি কমল-মুখী মুখে লপটাই.
হসি হরি নখদেই গেড়ুয়া—
বিদার
ধনী কুচ-চাপি—রচই সীতকার

কেদার— (৮)

দৃঢ়পরিরম্ভণ, করু কত বার
বিগলিত কুন্তল-টুটল হার।
ঝন ঝন কিঙ্কিণী নূপুর স্বান
আনন্দে পূরল—সহচরী-কান।
উছলল সৌরভ, মধুকর-গান
শ্রম-জলে দুহুতনু করল সিনান
কহে হরি বল্লভ এ সুখ রাতি
মমথ সাগরে ডুবল মাতি!

৭। শ্রীরাধাবিনোদিনীর পুলকিত স্বর্ণ-বাহুযুগল যেন চম্পক মালার ন্যায় মাধবের গলে বিন্যস্ত এবং বদনখানি হাস্যবিকসিত। কানু কমলমুখীর মুখকমলে স্বীয় মুখকমল লাগাইয়া রহিয়াছেন। দেখ! দেখ! মাধব হাস্য করিতে করিতে ধনিমণীর যৌবন-ধনের গেড়য়া (ভাণ্ডার কুচযুগ) নখদ্বারা বিদীর্ণ করিতেছেন। রাইধনী হস্তে কুচযুগ চাপিয়া সীতকার (অর্থাৎ রতি-আনন্দজনিত অস্ফুটধ্বনি) করিতেছেন।

৮। পুনঃ পুনঃ দৃঢ় আলিঙ্গনে বিলাসিনীর কেশপাশ মুক্ত হইয়া গেল—গলের হার ছিন্ন হইয়া গেল। কিঙ্কিনী ও নূপুরের ঝন্ঝন্ ধ্বনিতে সখীগণের কর্ণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। উচ্ছলিত সৌরভে মধুকরগণ গান (গুঞ্জন) করিতে লাগিল। শ্রমজলে দুইজনের অঙ্গ স্নাত হইয়া গেল। সখী ভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তা হরিবল্লভ (শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ) মহানন্দে বলিতেছেন—অহো! আজিকার রজনীটি কি সুখের। কারণ যুগলকিশোর মত্ত হইয়া সারারাত্রি কন্দর্পসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন।

ষোড়শী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

সপ্তদশী ক্ষণদা
(শুক্লা দ্বিতীয়া)

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—দেশাগ

ভাব-ভরে গর গর-চিত
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বৈসে না পায় সম্বিত!
অতি-রসে নাহি বান্ধে থেহ
সঙরি সঙরি কান্দে পূরব-সেনেহ!
নাচে পহু গোরা-নটরাজ
কি লাগি গোকুল-পতি সঙ্কীর্ত্তন-মাঝ?
প্রিয়-গদাধর-করে ধরি
মরম কথাটি কহে—ফুকরি ফুকরি!
ডগ মগ আনন্দ, হিলোলে
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে পণ্ডিতের কোলে*
গোরা-রসে সব রসময়
না দরবে—বলরাম—পাষাণ-হৃদয়!

সপ্তদশী ক্ষণদা (শুক্লা দ্বিতীয়া)

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাভাববিভাবিত আকুলচিত্তে কখনও উঠিতেছেন—কখনও বসিতেছেন; কিছুতেই সন্তোষ পাইতেছেন না। ভাবপ্রাবল্যে ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছেন না। পূর্ব্ব ব্রজপ্রেমলীলা স্মরণ করিয়া করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। ভাবান্তরে (বাহ্যাবেশে) প্রভু আমার নটরাজ গোকুলপতি শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে ভক্তগণ সঙ্গে নাচিতেছেন। কেহ কি বলিতে পার কি নিমিত্ত গোকুলপতি শ্রীনবদ্বীপ পতিরূপে নৃত্য করিতেছেন? সুরসজ্ঞ গীতকর্ত্তা উক্ত প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় রসিক ভক্তগণের মুখে প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও অন্তরের ভাবটি প্রকাশের লোভ সম্বরণ্ করিতে না পারিয়া তত্ত্বটি রহস্য হেতু ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরহরি প্রিয় গদাধরের হস্ত ধারণ করিয়া হৃদয়ের কথাটি ফুকরি ফুকরি কহিতেছেন। প্রেমানন্দ তরঙ্গে বিহ্বল হইয়া প্রাণপ্রিয় গদাধরের কোলে লুটিয়া লুটিয়া পড়িতেছেন। গীতকর্ত্তা বলরাম দাস ভক্তভাবাবেশে দৈন্যোক্তি করিতেছেন—হায়! গৌরপ্রেমরসে সর্ব্বজগত রসময় হইয়া গেল; কিন্তু আমার পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইল না।

(২)

শ্রীরাগ—শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইল
গৌড়দেশে
ডুবিল ভকত সব দীন-হীন-ভাসে,
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যারে তারে যাচে!
অবান্ধ-করুণা-নিতাই, কাটিয়া মোহান
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার-বান্
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা
নাহি মানে
অনল জ্বালিয়া দি, তার মাঝ মুখ খানে।

২। নাহি বাছে-বিচার না করিয়া—অবান্ধ-অবাধা-কাটিয়া মোহান—কাটিয়া বিস্তার করা। অমিয়ার-অমৃতের। দি-দিই।

(৩)

বরাড়ি

অলখিতে হাম হেরি বিহসিনী* থোরি
যনু রজনী ভেল চাঁদ-উজোরি!
কুটিল-কটাখ-ছটা পড়ি গেল
মধুকর-ডম্বর, অম্বরে ভেল!
কাহাক সুন্দরী কে উহ জান?
আকুল করি গেয়ো হামারি পরাণ!!
লীলা-কমলে ভ্রমর কিয়ে বারি—
চমকি চললি ধনী চকিত-নেহারি,
তে, ভেল বেকত পয়োধর শোভা
কনক-কলস হেরি কাহে না লোভা
আধ-লুকায়ল আধ-উদাস—

কুচ-কুম্ভে কহিগেও আপ কি আশ,
ভণই বিদ্যাপতি—নব-অনুরাগ!
গুপত-মদন-শর কাহে না লাগ?

৩। কোন সখীর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি—

আজ যমূনা তীর পথে এক অপূর্ব্ব-সুন্দরী রমণীকে দেখিয়াছি। সঙ্গে গুরুজন ছিলেন—তাঁদের অলক্ষ্যে আমাকে দেখিয়া হটাৎ হাস্যমুখী হইলেন। তাহাতে মনে হইল যেন আঁধার রজনীতে চন্দ্রের উদয় হইল। তাঁহার কুটিল কটাক্ষছটা পতিত হইয়া আকাশতলটি যেন মধুকর সমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। সখি! সুন্দরীটি কাহার এবং কে জান? সে আমার প্রাণটিকে আকুল করিয়া গিয়াছে। হস্তধৃত কমলদ্বারা আপন-বদন কমললুব্ধ ভ্রমরবৃন্দকে নিবারণ করিতে করিতে আমার প্রতি চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চমকিত হইয়া চলিয়া যাইতে তাহার পয়োধরের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই স্বর্ণকলস দর্শনে কাহার না লোভ হয়। (আমার মনে হয়) ঐ প্রকার অর্দ্ধ-লুক্কাইত এবং অর্দ্ধোন্মুক্ত কুচকলস প্রদর্শন দ্বারা নিজ অন্তরের অভিলাষ কহিয়া গেল। গীতকর্ত্তা বিদ্যাপতি সখীরূপে সকল কথা শুনিয়া রহস্য করিয়া বলিতেছেন—এমন নবানুরাগে মদনের গুপ্তশর কেন লাগিবে না!

---

(৪)

বালা ধানশ্রী

এ কানু এ কানু! তোহারি দোহাই
বড় অপরূপ আজু পেখলু রাই!
মুখ-মনোহর অধর-সুরঙ্গ
ফুটল বান্ধুলী, কমলকোসঙ্গ!
লোচন-যুগল ভৃঙ্গ আকার—
মধু মদে-মাতল, উড়য়ি নাপার,
ভাঙকি ভঙ্গীম পুছসি যনু
কাজরে সাজল মদন-ধনু?
পীণ-পয়োধর দুবরী-গাতা—
সুমেরু উপর—কনকলতা।
ভণহু বিদ্যাপতি দূতীকো বচনে—
বিকশল অনঙ্গ না হয় পহু ধরণে!

৪। (শুক্লাপ্রতিপদের ৪নং গীত অনুরূপ)

(৫)

বরাড়ি

এ সখি! বিধি কি পুরাওব সাধা?
পুন কিয়ে নিরখব রূপ-নিধি-রাধা?
যদি পুন না মিলব সো বর-রামা—
তব জিউ-ভার ধরব কোন কামা?
তুহু ভেলিদূতী, পাশ ভেল আশা,
জিউ বান্ধব কিয়ে করব উদাসা
শুনি হরিবচন, দূতী অবিলম্বে—
আওলি চলি যাহা রমণী-কদম্বে।
কহে হরি বল্লভ "শুন ব্রজবালা.
হরি জপয়ে তুয়া গুণ-মণি-মালা।।

৫। পূর্ব্ব গীতে দূতীমুখে প্রিয়তমা রাধার মাধুর্য্য বর্ণন শ্রবণে অনুরাগের প্রাবল্যে নাগর শিরোমনি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—এ সখি! বিধাতা কি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবে? সেই রূপনিধি রাধাকে আর দেখিতে পাইব কি? যদি পুনরায় সেই রমনী শিরোমণিকে না পাই—তাহলে জীবনের ভার বহন করিয়া কি লাভ? সখী তুমি আমার দূতী এবং আশারূপ বন্ধন রজ্জু। বল!—সেই আশাপাশে প্রাণ বন্ধন করিব, কি ত্যাগ করিব? শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া দূতী তৎক্ষণাৎ যেখানে সখীগণ পরিবেষ্টিতা শ্রীমতী রাধা অবস্থান করিতেছেন তথায় চলিয়া আসিলেন। গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ সখী ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—হে ব্রজসুন্দরী রাধে! তোমার প্রাণবল্লভ কেবল তোমার গুণরূপ মণিমালা জপ করিতেছেন।

(৬)

ধানশ্রী

কত যে কলাবতী—যুবতী-সু-মূরতী, নিবসই গোকুলমাহ,
হরি অব রহসি* রভসে পুন কাহুকো—কুটিল-নয়নে নাহি
চাহ!
সুন্দরি! অতএ করিয়ে অনুমান—
"শুভ-খনে, স্বামি—বরত তুহু ছোরলি; নারী-বরত-নিল-
কান।।ধ্রু।।
তুয়া-নিজ-নাম—'রাই'ভরি কি কহব সো এক আখর—রঙ্ক
শুনইতে "রাতি—রতন, রতি, রাতুল" চমকই তোহারি আশঙ্ক

তুয়া গুণ-গাম—নাম, ঘন গাওই* অবেকত* মুরলী-নিসান,
সহচরী-কোরে ভোরি তোহে ভাকই গোবিন্দদাস পরমাণ।

৬। শ্রীমতী রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমনিষ্ঠা—

শ্রীমতী রাধার নিকট সমাগতা দূতী কহিতে লাগলেন—রাধে! এই গোকুল মধ্যে কত কত রসকেলি নিপূণা সুন্দরী যুবতী রহিয়াছেন। হরি তাহাদের হাব-ভাবাদিতে হাস্য করেন মাত্র; কিন্তু কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াও দেখেন না। অতএব সুন্দরি! দেখ যে সময়ে তুমি স্বামীব্রত ত্যাগ করিয়াছিলে (অর্থাৎ হরিতে প্রাণ সমর্পন করিয়াছিলে) সেটি শুভক্ষণ ছিল। সেইক্ষণ হইতে সর্ব্বারাধ্য হরি তোমার নারীব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। হরি প্রেমে আকুল। তোমার যে নিজ নাম 'রাই' তাহা সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিব কি নামের একটি অক্ষরেরও কাঙাল। যেমন রাতি-রতন-রতি,রাতুল ঊত্যাদি কোন একটি শব্দ শুনিলেই তোমার নামের আদ্যক্ষর 'র' শ্রবণ করিলেই চমকিয়া উঠেন। মুখে তোমার নাম গুণাদি গানের শক্তি হারাইয়া কেবল মুরলীর অব্যক্ত ধ্বনিতে গান করিয়া প্রাণ জুড়াইতেছেন। অন্য সহচরীগণের কোলে থাকিলেও বিভোর অবস্থায় তোমার নাম ধরিয়াই ডাকেন। দূতী ভবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদাস কহিতেছেন—এই শোচনীয় অবস্থার (প্রমাণ) সাক্ষী আমিই-পরের মুখের কথা নয়।

(৭)

মায়ুর

নব-যৌবনীধনী, জগজিনি লাবণি, মোহিনী-বেশ বনায়লি তাই
"মনমথ-চিত—ভীত নাহি মানত" কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই!
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী—
যুবতী-যূথ-শত,—গাওত বাওত, চলত চিত্রপদ বিদগধ-রমণী।।ধ্রু।।
হেরইতে শ্যাম—সুরত-রণ-পণ্ডিত, হাসি মদন-মদে মাতলি বালা
রতি-রণ-বীর ধীর-সহচরী-মেলি, বরিখয়ে নয়ন-কুসুম-শর-মালা।
নয়নে নয়নে বাণ, ভুজে বন্ধন, তনুতনু পরিশিতে নাহি জয় ভঙ্গ,
গোবিন্দদাস কহ, অব নাহি সমুঝিয়ে, বাজত কিঙ্কিণী কোন তরঙ্গ?

৭। নবযৌবনা সুন্দরী রাইধনীর রূপলাবণ্য স্বভাবতঃ জগৎ-জয়কারী, তাহার উপর আবার মোহিনী বেশ রচনা করিলেন। কুঞ্জরাজ মন্মথ কৃষ্ণকে চিত্তে ভয় না করিয়া—যেন তাহার প্রতিকুল সমরে (রতিরণে) রাই সজ্জিত হইলেন। আজ গজেন্দ্রগমনী

রাইধনী নিকুঞ্জ গমনে অভিসার করিলেন। কিরূপ? শত শত সুচতুরা (রতিরণ-কৌশলী) সুন্দরী যুবতীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীত বাদ্যের বিচিত্র গতিভঙ্গিসহ চলিলেন। যুদ্ধ প্রিয় বীর যোদ্ধা প্রতিযোদ্ধা দেখিলেই যেমন রণোন্মত্ত হইয়া উঠে তদ্রূপ দূর হইতে সুরত-রণ পণ্ডিত শ্যামসুন্দরকে দেখিয়াই সুরতরতিরণে সজ্জিতা রাইধনী সহাস্যে কন্দর্পমদে মত্ত হইলেন। পরে রতিরণবীর শ্যামসুন্দর সহচরীগণে মিলিত হইয়া নয়নরূপ কন্দর্পবাণ বর্ষন হইতে লাগিল। প্রথমে নয়নে নয়নে কন্দর্পবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। তৎপরে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন পরস্পর বাহুবন্ধনে পরস্পরকে স্ববশে আনয়ণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দেহে দেহে স্পর্শ হইতে কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিতেছেন না। গীতকর্ত্তা গোবিন্দ দাস সখীভাবাবেশে কহিতেছেন— কোন্ তরঙ্গে কিঙ্গিনী বাজিতেছে-আমি এখনও বুঝিতেছি না। (কেবল বসন্ত অভিসারেই গীতবাদ্যাদিসহ বনগমনের রীতি। বসন্ত অভিসারের এই গীত সার্ব্বকালিক গানের ভিতর কেন? এই প্রশ্নটির উত্তর বোধহয় যুব-যুগলের ইচ্ছানুসারে 'কাল' লীলার অধীন হইয়া লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন,—লীলাশক্তি সর্ব্বদাই অঘটন-সংঘটনী।

(৮)

মায়ূর

সঘনে আলিঙ্গন কুরু কতছন্দ,
যনু ঘন দামিনী লাগল দ্বন্দ!
বদনে বদন ধরু।''মনমথ-ফন্দ—
কিয়ে, একুঠামে বান্ধল যুগচন্দ?
মদন-মহোদধি উছল হিলোর—
যনু নিধি-যুগল করত ঝকঝোর!
শ্রমজলে-পুরিত দুহু ভেল এক
যনু রতি মঙ্গল-জয়-অভিষেক!
ঘেরি রহল, কচ-তিমির-বিথার—
যনু, রণ-জীতল—জয় পরচার!
রাগী অধর, উরজ-অতি-চণ্ড—
নাগণয়ে রদ-নখ-খণ্ডন-দণ্ড!!
কুচপর বিদগধ-পানি বিরাজে—
কনক-কলসে যনু কিশলয় সাজে!!
সব কাননভরি পরিমল ভাণ
হরি বল্লভ—অলী কূল গুণ গান।

৮। কন্দর্পকেলি মহাসমুদ্রে নবযুবদ্বন্দ্বের অদ্ভুত অভিরাম কেলিবিলাস—রাই বিনোদিনী কত মনোহর ছন্দে প্রান বঁধুকে আলিঙ্গন করিতেছেন। দেখ,—যেন মেঘের উপর বিদ্যুৎ সঘনে (গর্জ্জনসহ) কত কত অঙ্গভঙ্গি করিয়া খেলা করিতেছে। অথবা মেঘ ও বিদ্যুতের যুদ্ধ হইতেছে। পরস্পরের বদন-সম্মিলনের (চুম্বন অবস্থায়) সৌন্দর্য্য যেন—মন্মথের ফাঁদ দুই শশধরকে একত্রে বন্ধন করিয়াছে। আজ যেন মদন-মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-হিল্লোলে নিধি-যুগল হেম-নীল (রাধা-কৃষ্ণ) মহামণি ঝক্-ঝক করিতেছে। দেখ, শ্রমজলে পূর্ণিত দূই-কলেবর এক হইয়া গিয়াছে। যেন শ্রমজলে রতি-জয়ের মঙ্গল অভিষেক হইতেছে। দেখ বিনোদিনী রাধার ঘনকৃষ্ণ বিথারিত কুন্তলরাজি একসঙ্গে দুই পূর্ণচন্দ্রকে (রাধা-কৃ-ষ্ণবদনচন্দ্র) আচ্ছাদন করিয়া বিরাজ করিতেছে। যেন রণ বিজয়ীর ন্যায় আমাদের রতিরণ বিজয়িনীর জয় ঘোষণা করিতেছে। রাগী অধর অর্থাৎ তাম্বুল-রঞ্জিত শ্রীরাধা-রানীর অধর এবং উরজ অতিচণ্ড অর্থাৎ উন্নত এবং দৃঢ় পয়োধর যুগল নাগরের দন্ত এবং নখাঘাতকে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। কুচোপরি বিগদ্ধশিরোমণি শ্যামসুন্দরের অরুণ হস্তকমল যেন স্বর্ণ-কমলোপরি কোমল কিশলয়ের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে। নিকুঞ্জ কেলি-কানন ব্যাপিয়া পরিমল-ভ্রান্ত (পরিমল ভ্রমে) ভ্রমর নিকর গুঞ্জনছলে রাধা-মাধবের গুণগাণ করিতেছে,—শ্রবণ করিয়া গীতকর্ত্তা সখীভাবাবিষ্ট শ্রীহরিবল্লভ অন্য সখীর সম্বোধনে এই গীতে যুগল-বিলাসের গুণগান করিতেছেন।

(৯)

শ্রীরাগ

কিবা সে দোহার রূপ!
কিশোরা কিশোরী, পশরা পসারি*, রভস-রসের কূপ।।ধ্রু।।
রবির কিরণে, মলিন, ইন্দু, কুমুদ লাজে,
চান্দের ভরমে, চকোর মাতল, ইন্দীবর হাসে মাঝে!
চান্দের উপরে, এক বিধুবরণ*, ইন্দু উপরে শশী!
চকোর—উপরে, পিয়ে সুধাকর—খঞ্জন উপরে বসি*
যমুনা তরঙ্গে করুণ উদয়, তারার পসার তথা,
অরুণ চাপিয়া তিমির রহল, কিনা অদভূত কথা!!
তড়িত উপরে* সুমেরু শিখর, ঘনের জনম তায়,
কনক* লতায়, মুকুতা ফলল, কেবা পরতিত যায়।
রাধামাধবের, আরতি এসব, কহিতে ভরসা কায়,*
রসের পাথারে নাজানি সাতারে, ডুবিল শেখর রায়।

৯। এই গীতে বিপরীত বিলাসে রূপমাধুর্য্য বর্ণন—

সখীর উক্তি—অহো! দুইজনের (যুব-যুগলের) রূপমাধুরী কি অপূর্ব্ব!

আজ কিশোর-কিশোরী যে রূপের পশরা বিস্তার করিয়াছেন—তাহা যেন আনন্দরসের কূপ হইতে রসের উৎস উচ্ছলিত হইতেছে। আকাশের সূর্য্যের কিরণে (দিনে) চন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়া যায় এবং কুমুদিনী যেন লজ্জায় মুদিত অর্থাৎ মুখাচ্ছাদন করে। চন্দ্রতুল্য শ্রীরাধার চন্দ্রবদন দর্শনে চন্দ্রভ্রমে চকোররূপ শ্রীকৃষ্ণকে মত্ত দর্শন করিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে থাকিয়া শ্রীরাধার নয়নকমল হাস্য করিতেছে। দেখ! দেখ! শ্রীকৃষ্ণ মুখচন্দ্রের উপরে শ্রীরাধার মুখচন্দ্র বিরাজিত।—যেন চন্দ্রের উপরে চন্দ্র। চকোর ধরাতলে থাকিয়া উর্দ্ধমুখে চন্দ্র সুধা পান করে; কি অদ্ভুত দেখ! দুইটি প্রমত্ত চকোর দুইটি খঞ্জনের উপরে বসিয়া নিম্নমুখে চন্দ্রসুধা পান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল-ললাটে (যমুনা সাদৃশ্যে) শ্রীরাধার কপালের সিন্দুর লিপ্ত (সূর্য্যের সদৃশ) দেখিয়া বলিতেছেন—দেখ! দেখ! যমুনার সলিল তরঙ্গে সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। আরও দেখ! যমুনাতরঙ্গে তারাগণও (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে শ্রীরাধার মুক্তাহারের ছিন্ন মুক্তাবলী বিকীর্ণ দর্শনে) প্রসারিত হইয়াছে। আরও কি অদ্ভুত কথা। শ্রীরাধার বিক্ষিপ্ত কৃষ্ণ কেশরাশি তাহার সিন্দুরের উপর পতিত দেখিয়া বলিতেছেন—দেখ! তিমির অরুণকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কেলিবিলাসান্তে শ্রীরাধার ক্রোড়ে শায়িত শ্রীকৃষ্ণ (আলিঙ্গিত অবস্থায়) দেখিয়া বলিতেছেন—আরও দেখ,—এখন সৌদামিণীর (বিদ্যুৎবর্ণা শ্রীরাধার) উপরে সুমেরু (শ্রীকৃষ্ণ) অবস্থিত, হওয়ায় তাহাতে মনে হইতেছে যেন মেঘের সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীরাধার কনক কান্তিতে ঘর্ম্মবিন্দু দর্শন করিয়া কহিতেছেন—স্বর্ণলতায় মুক্তাফল ফলিয়াছে। কে ইহাতে বিশ্বাস করিবে? শ্রীরাধা-মাধবের এই অলৌকিক রতিবিলাসের পরিণতি কাহাকে বলিব? গীতকর্ত্তা রায় শেখর শেষে বলিতেছেন—আমি সাঁতার জানিনা রসের অগাধ পাথারে ডুবিলাম।

(১০)

কামোদ

করতলে কুম কুমে, সোমুখ মাজল অলক তিলক লিখিভোর,
সজল বিলোচন, ঘন ঘন হেরইতে, ভাকই গদ গদ বোল!

ধনি ধনী রমণী-শিরোমণি-রাই—

লোচন ওত, করত নাহি মাধব, নিশি দিশি রস অব গাই!
লোচন-খঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই, নব-কুবলয় শ্রুতি মূলে,
অতসী-কুসমগোরি, ললিত হৃদয়ে ধরি, কৃপণ-হেম-সমতুলে।
যাবক-চিত্র—চরণ পর-লেখই, মদন-পরাজয় পাঁতি,
গোবিন্দ দাস—কহই ভেল কানুকো লিখইতে আরকত-ভাতি।

১০। শ্রীরাধার শৃঙ্গার— লীলাবসানে শ্রীরাধা বেশভূষা বিস্রস্ত দর্শনে মদভরে কান্ত

শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—অভিসারের সময় আমার যেরূপ বেশবিন্যাস ঠিক্ সেরূপ করিয়া দাও। এই বাক্যে কলানিপুণ নাগর প্রিয়তমার বেশ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেখ! কলাগুরু কোমল করতলে কুম্ কুম্ দ্বারা বদনকমল মার্জ্জন করিয়া দিলেন। পরে চন্দন-কুকুঁমাদি দ্বারা পত্র-পুষ্পাদি রচনা করিতে করিতে বিভোর হইয়া গেলেন। সজল নয়নে বিনোদিনীর বদন কমল পুনঃ পুনঃ দর্শনে কথা বলিতে কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া উঠিল। ধন্যা আমাদের রমণী শিরোমণি রাইধনী! শ্রীশ্যামসুন্দর তাঁহাকে একমুহূর্ত্ত নয়নের অন্তরাল করিতে পারেন না। দেখ। রাধার নয়ন-খঞ্জন-দুটিতে অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত করিতেছেন। আর নব নীলোৎপলে শ্রুতিমূলে রচনা করিতেছেন। কৃপণের কাছে স্বর্ণপিণ্ড (সোনার বাট) যেমন প্রাণতুল্য তদ্রূপ অতসী-কুসুমাদি শ্রীরাধা ললিত হৃদয়ে ধরিয়া রহিয়াছেন। দেখ! দেখ!! শেষ অভিলাষ প্রিয়তমার রাতুল চরণে যাবক চিত্র রচনা করিতেছেন। তাহাতে যেন মনে হইতেছে, কন্দর্প আপনার পরাজয় পত্র লিখিয়া দিতেছে। সখী-ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা বলিতেছেন—আহা! লিখিতে লিখিতে কানুর দেহখানিও যাবকের ন্যায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

(১১)

প্রার্থনা। বরাড়ি

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে—
দুহু অতি-রসময়, সকরুণ হৃদয়, অবধান কর নাথ মোরে,
হে কৃষ্ণ! গোকুলচন্দ্র, গোপীজন-বল্লভ, হে কৃষ্ণ প্রেয়সী—
শিরোমণি!
'হেম-গৌরী, শ্যাম-গাত্র' শ্রবণে পরশমাত্র গুণ শুনি জুড়ায়
পরাণি,
'অধম দুর্গতজনে কেবল করুণামনে, ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি—
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে, উপেখিলে মোর নাহি
গতি,
জয় কৃষ্ণ জয় রাধে! জয় কৃষ্ণ জয় রাধে! জয় কৃষ্ণ! জয় রাধে
রাধে!
অঞ্জলি মস্তকে করি নরোত্তম ভূমে পড়ি কহে পহু পূর—
মোর সাধে।

১১। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সিদ্ধদেহাভিমানে সেবাপ্রাণা সখীভাবাভেশে যুগল-বিলাস আস্বাদন করিতে করিতে বাহ্যস্ফুর্ত্তিতে সদৈন্য লালসাময় কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন—হে রাধাকৃষ্ণ আমার এই নিবেদন শ্রবণ কর। যদিও এরূপ প্রার্থনা করার যোগ্যতা আমার নাই;—তথাপি ইহার কারণ,— তোমরা আমার প্রভু! (অর্থাৎ সমর্থ) অতএব এ দাসের (দাসীর) প্রার্থনায় অবধান (মনযোগ) কর। হে কৃষ্ণ! তুমি গোকুলচন্দ্র,—চন্দ্রের ন্যায়

সর্ব্বানন্দদায়ক (তাপ নাশকারক)। তুমি সমস্ত গোপীগণের প্রাণাধিক প্রিয়তম। হে কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি রাধা! তোমরা দুইজনে কৃপাকণ দানে বঞ্চিত করিবে না— আমার এই বিশ্বাস। হে গৌরাঙ্গিনী রাধে! হে শ্যামসুন্দর! তোমাদের গুণ কর্ণে স্পর্শমাত্রই প্রাণ শীতল হয়ে যায়। আমি দুগতির অন্ধকূপে পতিত থাকিলেও—অধম-দূর্গত জনের প্রতি তোমাদের অবিচারিত করুণার কথা সাধুগণের মুখে শুনিয়াছি। তোমাদের অধমতারণ গুণের যশে ত্রিভূবন পূর্ণ। সাধুর উক্তিতে আশাবদ্ধ হইয়া আনন্দে তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম—(কারণ সাধুর কথা কখন মিথ্যা হয় না।) এবে তোমরা উপেক্ষা করিলে আমার আর অন্য কোন উপায় নাই। তোমাদের ছাড়া আর জগতে কে আছে—তাহার আশ্রয় লইব। হে রাধে! হে কৃষ্ণ! তোমাদের জয় হউক! তোমাদের জয় হউক!! তোমাদের লীলা বিলাস সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ। করুক! মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক ভুলুণ্ঠিত প্রণতি করিয়া প্রার্থনা করিতেছি এই শরণাগতের প্রতি করুণা কর। দাসীর অনুদাসী করিয়া আশা পূর্ণ কর।

---

(১২)

পূরবী

দোঁহু মুখ সুন্দর কি দিব উপমা!
কুবলয়-চান্দ মিলন একু ঠামা,
শ্যামর-নাগর, নাগরী গোরী—
নীলমণি-কাঞ্চনে লাগল জোরি!
নিবিঢ় আলিঙ্গনে পীরিতি রসাল—
কনক-লতা যৈছে—বেঢ়ল তমাল!
রাই-পয়োধরে প্রিয়কর সাজ—
কুবলয়ে শম্ভূ পূজল কামরাজ?
রায় শেখর কহে—নয়ন-উল্লাস
নব-ঘন থির-বিজুরী পরকাশ!!

১২। অহো! আজ শ্রীরাধা শ্যামসুন্দরের বদনকমলের সৌন্দর্য্যের উপমা কি দিব। যেন চন্দ্র এবং কুবলয় (পদ্ম) একত্র সন্মিলিত হইয়াছেন। দেখ! শ্যামবরণ নাগর এবং কাঞ্চনবরণী নাগরী রাধা—যেন ইন্দ্রনীলমণি স্বর্ণমণ্ডিত আভূষণতুল্য শোভা বিস্তার করিয়াছে। কেলিবিলাসময়ী রসময়ী রাধার প্রগাঢ় প্রীতিরসভরে নাগরমণিকে আলিঙ্গনে মনে হইতেছে, যেন হেমলতায় তমালবৃক্ষ বেষ্টিত। প্রেমময়ী রাধার পয়োধরে প্রিয়তমের ন্যস্ত করমলের শোভা যেন কন্দর্পরাজ নীলপদ্মদ্বারা স্বর্ণময় শম্ভুর পূজা করিতেছেন। গীতকর্ত্তা সখীভাবাবেশে বলিতেছেন—অহো! দেখ আজ আমাদের সন্মুখে নয়নোল্লাসজনক নবঘন (নূতন মেঘ) এবং স্থির বিদ্যূৎ প্রকাশিত রহিয়াছে।

শুক্লা দ্বিতীয়া ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

অষ্টাদশী ক্ষণদা

(শুক্লা তৃতীয়া)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—সিন্ধুড়া— (১)

নিজগুণে গাঁথিয়া, নাম-চিন্তামণি, জগতেপরাওল হার!
কলি-তিমিরাকুল, অখিল লোক দেখি, বদন-চাঁদ পরকাশ,
লোচন-প্রেম—সুধারস-বরিষণে, জগজন তাপ বিনাশ।
ভকত-কলপতরু—অন্তরে অন্তরু রোপল ঠামহিঠাম,
যছু পদতল, অবলম্বন-পন্থিক, পূরল নিজ নিজ কাম;
ভাব-গজেন্দ্র চড়াওয়ে অকিঞ্চনে, ঐছন পঁহুকো বিলাস,
সংসার—কাল—কূট-বিষে দগধল, একলি গোবিন্দ দাস!

১। জীবের জীবন করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগতে সমুদ্রকে রত্নাকর বলা হয়। কিন্তু তাহার অতলগর্ভ হইতে রত্ন আহরণ করা সহজসাধ্য নয়—সাধারণ মানুষের ত কল্পনা বহির্ভূত। বহু শ্রমসাধ্য সেই রত্নমণির বিনিময়েও যাহা লভ্য নয়,—সেই অমূল্য চিন্তামণি সদৃশ শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি পরম দয়াল শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় প্রেমগুণরূপ সূত্রে গ্রন্থন করিয়া জগজনের (আবিষ্কারে অসমর্থ সকলের) কণ্ঠে পরাইয়া দিতেছেন। আর জগতের লোক সকলকে কলিকল্মষরূপ তিমিরে আকুল দর্শনে করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর আপন বদনচন্দ্র প্রকাশে অর্থাৎ শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমনেত্রে অশ্রুবিসর্জ্জনরূপ প্রেমামৃত বর্ষণে জগজনের ত্রিতাপ জ্বালা নাশ করিতেছেন। করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর দূর হইতে দূর স্থানে স্থানে ভক্তরূপ কল্পতরু রোপণ করিতেছেন। যাঁহাদের পদাশ্রয়ে সংসারপথের পথিকগণ স্ব স্ব অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। প্রভু শ্রীগৌরকৃপানিধির অপূর্ব্ব বিলাস দর্শন করুন!—অকিঞ্চন অর্থাৎ যাহারা সহায়-সম্বলহীন জীব তাহাদের পর্য্যন্ত ভাবরূপ হস্তিরাজের উপরে চড়াইয়া বিচরণ করাইতেচেন। গীতকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদাস দৈনোক্তিসহ কহিতেছেন—শ্রীপ্রভূর ঐরূপ করুণাবতার লীলায় আমি একাই বঞ্চিত হইলাম এবং নিরন্তর সংসাররূপ কালকূট বিষে দগ্ধ হইতেছি।

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য—শ্রীরাগ— (২)

নিতাই, করুণাময়—অবতার,
দেখিয়া দীনহীন, করয়ে প্রেমদান, আগম নিগমের সার।
সহজে ঢলঢল, সজল-নিরমল—কমল, জিনিয়া আঁখি-শোভা।
বদন—মণ্ডল, কোটি-শশধর জিনিয়া জগ-মন-লোভা!!

অঙ্গ সুচিক্কণ, মদন-মোহন, কণ্ঠে শোভে, মণিহার!
বচন-রচন—শ্রবণে, দূরে গেল পাতকী-মন—আন্ধিয়ার!!
নবীন-করী-কর, জিনিয়া ভূজ-বর, তাহে শোভে হেমদণ্ড!
হেরিয়া সবলোক, পাসরে দুঃখ শোক, খণ্ডয়ে হৃদয় পাষণ্ড!!
নিতাইর কুরুণায় অবনী ভাসল, পূরল জগমন-আশ!
ও প্রেম লবলেশ—পরশ না পাইয়া কান্দয়ে হরিরাম দাস।

২। শ্রী গৌরসুন্দরের ন্যায় শ্রীনিতাইচাঁদ ও করুণাময় অবতার। জগতের দরিদ্র অধম অনাচারীগণকেও দেখিয়াই বেদাদির সার প্রেমধন দান করিতেছেন। প্রস্ফুটিত কমলের স্বাভাবিক সজল নির্ম্মল ঢলঢল শোভা হইতেও শ্রীনিতাইচাঁদের নয়নশোভা অতি মনোহর। আর কোটিচন্দ্র হইতেও বদন-মণ্ডল অতি সুন্দর সকল জগজন মন আকর্ষণকারী। শ্রীঅঙ্গকান্তি এমনই চাকচিক্যময় যে তাহাতে মদন ও মোহিত হন। সুন্দর কণ্ঠে মণিহার শোভা পাইতেছে। তাঁহার সুমধুর বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া পাতকীগণের চিত্তের মালিন্য দূর হইতেছে। হস্তিশাবকের শুণ্ড-নিন্দিত বাহুযুগল—তাহাতে স্বর্ণদণ্ড সুশোভিত। তাহা দর্শন করিয়া জগতের লোক দুঃখশোক বিস্মৃত হইতেছে। এবং হৃদয়ের পাষণ্ডত্ব দূর হইতেছে। আজ শ্রীনিত্যানন্দের করুণায় প্রেমবারিতে পৃথিবী প্লাবিত হইল,—জগজনের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল, কিন্তু দূর্ভাগা হরিরাম দাস ও প্রেমের কণামাত্র স্পর্শ না পাইয়া কন্দন করিতেছে।

নায়কপ্রাহ—ভূপালী— (৩)

যমুনা যাইতে পথে, রসবতী রাই,
দেখিয়া বিদরে হিয়া সম্বিত না পাই!
কিবা খেনে আনু সখি! কি দেখিনু তারে
সে রূপ লাবণি, বনি নয়ন উপরে।ধ্রু।
মেলিয়া দীঘল কেশ, ফেলিয়া নিতম্বে
চলে বা না চলে ধনী রস-অবলম্বে!
তাহ মুখ মনোহর ঝল মল করে,
কাম-চামর করে পূর্ণ-শশ ধরে?
তথি বিরাজই শ্রম-ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু,
মুকতা-ভূষিত যনু পূর্ণমীকো ইন্দু!
ফুয়ল-নীলিম-বাস রহে আধ-উরে—
আধ-গিরি-মাঝে যনু নবজলধরে!
উর-আধ পর লোলে মুকুতার হার—

সুমেরু শিখরে যনু-সুরনদী ধার।
মঝু মন রহ তহি—করত সিনান,
গোবিন্দ দাস কহে ইহ পরমাণ।

৩। যমুনার পথে শ্রীরাধার রূপ দর্শনে বিমোহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবশতা দর্শন করিয়া কোন সখী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,—শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—দেখ সখি! আজ যমুনায় যাইতে রসময়ী রাধাকে পথে দর্শনাবধি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। আজ কি ক্ষণে এসেছিলাম। তাহার রূপলাবণ্য দেখিলাম তাহা আর কি বর্ণন করিব। সে রূপলাবণ্য আমার নয়নে লাগিয়া রহিয়াছে। সে ধনী দীর্ঘ উন্মুক্ত কেশরাশি নিতম্বে ফেলিয়া রসভরে গমন করিতেছিল। কিন্তু গমন করিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে তাহা বুঝা যায় না। চঞ্চল কেশকলাপের মধ্যে তাহার মুখচন্দ্র ঝলমল করিতেছে,—তাহতে মনে হইল, পূর্ণচন্দ্র কন্দর্প-চামর ধারণ করিয়া উদিত হইয়াছেন। সেই চন্দ্রাননীর বদনোপরি শোভিত শ্রমজনিত ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু দর্শন করিয়া মনে হইল পূর্ণিমার চন্দ্র মুক্তার অলকাঁর পরিয়াছে। উন্মুক্ত নীল বসনখানি বক্ষের অর্দ্ধভাগের উপরে রহিয়াছে,—তাহতে যেন অর্দ্ধ পর্ব্বত মধ্যে নব মেঘ শোভা করিতেছে। অপর অর্দ্ধবক্ষস্থলে মুক্তাহার দুলিতেছে—তাহাতে মনে হইতেছে যেন সুমেরু পর্ব্বত-শিখরে সুরনদীর ধারা শোভিত। আমার মন সেখানে থাকিয়া গিয়াছে এবং সেই সুরনদীতে স্নান করিতেছে। সখীভাবে গোবিন্দ দাস কহিতেছেন—তোমার ভাব দেখিয়া কথাগুলি সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। অর্থাৎ সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

দূতীপ্রাহ,—ধানসি— (৪)

কাঞ্চন-গোরী—ভোরি, বৃন্দাবনে—বিহরই* সহচরী মেলি—
তুয়াদিঠি-মিঠ—গরলে, তনুভরল—তৈখনে শ্যামরী ভেলি!
মাধব! সো-অবিচল-কুল-রামা—
মরমহি গোই—রোই, দিন যামনী, গুনি গুনি তুয়া গুণ গামা!
গুরুজন অবোধ, মুগধ-মতি পরিজন, অলখিত-বিরহ* বিয়াধি
কি করব, ধনি মণি-মন্ত্র-মহৌষধি? লোচনে লাগল সমাধি!
খনে খনে অঙ্গ ভঙ্গী, তনু মোড়ই, কহত ভরম-ময়-বাণী
'শ্যামর' নামে—চমকি তনু ঝাপই, গোবিন্দ দাস কিয়েজানি!

ফুলল—উন্মুক্ত

৪। উক্ত সময়ে কোন দূতী শ্রীরাধার নিকট হইতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছে,—মাধব! তুমি শ্রীরাধার এ কি করিলে? কাঞ্চন-বরনী শ্রীরাধা সখিগণ সঙ্গে বিচরণ করিতেছিল—এমন সময় তোমার দৃষ্টি রূপ-মিষ্টবিষে তাহার দেহখানি পূর্ণ হইয়া গেল

এবং তৎক্ষণাৎ গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা একেবারে শ্যামবর্ণা হইয়া গিয়াছে। সে অবিচল কুলবধু! সে হৃদয়ে কথা গোপন করিয়া—তোমার গুণগ্রাম গণিতে গণিতে দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতেছ অজ্ঞান গুরুজনগণ এবং মোহিত-বুদ্ধি পরিজনবর্গ লোকলোচন বহির্ভূত বিরহ-ব্যাধি বিষয়ে অজ্ঞতা হেতু কত মণিমন্ত্র ও মহৌষধ প্রয়োগ করিতেছে; কিন্তু তাহাতে বিরহজ ব্যাধির কি করিবে? ধনীর চক্ষে সমাধি লাগিয়া গিয়াছে— (অর্থাৎ চক্ষুস্থির হইয়া গিয়াছে)। ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গভঙ্গি এবং অঙ্গ মোড়া দিতেছে। কখন ভ্রমময়ী বাক্য (প্রলাপ) বলিতেছেন। তবে (তোমার) শ্যাম নাম শ্রবণে চমকিত হইয়া অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে থাকে। দূতী-ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গেবিন্দদাস কহিতেছেন—এ সকল ভাবের অর্থ কি জানি!

সুহই—দেসাগ— (৫)

সহজে লুনিকো-পুতলী-গোরী,
জারল, বিরহ-অনল তোরি।
বরণ কাঞ্চন এদশ বান,
শামরী, স্মউরি-তোহারি নাম।
অধর সুরঙ্গ* বান্ধলী ফুল—
পাণ্ডুর ভৈগেল ধুতুর তুল।
ফুয়ল কবরী উরহি লোল,
সুমেরু উপরে চামর ডোল!!
শুনহ মাধব কি কহোঁ তোয়।
সমতি না* দিন যামিনী রোয়,
গলায় এ গজ-মোতিম হার—
বসন, বহিতে গুরুয়া ভার!!
অঙ্গুল-অঙ্গুরী—বলয়াভেল!
জ্ঞান দাস * দুঃখ মদন দেল!

৫। শ্রীরাধার উক্ত প্রকার বিরহ-কাতর অবস্থা দূতীমুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তান্বিত এবং নীরব দর্শন করিয়া, দূতী পুনরায় বলিতে লাগিল;—"স্বভাবতঃ ননীর পূতলী গৌরীকে (রাধাকে) তোমার বিরহানলে জর্জ্জরিত করিতেছে। তোমার নাম স্মরণ করিতে করিতে দশগুণ উজ্জ্বল অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ (তোমার বর্ণ) হইয়া উঠিয়াছে। বাঁধুলীফুল সদৃশ সুরঙ্গ অধর ধুস্তর ফুলের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ হইয়া গিয়াছে। উন্মুক্ত কবরী সুমেরুর উপরে চামরী-পুচ্ছের ন্যায় বক্ষোপরি দোলিতেছে। মাধব! শুন! তোমায় আর কি বলব!—"আমি কৃষ্ণের নিকট যাইতেছি—এই কথার উত্তরে "যাও" এই সম্মতি বাক্য বলিবার শক্তিও তাহার নাই! দিনরাত কেবল ক্রন্দন করিতেছে। গলায় গজমুক্তার

হার পরিধানের বসনও বহন করিতে গুরুভার বোধ করিতেছে। আঙ্গুলের অঙ্গুরীও বলয়ের ন্যায় ভারবোধ করিতেছে। গীত কর্ত্তা জ্ঞানদাস কহিতেছেন—তোমার অদর্শনে মদন এত দুঃখ দিতেছে।

কামোদ— (৬)

শুনি বর নাগর, সব গুণে আগোর, সুতনু-বিষম-শর জালা,
মুখ-বিধু ঝামর, তপত-শ্বাস ঝর—ধূসর ভেল বন-মালা।
অনুপম-প্রেমকো-দামা—
গিরিধর বান্ধল, যাহে মহাবল, আনল, যাহা কূল-রামা।
তাহা, পহু পেখল, কুসুম-তলপ-তল, সুতলি অতিক্ষীণ দেহা,
জল ধরে, বিছুরল, পড়ু ধরণী তল—যনু দামিনী-রুচি-রেহা।
সহচরী কত কত, করত যতন শত, শশীমুখী-চেতন লাগি,
যব পিয়-পরিমল, অন্তরে পৈঠল, উঠি বৈঠলি তব জাগি।
যব ধনী ভূজ ভরি, হৃদয়ে ধরল হরি, মুখে মুখে রহল লগাই।
দুহু তনু প্রফুল্লিত, আনন্দ অতুলিত, পুন মুরছিত ভেল রাই!
বর-তনু-আনন—পরশি, শ্যাম-ঘন—যব অধরামৃত বর্ষে—
কহে হরিবল্লভ, দোহুকো নয়ন জলে, পুলক-শস্য ভেল হর্ষে।
ইতি শ্রী গীতচিন্তামণৌ, অষ্টাদশী ক্ষণদা।

৬। দূতীমুখে পূর্ব্বোক্ত দুইটি গীতে প্রিয়তমা শ্রীরাধার বিরহদশার কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বগুণান্বিত নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দীপ্তিহীন হইয়া গেল,—তপ্ত শ্বাস বহিতে লাগিল,—তপ্ত নিশ্বাসে বনমালা পাংশু-বর্ণ হইয়া গেল। অনুপম রাধার প্রেম পাশ মহাবল গিরিধারীকে বন্ধন করিয়া কুলরমণীমণি শ্রীরাধার সমীপে আনয়ন করিল। তথায় শ্রীপ্রভু কি দেখিতেছেন?—অতি ক্ষীণাঙ্গী শ্রীরাধা পুষ্প শয্যায় শায়িতা আছেন। দেখিলেন যেন জলদবিচ্যুতা বিদ্যুৎরেখা ধরাতলে পড়িয়া আছে। চন্দ্রমুখী শ্রীরাধার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত সহচরীগণ কতশত চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু যে মূহূর্ত্তে প্রিয়তমের অঙ্গ-পরিমল অন্তরে প্রবেশ করিল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন। যখন ধনী (শ্রীরাধা) বাহুযুগল দ্বারা প্রিয়তমকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং বদনে-বদন ন্যস্ত করিলেন;—তখন দুইজনার অঙ্গ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল এবং আনন্দাতিশয্যে রাইধনী পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। যখন শ্যামজলধর বরাঙ্গী রাধার বদন-কমলে স্বীয় অধরামৃত বর্ষণ অর্থাৎ চুম্বন করিতে লাগিলেন;—তখন প্রিয়তমার মূর্চ্ছা অপগত হইল এবং উভয়ের নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। সখীভাবে হরিবল্লভ (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) কহিতেছেন,—দেখ! উভয়ের নয়নজলে পুলকরূপ শস্যসমূহ সতেজ হইয়া উঠিয়াছে।

অষ্টাদশী ক্ষণদা (শুক্লা তৃতীয়া সমাপ্ত)

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

ঊনবিংশতি ক্ষণদা-শুক্লা চতুর্থী

সুহই; শ্রীগৌরচন্দ্রস্য— (১)

পতিত হেরিয়া কান্দে, থির নাহিক বান্ধে, করুণ নয়নে চায়,
নিরুপম হেম যনু, উজোর-গৌর তনু, অবনী ঘন গড়ি যায়।
গোরা পহুর নিছনি লইয়া মরি,
ও রূপ-মাধুরী, পীরিতি চাতুরী, তিলে পাসরিতে নারি!
বরণ আশ্রম—কিঞ্চন অকিঞ্চন—কার দোষ নাহি মানে
কমলা শিব বিহি—দুর্লভ প্রেম ধন, দান করল জগ জনে।
ঐছন——সদয়-হৃদয়, প্রেমময়—গৌর ভেল পরকাশ,
প্রেম ধনে ধনী, করল অবনী! বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।

১। সাধারণতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসারে বিহিত-অবিহিত কার্য্যের অনাচরণ অথচ নিন্দিত এবং নিষিদ্ধ কার্য্যকারী—(১) মহাপাচারী—(২) এবং অন্ত্যজগণ—(৩) ধর্ম্মাচরণকারীগণের নিকট অস্পৃশ্য ও বেদধর্ম্মে অনধিকারী। উক্ত সকল পতিত দূর্গত জনের দূর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত হইয়া যিনি ক্রন্দন করিতেছেন,—ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছেন না—তাই তাহাদের প্রতি কুরুণাদ্র নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাহাতে পতিত জীবগণ পরম পবিত্র হইতেছে। যাঁহার নিরূপম স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরতনুখানি প্রেমাবেশে ঘন ঘন ধরণীতে লুণ্ঠিত হইতেছে সেই প্রভূর নিছনি যাই। সেই গৌর-রূপের মাধুরী-প্রেমচাতুর্য্য অর্থাৎ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ-রসাস্বাদন; এবং ন্যাসীবেশে জাতি-কুল-বিদ্যা-ধনাদিতে অভিমানী দাম্ভিকগণের উদ্ধারাদি লীলার মহিমা আমি (গ্রন্থকর্ত্তা) একতিলও ভূলিতে পারি না। বর্ণ-আশ্রম-সক্ষম অক্ষমতাদি কাহার কোন দোষের বিচার না করিয়া, কমলা-শঙ্কর ব্রহ্মাদির ও দুর্লভ যে প্রেমধন জগজনে বিতরণ করিতেছেন। অহো! দেখ! দেখ! ঐ প্রকার কারুণ্য-হৃদয় প্রেমময় শ্রীগৌরচন্দ্র গৌড়মণ্ডলে প্রকট হইয়া সকল জগতেরে প্রেমধনে ধনী করিতেছেন। গীতকর্ত্তা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নিজ প্রতি খেদ করিয়া বলিতেছেন—এমন অপূর্ব্ব প্রেমদানলীলা অবতারে আমি বঞ্চিত রহিলাম।

শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য—শ্রীরাগ— (২)

মরি যাই, এমন নিতাই কেন না ভজিনু!
হরি হরি ধিক্ আরে! কি বুদ্ধি লাগিল মোরে,
হাতে নিধি পাঞা হারাইনু!
কমল জিনিয়া আঁখি শোভা করে মুখশশী,

সকরুণ সবা পানে চায়।
বাহু-পসারিয়া বলে, আইস জীব! করি কোলে,
প্রেম ধন সবারে বিলায়।।
কাছনি কটির বেশ, শোভিছে চাচর কেশ,
বান্ধে চূড়া অতি মনোহরে।
নাটুয়া ঠমকে চলে, বুক বাহি পড়ে লোরে,
ত্রিবিধ জীবের তাপ হরে।।
হরি বল বোল বলে, ডাহিনে বামে অঙ্গ দোলে,
রাম গোরী দাসের গলা ধরি।
মুখে মাখা হাস্য-চান্দ, নিতাইর প্রেমফাঁদ,*
ভাব-সিন্ধু উছল লহরি।।
নিতাই করুণাসিন্ধু, পতিতের এক বন্ধু*
করুণায় জগত ডুবিল।
মদন, মদেতে অন্ধ— বিষয়ে রহল বন্ধ
হেন নিতাই ভজিতে না পাইল।।

২। হায়! এমন নিতাইকে কেন ভজিলাম না! এতে আমার মরণই ভাল। হায়! হায়! আমাকে ধিক! এমন নিধি হাতে পাইয়াও হারাইলাম। যাঁহার নয়ন-যুগল কমলের স্নিগ্ধতাও সৌন্দর্য্যকে জয় করিয়াছে এবং শ্রীচন্দ্রবদনের শোভা বিস্তার করিয়াছে। স্বভাবকারুণ্য হৃদয় নিতাইচাঁদ! তাই সকুরুণ-নয়নে সবাপানে,— অর্থাৎ সর্ব্বজীবের প্রতি অবলোকন করিতেছেন। (কলি-কল্মষাচ্ছন্ন-ত্রিতাপদগ্ধ সর্ব্বজীবের প্রতি অবিচারে সকুরুণ দৃষ্টি) এবং বাহু প্রসারিত করিয়া বলিতেছেন—হে জীবগণ! এস কোলে করি,—এইরূপে সর্বজগতে প্রেমধন বিতরণ করিতেছেন। যাঁহার কটিতে মালকোঁচা (শক্ত করিয়া) বসন পরিধান,— মস্তকে কুঞ্চিত-কেশ এবং তাহাতে অতি মনোহর চূড়া বন্ধন রহিয়াছে। নর্ত্তকের ন্যায় গমন করিতেছেন-এবং যাঁহার বক্ষস্থল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিতেছে,—তাহাতে জীবের ত্রিবিধ তাপ নাশ করিতেছে। যিনি স্ব পার্ষদ রামদাস ও গোরীদাসের গলা ধরিয়া 'হরি বল' এই বোল বলিতে বলিতে ডাইনে-বামে দেহখানি দুলিয়া পড়িতেছে। যাঁহার বদনে হাস্যরূপ চন্দ্র শোভিত-যে হাস্য নিতাইচাঁদের প্রেমের ফাঁদ স্বরূপ। যাহার দর্শনে ভাব সিন্ধুর তরঙ্গ উছলিয়া উঠে;—হায়! এমন নিতাইকে ভজিলাম না। নিতাইচাঁদ করুণার সিন্ধু স্বরূপ! অর্থাৎ নিরন্তর তরঙ্গায়িত ও গর্জ্জনশীল ভাবতরঙ্গে বর্দ্ধনশীল নিতাইচাঁদের করুণায় জগৎ প্লাবিত হইল। আবার পতিত জনের একমাত্র বন্ধু। গীতকর্ত্তা মদন খেদে কহিতেছেন—আমি মদান্ধ হইয়া বিষয়পাশে বদ্ধ রহিলাম। এমন নিতাইকে ভজিতে পাইলাম না।

(৩) শ্রীধানসি

চূড়হি চূড়—শিখণ্ডক-মণ্ডিত মালতী মধুকরমাল
সৌরভে উনমত, ভ্রমরা ভ্রমরী কত, চৌদিকে করত ঝঙ্কার!
সজনি! কোকহু কাম অনঙ্গ?
কেলী কদম্বতলে, সো রতি-নায়ক, পেখলু নটবর-ভঙ্গ। ধ্রু।
কতহু কুসুম-শর* নয়ন-তূণভর, সঞ্চরুভাঙ-কামানে—
নাগরী-নারী—মরমপর হানই, লখই না পারই আনে!
শ্রুতি-মূলে চঞ্চল—মণিময় কুণ্ডল, দোলত মকর আকার
গোবিন্দ দাস, অতএব অবধারল মদন-মোহন অবতার।

৩। শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দর্শনে বিমোহিতা শ্রীরাধা কোন সখীকে কহিতেছেন,—সখি! আজ একজনের অতি অপূর্ব রূপ দর্শন করিয়াছি। তাহার চূড়ার উপরে ময়ুরপুচ্ছ-শোভিত। আর মধুস্রাবী মালতী মালার সৌগন্ধে কত ভ্রমরা-ভ্রমরী চারিদিকে ঝঙ্কার করিতেছে। সখি! কে বলে কন্দর্পের শরীর নাই? কেলি-কদম্বের তলে সেই রতিনায়ককে (কন্দর্পকে) নটবর ভঙ্গিতে দেখিয়াছি। কত কত পুষ্পবাণ তাহার নয়নতূণে (শরাধারে) পূর্ণ আছে,—কে জানে? ভ্রূধনুতে তাহা যোজনা করিয়া নাগরী নারীর মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করে,—তাহা অন্য কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। আর কর্ণমূলে মৎস্যাকৃতি চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল দুলিতেছে। সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলিয়া উঠিলেন—

আমি সকল বুঝিয়াছি—আর বলিতে হইবে না। যাঁহাকে দেখিয়াছ, তিনি মদন নয়; কিন্তু মদন-মোহন অবতার। (মদনে কি তোমার মন হরণ করিতে পারে।)

(৪) শ্রী,

সজল জলধর, অঙ্গ-মনোহর, ছটায় চাহিল নহে,
ঈষত হাসিয়া, মনের আকুতি, অরুণ নয়নে কহে*।
কি আজু পেখলু, বিনোদ-নাগর, কেলী-কদম্বের তলে
রূপ নিরখিতে—আখির লাজ, ভাসিল আনন্দ-জলে।
ফুল-মালা দিয়া, কুন্তল টানিয়া, ময়ুর পুচ্ছের ছাঁদে—
রঙ্গিণী-লোচন—খঞ্জন বাঁধিতে, পাতিল বিষম ফাঁদে।
মকর কুণ্ডল, অনঙ্গ দোলয়ে? 'গণ্ডে দরপণ ভাণে—
ভালে সে মদন, দেখি প্রতিবিম্ব'' গোবিন্দ দাস অনুমানে।

৪। পূর্ব্বোক্ত সখীর বাক্য মানিয়া শ্রীরাধা পুনরায় বলিতেছেন— তাঁর রূপের দীপ্তিতে চাহিতে পারিলাম না? তাঁহার সজল-মেঘের ন্যায় মনোহর অঙ্গকান্তি। মৃদু হাস্য করিয়া

অরুণিত নয়নভঙ্গিতে মনোভিলাষ ব্যক্ত করিতেছেন। আজ কেলিকদম্বের তলে কি অপূর্ব বিনোদ নাগরকে দর্শন করিলাম। তাঁর রূপ দর্শন করিতে চক্ষের লজ্জা (পরপুরুষ দর্শনজনিত) আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া গেল। চূড়া বাঁধার ছলে কেশগুচ্ছ টানিয়া ফুলমালা বাঁধিয়া এবং ময়ুরপুচ্ছ বিন্যাসে রঙ্গিনীগণের নয়নরূপ খঞ্জন বন্ধন করিতে বিষম ফাঁদ পাতিয়াছে। দোলায়মান মকর কুণ্ডল দর্শনে মনে হয় অনঙ্গ স্বয়ং ই দোলিতেছে। তদ্‌ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন—আমার অনুমান হয় প্রদীপ্ত গণ্ডে দর্পণ ভ্রমে মদন তাহাতে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছিল।

(৫) ভাটিয়ারী

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু, ভুলিয়া পীরিতি কৈনু,
পীরিতি-বিচ্ছেদ, সহন না যায়, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু!
সই! পীরিতি দোসর ধাতা—
বিধির বিধান, সব করে আন, না শুনে ধরম কথা*।। ধ্রু।।
সবাই বোলে পীরিতি কাহিনী, কে বলে পীরিতি ভাল,
শ্যাম নাগরের, পীরিতি-ঘুশিতে পাঁজর ধসিয়া গেল!
পীরিতি মিরিতি, তুলে তোলাইনু, পীরিতি গুরুয়াভার
পীরিতি বিয়াধি। যারে উপজয়, সে বুঝে, না বুঝে আর!
কেন হেন সই! পীরিতি করিনু, দেখিয়া কদম্ব-তলে
জ্ঞান দাসে কহে—এমন পরিতি, ছাড়িবে কাহার বোলে?

৫। পিরিতের কথায় পিরিতি বাড়িল।

তাই পুনরায় শ্রীরাধা সখিকে বলিতেছেন,—সখি! প্রথমে রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শনের আকাঙ্খা প্রবল হইল,—দর্শন করিয়া তাঁহার পীরিতে সম্বন্ধে কুল-মান-লজ্জা বিচার বিবেচনা সকলি ভুলিলাম। পরে ভুলিয়া তাঁহার সহিত প্রেম করিলাম। এখন প্রেমের বিচ্ছেদ অসহনীয়,—তাই চোখের জলে ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিতেছি। দেখ সখি পিরিতি একজন দ্বিতীয় বিধাতা। এ বিধাতার যে বিধান সে সমস্তই অন্যথা করিয়া দেয়.—ধর্ম্মবাক্য শ্রবণ করে না। সকলেই পিরিতের কাহিনী বলে; কিন্তু কে বলে পিরিতি ভাল? অন্যের কথা কি দেখ শ্যাম নাগরের প্রেমের মুষ্টিপ্রহারে আমার পাঁজরা ধসিয়া গেল। পিরিতি অর্থাৎ প্রেম, মিরিতি অর্থাৎ মৃত্যু এই দুইটিকে দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করিয়া দেখিলাম মৃত্যু অপেক্ষা প্রেমই গুরুভার। প্রেমব্যাধি যার হয়—সেই তার যন্ত্রণা বুঝে—অন্যে বুঝে না। সখি! শ্যামসুন্দরকে কদম্বতলে দেখিয়াই কেন যে এহেন প্রেম করিলাম? শেষ বাক্যটি শ্রবণ করিয়া দূতীভাবাবিষ্ট জ্ঞানদাস বলিতেছেন,—কাহার কথায় এমন পিরিতি ত্যাগ করিবে?

(৬) সুহই

রাধা—নাম, আধ শুনি চমকই, ধরই না পারই অঙ্গ,
লোচন-লোর—লহরী ভরে আকুল, কোকহু প্রেম-তরঙ্গ!!
সুন্দরি! দূর কর হৃদয় কো বাধা—
রাধা! মাধব—তুয়া, অবধারলু—মাধব কি তুহু রাধা।। ধ্রু।।
তোহারি সম্বাদ—সুধা-রসে উনমত, হসি হসি ঘন তনু মোর,
লেখত পাতি, দেখত নাহি কাজর, গদ গদ-রোধল-বোল।
গীম কি ভঙ্গে পন্থ দরশাওল, দুহু দিঠি পঙ্কজ মুদি—
গোবিন্দ দাস কহই, ধনি! ধনিতুহু, সমুঝহ ইঙ্গিত-শুধি।

৬। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবর্ণন—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে রাধা সমীপে আগত দূতী-তাহার আগমনের কারণ বলিতেছে—রাধে! তোমার বিরহে মাধব বড়ই কাতর। তোমার রাধা নাম অর্দ্ধাংশ শ্রবণে অর্থাৎ 'রা' অথবা 'ধা' অক্ষর শ্রবণেই চমকিত হইতেছেন। অঙ্গ ধারণে অসমর্থ এবং নয়নাশ্রু লহরীতে আকুল হইতেছেন। তাঁহার প্রেমতরঙ্গ কে বর্ণন করিবে? সুন্দরি! হৃদয়ের দুঃখ দূর কর! আমি স্থির বুঝিয়াছি-মাধব তোমার, এবং তুমিও মাধবের রাধা। তোমার সংবাদ-সুধারস প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্ত মাধাব হাসি হাসি ঘন ঘন অঙ্গমোড়া দিতে দিতে পত্র লিখিতে বসিলেন; কিন্তু আনন্দাশ্রুতে কালির রেখা দর্শনের শক্তি রহিল না—আর পত্র লেখা! তারপর তাঁহার কণ্ঠ গদ গদ হইয়া বাকশক্তি রোধ হইয়া গিয়াছে। তারপর কমল-নয়ন-যুগল মুদ্রিত করিয়া গ্রীবা (গীম) ভঙ্গিতে (অর্থাৎ ঘাড় বাঁকাইয়া) সংকেত-কুঞ্জের পথ দেখাইয়া অভিসারের সংকেত করিলেন। দূতীভাবাবিষ্ট-গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন—তুমি ধনিগণের মধ্যে ধন্যা অতএব ইঙ্গিত শুদ্ধি বুঝিয়া লও অর্থাৎ সেইমত কার্য্য কর।

(৭) কেদার

সাজল, মদন—কলা-রস-রঙ্গিনী, শ্যাম-মিলন-রস-সাধে,
শ্রীবৃন্দাবনে—বিজয়ী বিনোদিনী, রমনী-শিরোমণি-রাধে।
কুঞ্চিত-কেশ—বেশ, ভালে রঞ্জিত, লীলা-কমল-বয়ানী,
শ্রবণ রসাল, কনক-নব-মঞ্জরী, মনমথ-মথন-নয়ানী।
চান্দনি চাহি—চাকোর মুদিত ফিরে, সুললিত-মুরলী-সুতান,
উনমত-কোকিল, পঞ্চম গাওত, শুনি ধনী করল পয়ান।
হংসিনী-গমনী, চলতি-অতি-মন্থর, লীলা-পদ-গতি শোভা,
কহে যদুনাথ সাথ ব্রজ সুন্দরী, শ্যাম-পিরিতি-রসে লোভা।

৭। দূতীমুখে কৃষ্ণের প্রেমবিহ্বল অবস্থা শ্রবণে, কন্দর্পকলা রঙ্গময়ী বিনোদিনী রাধা আজ শ্যামনাগরের সহিত মিলন সুখরস আস্বাদন-অভিলাষে সজ্জিত হইয়া বৃন্দাবনে অভিসার করিলেন। রমনীশিরেমণির কুঞ্চিত কেশের শোভা,—রঞ্জিত ললাট-লীলাকমল দ্বারা কমলবদনে ধাবিত ভ্রমর তাড়াইতেছেন। কর্ণে স্বর্ণলতার নবমঞ্জরী শোভিত। নয়নযুগল মন্মথেরও গর্ব্ব-নাশিনী। চন্দ্রকিরণ দর্শনে চকোর আনন্দে এদিক-ওদিক ফিরিতেছে। অন্যত্র সুললিত মধুরতানে মুরলী ধ্বনি হইতেছে। উন্মত্ত কোকিল পঞ্চমস্বরে গান করিতেছে। এই সকল শ্রবণ করিতে করিতে ধনি রাইবিনোদিনী লীলাপদ গতিতে শোভা বিস্তার করিয়া মনোহর অতি মন্থর গমনে অভিসারে চলিলেন। সখীভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তা যদুনাথ কহিতেছেন—শ্যামপিরিতিরসলুব্ধ হইয়া ব্রজসুন্দরীগণকে সঙ্গে লইয়া হংসিনীগণের ন্যায় হেলিতে দুলিতে চলিতেছেন।

(৮) বাসক-সজ্জা—কামোদ।

সাজল-কুসুম শেয, পুনঃ সাজই, জারই জারল বাতি
বাসিত খপুরে, কপূর পুনঃ বাসই, ভৈগেল মদন ভঁরাতি,
আজু ধনী সাজলি বাসক-শেয
মনমথ লাখ, মনোরথে ধাবই, অঙ্গে অঙ্গে নাহি তেজ। ধ্রু।
ঘন ঘন অভরণ অঙ্গে চড়াওই, খনেখনে তেজই তায়
সচকিত নয়নে, চমকি খনে উঠই, হেরই নিজ তনু-ছায়!
কাতর বচনে সম্ভাষই, "সহচরি! কাহে বিলম্বাওত কান?"
গোবিন্দ দাস কহই, অব শুনিয়ে সঙ্কেত-মুরলী নিসান।

৮। পুর্ব্বগীতোক্ত-ভাবে বাসক সজ্জা নিকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া সখীগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতে সজ্জিত কুঞ্জগৃহ পুনরায় নিজ মনের মত করিয়া সাজাইতে লাগিলেন। সজ্জিত কুসুম-শয্যা পুনরায় স্বহস্তে সাজাইলেন। প্রদীপ্ত দীপ আরও উজ্জ্বল করিলেন। সুগন্ধি তাম্বুল কর্পুর দিয়া অধিক সুবাসিত করিলেন। এই সকল করিয়াও যেন করা হয় নাই—মদনাবেশে এইরূপ ভ্রান্তি হইতে লাগিল। (ভঁরাতি-ভ্রান্তি)। কোন সখী অন্য সখীকে বলিতেছেন—দেখ আজ আমাদের রাইধনী বাসকসজ্জা সাজাইয়াছেন। বিনোদিনীর অঙ্গমাধুরীতে যেন লক্ষ লক্ষ মন্মথ মনোরথে ধাইয়া আসিয়া প্রতি অঙ্গে উদয় হইয়াছে,—আর ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছে না। দেখ বৃন্দাদেবী আনিত নানা প্রকার আভরণ ঘন ঘন অঙ্গে পরিতেছেন,—আবার কান্তের আগমন বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া প্রতিক্ষণে ত্যাগ করিতেছেন। নিজ অঙ্গছায়া দর্শনে প্রিয়তমের আগমন ভ্রমে ক্ষণে চমকিত হইয়া চকিত-নয়নে চহিতেছেন এবং কাতর বচনে সখিগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,-সখি! আজ কানুর এত বিলম্ব হইতেছে কেন? এই কথা শুনিয়া সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস উত্তর দিতেছেন,-এখন ঐ সংকেত মুরলী-ধ্বনি শোনা যাইতেছে—দেখি, কিছু বুঝিতে পারা যায় কিনা।

(৯)—গুজ্জরী।

ঘনঘন, নীপ—সমিপহি শুনিয়ে, সঙ্কেত-মূরলী-নিসান
রহি রহি বাম—পয়োধর পন্দই, তেজ বুঝি মিলব কান!
দেখ সখি! পাপ—চতুর্থীকো চান্দ!
হরি অভিসার, এহি বিলম্বাওত, পাতি কিরণময় ফাঁদ!
মনহি মনোরথ, চঢ়ল মনোরথ, ধৈরয ধরণ না যাত
মণিময় হার, ভারযনু লাগত, অভরণ দূরকরুগাত!
ধরণী-শয়নে একু, মোহে শোয়াওত, কুসুম-শয়নে জিউ কাঁপ
গোবিন্দদাস কহ, গহন প্রেম-গহ, দহনে দেওয়াওই ঝাঁপ!

৯। পুষ্পশয্যায় শায়িতা অবস্থায় কান্তাশিরোমণি শ্রীরাধা বলিতেছেন—কদম্বতরুমূল হইতে ঘন ঘন মুরলীর সংকেতধ্বনি শুনা যাইতেছে। আর বাম পয়োধর থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত হইতেছে,—তাহাতে মনে হইতেছে কানু অবশ্যই আসিয়া মিলিত হইবেন। দেখ সখি! শুক্লা চতুর্থীর পাপী চন্দ্র উদিত হইয়া জ্যোৎস্নার ফাঁদ পাতিয়া হরির অভিসারে আসিবার বিলম্ব ঘটাইতেছে; কিন্তু আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। কন্দর্প মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনোভিলাষের উপর চড়িয়াছে। সখি! মণিময় হার অত্যন্ত ভারবোধ হইতেছে। আমার অঙ্গ হইতে দূর করিয়া ফেলিয়া দাও। সখি! আমাকে একবার ভূমিতে শয়ন করাও,— পুষ্পেশয্যায় আমার প্রাণ কাঁপিতেছে। সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন,—প্রেমযাতনা দুরধিগম্য। সুকুমারী রাধাকে আগুণে ঝাঁপ দেওয়াইতেছে।

(১০) উৎকণ্ঠিতা—মঙ্গল

ঋতু-পতি-রাতি, উজোরল-হিমকর, মলয় সমীরণ মন্দ
কানু-আশ-আসে, চপল-মনোভব—মনহি বিথারল দ্বন্দ!
সজনি! পুন যনি সম্বাদহ কান—
কালিন্দী-কূলে, অবহি বিরহানলে, তেজব দগধ-পরাণ। ধ্রু।
কিশলয়-দহন—শেষ, অবসাজহ, আহুতি চন্দন-পঙ্কা—
দ্বিজ-কুল-নাদ-মন্ত্রে, তনু জরজর, দূরে যাঙ-প্রেম-কলঙ্কা!
চিত-রতন-মঝু, কানু-পাশ রহু—অবহু না মিলল মোয়!
গোবিন্দ দাস কহই, ধনি! বিরমহ, কানু মিলাওব তোয়।

১০। এক্ষণে শ্রীরাধা উৎকণ্ঠিতা নায়িকাভাবে কহিতেছেন—সখি! আজ ঋতুপতি বসন্ত রজনী,—তাহাতে সমুদিত শশধর,—তাহাতে আবার মৃদুমন্দ মলয়-সমীরণ প্রবাহিত

এবং চঞ্চল কন্দর্প উদিত হইয়া কানুর আশ্বাস বাণীতে মনে দ্বিধা (সন্দেহ)আনয়ন করিতেছে। সখি! পুনরায় তাহাকে কোন সংবাদ দিওনা। আমি এখনি কালিন্দীকুলে বিরহানলে দগ্ধ-প্রাণ বিসর্জন দিব। এখন কিশলয় শয্যারূপ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর—তাহাতে চন্দনের আহুতি প্রদান করিও। পক্ষিকুলের কলধ্বনিরূপ মন্ত্রে দেহ দগ্ধ হইয়া প্রেমকলঙ্ক দূর হউক। দেখ সখি! আমার চিত্ত-রত্নটি কিন্তু এখনও কানুর পাশে রহিয়াছে। এখনও কানু আমার সঙ্গে মিলিল না। শ্রীরাধারানীর উক্ত প্রকার বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া বিরহার্ত্তা সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন— ধনি রাধে! অস্থির হইও না,—আমি অবশ্যই কানুকে আনিয়া তোমায় মিলাইব। (পক্ষিকেও দ্বিজ বলা হয়)।

(১১)—সুহই।

কে মোরে মিলাঞাদিবে সে চান্দ বয়ান
আখি-তরপিত হবে, জুড়াবে পরাণ?
উঠিয়া বসিয়া কত পোহাইব রাতি—
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি,
আজু যদি না মিলব দারুণ কান—
নিশ্চয় জানিও সখি! যাইবে পরাণ।
না মিলল নাগর, না পূরল আশ—
এত ক্ষণে না আইল—বলরাম দাস!

চিন্তা-উদ্বেগ-দশা—পূর্বোক্ত সখীর 'তোমায় মিলাইব' এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া হতাশ অন্তরে শ্রীরাধা কহিতেছেন—হায়! সে চন্দ্রবদনকে কে মিলাইবে? তাহাতে আমার নয়ন তৃপ্ত হইবে এবং প্রাণ শীতল হইবে? উঠিয়া বসিয়া আর কত রাত কাটাইব? এই তুচ্ছ নারীজাতির কঠিন প্রাণ ও যায় না! আর আজ যদি কঠিন-প্রাণ কানু না আসিয়া মিলে,-সখি! নিশ্চয় জানিও আমার প্রাণ থাকিবে না। নাগর আসিয়া মিলিল না—আমার আশাও পূর্ণ হইল না। এই ত দূতী বলরাম দাস তাহাকে আনিতে গিয়াছে;—এখনও আসিল না।

(১২)—ভূপালি।

এসখি! রমণী-শিরোমণি রাই!
নিরমল-প্রেম-জলধি অবগাই!
তিল এক ধৈরয বিচারি—
সো অব মিলব—রসিক বনমালী।

এত কহি সহচরী চললি তুরন্ত—
বকুলতলে ; যহি সো-রতি কান্ত।
ঝামর আনন, বিরহ অমন্দ—
চান্দনি বিনু যনু দিবস কো চন্দ!
কহে হরিবল্লভ অব দুখ গেল
যব সখী-যামিনী পরবেশ ভেল।

১২। সখীর প্রবোধবাক্য—উৎকণ্ঠিতা অধীরা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—হে রমনীশিরোমণি রাধে! তুমি বিশুদ্ধ প্রেমসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছ। তুমি কিছুক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া এবং বিচার করিয়া দেখ,—সেই রসময় বনমালী এখনই আসিবেন। এই বলিয়া সহচরী প্রেমবিহ্বলা রাধাকে প্রাবোধ দান করিয়া, যেখানে বকুলতলে সেই রতিকান্ত আছেন-দ্রুত সেখানে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন দিবসের জ্যোৎস্নাবিহীন চন্দ্রের ন্যায় লাবণ্যশূন্য মাধবের মুখখানি বিরহের তীব্র তাপে মলিন হইয়া গিয়াছে। সখীভাবাবেশে গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) শ্রীহরিকে বলিতেছেন—হে নিশানাথ (কৃষ্ণচন্দ্র)এখন দুঃখ দূরে গেল। শ্রীরাধার সখীরূপা যামিনী সমাগতা—অর্থাৎ রাত্রিতেই চন্দ্র (কৃষ্ণ) এবং চন্দ্রে কিরণ (জ্যোৎস্না এখানে রাধা) সমুজ্জ্বল হয় তদ্রূপ তোমরাও মিলিত হইয়া প্রফুল্লিত হও।

(১৩)—কেদার।

উজোর-শশধর—দীপক জারল, অলীকুল ঘাঘর বোল,
হনইতে হরিণী নয়নে দরশাওই, ওহি ওহি পিক-বোল!
মাধব! মনমথ ফিরত অ-হেরা,
একলি নিকুঞ্জে ধনী, ফুল-শরে জরজর, পন্থ নেহারই তেরা!
তুহু অতি মন্থর, চলবি দুরন্তর, মধু-যামিনী অতিছোটি,
ও, ঘর বাহির করত নিরন্তর, নিমিখ মানয়ে যুগ-কোটি!
আশা-পাশ গলে লেই বৈঠলি, প্রেম-কলপ-তরু-মূলে
কিয়ে অমিয়া—কিয়ে ধরল গরল-ফল! গোবিন্দদাস কহ ফুরে!

শ্যামসুন্দরের প্রতি দূতীর উক্তি—

হে শ্যামনাগরমনি-মন্মথ ব্যাধ উজ্জ্বল চন্দ্ররূপ দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া,—ভ্রমরকুলের দ্বারা ঘোররবে চীৎকার করাইয়া, আর অনুচর কোকিলের ওহি ওহি শব্দে পথ নির্দ্দেশ করিয়া হরিণাক্ষী রাধাহরিনীকে বধার্থ বনে ফিরিতেছে। এইরূপ কন্দর্পশরে জর্জরিতা ধনি রাধা একাকিনী নিকুঞ্জে রহিয়া তোমার আগমনের পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। দেখ মাধব! তুমি অত্যন্ত ধীরগতি — অথচ তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে,—আবার মধুযামিনী (সুখের রাত্রি)অত্যন্ত ছোট,—ওদিকে সখী রাধা তোমার আশায় নিরন্তর ঘর-বাহির

হতিছে এবং একটি নিমেষকে কোটি যুগের ন্যায় মনে করিতেছে। সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ রাধার দুঃখে ফুৎকার করিয়া কহিতেছেন,—অহো! অমৃতফলের নিমিত্ত গলায় আশাপাশ বাঁধিয়া প্রেমকল্পতরুমূলে বসিয়াছিল; কিন্তু তাহার ভাগ্যে ফল লাভ হইতেছে গরল।

(১৪)—কেদার

শুন শুন সহচরী-চরিত অপার—

যাকর বশ—রস—কেলী-কলপতরু, সবসুখ-সাগর-সার! ধ্রু।

ফুলি রসাল, রসিক-পিক যৈছন, মধু-ঋতু আনি দেখায়

যৈছন, যামিনী, চান্দকি চান্দনি, তপত-চকোরী-পিবায়—

তৈছন সহচরী, সবগুণে আগোরী, হরিখ-বরিখ-বরিখায়

মাধব আনি, মিলায়লি মাধবী, হরিবল্লভ রসগায়।

১৪। (এই গীতে গ্রন্থের সংকলনকর্ত্তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) হরিবল্লভ সখীভাবে (সহচরী দূতীর সঙ্গিনী হইয়া) আনন্দে সখীগণকে বলিতেছেন—আপনারা সকলে সহচরী সখীর অপূর্ব চরিত্র কথা শ্রবণ করুণ? সকল সুখসমুদ্রের সার,—রসকেলিকল্পতরু ইহার অধীন। বসন্তঋতু যেমন রসিক কোকিলকে আম্র মুকুলের নিকট আনয়ন করে,—যামিনী যেমন তাপদগ্ধ চকোরীকে চন্দ্রের জ্যোৎস্নামৃত পান করায়,—তদ্রূপ সর্ব্বগুণান্বিতা এই সহচরী বিরহরূপ গ্রীষ্মের অবসান পূর্ব্বক হর্ষের বর্ষা সঞ্চার করিয়া এবং তন্মধ্যে মাধবকে আনিয়া মাধবীর সহিত মিলন করাইলেন,—তাই হরিবল্লভ আজ রসগীত কীর্ত্তন করিতেছে।

(১৫)—শ্রীগান্ধার।

যব হরি হেরল রাই মুখ ওর—

তৈছনে ছল ছল নয়নকো লোর!

যব পহুঁ কহল লহু লহু বাত—

তবহি কয়লধনী অবনত মাথ!

যবহু ধয়ল পহু, অঞ্চল-বাস—

তৈখনে ঢল ঢল তনু পরকাশ!

যব হরি পরশল কঞ্চুক সঙ্গ—

তৈখনে পুলকে পূরল দুহু অঙ্গ।

পূরল মনোরথ, মদন উদেশ,

কহে কবি শেখর পীরিতি বিশেষ।

১৫। মিলন—পূর্ব্বোক্তসখীর উক্তি—

মাধব যখন রাইধনীর মুখ দর্শন করিলেন,—তখন তাঁহার নয়ন-যুগল অশ্রুতে ছল ছল হইয়া উঠিল। যখন প্রভু মৃদু মৃদু বাক্য বলিতে লাগলেন, তখন রাই মস্তক অবনত করিলেন। যেই ক্ষণে প্রভু ধনীর অঞ্চল বসন ধারণ করিলেন—সেই ক্ষণে ধনীর প্রেমে ঢল ঢল অঙ্গকান্তি প্রকাশিত হইল। যখন হরি কঞ্চুক (কুচাবরণ বস্ত্র) সঙ্গ অর্থাৎ পয়োধর স্পর্শ করিলেন—তৎক্ষণাৎ উভয়ের অঙ্গ হর্ষে পূর্ণ হইল। কন্দর্পের উদ্দেশ্য মনোভিলাষ পূর্ণ হইল—কহে কবি শেখর।

(১৬) কেদার।

রতি-রণ রঙ্গ—ভূমি, বৃন্দাবন, রণ-বাজন পিকরাব,
দুহু চঢ়ল, মন—মথ-মদ-কুঞ্জরে*, পরিমলে অলীকূল ধাব।
দেখ সখি! রাধা মাধব—মেলি—
দোহু কো—চপল-চরিত নাহি সমুঝিয়ে, কিয়ে কলহ—
কিয়ে কেলী? ।। ধ্রু ।।
দুহু ভূজ-পাশে, দুহু ঘন বান্ধই, অধর-সুধা করু পান,
দুহু নুপুর ধ্বনি, ঘন-মণি-কিঙ্কিণী—কঙ্কণ বলয় নিসান!
জর জর, চন্দন-কবচ, কুচ-কঞ্চুক, বিপুল-পুলক-ফুল বাণ,
আকুল, বসন—রসন মণি-অভরণ গোবিন্দ দাস রস গান।

৬। কন্দর্পযুদ্ধের রঙ্গভূমি বৃন্দাবন। রণবাদ্য কোকিলের ধ্বনি। দুঁহুঁ-রাধা-মাধব,—মন্মথ কন্দর্পরূপ মত্তহস্তির উপর বসিলেন। রাধামাধবের অঙ্গানুলেপনের সৌগন্ধে ভ্রমরকুল ধাবিত হইল। সখি রাধা মাধবের মিলন সন্দর্শন কর। দুই জনের চঞ্চল স্বভাব। উহাদের বাক্য-ভঙ্গিতে কলহ নর্ম্মোক্তি কিছুই বুঝা যায় না। পরস্পর বাহুপাশে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া পরস্পর অধারামৃত পান করিতেছেন। উভয়ের নূপুর-ধ্বনি—গম্ভীর মণিকিঙ্কিনী এবং কঙ্কন বলয় শব্দ একত্র মিলিত হইয়া তুমুল ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কেলিযুদ্ধার্থে-মাধব অঙ্গে চন্দন অনুলেপন রূপ কবচ এবং রাধা কুচকঞ্চুকরূপ কবচ পরিধান করিয়াছেন। কেলিযুদ্ধে বিপুল-পুলকরূপ ফুলশরে উভয়ের কবচ শিথিল হইয়া গিয়াছে। পরিহিত বসন; ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ও মণি-নির্ম্মিত আভরণ সকলই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। (এই গীতে পূর্ব্বোক্তা সহচরী সখী অন্য সখীগণকে কুঞ্জগৃহতলে লইয়া গিয়া রসলীলা প্রদর্শন ও আস্বাদন করিয়াছেন)।

ঊনবিংশতি ক্ষণদা সমাপ্ত

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

অথ বিংশতি ক্ষণদা

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য-তুড়ি।

নাচে গোরা, প্রেম ভোরা, ক্ষণে বলে হরি,
ক্ষণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে, প্রাণেশ্বরী।
যাবক-বরণ, কটির বসন, শোভাকরে গোরা-গায়—
কখন কখন, যমুনা বলিয়া, সুরধুনী-তীরে ধায়!
তাথই তাথই, মৃদঙ্গ বাজই, ঝনঝন করতাল,
নয়ন-অম্বুজে, বহে সুরনদী, গলে দোলে বনমাল!
আনন্দ-কন্দ গৌরচন্দ্র অকিঞ্চনে বড়দয়া!
কৃষ্ণ দাস, করত আশ, ও পদ-পঙ্কজ-ছায়া।

বিংশতি ক্ষণদা
(শুক্লা-পঞ্চমী)— (১)

১। প্রেমময় শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমভরে নাচিতে নাচিতে কখনও হরিবোল বলিতেছেন— কখন ব্রজভাবে বৃন্দাবন স্মরণ্ করিতেছেন এবং কখনও শ্রীরাধা স্মৃতিতে প্রাণেশ্বরী বলিয়া ঘন ঘন ডাকিতেছেন। অলক্তারুণ কটিরবসনখানি গোরা-অঙ্গে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। কখন কৃষ্ণদর্শোন্মাদিতা রাধাভাবে যমুনা যমুনা বলিয়া সুরধনী তীরে ধাইয়া যাইতেছেন। মৃদঙ্গ এবং করতালের তাথই তাথই ও ঝন-ঝন ধ্বনি শ্রবণে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। নয়ন-কমল হইতে যেন মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত হইতেছে, কণ্ঠে বনমালা দুলিতেছে। আনন্দের উৎস গৌরচন্দ্র অকিঞ্চনগণের অর্থাৎ সহায়-সম্বল-হীন জীবের প্রতি অতি সদয়। গীতকর্ত্তা কৃষ্ণদাস দৈন্যোক্তিসহ বলিতেছেন—হে গৌরহরি পরমদয়াল! তোমার ঐ পদকমলের ছায়াই আমার ন্যায় নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশা ভরসা।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,......পাহিড়া।

নাচে (পহু) নিত্যানন্দ, ভূবন-আনন্দ-(কন্দ), বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া,
বাহু যুগ তুলি, (স)ঘনে বলে হরি, চলত মোহন ভাতিয়া!*
কিবা সে মাধুরী, বচন-চাতুরী, রহ(ত) গদাধর হেরিয়া
মাধব, গৌরী দাস, মুকুন্দ শ্রীনিবাস, গাওত সময় বুঝিয়া
নাচে নিত্যানন্দ চান্দরে.......
প্রেমে গদগদ, চলে আধ পদ, ধরি(য়া) গদাধর-হাতরে। ধ্রু।
ও চান্দ বদনে, হাসঘনে ঘনে, অরুণ লোচন-ভঙ্গিয়া

কুসুম-হার, হৃদি-দোলত, সুঘর সহচর সঙ্গিয়া ;
রাতুল-চরণে, মঞ্জীর বাজত, রঙ্গের নাহিক ওর
মনের আনন্দে, শ্রীনিবাস-সূত, এ, গতি গোবিন্দ ভোর!

২। সকল-ভূবনের আনন্দের মূল প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তগণের মুখে শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন এবং বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া উচ্চৈস্বরে হরি বলিতে বলিতে মনমোহন ভঙ্গিতে পথে গমন করিতেছেন। আমার নিতাইচাঁদের অপূর্ব রূপমাধুরীর কি তুলনা হয়? আর অমৃতস্রাবী বচন-পরিপাটির উপমা কোথায়? এইরূপে ভক্তগণসঙ্গে নাচিয়া যাইতে যাইতে গদাধরকে সন্মুখে দর্শন করিয়া চাহিয়া রহিলেন! মাধব ঘোষ-গৌরীদাস পণ্ডিত —মুকুন্দ দত্তএবং শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনিতাইচাঁদের প্রেমে গদগদ হইয়া প্রিয় গদাধরের হস্ত ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যরঙ্গে অর্দ্ধপদ চলিতেছেন এবং চাঁদবদনে হাস্য করিতে করিতে অরুণ নয়ন ভঙ্গিতে গদধরকে দেখিতেছেন। সুন্দর বক্ষস্থলে পুষ্পহার দুলিতেছে। এইরূপে সহচরগণ-সঙ্গে সুসজ্জিত হইয়া নাচিয়া যাইতেছেন। রাঙ্গা-চরণে নূপুর ধ্বনিত হইতেছে। এ রসরঙ্গের (বিলাসের) শেষ নাই। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গীতকর্ত্তা ঠাকুর গতিগোবিন্দাচার্য্য লীলারসে বিভোর হইয়া বলিতেছেন আমার বর্ণনের সামর্থ নাই।

(৩) বরাড়ি—অষ্টতালি তালেন।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত রুচি কৌমুদী,
হরতি দর-তিমিরমতিঘোরং,
স্ফুরদধরসীধবে, তব বদন চন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচন-চকোরং ।। ১ ।।
(প্রিয়ে! চারুশীলে!) মুঞ্চ, ময়ি মানমনিদানং—
সপদি মদনানল, দহতি মম মানসং,
দেহি মুখ-কমল-মধু-পানং ।। ধ্রু ।।
সত্যমেবাসি যদি, সুদতি! ময়ি কোপিনী,
দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতং,
ঘটয় ভুজ-বন্ধনং, জনয় রদ-খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখ জাতং ।। ৩।।
ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং,
ভবতু, ভবতীহ ময়ি, সততমনুরোধিনী,
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং ।। ৪।।

নীল-নলিনাভমপি, তন্বি! তব লোচনং,
ধারয়তি কোকনদ রূপং,
কুসুম-শর-বাণ—, ভাবেন যদি রঞ্জয়সি-
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং ।। ৫ ।।
স্ফুরতু কুচ-কুম্ভয়োরুপরি মণি মঞ্জরী,
রঞ্জয়তু তব হৃদয়-দেশং,
রসতু রসনাপি তব— ঘন-জঘন-মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ-নিদেশং ।। ৬।।
স্থল-কমল-গঞ্জনং, ম্ম হৃদয়-রঞ্জনং,
জনিত রতিরঙ্গ পরভাগং,
ভণ মসৃণ-বাণি, করবাণি চরণদ্বয়ং,
সরসলসদলক্তক-রাগং ।। ৭।।
স্মর-গরল-খণ্ডনং, মমশিরসি মণ্ডনং,
দেহি পদপল্লবমুদারং,
জ্বলতি ময়ি, দারুণো, মদন-কদনানল!!
হরতু, তদুপাহিত বিকারং ।। ৮ ।।
ইতি চটুল-চাটু-পটু চারু মূর বৈরিণো,
রাধিকামধি বচন যাতং,
জয়তি পদ্মাবতী—রমণ, জয়দেব কবি—ভারতী,
ভণিতমতি শাতং ।। ৯ ।।

৩। 'ধ্রু'পদ হইতে ব্যাখ্যা আরম্ভ—

প্রিয়ে! সুস্বভাবে! তুমি আমার প্রতি বৃথা মান ত্যাগ কর। যখনই তুমি মান করিয়াছ,—তৎক্ষণই কন্দর্পানল আমার অন্তর দহন করিতেছে। অতএব তোমার মুখকমলের মধু পান করিতে দাও। (তোমার অধরামৃত পানেই অন্তরদাহের শান্তি হইবে।) হে প্রিয়ে যাহা ইচ্ছা একটা কিছু বল,—তাহা হইলেই তোমার দন্তকান্তিরূপ জ্যোৎস্নায় আমার অতিঘোর তিমির-ভয় দূরীভূত হইবে। আর তোমার বদন-চন্দ্রমাও আমার নয়ন চকোরকে স্বীয় উচ্ছলিত অধরসুধা পানের নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছে। আর সত্যই যদি তুমি আমার প্রতি রুষিতা হও, তাহা হইলে হে সুদশনা তোমার তীক্ষ্ন নয়ন-শরাঘাত কর, তাহাতে ও যদি তোমার শান্তি না হয়,—বাহুলতার দ্বারা বন্ধন কর; তাহাতেও যদি তোমার তৃপ্তি না হয় দন্তাঘাতে বিদীর্ণ কর— অথবা যাহা করিলে তোমার সুখোদয় হয় তাহাই কর! (অন্য রমণীতে আমার প্রীতি এরূপ সন্দেহ করিও না) কারণ তুমিই আমার জীবন-স্বরূপ! তুমিই আমার ভূষণ-স্বরূপ! তুমিই আমার সংসার সমুদ্রের রত্নস্বরূপ! তুমি যাহাতে আমার প্রতি নিরন্তর অনুকুল থাক তাহাই আমার হৃদয়ের চেষ্টা জানিবে। ১-৪

৫। হে কৃশাঙ্গি! তোমার নয়ন স্বভাবত: নীলকমলাভাযুক্ত হইলেও সম্প্রতি রক্তোৎপলরূপ ধারণ করিয়াছে। (এতে তোমার অনুরঞ্জন বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে) তুমি যদি কন্দর্প বিলাস ভঙ্গিতে (কন্দর্পভাবেন) আমার এই কৃষ্ণাঙ্গরূপ অনুঞ্জিত করিতে পার-তাহলে তোমার বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৬। তোমার কুচকুম্ভোপরি ঐ মণি মালা স্পন্দিত হইয়া তোমার বক্ষস্থল শোভিত করুক। মেখলাও ঘন জঘনমণ্ডলে (কটিদেশে) শব্দিত হইয়া কন্দর্পের আদেশ ঘোষণা করুক।

৭। হে স্নিগ্ধ ভাষিণী রাধে! তুমি কেবল আজ্ঞা কর— স্থলকমল হইতেও অতিসুন্দর আরক্ত আমার হৃদয়ের প্রীতি বর্দ্ধক উপজাত-রতিরসে শোভাময় তোমার ঐ চরণযুগল অলক্তকরাগে (আল্‌তায়) রঞ্জিত করিয়া দিব।

৮। আর কন্দর্প-বিষ নাশক বাঞ্ছিতপ্রদ তোমার পদপল্লব আমার মস্তকের ভূষণরূপে ধারণ কর। দারুণ মদনানল আমাকে দগ্ধ করিতেছে। সেই দাহজনিত যে বিকার,— তোমার চরণার্পনে দূরীভূত হইবে।

৯। উক্তপ্রকার মুর (কুৎসা) বৈরী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চাঞ্চল্যময় প্রীতি-উৎপাদক বাক্যাবলি (যাহা মান ভঞ্জনে সমর্থ) শ্রীরাধিকাকে বলিয়াছিলেন। পদ্মবতীবল্লভ শ্রীজয়দেব কবি বিরচিত পরমসুখদ এই বাক্যাবলির জয় হউক।

(৪) ধানশি।

দেখ সখি! নাগর-নাহ—সুজান—

কুন্তল-পিঞ্ছে, চরণ-নিরমঞ্ছল, অবহু কি সাধবি মান?
মুঞি জানো, হরি—রাই পরিহরি, স্বপনহু আন না জান!
বিধগধ-রাজে, কোই পরিবাদব, তেঞি কি, তেজবি কান?
যা কর, মূরলী-আলাপনে কত কত কুল-রমণীগণ ভোর,
তোহারি প্রেমভরে, বাত নাহি কহতহি! অতএ কি মানসি থোর?
প্রেমিক দহন, প্রেম-পয়ে শীতল, আনহি হোয়ত আন
চন্দন, চন্দ্র, চান্দনি—তনু-তাপই—গোবিন্দদাস পরমাণ।

৪। পূর্ব্বোক্ত গীতে শ্রীকৃষ্ণোক্ত বচনেও শ্রীরাধার মানভঞ্জন হইল না। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বনে কোন প্রখরা সখী শ্রীরাধাকে প্রেমর্ভৎসনছলে বলিতেছেন—সখি রাধে। নাগর-শিরোমনির সৌজন্য দর্শন কর। আপনার কেশোপরিস্থ ময়ুরপুচ্ছের দ্বারা তোমার চরণ নির্ম্মচ্ছন করিলেন। এখনও কি তুমি মান সাধবে। আমি জানি রাধাকে ত্যাগ করিয়া হরি স্বপ্নেও অন্য রমণীকে জানে না। শিরোমণি নাগরকে কেহ যদি বৃথা অপবাদ দেয় তাহলে তুমি কি কান্তকে পরিত্যাগ করবে? যাঁহার মুরলীধ্বনি শ্রবনেই শত শত কুলরমণী বিভোর হইয়া যায়, সেই দুর্লভ নায়ক তোমার প্রেমভয়ে কোন কথাই বলিতেছে না,—

ইহাতেই কি তাঁহাকে সামন্য (তুচ্ছ) করিতেছ? প্রেমের জ্বলন প্রেমজলেই শীতল হয়,—অন্য বস্তুতে বিপরীত হয়। চন্দন-চন্দ্র-জ্যোৎস্না সাধারণতঃ তাপ-শান্তির উপকরণ; কিন্তু প্রেমযন্ত্রণাতে ঐসকল আরও যন্ত্রণাদায়ক। অন্যা সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাস বলিতেছেন—যথার্থ!

(৫) শ্রী, গান্ধার।

আদর-বাদর, কত কত বরিখসি?* বচন—অমিয়া-রস-ধারা,
ও রস-সায়রে—ডুবে, মরত, পুন পুন-ফলে পাওলু পারা।
মাধব! বুঝিনু-মো তোহে অবগাহি—
নাগরী লাখে ভরল, তুয়া অন্তর, কো পরবেশব তাহি ।। ধ্রু ।।
কি ফল ইঙ্গিত, নয়ন তরঙ্গিত, সঙ্গীত মনমথ-ফাঁদে
তুহু নাগর-গুরু, মোহে পঢ়াওলি, কপট-প্রেমময়-বান্ধে।
দূর কর লালস, রসিক শিরোমণি—ব্রজ-রমণীগণ-দেবা!
গোবিন্দ দাস, কতহু গুণ গাওব, তোহারি চরণে রহু সেবা

৫। উপরি-উক্ত বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

মাধব! আদরের বাদর ও অমৃতের রসধারা আর কত বর্ষণ করিবে? তোমার রসের সাগরে ডুবিয়া মরিয়াও পুণ্যফলে পুনরায় পার হইয়াছি। তোমার রসের সাগরে অবগাহন করিয়া বুঝিয়াছি, তোমার হৃদয় লক্ষ লক্ষ রমণীতে পরিপূর্ণ—তাহাতে আর কে প্রবেশ করিবে? (আর স্থান নাই)। অতএব কন্দর্পের ফাঁদ,—মধুর সঙ্গীত,—চঞ্চল নয়ন ইঙ্গিতে অভিলাষ প্রকাশের কি ফল? হে নাগরগুরু! ছল প্রেমের বন্ধনে কেমন করে বাঁধতে হয়—তাহা তুমি আমাকে পড়াইয়াছ। হে ব্রজাঙ্গনাগণের লীলাঠাকুর,-রসিক-শিরোমণি! মনের লালাসা দূর কর! শ্রীরাধার সখীভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—তোমার গুণ অফুরন্ত! আর কত গুণ গাহিব—তোমার চরণে যেন সেবা অভিলাষ থাকে।

(৬) শ্রীরাগ।

রাই! কত পরীখসি আর?
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার,
যজ্ঞ, দান, জপ, তপ, সব তুমি মোর,
মোহন-মুরলী আর বয়ানকো বোল।
বিনোদিনী! চাহ মুখ তুলি—
(তোমার) নয়ন নাচনে নাচে পরাণ—পুতলী।
পীত-পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে,

রতন-মঞ্জীর কিবা পরাণ-পুতলী—
কত সাধে সুধা-সাচে বিধি নিরমিলি,
তাহে ভূষণ দিল রস পরসঙ্গ
সো মানে মলিন ভেল মনমথ-ভঙ্গ;

৬। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

মানিনী শ্রীরাধার মান ভঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন— রাধে! আর কত পরীক্ষা করিবে? শুন! তোমার সন্তোষ-সাধনই আমার একমাত্র কাজ। এ কথা বিশ্বের সকলেই জানে। আমার যজ্ঞ-দান-তপ-জপ মোহন মুরলী-ধ্বনি এবং বাক্য ইত্যাদি যাহা কিছু সকলই তুমি। হে আনন্দদায়িনী রাধে! তুমি একবার মুখ তুলিয়া অবলোকন কর। তোমার নয়নের নৃত্যে আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে—নচেৎ পুতুলের ন্যায় অচেতন থাকে। আর আমি যে পীতবর্ণ বসন ধারণ করি,-সে তোমার স্বর্ণকান্তি অঙ্গ দর্শনের আশায়। আর যদি কখন দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ কর,—আতঙ্কে আমার প্রাণ চমকিত হইয়া উঠে। রত্ন-মঞ্জীর আর পরাণ পুতলী-বিধাতা কত কত সাধ করিয়া অমৃতের ছাঁচে ঢালিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং তাহাতে ভূষণ স্বরূপ দিয়াছেন—রসপ্রসঙ্গ, কিন্তু আজ মানে (রাধার) মলিন হইয়া গেল—রস প্রসঙ্গের চিহ্নমাত্র নাই—মন্মথ ভঙ্গ দিয়াছে।

(৭)—বসন্ত।

বিরচিতং চাটু-বচন-রচনং, চরণে রচিত প্রণিপাতং—
সংপ্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি—কেলি-শয়নমনুযাতং ।। ১ ।।
মুগ্ধে! মধু-মথনমনুগতমনুসর রাধিকে ।। ধ্রু ।।
ঘন-জঘন, স্তন-ভার ভরে—দর-মন্থর-চরণ বিহারং
মুখরিত মণি-মঞ্জীরমুপৈহি—বিধেহি মরাল-নিকারং ।। ৩ ।।
শৃণু, রমণীয়-তরং তরুণীজন-মোহন—মধুরিপু-রাবং
কুসুম-শরাসন-শাসন বন্দিনি, পিক-নিকরে, ভজ ভাবং ।। ৪ ।।
অনিল-তরল—কিশলয়-নিকরেণ—করেণ, লতা নিকুরম্বং
প্রেরণমিব—কর ভোরু! করতি, গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বং ।। ৫ ।।
স্ফুরিতমনঙ্গ—তরঙ্গ বশাদিব, সূচিত—হরি-পরিরম্ভং
পৃচ্ছ, মনোহর—হার-বিমল-জলধারমমুং কুচ-কুম্ভং ।। ৬ ।।
অধিগতমখিল সখীভিরিদং—"তব-বপুরপি রতি-রণ সজ্জং"
চণ্ডি! রণিত রসনা—বর ডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জং ।। ৭ ।।
স্মর-শর—সুভগ নখেন—সখীমবলম্ব্য করেণ সলীলং
চল বলয়ক্বণিতৈরববোধয়, হরিমপি নিজ গতি শীলং ।। ৮ ।।

শ্রীজয় দেব—ভণিত মধুরী কৃত হার মুদাসিত বামং
হরি-বিনিহিত-মনসামধি তিষ্ঠতু কণ্ঠ তটীমবিরামং ।। ৯ ।।

৭। মানিনী রাধার প্রতি সখীর বাক্য—

হে রধিকে! নানারূপ চাটুবাক্য বলিয়া, এবং তোমার চরণে পতিত হইয়া তোমার মান অপনয়নকারী-হরি, সম্প্রতি মনোহর বেতস-কুঞ্জে বিলাস-শয্যায় উপবিষ্ট আছেন। অতএব হে মুগ্ধে! তোমার অনুগত নায়ক কন্দর্প-দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ কর। হে ঘন-জঘন ও স্তনভারাবনতে। মৃদু-মন্থর পদচালনাজনিত মনিনূপুরের মধুর-ধ্বনি বিস্তার করিয়া এবং মরাল-ধ্বনিকে পরাভব পূর্ব্বক প্রিয়তমের নিকট গমন কর। তথা রমনী-মোহন মধুরিপুর অতি রমনীয় বাণী শ্রবণ কর। কন্দর্প-ধনুর শাসন প্রচারক কোকিল-কুলের প্রতি প্রীতিভাব দেখাও। হে! করভোরু! লতাসমূহ ও বায়ুতে আন্দোলিত হইয়া যেন নবপল্লবরূপ হস্ত সঞ্চালনে যাইতে বলিতেছে। অতএব গমনে আর বিলম্ব করিও না। তোমার অতি মনোহর নির্ম্মল জলধারা সদৃশ শুভ্র হারে শোভিত কুচকলস যেন অনঙ্গ-তরঙ্গে কম্পিত হইয়া শ্রীহরির আলিঙ্গন সূচনা করিতেছে। একথা তোমার কুচকুম্ভকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার শরীরও রতিরণে সজ্জিত হইয়াছে। সখিগণ সকলেই ইহা অবগত আছে। অতএব হে রণপ্রবীনে! লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক সমুৎসাহে মেখলাধ্বনিরূপ বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া কন্দর্পযুদ্ধে অগ্রসর হও অর্থাৎ অভিসার কর? কন্দর্প-শরের ন্যায় তোমার মনোহর পাঁচটি নখযুক্ত বাহুদ্বারা সখীকে অবলম্বন করিয়া গমন কর,এবং হস্তের বলয়ধ্বনিতে, তোমার সঙ্গসুখ প্রাপ্তিতে ধ্যান মগ্ন হরিকে কন্দর্পযুদ্ধে সাবধান কর আহ্বান কর। কারণ প্রতিযোদ্ধাকে অবহিত করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যুদ্ধের রীতি। শ্রীজয়দেব বিরচিত গীতটি হার অপেক্ষাও মনোহর কণ্ঠভূষণ স্বরূপ। ইহাতে কণ্ঠলগ্না বামলোচনার প্রতিও ঔদাস্য উৎপাদিত হয়। অতএব কৃষ্ণার্পিতমনা ভক্তগণের কণ্ঠতটিতে এই অমূল্য হারটি নিরন্তর অধিষ্ঠিত হউক।

(৮) ভূপালী।

ধনী, চলি আওলি নিভৃত নিকুঞ্জে
কঙ্কণ ঝনঝন, মধুকর গুঞ্জে,
কৈছে যাওব সখি! সো পিয়া পাশ?
হাম অতি মানিনী যনি হয় হাস!
কবহু না করব বদন-পরসাদ,
প্রতিকূল মদন কররে যনিবাদ,
সো রতি লুবধ পরশে যদি অঙ্গ
তব বিধি নাজানি করয়ে কোন রঙ্গ
কহে হরিবল্লভ যনি করমান

বল্লভ সোই মুরতি পাঁচ-বান।

৮। রাইধনি নিভৃত নিকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। কঙ্কণের ঝন্ ঝন্ এবং মধুকরের গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে অনুচ্চ-স্বরে সখীকে বলিতেছেন,—দেখ সখি! মানের ভরে যাহাকে অপমানিত করেছি, সেই প্রিয়তমের কাছে কেমন করে যাই বল? মানিনী বলিয়া যদি পরিহাস করে? যাহা হউক আমি কান্তের কাছে গিয়ে কখনও বদন প্রসন্ন করিব না। তবে আমার চির প্রতিকুল মদন সেসময় যদি বাদ সাধন করে কি করব? আর রতিলুব্ধ কান্ত যদি হটাৎ অঙ্গ স্পর্শ করে—তাহলে বিধাতা যে কি রঙ্গ করবেন তাহা জানিনা। গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ—সম্বোধিতা সখীর ভাবাবেশে পরিহাস বাক্যে বলিতেছেন—তোমার সেই বল্লভই মূর্ত্তিমান কন্দর্প—অতএব আর যেন মান করিও না।

(৯)—সুহই।

দূর সঞে নয়নে নয়নে যদি হেরবি, নিয়ড়ে রহবি শির-নাই
পরশিতে নিরসি করহি কর বারবি, যতনে রোখ নিরমাই,
সুন্দরি! অত এ শিখাওই তোয়—
বিনহি মান ধনে, কিয়ে বহু বল্লভ কবহু আপন বশ হয়?
পুছইতে "গোরি!" চমকি মুখ মোড়বি, হসইতে যনি তুহু হাস।
করইতে মিনতি শুন নাহি শুনবি—কহবি আনহি আন ভাষ!
পড়ইতে চরণে—বারি, দিঠি-পঙ্কজে, পূজবি সো মুখ-চন্দ,
গোবিন্দ দাস কহ, যাক ধৈরয রহ, তাহে সে এত পরবন্ধ!

৯। সখি রাধাকে শিখাইতেছে—

সখি রাধে! নয়নে নয়নে চাহিতে হয়,-তবে দূর হইতে চাহিও। নিকটে গেলে মাথা নত করিয়া থাকিবে। কান্ত অঙ্গ স্পর্শ করিলে যত্ন পর্ব্বক কৃত্রিম রোষ করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া হস্তদিয়া হস্ত ঠেলিয়া দিও। হে সুন্দরি রাধে! তুমি সত্যই অপূর্ব সুন্দরি। অতএব তোমাকে শিখাইতেছি। দেখ রাধে! মানরূপ ধন বিনা বহুবল্লভ কান্তকে কখন বশ করা যায় কি? কারণ অবলার বড় ধন! আর দেখ,-গৌরী বলিয়া কান্ত যখন মধুর সম্ভাষণ করিবেন—তখন চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইবে। তার (রসিক শেখরের) হাস্য দর্শনে তুমিও যেন হাসিও না। নানা প্রকার মিনতি বাক্য বলিলে তুমি যেন শুনিয়াও শুণ নাই এই ভাবে এককে আর বলিও। নাগর তোমার চরণে পড়িতেছে দেখিয়া তাহাতে বাধা দিয়া নয়ন কমলে তাহার মুখচন্দ্রের অর্চ্চন করিবে। সখী-ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন— (নিজে নিজে) সে সময়ে (প্রিয়তমের দর্শনের পর) যাঁহার (রাধার) ধৈর্য্য থাকিবে না, তাহাকে ও সকল কথা শিখাইয়া লাভ কি?

(১০)—ভূপালী।

পহিলহি রাধামাধব মেলি,—
পরিচয় দুলহ, দূরেরহু কেলী!
অনুনয় করইতে, অবনত-বয়নী—
চকিত বিলোকি, নখ লেখই ধরণী!
অঞ্চল পরশিতে, চঞ্চল-কান—
রাই করল পদ-আধ পয়ান।
রস-লব-লেশ দেখাওলি গোরী,
পাওল রতন পুন, লেওলি চোরী!
বিদগধ-মাধব, অনুভব জানি—
রাইকো চরণে পসারল পানি।
হাসি-দরশি—মুখ ঝাপই, গোই—
বাদরে শশী যনু বেকত না হোই।
করে কর বারিতে উপজল প্রেম
দারিদ, ঘটভরি পাওল হেম!
নব অনুরাগ—বাঢ়ল প্রতি আশ
জ্ঞানদাস কহে গুরুয়া পিয়াস!

১০। বিনোদিনী রাধা কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। রসক্রীড়া দর্শন করাইয়া কোন সখী অন্য সখীকে বলিতেছে—দেখ আজিকার প্রথম সন্মিলনে রাধা-মাধবের কেলিবলাস দূরে থাকুক তাঁহাদের পরিচয় সম্ভাষণাদি প্রসঙ্গই দূর্লভ। দেখ! কান্ত অনুনয় করিতেছেন; কিন্তু রাধারানী অবনত বদনে রহিয়াছেন। কান্তকে চকিত-নয়নে বিলোকন করিয়াই পদনখে ভূমিতে লিখিতেছেন। অধীর কান্ত অঞ্চল ধারণ করিতে রাই অর্দ্ধপদ পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। তারপর রাধা রসকলার লেশমাত্র প্রদর্শন করাইতে—রসরাজ যেন অপহৃত রত্ন পুন: প্রাপ্ত হইলেন। বিদগ্ধ মাধব রাইয়ের ভাব অনুভব করিয়া রাইয়ের চরণ ধারণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন,—বিনোদিনী অনাবৃত বদনের মধুর হাস্য অঞ্চলে গোপন করিতেছেন;—কিন্তু বর্ষার শশধরের ন্যায় অব্যক্ত বদন মাধুরী বিকাশ পাইতেছে। হস্তের দ্বারা কান্তের হস্ত নিবারণ করিতে গিয়া কান্তের অঙ্গস্পর্শে ধনীর প্রেম প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহাতে সুদরিদ্রের কলসপূর্ণ স্বর্ণ প্রাপ্তির ন্যায় নাগরের আনন্দ উছলিয়া পড়িল। নব অনুরাগে কেবল প্রত্যাশাকে বাড়াইয়া তুলিতেছে। সখীভাবাবিষ্ট জ্ঞানদাস কহিতেছেন,—অহো! এখন গুরুতর পিপাসা।

(১১) ভূপালী মধ্যায়া সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ।

‘‘ভালে তুহু মাধব! জানসি ছন্দ

হাম কুলজা-মুগধিনী-মতি মন্দ''
এত কহি, বরিখয়ে কুটিল-কটাখ
সো, নাগর মানয়ে নিধি-লাখ!
''হাম বলি যাঙ তুয়া মুখ বঙ্ক''
হসি হসি চুম্বই নাহ-নিশঙ্ক!
রোখই ধনী, পোখই রতি রঙ্গ
সিরজই, মনসিজ সমর তরঙ্গ!
দৃঢ় পরি-রম্ভণ, আপহি করই—
তবহু কঠোর নয়ন-শর ভরই!
''তুহু অতি চতুর, সাধসি নিজকাম''
কামিনী, পিয়ামুখ মোছই ঘাম।
''এ তুয়া অধর, রমণী-শত-ঝুট—''
কপটহি হাসি—বদন করু রূঠ—
তৈখনে সো মুখ, করতহি পান
পেখল মদনরায়, পরমাণ!
উছলল, সুরত-সমুদ্র-ঝকোর
যনু ঘন-দামিনী নাচয়ে ভোর।
কহে হরি বল্লভ এ সুখমাহ
লোচন-মীন! করহ, অবগাহ।

(মধ্যা নায়িকার সংকীর্ণ সম্ভোগ)

১১। বিনোদিনী বলিলেন মাধব! নানাভঙ্গি করিতে ভালই শিখিয়াছ। দেখ! আমি কুলবতী মুগ্ধ-অল্পবুদ্ধি আমার নিকট পাণ্ডিত্য প্রকাশ কেন? এই বলিয়া ধনী কটাক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিলেন,—তাহাতে নাগর মনে করিতেছেন,—আমার লক্ষ লক্ষ নিধি লাভ হইতেছে। নাগর রাইধনীর বদন দর্শন করিয়া বলিতেছেন,—প্রিয়তমে তোমার বঙ্কিম মুখচন্দ্রের শোভার বলিহারি যাই! এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নাগরেন্দ্র প্রাণেশ্বরীকে নির্ভয়ে চুম্বন করিলেন। তাহাতে ধনিমণি প্রণয়কোপে রতিরঙ্গে রসপুষ্টি এবং কন্দর্পযুদ্ধের তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রেমময়ী স্বয়ংই দৃঢ় আলিঙ্গন করিতে করিতে তীক্ষ্ণ নয়নবাণে নাগরকে পূর্ণ জর্জ্জরিত করিয়া বলিতেছেন,—নাগর! তুমি নিজ কার্য্য সাধনে বড়ই চতুর, এই বলিয়া প্রিয়তমের মুখের ঘাম মুছাইতেছেন—এবং বলিতেছেন তোমার অধর শত শত রমণীর মুখস্পর্শে উচ্ছিষ্ট। এই বলিয়া হাস্য গোপন এবং মুখে রুষ্টভাব প্রকাশ করিতেছেন, আবার তৎক্ষণাৎ বদন-কমলের সুধা পান করিতেছেন। গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ বলিতেছে ' এই গীতের সাক্ষী (দ্রষ্টা) একমাত্র কন্দর্পরাজ। আবার বলিতেছেন—

দেখ! এখন সুরত-সমুদ্রে ঝড় উঠিয়াছে এবং সেই ঝড়ের সঙ্গে মেঘও বিদুৎ যেন বিভোর হইয়া নাচিতেছে। হে মোর নয়ন-মীন এই সুখ তরঙ্গের মধ্যে অবগাহন কর।

(১২)—ভূপালী।

আকুল-কুটিল-অলকাকুল সম্বরি—
সীথি বনাই, বান্ধহ পুন করবী।
তহি সম রেখহ সিন্দুর বিন্দু
কুঙ্কুমে মাজি সাজহ মুখ-ইন্দু।
এ হরি! রতি-রসে অবশ রসাল—
বিঘটিত-বেশ, ঘটহ পুন বার ;
কাজরে উজোরহ লোচন-ভ্রমরী
শ্রুতি—অবতংসহ কিশলয়-চমরী।
পীন-পয়োধর, থির-কর-আপি।
মৃগ মদ রঞ্জহ—নখ-পদ ছাপি,
বিগলিত কম্বু বলয়গণ মোর—
সাধি পিধাওহ নূপুর জোর,
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দ দাস দেখত পরতেক,

১২। ক্রীড়া অবসানে শিথিল কেশ-বেশ-আভরণ অঙ্গরাগাদি দর্পনে দর্শন করিয়া বিনোদিনী প্রেমভরে কান্তকে বলিতেছেন—হে বিদগ্ধরাজ! তুমি আমার কেশ-বেশের অবস্থা কি করিয়াছ? সে যাহা হউক পূর্ব্বে বেশ-ভূষা যেরূপ ছিল; ঠিক্ সেরূপ করিয়া সাজাইয়া দাও। এলোমেলো কুঞ্চিত কেশরাশি আঁচড়িয়া, সিঁথি রচনা করিয়া পুনরায় কবরী বাঁধিয়া দাও। সিঁথির সহিত সিন্দুরের রেখা দাও। মুখচন্দ্র কুঙ্কুমে মার্জনী করিয়া সাজাও। নয়ন ভ্রমরীকে কাজলে উজ্জ্বল করিয়া দাও। কর্ণ কোমল পত্রগুচ্ছের দ্বারা ভূষিত কর। পিন পয়োধরে স্থিরহস্ত অর্পণ করিয়া তোমার নখাঘাত চিহ্ন ঢাকিয়া মৃগমদের পত্ররচনা কর। শঙ্খের বলয়সমূহ যাহা খুলিয়া গিয়াছে পরাইয়া দাও। পরিষ্কার করিয়া নূপুরজোড়া পরাও। পদের অলক্তক (আলতা) মুছিয়া গিয়াছে—তাহা পুনরায় অঙ্কিত কর। সখী ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দ দাস কহিতেছেন— আমি প্রত্যক্ষে কেমন হয় দেখিতে বসিলাম। (পরতেক-প্রত্যক্ষে)

(১৩) বালা।

এধনি! এধনি! করঅবধান

কহ পুন কি করব অনুচর কান
পহিলহি তোহারি বচন-পরমাণ—
কিশলয়ে সাজনু মদন-শয়ান,
চন্দ্রক-পবণ, সঘন-তনু-দেল—
অ-তীখনে—শ্রমজল সব দূরে গেল।
বিগলিত চিকুর, যতনে পুন সম্বরি—
বকুল মাল সঞে বাঁধিনু কবরী ;
অঞ্জনে রঞ্জনু এ দুই নয়না
তাম্বুলে পূরলু পঙ্কজ বয়না ;
মৃগমদে লিখইতে উচ-কুচ-জোর—
কাঁপে, চপল-কর-পঙ্কজ মোর
ইথে যদি রোখসি, কাঞ্চন গৌরী—
গোবিন্দদাসগুণ গাওব তোরি!

১৩। প্রাণেশ্বরীর সেবাকরা (দাসীর ন্যায়) নাগর-রাজের প্রিয় অভিলাষ। আজ প্রাণেশ্বরীর বিলাসের পূর্ব্বে যেরূপ বেশ ছিল—ঠিক তদ্রূপ বেশ রচনা সমাধা করিয়া কহিতেছেন—ধন্যে! ধনিমণি রাধে! মনদিয়া শুন! এ অনুগত জন আর কি করিবে বল? তোমার কথামত সকল কার্য্যই করিয়াছি। প্রথমতঃ নবীন পত্রাবলীর দ্বারা বিলাসশয্যা রচনা করিয়াছি। তারপর ময়ুরপুচ্ছের ব্যজনে মৃদু মৃদু সমীর সঞ্চালনে শ্রীঅঙ্গের ঘর্ম্ম দূর করিয়াছি। শিথিল কেশরাশি সযত্নে সংহত করিয়া বকুল-মালার সহিত কবরী বন্ধন করিয়াছি। নয়নযুগল কজ্জ্বলে রঞ্জিত করিয়াছি। কমলতুল্য বদনখানি তাম্বুলে পূর্ণ করিয়াছি। কেবল উচ্চ কুচযুগলে মৃগমদে চিত্রাঙ্কন করিতে আমার চঞ্চল হস্ত স্পর্শমাত্র কম্পিত হইয়া উঠে এজন্য ঠিকমত অঙ্কিত করিতে পারি নাই,—কি করি বল? গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস সমীপাগতা কোন মঞ্জরীর ভাবাবেশে বলিতেছেন—কাঞ্চন গৌরাঙ্গিনী রাধে! কান্তের ঐ কথায় তুমি যদিরাগ কর,—তাহলে আমি তোমার চিরদিন গুণগান করিব।

(১৪)—বরাড়ি।

অরুণ কমল-দলে, শেয* বিছাওব, বৈঠব কিশোর-কিশোরী
স্মের-মধুর মুখ—পঙ্কজ-মনোহর, মরকত-মণি, হেম-গৌরী,
প্রাণেশ্বরি! কবে মোর হবে শুভ-দিঠি—
আজ্ঞায় লইব করে, চম্পক কুসুম-বর, শুনব বচন আধ-মিঠি! ধ্রু
(কবে) মৃগমদ সিন্দুরে তিলক বনাওব, বিলেপন চন্দন-গন্ধে—
আজ্ঞায় লইব করে, চম্পক কুসুম-বর, শুনব বচন আধ-মিঠি! ধ্রু

(কবে) মৃগমদ সিন্দুরে তিলক বনাওব, বিলেপন চন্দন-গন্ধে—
গাঁথিয়া মালতী-ফুল, মালা পহিরাওব, ভূলব মধুকর-বৃন্দে?
(কবে) ললিতা, আমারকরে, দেওব বীজন, বীজব মারুত,
হাম মন্দে—
শ্রমজল-সকল, মেটব তুহু কলেবর, হেরব পরম আনন্দে!
নরোত্তম দাস আশ, দুহু-পদ-পঙ্কজ সেবন-মাধুরী-রসপানে
এমন হইবেদিন, না হেরু কিছুই চিন্! রাধাকৃষ্ণ নাম হঙ সনে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এই গীতে স্বীয় সিদ্ধস্বরূপে স্বাভীষ্ট যুব যুগলের লীলাবিলাসে সেবোপযোগী লালসাময়ী প্রার্থনা করিয়াছেন।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামনৌ পূর্ববিভাগে বিংশতি ক্ষণদা।

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

অথ একবিংশতি ক্ষণদা—শুক্লা ষষ্ঠী

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—পাহিড়া।

রস-পরিপাটী—নট, কীর্ত্তন-লম্পট, কত কত রঙ্গী-সঙ্গী সব সঙ্গে
যাহার কটাক্ষে, লখিমী লাখে লাখে, বিলসই বিলোল-অপাঙ্গে!
শুনি বৃন্দাবন-গুণ, রসে উনমত মন, দুবাহু তুলিয়া বলে হরি।
ফিরে নাচে নটরায়, কতধারা বসুধায়, দুনয়নে প্রেমের গাগরি!
পুরুষ-প্রকৃতি-পর, মদন-মনোহর, কেবল, লাবণ্য-রস-সীমা
রসের সাগর-গৌর, বড়ই গভীর ধীর, না রাখিল নাগরী-গরীমা!
ত্রিভুবন-সুন্দর, উন্নত-কন্ধর, সুবলিত-বাহু-বিশালে—
কুঙ্কুম-চন্দন, মৃগমদ লেপন, কহে বাসু তছু পদ-তলে।

১। শ্রীগৌরহরি একাধারে প্রেমের আশ্রয় ও বিষয়রূপে প্রকটিত তনু। তাই প্রেমরস স্বয়ং আস্বাদনে এবং বিতরণের কৌশল প্রদর্শনে তিনি নিপুণ। সেই প্রেমরস আস্বাদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন উপায় শ্রীনাম সংকীর্ত্তন লীলা। তাই প্রেমময় সংকীর্ত্তন-চতুর নটরাজ শ্রীগৌরসুন্দর কত কত রসানন্দী সঙ্গী সঙ্গে সংকীর্ত্তন বিলাস প্রকট করিয়াছেন। যাঁহার চঞ্চল নয়নাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী বিলসিত। ভক্তগণ কণ্ঠে শ্রীবৃন্দাবনের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া মধুর হরিধ্বনি করিতেছেন। গৌরনটরাজ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন। আর নয়নদ্বয় হইতে প্রেমরূপ কলসীর জলধারার ন্যায় কত কত ধারা জগতকে প্লাবিত করিতেছে। পুরুষ-প্রকৃতির অতীত মদনের মনমুগ্ধকারী আমার গৌরসুন্দর কেবল লবণ্যরসের অবধি। রসসাগর গৌরহরি অতি গম্ভীর (অতলস্পর্শী) এবং প্রশান্ত। তাঁহার ত্রিভূবন সুন্দর উন্নত স্কন্ধদেশ, সুবলিত বিশাল বাহুযুগল, কুঙ্কুম-চন্দন-মৃগমদ অনুলিপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ও সৌগন্ধে দূর হইতে দর্শনকারিনী নাগরীগণের কুলশীল-ধৈর্য্য-লজ্জাদির গৌরব আর রহিল না। (সকলই বিস্মৃত হইয়া গেল) গীতকর্ত্তা বাসুঘোষ কহিতেছেন—ঐসকল ভাগ্যবতীগণ ধন্যা—তাহাদের চরণতলে মন রাখিয়া এই গীতটি গাহিলাম।

(২) বরাড়ী,—শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য।

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া
পূরব বিলাসী রঙ্গী সঙ্গে সব সঙ্গিয়া,
কঞ্জ নয়নে বহে, সুরধুনী ধারা।
নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা,
চন্দন চরচিত অঙ্গ, উজোর।

রূপ নিরখিতে ভেল জগ মন ভোর,
আজানুলম্বিত ভূজ—করীবর শুণ্ডে,
কনক-খচিত দণ্ড, দলন পাষণ্ডে।
শির পর পাগড়ি বান্ধে নট পটিয়া।
কটি আটি পরিপাটি পরে নীল ধটিয়া,
দয়ার ঠাকুর নিতাই অবনী প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস,

২। আমার শ্রীনিতাইচাঁদের সকল লীলাই রঙ্গে রঙ্গময়। পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনলীলায় যে সকল বিলাসী সঙ্গীগণ সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন, সেই সকল রঙ্গী-সঙ্গীগণ সঙ্গে নিত্যানন্দরূপে সংকীর্ত্তন লীলায় ও প্রেমলীলার আনন্দ-প্লাবনে জগৎ প্লাবিত করিতেছেন। শ্রীনতাইচাঁদের নয়ন-কমল হইতে নিরবচ্ছিন্ন সুরধনীর ধারার ন্যায় প্রেমধারা প্রবাহিত হইতেছে। প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া রাত্রি-দিন ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চন্দন-চর্চ্চিত উজ্জ্বল অঙ্গকান্তির মাধুর্য্য জগতের লোক তন্ময় হইয়া দর্শন করিতেছে। শ্রীনিতাইচাঁদের গজরাজ শুণ্ড বিনিন্দিত আজানুলম্বিত বাহুযুগলে পাষণ্ড-দলন নিমিত্ত স্বর্ণ-খচিত দণ্ড বিরাজিত। পূর্ব্ব লীলানুকরণে নটের ন্যায় রঙিন পট্টবস্ত্রের পাগড়ী বান্ধিয়াছেন এবং কটিতে নীলবর্ণ ধুতি সুন্দর করিয়া আঁটিয়া পরিয়াছেন। দয়াল ঠাকুর নিতাইচাঁদ জগতে প্রকাশ হইয়াছেন এই কথা শুনিয়া গীতকর্ত্তা প্রসাদ দাস কহিতেছেন—আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

(৩)—সুরট।

রাধে! নিগদ, নিজং গদ মূলং—
উদয়তি তনু মনু কিমিতি তাপ-কূলমনুকৃত বিকট কুকূলং।। ধ্রু
প্রচুর, পুরন্দর—গোপ, বিনিন্দক, কান্তি-পটলমনুকূলং
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি, সংভৃতমুরসি দুকূলং? ।। ১।।
অভিনন্দসি নহি, চন্দ্র রজোভর-বাসিতমপি তাম্বূলং
ইদমপি বিকিরসি বর-চম্পক-কৃতমনুপম-দাম, সচুলং।। ২।।
ভজদনবস্থিতিমখিল পদে, সখি! সপদি, বিড়ম্বিত তূলং
কলিত সনাতন, কৌতুকমপিতব হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলং।। ৩।।

শ্রীরাধার বিরহপীড়া—

৩। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গোৎকণ্ঠায় ব্যাকুলা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া কোনও সখী কহিতেছেন—রাধে! তোমার ব্যাধির মূল কারণ কি বলত? তোমার অঙ্গ হইতে ভয়ঙ্কর তুষানলের তাপ নির্গত হইতেছে। প্রচুর ইন্দ্র গোপকীটের কান্তি বিনিন্দিত মনোহর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক বক্ষবন্দন (কাঁচুলী) বস্ত্রও দূরে নিক্ষেপ করিতেছ কেন? কর্পূর-বসিত তাম্বুল তোমার অতি প্রিয়

তাহাও সানন্দে গ্রহণ করিতেছ না কেন? এই অনুপম সুচারু চম্পকের মালাকে সীমন্তমণি চূড়াসহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেছ। সখি-রাধে! আজ সকল স্থানেই (কার্য্যেই) তোমাকে অনবস্থিত অর্থাৎ অধৈর্য্য দেখা যাইতেছে। তুমি একেবারে তুলা অপেক্ষা হাল্কা হইয়া গিয়াছ। তুমি পূর্বে গম্ভীর ছিলে। কলা-কৌতকী কৃষ্ণের সহিত নিত্য কৌতুক বর্দ্ধনকারী তোমার সদা উল্লসিত হৃদয়খানি শূলবিদ্ধের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছে।

(৪) সৌরাষ্ট্রী।

ভামিনি! পৃচ্ছ ন বারং বারং—

হন্ত, বিমুহ্যতি বীক্ষ-মনোমম, বল্লভ-রাজকুমারং ।। ধ্রু ।।

কুটিলং মামবলোক্য নবাম্বুজমুপরি চুচুম্ব, সরঙ্গী,

তেন হঠাদহমভবং বেপথু-মণ্ডল, সঞ্চলদঙ্গী ।। ১।।

দাড়িম-লতিকামনু নিস্তল-ফল, নমিতং সদধে হস্তং,

তদনুভবান্মম ধর্ম্মোজ্জ্বলমপি, ধৈর্য্য-ধনং গতমস্তং ।। ২।।

অদশদশোক-লতা, পল্লব-ময়মতনু-সনাতন-নর্ম্মা,

তদহমবেক্ষ—বভূব চিরংবত, বিস্মৃত কায়িক কর্ম্মা।। ৩।।

৪। পূর্বোক্ত গীতে সখীর বাক্যের উত্তরে শ্রীরাধা বলিতেছেন—হে ভামিনী বিশাখে! আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিও না। আমার কথা বলিবার শক্তি নাই! হায়! বল্লভ গোপরাজকুমারকে দেখিয়া আমার মন একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই রঙ্গী কৃষ্ণ, আমার প্রতি বক্রবৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটি নবকমল চুম্বন করিলেন, তদ্দর্শনে হটাৎ আমার দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল। পুনরায় উৎকণ্ঠার সহিত বলিতে লাগিলেন—সুগোল ফলভারে অবনত দাড়িম্বলতায় তাহার হস্ত অর্পণ দর্শনে আমার স্থির সমুজ্জল কুলধর্ম্ম ও ধৈর্য্যধন বিনষ্ট হইয়া গেল। আরও দেখিলাম সেই নিত্য ক্রীড়াশীল কৃষ্ণ সুন্দর দন্তে একটি কোমল অশোক পল্লবকে দংশন করিলেন—তাহাতে আমার অধর দংশনের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমার সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয় (কায়িক) কর্ম্ম বিস্মৃত হইলাম।

(৫) কেদার।

সুন্দরি! কলয় সপদি, নিজ চরিতং—

ত্বমতনু কার্ম্মণ-বিদুষী, রসিকমমু-মাকর্ষসি, গুণ কলিতং ।। ধ্রু।।

নিজ মন্দিরমনুপদ লসদিন্দীরমপি পরিহায় বিলাসী,

অভবদপাস্ত সমস্ত-কলং গিরি-কন্দর-তট বন-বাসী ।। ১।।

ভবদনুরাগ নৃপ-কৃত হা কিমকারণ বৈরমপার,

প্রহরতি, মনসিজ ধনুরমুণা প্রহিতো, যদমুং কতিবারং।। ২।।

জীবয়িতুং যদি কান্তমনন্ত-গুণালয়মিচ্ছসি কান্তে—
অভিসর সংপ্রতি তংপ্রতি ভামিনি! হরিবল্লভভণিতান্তে।। ৩।।

৫। পূর্বোক্ত গীতের আলোচনা কালে কৃষ্ণের নিকট হইতে আগতা দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, সুন্দরী রাধে! তোমার নিজ স্বভাবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি ত কন্দর্পের মূলবশীকরণ বিদ্যায়াভিজ্ঞা। তুমি সেই রসিক কৃষ্ণকে নিজ গুণরূপ রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিতেছ। দেখ! সেই বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ সর্বথা লক্ষ্মীর বৈভব পরিপূর্ণ স্বীয় বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া গোবর্দ্ধনগিরি তটবাসী হইয়াছেন এবং নৃত্যাগীতাদি সকল কলানৈপুণ্যও ত্যাগ করিয়াছেন। হায়! তোমরা অনুরাগ নরপতি অকারণ তাঁহার প্রবল শত্রুতা করিতেছেন এবং সেই নরপতি নিক্ষিপ্ত কন্দর্প চাপ ঐ কৃষ্ণকে কতবার প্রহার করিতেছে। গীতকর্ত্তা শ্রীহরিবল্লভ কহিতেছেন—হে রাধে! যদি অনন্ত গুণাকর কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে বাঁচাইতে চাও তাহা হইলে হে ভামিনি। সম্প্রতি আমার কথার শেষে সাথে সাথে তাহার প্রতি অভিসার কর।

(৬) মল্লার।

রাধা মধুর বিহারা—
হরিমুপগচ্ছতি, মন্থর-পদগতি, লঘু লঘু তরলিত হারা ।। ধ্রু।।
চিকুর তরঙ্গাকো ফেন-পটলমিব কুসুমং দধতী কামং,
নটদপসব্য দিশা দিশতীব চ নর্ত্তিতুমতনুমবামং ।। ১।।
শঙ্কিত লজ্জিত, রসভরে চঞ্চল, মধুর-দৃগন্ত-লবেন—
মধু-মথনং প্রতি সমুপহরন্তী, কুবলয় দাম, রসেন।। ২।।
গজ পতি রুদ্র-নরাধীপমধুনাতন-মদনং, মধুরেণ—
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং সুখয়তু রস বিসরেণ।। ৩।।

৬। পূর্বোক্ত সখীবাক্যে ব্যাকুল শ্রীরাধা অভিসারে চলিয়াছেন। দেখ ক্রীড়াশীলা রাধার গমন কি মুধর। কি মনোহর পদগতি। কণ্ঠের হারটি ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছে। কেশরূপ যমুনা তরঙ্গে ফেনপুঞ্জের ন্যায় শুভ্র কুসুম ধারণে কি সুন্দর শোভা বিস্তার করিয়াছে। নৃত্যশীল দক্ষিণ নয়ন যেন কন্দর্পকে আদেশ প্রদান করিতেছে। পুনঃ কিরূপ ? শঙ্কিত-লজ্জিত-রসভরে চঞ্চলিত মধুর নয়ন-কোণের লেশমাত্রের দ্বারাই যেন মধুদৈত্যহারী হরির প্রতি আনন্দের সহিত নীলকমলমালা উপহার দিতেছেন। গীত রচয়িতা রামানন্দরায় কহিতেছেন—অধুনাতন কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর রাজা প্রতাপরুদ্রকে মৎকৃত এই মধুর সঙ্গীত রসবিস্তারে সুখদান করুক।

(৭) ময়ূর ধানসী।

মন মথ-মকর—ডরহি ডর কাতর—মঝু-মানস-ঝষ কাঁপ,

তুয়া হিয়া-হার-তটিনী-তটে কুচ-ঘটে, উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ।
সুন্দরি! সম্বরু কুটিল কটাখ—
কলসীকো মান, বড়শী অবডারসি? এ অতি কঠিন-বিপাক!
পুন দেই ঝাঁপ, পড়ল যব আকুল, নাভি-সরোবর-মাহ—
তহি রোমাবলী—ভূজগী, সঙ্গভয়ে, ত্রিবলী-বেণী-অবগাহ,
তাহি ফিরত—কত কতহি মনোরথ, দৈবকো গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণি-জালে পড়ল যব সংশয়, গোবিন্দ দাস রস গান।

৭। রসময় রসময়ীর সন্মিলনের পর রসময় মাধব প্রেমপূর্ণবাক্যে শ্রীরাধাকে বলিতেছেন— কন্দর্পরূপ মকরের (বৃহৎ মৎস্য) ভয়ে ভীত ও কাতর আমার মন-মীন (ক্ষুদ্র মৎস্য) প্রাণভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার বক্ষের হাররূপ নীদর তটস্থ ঘটরূপ কুটকুম্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। সুন্দরি! তোমার কুটিল কটাক্ষ (বক্র-চাহনি) সম্বরণ কর। কলস-আশ্রিত ভীত মৎস্যকে এখন কুটিল কটাক্ষ বড়শীর ভয় দেখাইতেছে, এ অতি কঠিন বিপত্তি। পুনরায় যখন ভয়াকুল হইয়া সেখান হইতে নাভি সরোবর ঝাঁপ দিল— তথায়ও রোমাবলিরূপ ভূজঙ্গিনীর (সর্পের) সঙ্গভয়ে এক্ষণে ত্রিবলীরূপ ত্রিবেনী অবলম্বন পূর্বক কত কত মন অভিলাষে বিতরণ করিতেছে। সেখানেও দৈবের দূর্জ্ঞেয় গতিতে মনোমীন তখন কিঙ্কিনীরূপ জালে আবদ্ধ হইল। এখন উদ্ধার বিষযে সংশয় আছে! গোবিন্দদাস এই রসগান করিতেছেন।

(৮) বালা বা কেদার।

রাধা-বদন হেরি কানু আনন্দা—
জলধী উছল যৈছে হেরইতে চন্দা!
কতহি মনোরথ কৌশল কতরি!
রাধা কানু—কুসুম-শর-সমরি!*
পুলকে পূরল তনু হৃদয় উলাস—
নয়ন ঢুলা ঢুলি—লহু লহু হাস।
দুহু অতি-বিদনধ অনবধি-লেহা
রস-আবেশে বিসরি নিজ দেহা।
হার টুটল পরিরম্ভণ-কেলী
মৃগ-মদ কঙ্কুম, পরিমল ভেলি
নিরসি অধর-মধু পিবি মাতোয়ার
ভূখিল-ভ্রমর, কুসুম-অনিবার।

যুগল-মিলন

৮। পূর্ণচন্দ্র দর্শনে উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় রাধার বদন-চন্দ্র দর্শনানন্দে কানুর হৃদয় আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। রাইকানু দুইজনেই কন্দর্পযুদ্ধে কত কত কৌশল প্রকাশ করিতেছেন। অন্তরের উল্লাসে দুইজনেরই শরীর আনন্দে পূর্ণ হইল। দুইজনেরই নয়নে ঢুলু-ঢুলু এবং মৃদু মৃদু হাস্য। দুইজনেই রসকেলি-নিপুণ। পরস্পরের প্রেমের নুন্যাধিক্য অনবগাহ্য। রসাবেশে নিজ নিজ দেহ বিস্মৃত হইয়াছেন। দৃঢ় আলিঙ্গনে গলার হার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং উভয়ের অঙ্গলিপ্ত মৃগমদ ও কুঙ্কুম সমূহ পরিমলে পরিণত হইয়াছে। কোন সখী বলিতেছেন—দেখ! ভ্রমর (কৃষ্ণ) অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত তাই অধর-মধু (রাধার) নিঃশেষে পান করিয়া মাতোয়ারা হইয়াছে। আর কুসুমও (শ্রীরাধাও) অধরমধু পানে (চুম্বনে) বাধা দিচ্ছেন না (অনিবার)।

ষষ্ঠী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

অথ দ্বাবিংশতি ক্ষণদা

(১) কেদার ; শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

অপরূপ গোরা নট-রাজ।

প্রকট-প্রেম—বিনোদ-নব-নাগর, বিহরে নবদ্বীপ মাঝ ;
কুটিল-কুন্তল, গন্ধ পরিমল, চন্দন-তিলক ললাট।
হেরি কুলবতী ; লাজ-মন্দির—দুয়ারে দেওই কপাট,
করী-বর-কর জিনি, বাহুর সুবলনি, দোসরি-গজ-মতি-হারা।
সুমেরু-শিখরে যৈছন ঝাপিয়া—বহই সুরধুনী ধারা!
রাতুল-অতুল, চরণ-যুগল, নখ-মণি-বিধু-উজোর,
ভকত-ভ্রমরা সৌরভে আকুল, বাসুদেব দত্ত রহু ভোর!

১। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব মায়াগ্রস্থ হইয়া ত্রিতাপদাহে দগ্ধ দর্শনে করুণাময় ভগবান্ অপরূপ গৌরনটরাজরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রমণীয় নবনাগরের বেশে যেন প্রেমময়মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া নবদ্বীপ মাঝে বিহার করিতেছেন। তাঁহার অপূর্ব কুঞ্চিত কেশাবলির শোভায় এবং ললাটস্থ চন্দন-চর্চ্চিত তিলকের গন্ধ পরিমলে এবং মাধুরী দর্শনে কুলবালাগণ লোকলজ্জার কপাট বন্ধ অর্থাৎ লোকলজ্জা ত্যাগ করিয়া গৌররূপ মাধুরী পান (দর্শন) করিতেছে। শ্রীগৌরসুন্দরের হস্তিশুণ্ড নিন্দিত সুন্দর বাহুযুগল। সুমেরুর শিখর ঝাঁপিয়া প্রবাহিত সুরধনীর ধারার ন্যায় দোসরি গজমুক্তার হার বিরাজিত। অতুলনীয় আরক্ত শ্রীচরণ যুগলের নখমণিরূপ উজ্জ্বল-চন্দ্রমাধুরীতে জগতের সকল পাপ-তমো নষ্ট করিতেছে এবং ভক্ত ভ্রমরগণ মাধুরী সৌরভে বিহ্বল হইতেছেন। গীতকর্ত্তা বাসুদেব দত্ত কহিতেছেন—আমি ও রূপমাধুরীতে বিভোর হইয়া পড়িয়াছি।

(২) ধানসি ; শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য।

আরেমোর, আরেমোর নিত্যানন্দ রায়
আপে নাচে আপে গায়, চৈতন্য বলায়
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে,
পাপিয়া পাষণ্ড-মতি, না রাখিল দেশে
পাট-বসন পরে নিতাই, মুকুতা শ্রবণে
ঝল মল ঝল মল—নানা আভরণে।
সঙ্গে সঙ্গে যায় নিতাইর রামাই সুন্দর
গৌরী দাস আদি করি যত সহচর।

চৌদিকে হরিদাস* হরি হল বলায়
জ্ঞান দাস নিশিদিশি নিতাইর গুণ গায়

২। আহা! আহা! আমার নিতাইয়েরে দর্শন কর। নিতাই আপনি নাচিতেছেন এবং আপনি গাহিতেছেন—"ভজ চৈতন্য কহ চৈতন্য, লহ চৈতন্যের নাম রে। যে জন চৈতন্য ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে"।। এই প্রকার শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীগৌরপ্রেমাবেশে লম্ফে লম্ফে গমন করিতেছেন। শ্রীনিতাইয়ের মুখে ভুবন মঙ্গল গৌরনাম শ্রবণে এবং কীর্ত্তনে পাপ-পাষণ্ডমতি মানবগণের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া প্রেমলাভে ধন্য হইতেছেন। শ্রীনিতাইচাঁদের পরিধানে পট্টবস্ত্র, কর্ণে মুক্তা পরিয়াছেন এলং বিচিত্র মনোহর আভরণে অঙ্গ ঝলমল ঝলমল করিতেছে। আর শ্রীরামাই সুন্দরানন্দ ও শ্রীগৌরীদাসাদি প্রিয় অনুচরবৃন্দ প্রেমানন্দোন্মত্ত হইয়া মনোহর নৃত্য করিতে করিতে শ্রীনিতাইয়ের সঙ্গে চলিয়াছেন। হরিদাস অর্থাৎ ভক্তগণ চতুর্দ্দিকের দর্শন ও শ্রবণকারী লোকসকলকে "হরি বল, হরি বল" বলাইতেছেন। গীতকর্ত্তা শ্রীজ্ঞানদাস শ্রীনিতাইচাঁদের অপূর্ব প্রেমপ্রচার লীলার দিবা-রাত্রি গুণগান করিতেছেন।

(৩) ধানসী।

সজনি! কি আজু পেখলু রূপ-ধাম—
দেখিলে করিব কি, না দেখিলে নাহি-জি! ভালে সে অনঙ্গ-ভেল কাম,
সুকুঞ্চিত কেশ-জালে, মালতী রচিয়া ভালে, তছুপরি শিখি-পুচ্ছ-চন্দ!
মুগধ-রাহু বেঢ়ি, মধুকর মধুকরী, উড়িপড়ি পিয়ে মকরন্দ!
ভালে সে চন্দন-বিন্দু নিন্দিয়া শরত-ইন্দু, ঘন-মেঘে পূর্ণ পরকাশ
নবীন-নলিনী-দল—আঁখি যুগ চঞ্চল—বিম্ব-অধরে মৃদু-হাস!!
শ্যাম অঙ্গে শোভা হেন, তিমিরে তড়িত যেন, কটি আটি পীত-নিচোল,
মুখর-মঞ্জীর-ধ্বনি, উলসিত ধরণী, বংশী দাস পদতলে ভোর।

৩। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিয়া শ্রীরাধা কোন সখীকে বলিতেছেন, সখি! আমি আজ কি মূর্ত্তিময় রূপধাম (রূপের আশ্রয় শরীর) দর্শন করিলাম! দেখিলেই বা কি করব! (তারে দেখিয়া আরও বিপদ হইল) আবার না দেখিলে জীবন থাকে না! কন্দর্পের অঙ্গ না থাকায় ভালই হইয়াছে, (নহিলে সে রূপের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিত না)। তাঁহার কুঞ্চিত কেশরাশি মালতীর মালায় সুশোভিত এবং তাহার উপরে শিখিপুচ্ছচন্দ্র বিন্যস্ত, মনে হয় যেন রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিতে গিয়া মাধুরী-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর মধুকর-মধুকরীগণ উৎপতিত হইয়া মালতীর মকরন্দ পান করিতেছে। শরতের সুনির্ম্মল আকাশে চন্দ্রের শোভা বিজয়ী ললাটের চন্দনবিন্দু, যেন কৃষ্ণমেঘে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ। নব-কমলপত্রের ন্যায় চঞ্চল নয়ন-যুগল বিরাজিত এবং বিম্বাধরে মৃদু হাস্যবিজড়িত। শ্যাম-অঙ্গে কটিতে আঁটিয়া পরিহিত পীতবসনখানি যেন তিমিরে বিদ্যুৎ শোভা পাইতেছে।

চরণে নূপুরধ্বনি মুখরিত,—তাহাতে পৃথিবীও আনন্দিতা। গীতকর্ত্তা বংশীদাস কহিতেছেন —তাহাতেই আমি বিভোর হইয়া ঐ চরণতলে পতিত।

(৪)—শ্রীরাগ।

নীল-রতন কিয়ে নব-ঘন-ঘটা—
লখিলে লখিল নহে সে অঙ্গের ছটা!
কদম্ব তলাতে সই! শ্যাম-চিকণিয়া—
রূপ দেখি আইনু জাতি কুল মজাইয়া,
চূড়ার উপরে মত্ত-ময়ূরের—পাখা—
মদন-মহেন্দ্র-ধনু কিবা দিল দেখা?
বদন-কমল, কিয়ে পূণমী কো চাঁদ?
অধর-বাঁধুলী কিয়ে কিসলয় ছাঁদ?
তাহে অতি সুমধুর মূরলীর সানে—
ভুলল আঁখির লাজ, সান্ভাইল কাণে।
নয়ন যুগল কিয়ে মত্ত-অলী-রাজ?
অলখিতে দংশে যুবতী-হিয়া-মাঝ!
গোবিন্দ দাস কহে সে-না দিঠি-বিষে,
না পিলে অধর-সুধা কেবা জিয়া আসে।

৪। উক্তপ্রকারে কান্তের রূপ বর্ণন করিয়াও যেন আশা মিটিল না,—তাই পুনরায় বলিতেছেন,—তাঁহার অঙ্গচ্ছটা দেখিলেও স্থির করা যায় না। এ কি নীলকান্তমণি অথবা নূতন মেঘের সমাবেশ। সখি! কদম্বতলে সেই চিকণিয়া শ্যামরূপ দর্শন করিয়া জাতিকুল মজাইয়া আসিয়াছি। আর চূড়ার উপরে মত্ত-ময়ূরের পাখা দর্শনে মনে হইল একি! কন্দর্পের ইন্দ্রধনু দেখা দিল? বদনের শোভা দর্শনে মনে হইল ওকি প্রস্ফুটিত কমল,—অথবা পূর্ণিমার চাঁদ? অধরের মাধুরী দেখিলে উহা বাঁধুলীফুল কিবা কিসলয়ের শোভা! সখি তাঁহার অতি মধুর মুরলীধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমার চক্ষু লজ্জা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার নয়ন দুইটি কি মত্ত মধুকর? তাহা না হইলে অলক্ষিতে যুবতীর হৃদয়ে দংশন করিল কেমনে? গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—সে নয়নের দৃষ্টিতে বিষ আছে। সেই বিষের ঔষধ সেই রূপময়ের অধর-সুধা.—তাহা না পান করিলে কেহ জীবিত থাকিতে পারে না। তাহা ভিন্ন তুমি আসিলে কিরূপে?

(৫)—শ্রীরাগ।

কিয়ে হিম-কর-কর, কিয়ে নিঝর-ঝর, কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক—
কিয়ে কিশলয়, কিয়ে মলয়-সমীরণ, জ্বলত যো চন্দন-পঙ্ক!

(অবধারলু রে) কানুতুয়া পরশ-কো-রঙ্ক,
নাগরী-কোরে, তো বিনু মুরছাওই, অপরূপ মদন-আতঙ্ক!
যনু নব-জলধর, ধরমী লোটাওই, আকুল-চিকুর-বিথারি!
'রাধা'—নামে, নয়ন ঘন বরিখই, আরতি কহই না পারি!!
ধনি ধনি তুহ ধনি! রমণী-শিরোমণি, কানু সে যাকো একান্ত—
তুয়াপদ-পঙ্কজ, ভালে না ছোড়াই, গোবিন্দ দাস মতি-মন্ত।।

৫। পূর্ব্বোক্ত গীতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপমার্ধুয্য বর্ণনা করিতেছেন,—এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের দূতি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের রাধা বিরহে গভীর উদ্বেগের কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন—রাধে! তোমার প্রাণবল্লভের কথা কি বলব! কি চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাসুধা, কি নির্ঝরের সুশীতল বারি, কি পালঙ্কোপরি কুসুমশয্যা! কি কোমল পল্লব! কি মলয়-সমীরণ! কি চন্দন-অনুলেপন ইত্যাদি তাপ নিবারণ বস্তুতে তাহার অঙ্গ আরও জ্বলিতেছে! রাধে গো! ইহাতে নিশ্চিত ধারণা করিয়াছি,—কানু কেবল তোমার সুশীতল অঙ্গস্পর্শের কাঙ্গাল! প্রণয়িনী যুবতীগণের কোলে তোমার বিরহে মূর্চ্ছিত হইতেছেন। এ এক অপরূপ কন্দর্পভীতি! আকুল হইয়া আলুলাইত কেশে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে—মনে হয় যেন নবজলধর (মেঘ) পৃথ্বীতে লুণ্ঠিত হইতেছে। রাধানাম উচ্চারণ করিতে করিতে নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। তাহার আকুলতা আর বলিতে পারি না। ধনী রাধে! ভুবনদুর্লভ সেই কানু যাঁর একান্ত অনুরক্ত—সেই তুমি রমণীশিরোমণি তুমি ধন্য! ধন্য! অতএব আমি তোমার চরণকমল ছাড়িব না,—তুমি অভিসারিনী হইয়া কানুর প্রাণরক্ষা কর! দূতীভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—নহিলে বুদ্ধিমন্ত গোবিন্দদাস (কবিরাজ) তোমার চরণ ছাড়িতেছে না।

(৬)—শ্রীগান্ধার।

(রমণি!) ধনি ধনি বনি অভিসারে—
সঙ্গিনী রঙ্গিণী, রূপ-তরঙ্গিনী, সাজলি শ্যাম-বিহারে,
লোচন খঞ্জন-গঞ্জন, রঞ্জন-অঞ্জন, বসন বিরাজে
কিঙ্কিণী রণরণি, বঙ্করাজ-ধ্বনি, মদন-মনোহর বাজে।
সাজলি, মদন-কলাবতী রাধা, যুবতী-বৃন্দ করি সাথে ;
রাজহংস, গজ-গমন বিড়ম্বন, অবলম্বন সখী-হাতে।
চলইতে চরণ—সঙ্গে, চলু মধুকর, মকরন্দ পান কি লোভে—
সৌরভে উনমত, ধরণী চুম্বই কত, চরণ-চিহ্ন যাহা শোভে!
কনক-লতা জিনি, জিনি সৌদামিনী, বিধির অবধি রূপ রাধে!
যদুনাথ দাস ভণে, গমন নিকুঞ্জ-বনে, পুরাইতে শামর-সাধে।

৬। দূতীবাক্যে রাধাবিরহে শ্যামসুন্দরের গভীর উৎকণ্ঠা শ্রবণ করিয়া শ্যামসোহাগিনী রাধা তৎক্ষণাৎ অভিসারে চলিলেন। কোন প্রিয় সহচরী শ্রীরাধার ভাবমাধূর্য্য দর্শনে বলিতেছেন—তোমার আজিকার অভিসার যেন তরঙ্গায়িত নদীর সমুদ্র-সঙ্গমে গমনের ন্যায় রঙ্গিনী-সখীবৃন্দের সহিত শ্যামবিহারের নিমিত্ত রূপের তরঙ্গিনী সাজিয়াছ। তোমার খঞ্জন-গঞ্জন লোচনদ্বয় অঞ্জনে রঞ্জিত হইয়াছে, এবং অঙ্গে কেবল বসন মাত্র বিরাজিত। গমন কালে পায়ের বাঁকা মল ও কিঙ্কিনীর রণরণি ধ্বনি কন্দর্পের মনোহরণ রবে বাজিতেছে। সখি রাধে! তুমি আজ কন্দর্প-কলাবতী সাজিয়াছ। সখীর হস্ত ধারণ করিয়া যুবতীবৃন্দের সহিত মনোহর গমন ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য রাজহংস এবং গজগমনকে বিড়ম্বিত করিতেছে। তোমার পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মকরন্দ লোভে মধুকর অনুগমন করিতেছে। আর যে স্থানে তোমার চরণচিহ্ন পড়িতেছে—কত কত মধুকর সৌরভে উন্মত্ত হইয়া সেই ভূমিকে চুম্বন করিতেছে। গীতকর্ত্তা যদুনাথ দাস কহিতেছেন—রাধে! তোমার একান্ত অনুরক্ত শ্যামসুন্দরের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অবধি প্রাপ্ত কনকলতা ও সৌদামিনী (বিদ্যুৎ) নিন্দিত অপরূপ রূপে সজ্জিত হইয়া নিকুঞ্জ-বনে অভিসারে চলিয়াছ।

(৭)—গান্ধার।

"এ, ধনী-পদুমিনি!" পড়ল অকাজ—
যনি ভেটহ হরি, কুঞ্জ কো রাজ ;*
তুহু গজ-গামিনী মতি অতি ভোর—
উচ-কুচ-কুম্ভ-গরবে, নাহি ওর!
যৌবন-গরবে না হেরসি পন্থ—
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত!
যব তোহে করব, অরুণ-দিঠি-ভঙ্গ—
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী—সঙ্গ!
সো খর-নখর পরশ যব হোতি—
এ কুচ-কুম্ভে না রাখবি মোতি!
গণ্ডে করব যব দশন কো ঘাত—
মুরছি পড়বি তব ধরণী নিপাত!
গোবিন্দ দাস তব হি সাঙরাব—
অধর-সুধারসে পুনহি জীয়াব।

কোন সখীর পরিহাসোক্তি—

৭। ধনী পদ্মিনী! (রাধে!) তুমি যেভাবে কুঞ্জরাজে মিলিতে চলিয়াছ তাহা ভাল মনে হইতেছে না। দেখ তুমি গজগমনে বিভোর হইয়া চলিয়াছ। তোমার উচ্চ কুচকুম্ভের

গৌরবের সীমা নাই। তুমি যৌবন-গর্ব্বে পথ দেখিতে পাইতেছ না; কিন্তু তোমার অঙ্গগন্ধে চারিদিক সুবাসিত করিতেছ। সেই কুঞ্জরাজ যখন তোমার প্রতি অরুণ-নয়নে দৃষ্টি ভঙ্গি করিবে—সে সময় সঙ্গের সহচরীগণকে নিকটে দেখিতে পাইবে না—অর্থাৎ সকলেই পলাইয়া যাইবে। যখন তাহার তীক্ষ্ণ নখরাঘাত হইবে তখন তোমার কুচরূপ কুম্ভে শোভিত মোতি (হার) রাখিবে না। তোমার গণ্ডস্থলে যখন দন্তাঘাত করিবে তখন তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতে পড়িবে। সখীভাবাবেশে গোবিন্দদাস কহিতেছেন—আমি তৎক্ষণাৎ হরিকে স্মরণ করিয়ে দেব অধর-সুধারসে পুনরায় জ্ঞান ফিরিয়ে আনবে। (অর্থাৎ অধরে চুম্বন করিলে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে।)

(৮)—কেদার।

চন্দ্র-বদনী-ধনী, চলু অভিসার—
নব নব রঙ্গিণী রসের পসার!
কর্পূর, চন্দন, অঙ্গ হি সাজে—
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে*
বৃন্দাবন ভেটল নাগর রায়
নব নব কোকিল পঞ্চম গায়।।

৮। ইহার অর্থ সহজ।

(৯)—শ্রীগান্ধার।

মদন-কিরাত—কুসুম-শর-দারুণ, বৃন্দাবন-বন-মাঝ-
তেঞি আকুল হরি, তোহারি স্মরণ করি, পরিহরি পৌরুখ লাজ,
(এ ধনি!) তুয়া-দিঠি—অথির-সন্ধান—
মনমথ-মারত, জোরি কুসুম-শর হানল হমারি পরাণ!
দুই শরে জর জর—জীবন অন্তর, কিয়ে করব নাহি জান
নিজ-যশ চাই, রাই! অব দেওবি, অধর-সুধারস পান?
মণিময়-হার—তরঙ্গিণী-তীরহি কুচ-কনকাচল-ছায়—
ঐছে তপত-জন, গুপত রাখ, বরু! গোবিন্দ দাস যশ গায়।

৯। কুঞ্জমধ্যে একাকী নাগরেন্দ্র প্রিয়তমার আগমন প্রতীক্ষায় আকুলান্তরে উপবিষ্ট কুঞ্জপথে চাহিয়া আছেন। এদিকে রস-রঙ্গিনী কৌতূহলবশে কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকিয়া কটাক্ষ দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। তদ্দর্শনে রসিক শিরোমণি বলিতেছেন—ধ্বনি! বৃন্দাবন মধ্যে পুষ্পবাণধারী ভয়ঙ্কর মদনব্যাধ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। সেই মদন কিরাতের ভয়ে আকুল হইয়া হরি (সিংহ সদৃশ) হইয়াও স্বীয় পৌরুষ ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া তোমার স্মরণ

করিতেছে ; কিন্তু হায়! আশ্রিতকে রক্ষা করা দূরে থাকুক—তুমিও আমাকে কটাক্ষবাণ বিদ্ধ করিতেছ। এখন তোমার চঞ্চল কটাক্ষবাণ এবং মদনব্যাধের শাণিত কুসুমশর দুইয়ে মিলিয়ে আমার প্রাণনাশ করিতেছে। দুইজনের শরে জর্জ্জরিত হইয়া আমার প্রাণ যায় যায়! কি যে করব তার উপায়ও জানিনা। রাধে! তোমার নিজ জগৎভরা যশের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটিবার তোমার অধর-সুধা পান (চুম্বন) করিতে দাও! হে বরাঙ্গিনী! (বরু) তোমার হাররূপ তরঙ্গিনীর (নদীর) তীরবর্তী স্তনরূপা সুবর্ণপর্ব্বতের ছায়ায় এই তাপিত-জনকে গোপন করিয়া রাখ। গীত রচয়িতা গোবিন্দদাস সখীভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইয়া কহিতেছেন—তাহা হইলে আমি তোমার যশোগান করিব।

(১০)—কামোদ।

সজনি! হেরি হেরি দুহু দিঠি ঝাঁপ!

মনমথ-সমরে, কুসুম-শর কো কহু? সঙরি সঙরি জিউ কাঁপ। ধ্রু
রাধা-মাধব, নিকুঞ্জে পৈঠল, রতিরণ-রঙ্গ-কো শালা—
রণ-বাজন, ঘন—কোকিল-কলরব, ঝঙ্করু মধুকর-মালা।
পহিলহি রাই—নয়ন-শরে জরজর, আকুল কুঞ্জকো রাজ,
ভুজ-যুগ—বরুণ-পাশে ধনী বান্ধল, নিকরুণ হৃদয় কো মাঝ।
রোখলি রাই তহি পুন হরি-উরে, কচু-কাঞ্চন-গিরিহান
সো-গিরি-ধর-খর-নখরে বিদারল—বিচলিত মানিনী-মান!
শ্রম-ভরে দুহু, অধর-মধু পিবই, দুহু-গুণ দুহু পরশংস,
দোহুকো গণ্ড-মুকুর হেরি ভরমই, নিজ ছায় দুহু করু দংশ!*
সিন্দুর-দহন-বাণ, হেরি মাধব, মৃগ-মদ-জলদে নিঝাঙ,
পিঞ্ছ-মুকুটভয়ে, বেণী-ভূজঙ্গিনী, বিলোলিত মহী-গড়ি যাঙ
মাতল মদন—রায়-মদ-কুঞ্জর, অলক-অঙ্কুশ নাহি মান—
তোড়ল, নীবি-নিগড়, গীম-বন্ধন, নিজপর দুহু নাহি জান!
রতি-রণ তুমুল, পুলক-কূল সঙ্কুল, ঘন—মণি-মঞ্জীর বোল,
নিজ মদে মদন-পরাভব মানল, কুণ্ডল গণ্ডহি লোল।
অনুখন কঙ্কণ কিঙ্কিণি ঝঙ্কুরু,—রতিজয়-মঙ্গল-তুর,
মনমথ-কেতু—মকর গড়ি যাওত, গোবিন্দ দাস কহ ফুর।

১০। কুঞ্জমধ্যে লীলা-দর্শনরতা এক সখী অন্য সখীকে কহিতেছেন—সখি! দেখ! পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে দুইজনের নয়ন নিমীলিত হইয়া যাইতেছে। কন্দর্পযুদ্ধে পুষ্পবাণের কথা কে বলিতে পারে? তাহার স্মরণ করতে করতেই দুইজনের হৃদয় কম্পিত হইতেছে। রাধামাধব রতিরণরঙ্গশালা নিকুঞ্জে প্রবেশ করিবা মাত্রই কোকিলের

কলধ্বনি এবং মধুকরগণের ঝংকার রূপ রণবাদ্য বাজিতেছে। দেখ! প্রথমেই রাইধনী ঘন গম্ভীর নয়নবাণে জর্জ্জরিত বিহ্বল কুঞ্জরাজকে স্বীয় বাহুযুগরূপ বরুণ পাশে (পাশাস্ত্রে) নির্দ্দয়রূপে হৃদয়মাঝে বন্ধন করিলেন। পরে রোষভরে পুনরায় ধনী হরির বক্ষস্থলে কুচরূপ স্বর্ণপর্ব্বতের আঘাত হানিতেছেন কিন্তু সেই গিরিধারীও তীক্ষ্মনখরাঘাতে কুচকাঞ্চনগিরিকে বিদীর্ণ করিল এবং রণগর্ব্বিতার গর্ব্ব (মান) চূর্ণ করিতে লাগিলেন। (তিনি যে স্বয়ং গিরিধারী অদম্য পুরুষসিংহ)।

এক্ষণে শ্রমভরে দুইজনে পরস্পর পরস্পরের অধরামৃত পান (চুম্বন) করিতেছেন, এবং পরস্পরের রতি-রণচাতুর্য্য গুণের প্রশংসা করিতেছেন। আর অপূর্ব দেখ! পরস্পরের সুচিক্কণ গুণ্ডরূপ দর্পণে পরস্পরের প্রতিবিম্ব দর্শনে ভ্রমবশে নিজ নিজ প্রতিবিম্বে দংশন করিতেছেন। শ্রীরাধার কপালে সিন্দুররূপ অগ্নিবাণ দর্শনে মাধব মৃগপদ তিলকরূপ বরুণবাণে নির্ব্বাপিত করিলেন। মাধবের ময়ূরপুচ্ছের মুকুটকে ময়ূর ভ্রমে ভীত হইয়া রাইয়ের বেণীরূপ ভুজঙ্গিনী যেন ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে।

দেখ! মদন রায়ের মত্ত হস্তীর ন্যায় মাধব মাতিয়া উঠিয়াছেন। ললাটে পতিত অলকরূপ (কেশরূপ) অঙ্কুশের আঘাত মানিতেছে না। নিজ-পর জ্ঞান নাই—রাধার কটিবস্ত্রবন্ধনী সূত্র এবং স্বীয় গ্রীবা বন্ধনীরূপ বনমালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তুমুল কন্দর্প যুদ্ধে দুইজনের অঙ্গই পুলকাবলীতে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। মণিনুপুরের রণবাদ্য ঘন ঘন বাজিতেছে। দেখ! মদন নিজ মদের (গর্ব্বের) পরাভব মানিয়া লওয়ায় রাইধনীর কুণ্ডলদ্বয় জয়-পতাকার ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে এবং মদনবিজয়ের মঙ্গলবাদ্য স্বরূপ কঙ্কণ ও কিঙ্কিনী নিরন্তর ঝঙ্কার করিতেছে। গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ সখীভাবাবিষ্ট হইয়া উচ্চৈস্বরে কহিতেছেন—মন্মথের বিজয়পতাকারূপ নাগরের মকরমুণ্ডল মনোদুঃখে ধরাতলে গড়াগড়ি দিতেছে।

সপ্তমী ক্ষণদা সমাপ্ত।

অথ ত্রয়োবিংশ ক্ষণদা

শুক্লা-অষ্টমী

(১) বরাড়ি ; শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

বিরলে বসিয়া একেশ্বর—
হরিনাম জপে নিরন্তর,
সব-অবতার-শিরোমণি—
অকিঞ্চন-জন-চিন্তামণি,
সুগন্ধি চন্দন মাখা গায়—
ধূলী বিনু আন নাহি ভায়!
ছাড়ল লখিমী-বিলাস—
এবে ভেল তরু তলে বাস!
মণিময়-রতন-ভূষণ—
স্বপনে না করে পরশন!
হাস-বিলাস উপেখি—
কান্দিয়া ফুলায় দুটি আঁখি।
বিভূতি করিয়া প্রেমধন—
সঙ্গে লঞা সব অকিঞ্চন,
প্রেম জলে করল সিনান ;
কহে বাসু—বিদরে গরাণ!

(২) গান্ধার, শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য।

রূপে গুণে অনুপমা, লক্ষ্মী কোটি মনোরমা,
বজ্র বধু অযুতে অযুত।
রাস কেলি-রস সঙ্গে, বিহরে যাহার সঙ্গে,
সোপহু কি লাগি অবধূত?
(ও প্রাণের হরি!) এ দুঃখ কহিব কার আগে,
সকল নাগর-গুরু, রসের কলপ-তরু,
কেন নিতাই ফিরেন বৈরাগে?
সঙ্কর্ষণ, শেষ যার— অংশ কলা অবতার,

অনুক্ষণ গোলোকে বিরাজে,
শিব বিহি অগোচর, আগম নিগম পর,
কেন নিতাই সঙ্কীর্ত্তন মাঝে?
কৃষ্ণের অগ্রজ, নাম— মহাপ্রভু বল রাম,
কলি যুগে শ্রীনিত্যানন্দ।।
গৌর-রসে নিগমন, করাইল জগজন,
দূরে রহু বলরাম মন্দ!

কৃষ্ণ দ্বাদশীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩) বালা।

সহজই আনন, সুন্দররে, ভাঙ-সুরেখনি-আঁখি—
পঙ্কজ, মধুকর—পিবি মধুরে! উড়য়ে পসারল পাখি?
আজু পেখলু ধনী—যাইতে রে! রূপে রহল মন লাই—
কোটি-সুধাকর—বদন-মণ্ডল, আঁখি তিরপিত নাহি পাই!
অতএ ধাওল, মেরি লোচন রে! যহি যহি গেলি বরনারী—
আশা লুবধ—নাহি তে জই রে! কৃপণ কো পাছে ভিখারি!
অতএ রহল মন—মো-রহুরে! কনয়া-কুচ-গিরি-সান্ধি—
তে অপরাধে-মনোভবরে! জোরি* রাখল মন বান্ধি!

৩। স্নানান্তে গৃহগমনোদ্যতা শ্রীরাধার বেশভূষা-বর্জ্জিত স্বাভাবিক রূপমাধুর্য্য অনতিদূর হইতে দর্শন করিয়া প্রেম-পিপাসার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ কোনও সখীকে বলিতেছেন—

সখি! ধনীমণির বদনখানি স্বভাবতঃ কত সুন্দর। তাহার উপর ভুরূর সুন্দর রেখাযুক্ত নয়ন যেন দুইটি মধুকর। তাহারা বদন কমলের মধু পান করিয়া উড়িয়া যাইবার জন্য যেন পাখা (ভুরূর) বিস্তার করিয়াছে। ঐরূপ মাধুর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক যাইতে দেখিয়া আমার মন সেই রূপে লাগিয়া আছে। কোটি চন্দ্রবিনিন্দিত বদনখানি দর্শন করিয়া আঁখির তৃপ্তি হইল না (দর্শনকাঙ্ক্ষার শেষ হইল না)। অতএব আমার নয়ন দুইটি তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইল। সেই বরনারী যেখানে যেখানে যাইতে লাগিল, আমার আশালুব্ধ নয়ন দুইটি কৃপণের পশ্চাৎগামী ভিখারীর ন্যায় তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল—আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। অতএব সুন্দরীর রূপে আমার মন মগ্ন হইয়া (সংলগ্ন হইয়া) তাহার কুচকনাকাচলে প্রবেশ করিয়াছিল,—সেই অপরাধে গিরিরক্ষক কন্দর্প জোরপূর্ব্বক মনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। (এখন উপায় কি হইবে?)

(৪)—সুহই।

নিজ-ঘর মাঝহি—বৈঠলি সুন্দরী, দিনকর দুপর ঠামে—
যব হাম পুছলোঁ, পীরিতি সম্ভাষণ, প্রেম-জলে ভরল নয়ানে।
মাধব! বড় অনুরাগিনী রাধা,—
তুয়া-পরসঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত, না মানয়ে—গুরুজন বাধা।
ভাবে-ভরল তনু, কম্পিত পুন পুন, পুন পুন শ্যামরী,—গৌরী ;
পুন পুছত, পুন—দিগ নেহারত, ভূমে শুতলি কত বেরি।
ফুয়ল-করবী—উরহি লোটাওল, কোরে ধওল তুয়া ভাণে,
জ্ঞানদাস কহে, তুহু ভালে সমুঝহ, কোন করব পরমাণে?

৪। শ্রীরাধার বিরহ-ব্যাকুল অবস্থা দর্শনে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্তা কোন দূতী শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন—আজ দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রীরাধা নিজ ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন—তখন তাহাকে দেখিতে গিয়া যখন আমি তাহাকে প্রীতি সম্ভাষণ করিলাম প্রসঙ্গ উত্থাপনেই প্রেমাশ্রুজলে নয়ন পূর্ণ হইয়া গেল! মাধব! শ্রীরাধার যে অনুরাগ তার তুলনা হয় না। তোমার প্রসঙ্গ মাত্রে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইয়া গেল—গুরুজনের সম্মুখেও বাধা মানল না। তোমার ভাবে বিভোর হইয়া অঙ্গ পুনঃ পুনঃ কম্পিত এবং পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গী রাধা শ্যামাঙ্গী হইতে লাগিল। পুনরায় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং পুনরায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আর কতবার যে ভূমিতে শয়ন করিল তা বলা যায় না। আর বক্ষ বিলোলিত উন্মুক্ত বেণীকে 'তোমা' এই জ্ঞানে ক্রোড়ে ধারণ করিল। সখীভাবে জ্ঞানদাস কহিতেছেন—মাধব! এ সকল অনুভবের বিষয় তুমি ভালই জান—এই বাক্যের প্রমাণ প্রয়োজন কি?

(৫)—দেশাগ

স্তন-বিনিহিতমপি হারমুদারং, সা মনুতে কৃষ তনুরিবভারং—
রাধিকা, তব বিরহে কেশব! ধ্রু!
সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং, পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং ।। ১।।
শ্বসিত-পবনমনুপম পরিণাহং, মদন-দহনমিব—দহতি সদাহং ।। ২।।
দিশি দিশি কীরতি সজলকণ-জালং নয়ন-নলিনমিব বিদলিত নালং ।। ৩।।
নয়ন বিষয়মপি কিশলয়-কল্পং, কলয়তি বিহিত—হুতাশ বিকল্পং ।। ৪।।
ত্যজতি ন পাণি-তলেন কপোলং, বাল-শশিন মিব—সায়মলোলং ।। ৫।।
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং বিরহ-বিহিত মরণেব নিকামং ।। ৬।।
শ্রীজয়দেব ভণিতমিতি গীতং, সখয়তু, কেশব-পদমুপনীতং ।। ৭।।

৫। পূর্ব্বোক্ত গীতে সখী কর্ত্তৃক শ্রীরাধার বিরহ-আর্ত্তি বর্ণন শুনিয়া শ্রীহরিকে নীরব দর্শনে সখী পুনরায় বলিতেছেন, হে কেশব! তোমার বিরহে সেই রাধা এমনই কৃষতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে কুচবিনিহিত মনোহর হারের ভারও অধিক মনে করিতেছে। অর্থাৎ বহনে অসমর্থা। অঙ্গে সরস চিক্কন চন্দনের অনুলেপ বিষের ন্যায় দাহবোধ হওয়ায় সশংক দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কামাগ্নির দাহের ন্যায় জ্বালাসহ এরূপ দীর্ঘ-নিশ্বাস বহিতেছে তাহার উপমা নাই। বিচ্ছিন্ন মৃণাল সজল পদ্মের পাপড়ি হইতে চতুর্দ্দিকে যেমন বারি বিক্ষিপ্ত হয় তদ্রূপ কমল-নয়নীর নয়ন-যুগল হইতে নিপতিত হইতেছে। সম্মুখস্থ নয়ন-মনোহর সুকোমল পল্লবশয্যাকেও অগ্নিশয্যা মনে করিতেছেন। বিনোদিনী সর্ব্বদাই হস্ততলে কপোল ন্যস্ত করিয়া রহিয়াছে। সায়াহ্নকালে অচঞ্চল চন্দ্রের কলা যেরূপ ক্ষীণ সৌন্দর্য্য বিস্তার করে তদ্রূপ তাহার করতলের বাহিরে কপোলের উপরিভাগও চন্দ্রের রেখার ন্যায় ঈষৎ তাম্রকান্তি সন্ধ্যার ন্যায় স্বল্পপ্রভা হইয়া রহিয়াছে। মরণই একমাত্র এই বিরহ তাপের প্রতিকার এই মনে করিয়া জন্মান্তরেও তোমার সঙ্গসুখ লাভের আশায় বিরহিনী কেবল 'হরি' 'হরি' বলিয়া তোমার নাম জপ করিতেছে। (মরণে যা মতি সা গতি) মৃত্যুসময়ের ভাবনারূপ প্রাপ্তি শ্রীজয়দেব কবি ভণিত এই গীতে শ্রীকৃষ্ণচরণার্পিতাচিত্ত ভক্তগণের নিরন্তর মঙ্গল বিধান করুক।

সখির মুখে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা শ্রবণ করিয়া অধীর হইয়া রাধাবিরহাকূল কৃষ্ণ সখিকে কহিলেন আমি এইখানেই অপেক্ষা করিতেছি—আমার অনুনয় বাক্য বলিয়া রাধাকে অনয়ন কর। এক্ষণে দূতী পুনরায় রাধার নিকট আসিয়া কৃষ্ণের বিরহ ব্যাকুল অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

(৬) গুজ্জরী।

বহতি মলয় সমীরে—মদনমুপনিধায়,
স্ফুটতি কুঙ্কম নিকরে—বিরহী-হৃদয় দলনায়! ।। ১।।
সখি হে! সীদতি তব বিরহে বনমালী ।। ধ্রু।।
দহতি শিশির-ময়ুখে—মরণমনুকরোতি,
পততি মদন-বিশিখে—বিলপতি বিকলতরোহতি।। ২।।
ধ্বনতি মধূপ সমূহে—শ্রবণমপি দধাতি,
মনসি বলিত বিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ।। ৩।।
বসতি বিপিন-বিতানে—ত্যজতি ললিতমপি ধাম,
লুঠতি ধরণী শয়নে, বহু বিলপতি তব নাম ।। ৪।।
ভণতি কবি জয়দেবে—বিরহ বিলসিতেন,
মনসি রভস বিভবে, হরি রুদয়তু সুকৃতেন ।। ৫।।

৬। কৃষ্ণ একাদশীর ৬নং গীতের আস্বাদনী দ্রষ্টব্য।

(৭) ভূপালী।

কি কহব রাইকো হরি অনুরাগ—
নিরবধি মনহি মনোভব-জাগ।
সহজে রুচির তনু সাজি কত ভাতি—
অভিসরু শারদ-পূণমীকো রাতি!
ধবল বসন, তনু-চন্দন-পূর—
অরুণ-অধর ধরু, বিষদ-কপূর ;
কবরী উপরে করু, কুন্দ-বিথার—
কণ্ঠে বিলম্বিত, মোতিম-হার।
কৈরবে ঝাঁপল করতল-কাঁতি—
মলয়জ চন্দন—বলয়কো পাঁতি ;
চান্দকি-কৌমুদী, তনু, নহে চিন—
যৈছন ক্ষীর, নীর, নহে ভিন!
ছায়া বৈরী না ছোড়ল বাদ
চরণে শরণ করু, যামিনী আধ!
গোপালদাস কহে সচতুরী-গৌরী—
নূপুর রসন তুলি মুখ পূরী।

৭। পূর্ব্বোক্ত গীতে দূতীমুখে শ্রীকৃষ্ণের বিরহাবস্থা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণবিনোদিনী রাধা তৎক্ষণাৎ অভিসারে চলিলেন। কোন অনুগামিনী বর্ণনচ্ছলে গমন মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। আমাদের বিনোদিনীর কৃষ্ণ অনুরাগের কথা কি আর বলব। অন্তরে নিরন্তর মনোভব কাম (শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অভিলাষ) জাগ্রত রহিয়াছে। রাইধনীর দেহখানি স্বভাবতই উজ্জ্বল, তার উপর কত প্রকার সজ্জায় সজ্জিত হইয়া শরৎপূর্ণিমার রাত্রির ন্যায় অভিসারে চলিয়াছেন। পরিধানে শুভ্র বসন-চন্দন চর্চিত অঙ্গ—অরুণ অধরে শ্বেতকর্পূর—কবরী উপরে কুন্দপুষ্পের মাল্য বিন্যস্ত। কণ্ঠে মুক্তাহার বিলম্বিত—শ্বেতপদ্মে করতলের কান্তি এবং চন্দন দ্বারা বলয়াবলীর কান্তি আচ্ছাদন করিয়াছেন। জল মিশ্রিত দুগ্ধ যেমন দুগ্ধ হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীত হয় না,—তদ্রূপ চন্দ্রজোৎস্না হইতে বিনোদিনীর অঙ্গের পৃথক চিহ্ন বোধ হইতেছে না। কেবল নিজ অঙ্গের ছায়া বাধ সাধন ছাড়িল না। তাই গৌরাঙ্গী রাধা মধ্য-রাত্রির চরণ আশ্রয় করিলেন। অর্থাৎ শুক্লাষ্টমীর মধ্যরজনীতে চন্দ্র অস্ত যাইবেন। তখন ছায়া অন্তর্হিত হইবে। গীতকর্ত্তা গোপালদাস কহিতেছেন—দ্বিতীয় বাধ-সাধক নূপুর ও কিঙ্কিনী ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া সচতুরা গৌরী (রাধা) করতলে তুলিয়া ধ্বনি বন্ধ করিলেন।

(৮) ধানসি ; বাসক সজ্জা।

বাসিত-বারি, কপূরিত-তাম্বুল, কুসুমিত মদন-শয়ান—

উজোর-দীপ, সমীপহি জারহ, বিরচহ চারু-বিতান।
(সখি হে!) কহই না যাই আনন্দ—
ঋতু-পতি-রাতি, অবহু নব-নাগর, মিলবহু শ্যামল চন্দ ।। ধ্রু।।
কুসুমিত-মৌলী-রসালকো পরিমলে ভমরা ভমরী রহু ভোর।
মদন-মনোরথে, সগরিহ যামিনী সুখে বঞ্চব হরি-কোর,
বিহি পায়ে লাগি, মাগি এহি একু বর, চেতন রহু মঝু-দেহ।
গোবিন্দ দাস কহই—হরি পরশই সো পুন হোত সন্দেহ,

৮। প্রিয়তমের অগ্রেই বিনোদিনী রাই কুঞ্জে উপনীত হইয়া দূতী মুখে শ্রুত কান্তের প্রেমার্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া প্রাণনাথের মনোরঞ্জনার্থ সখিকে কহিতেছেন—সখি! সুবাসিত জল, কর্পূরযুক্ত তাম্বুল, কুসুমাস্তীর্ণ ক্রীড়াশয্যা রচনা কর। সজ্জার সমীপে উজ্জ্বল দীপ প্রজ্বলিত কর,—উপরে সুন্দর চাঁদোয়া রচনা কর। সখিরে! আজিকার আনন্দ মুখে কহা যায় না। আজিকার বসন্তের মধুময় রজনী—এখনই নবনাগর শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত হইব। দেখ আম্রতরুর কুসুমিত আম্রপল্লবের পরিমলে ভ্রমরা-ভ্রমরী বিভোর রহিয়াছে—আজ কন্দর্প মনোরথে সুখভরে কান্তের ক্রোড়ে সমস্ত যামিনী যাপন করিব। এখন বিধাতার পায়ে পড়িয়া একবার প্রার্থনা করিতেছি—সে সময়ে যেন আমার দেহে চেতনা থাকে। সখীভাবাবিষ্ট গোবিন্দদাস (গীতকর্ত্তা) কহিতেছেন শ্রীহরির স্পর্শে চেতন থাকা সন্দেহ আছে।

---

(৯) ধানসি।

উজোর-রাতি, সেজ-নব-কিশলয়, বাসিত-তাম্বুল-বারি,
এহি উপচারে, আজু হরি ভেটব, ঐ ছন মরম হামারি ;
(শুন সজনি!) কি ফল বেশ-বনানি?
কানু পরশ-মণি—পরশ-রস-বাধত* আভরণ সৌতিনী মানি।
দুহু কুণ্ডল, দুহু মণি-কঙ্কণ, দুহু নুপর ইহ রাখি,
মৃদ মদ, সিন্দুর, লোচন-কাজর, পদ যাবক, রতি সাখি।
সোতনু পরশে, পুলক যনি বাধত, ইতি লাগি চমকে পরাণ
গোবিন্দ দাস, কহই ধনি! ধনিধনি—কানু-মরম তুহু জান।

৯। প্রেমবিভোর বিনোদিনী রাধা আরও বলিতেছেন—দেখ সখি! জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল রজনী নবকিশলয়ে সজ্জিত শয্যা-সুবাসিত জল ও তাম্বুল—এই সকল উপহার দিয়া আজ হরিকে স্বাগত জানাইব। হে সখি! আমার আর বেশ রচনার ফল কি? কানু পরশমণি স্পর্শ আনন্দে বাধাদান করে—তাই আভরণকে সতিনীর ন্যায় মনে করিতেছি। দুই মণি কুণ্ডল, দুইগাছি মণি-কঙ্কন এবং দুইগাছি নূপুর রাখ। মৃগমদ তিলকাবলী সিঁথির সিন্দুর

চোখের কাজল পায়ের আলতা—এ সকল রতিবিলাসের সাক্ষী। কিন্তু সখি! সে অঙ্গের পরশে পুলকাবলী জাত হইয়া আনন্দে বাধা দান করিবে—এজন্য প্রাণ চমকিত হইতেছে। সখী-ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—ধনি! তুমি ধন্যাতিধন্যা রমণী! তুমিই একমাত্র কানুর মর্ম্ম জান।

(১০) সুহই ; উৎকণ্ঠিতা।

কপট কো কন্দ, সোই যদুনন্দন, হামারি গুপত-রতি-কান্ত,
যবইতে যামিনী, কো গজ-গামিনী, আগে আগোরল-পন্থ!
সজনি! কাহে বনায়লু বেশ?
কুসুম-কো শেয, সাজি নিশি জাগরি—অরুণ উদয় অবশেষ!
কত কত, মরম—বেয়াধি সমাধব ধরণী-শয়ন-করি সেবা?
চঢ়ল-মনোরথ, ঐছন ছোড়ত? নিকরুণ মনমথ-দেবা!
ফুল-শরে, জীব-রহত কি জাওত, পড়ি রহু প্রেম-কো পঙ্কা,
গোবিন্দদাস কহ, কানুকো পীরিতি নহ, কেবল যুবতী-কলঙ্কা!

১০। অধিক রাত্রি বিগত হইলেও কান্তের (কৃষ্ণের) অনাগমে উৎকণ্ঠিতা রাধা আকুল হইয়া কহিতেছেন—হে সখি সেই যদুনন্দন আমার গুপ্ত রতিকান্ত এবং ছলের শিরোমণি সামান্য বাধায় বাধিত হন না। আমার অনুমান কোন গজেন্দ্রগামিনী ধনী অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহার পথ অবরোধ করিয়াছে। হায় সখি! আমি কি জন্য বেশ রচনা করিলাম। কেন কুসুম-শয্যা সাজাইয়া রাত্রি জাগরণ করিলাম। এখন অরুণোদয় মাত্র বাকি আছে। হায়! ভূমিশয্যার সেবা করিয়া আর কত মর্ম্ম যাতনার সমাধান করিব। হ্যাঁরে নিষ্ঠুর মন্মথদেব! এই প্রকার যন্ত্রণা দানে কি উত্থিত মনোরথের নিবৃত্তি হয়? সখি! কন্দর্প শরাঘাতে প্রাণ যাক্ বা থাক্ কিন্তু প্রেমের উপর যে কলঙ্ক লাগিল তাহা যাইবে না। এই কথা শুনিয়া গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস সখীভাবাবেশে কহিতেছেন কানুর প্রেম ত প্রেম নয় উহা যুবতীর কলঙ্ক-স্বরূপ।

(১১) সুহই।

সজনি! অব কি করব বিচারি?
মনমথ-বধিক, অধিক অব হানত, চেতন হরল হাম্‌রি!
বরজ-ভুজঙ্গম, রঙ্গ করু কাননে, কত কত যুবতীকো, কোর—
প্রেম-কো আগি-লাগি অব এতনু, ভেল ভস্ম-সম মোর!
নিজ কূল-ধরম-করম সব তেজলু, পাওলু তাকর সাথি—
অলী পিক পুঞ্জ, কুঞ্জ গিরি কাননে, রোই রহলু মধু-রাতি ;
তোহু-বচন মানি, আন নাহি জানত, মঝু-জীবন অব-যাত
শুনি ধনী ভায, পাশ হরিকে তব, হরি-বল্লভ করু বাত।

১১। বিনোদিনীর বিরহোৎকণ্ঠা অধিক বৰ্দ্ধিত হওয়ায় বলিতেছেন—এখন কি উপায় করি—বিচার করিয়া বল? মন্মথ-ব্যাধ (বধিক) এখন অধিক শরাঘাত করিয়া আমার চৈতন্য হরণ করিয়া লইল। সেই ব্রজাঙ্গনা লম্পট (ভূজঙ্গম-কামুক) কত কত যুবতীর ক্রোড়বর্ত্তী হইয়া কাননে রঙ্গ করিতেছে। আর এখন এই দেহ প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ছাই হইয়া গেল। আমি নিজ কুলধৰ্ম্ম কৰ্ম্মাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া এখন তাহার যোগ্য শাস্তি ভোগ করিতেছি। পর্ব্বত-কুঞ্জ কাননে সৰ্ব্বস্থানে কোকিল ও ভ্রমরকুল নিনাদিত মধুযামিনী আমি ক্রন্দনে কাটাইলাম। সখি! তোমার দেওয়া কানুর আৰ্ত্তির সংবাদ মান্য করিয়া আমি আর কিছুই জানিতে চাই না—এখন আমার জীবন যাইতে বসিয়াছে! সখীর ভাবাবেশে হরিবল্লভ ঐ সকল হৃদয়-বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হরির নিকট গমন করিয়া পরবর্ত্তী গীতোক্ত বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন।

(১২) সুহই।

মাধব! শুনহ মিনতি মোর—
তোরি অনুরাগে সো ভেলি ভোর!
সে যে সুচেতনী-পীরিতি-কাজ—
জীবন সংশয় ভেল হি আজ!
অবিরত কহো তোহারি নাম—
তুয়া-গুণ গুণি, মুরছি ঠাম,
তোহারি ধেয়ানে রহলি জাগি—
যত মনোরথ সো ভেল, আগি!!

(সত্যই নাগরেন্দ্র অন্য কান্তা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছেন।)

১২। তাঁহাকে তদবস্থায় পাইয়া সখি কহিতেছেন—মাধব! আমার কিছু মিনতি শ্রবণ কর। তোমারই অনুরাগে সে (রাধা) বিভোর হইয়া রহিয়াছে। যে সচেতনী প্রেমের ক্রিয়া হইল—নির্জ্জীবকে সজীব এবং নিষ্ক্রিয়কে সক্রিয় করে সেই প্রেমই আজ তাঁহার (রাধার) জীবন-সংশয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুকালে ইষ্টমন্ত্র জপের ন্যায় সে তোমার নাম নিরন্তর জপ করিতেছে। আর তোমার গুণসকল গণিতে গণিতে সেস্থানে (নিকুঞ্জে) মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। এখন তোমারই ধ্যানে জাগিয়া অর্থাৎ প্রাণটি আছে মাত্র। তাহার সকল মনোরথই অগ্নির ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করিতেছে।

(১৩) গান্ধার।

মাধব! সুন্দরী-নয়ন কো বারি—
পীন-পয়োধর বুরল ঝারি ;

নীচে আছল উচে চড়ি ধায়—
কণক কো ভূধর-গেয়ো দহ রায়!!
ত্রিবলী আদুল রে! তরঙ্গিণী ভেল!
যনু বড়ি আই, উমগি চলি গেল ;
সহজই সঙ্কট পরবশ প্রেম—
পর পতি আশে, পরাপতি যেন।
তোহারি পীরিতি দূরহি দূরে গেল—
কূল-সঞে-কামিনী কূলটা ভেল!!

১৩। সখীর উক্তপ্রকার বাক্যে ব্যাকুলিত মাধবের মুখে কোন উত্তর না পাইয়া, সখী পুনরায় বলিতে লাগিল—এক্ষণে সুন্দরীর অশ্রুজল প্রবাহে পীন (উন্নত) পয়োধর ও ডুবিয়া যাইতেছে। কঞ্চুলিকার অঞ্চল ভিজিয়া নীচে রহিয়াছে—তাহার উপর দিয়া জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। তাহাতে মনে হইতেছে যেন স্বর্ণপর্ব্বত গভীর জলে নিমগ্ন হইল অশ্রুপ্রবাহে ত্রিবলী যেন তরঙ্গিনী হইয়া উঠিয়াছে। যেন জোয়ারের জল বেগে উজান আসিয়া চলিয়া গেল। পরাধীন (যেখানে নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না) প্রেম স্বভাবতঃ সঙ্কটজনক। পর প্রত্যাশায় (পর-পতি-আশায়) নিজ অভীষ্ট প্রাপ্তি দুঃখজনক হয়। তেমনি তোমার প্রেম তাহার (রাধার) উপর হইতে দূর হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। এখন কামিনীর কুলটা খ্যাতি রহিয়া গেল।

(১৪) বরাড়ি।

প্রেম কো সাগর নাগর ধীর—
জানল ধনী বিরহানলে পীর ;
লোরহি ভিজল পীয়ল-চীর—
বিজুরী-বরযী যনু সরসীজ-নীর!
তরণী-সুতা-কো—সরণী অবগাহ—
চেতন-কেলী নিকেতন মাহ—
দরশী-কলাবতী ; হরষিত অঙ্গ—
মাধব সাধ—বহুত রতি-রঙ্গ!
সুখময়-মুখ—মধুরামৃত রাশি—
হিমকর-নিকর-বিড়ম্বন-হাসি!
যব ধনী-লোচন-চকিত-চকোর—
ঢলঢলি উছলি পড়ল তছু কোর ;
ঝাঁপল তনু পুন—ঝাঁপল গাত,

দামিনী যনু ঘনে উগি লুকিযাত!
ভুজ ধরি যব হরি, বর-তনু রাখি—
কুঞ্চিত তনু তব—সিঞ্চিত শাখী।
সরতরু কুঞ্জ সুরত-রস-ফুল।
হরি বল্লভ—পরিমল ভরি পূর।

১৪। প্রেমের সমুদ্র ধীর শিরোমণি নাগর শ্রীকৃষ্ণ সখীর উক্তিতে প্রাণ-প্রিয়তমা বিরহানলে পীড়িতা অনুভব করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন,—তাহাতে পরিধেয় পীত বসন খানি ভিজিয়া গেল। তাহাতে মনে হইল যেন বিদ্যুতের উপর কমল জলধারা বর্ষণ করিতেছে। মাধব তৎক্ষণাৎ যমুনার তীরপথে গমন করিয়া কেলি-নিকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। কলাবতী প্রিয়তমাকে সচেতন দর্শনে অঙ্গ পুলকিত হইল এবং প্রেমক্রীড়ায় মাধবের বহুপ্রকার অভিলাষ হইতে লাগিল। উল্লাসময় বদনে অসংখ্য সুধাকরের মধুরামৃত মাধুরী-নিন্দিত হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ধনীর তৃষিত চঞ্চল নয়ন-চকোর যুগল ঢল ঢল হইয়া সেই হাসির ক্রোড়ে ঝাঁপিয়া পড়িল। পুনরায় নাগরের অঙ্গে ঝাঁপিয়া পড়িল। তাহাতে মনে হইল যেন বিদ্যুৎ মেঘে উদিত হইয়া মেঘে লুকাইয়া গেল। হরি যখন বিনোদিনীর শ্রীঅঙ্গ বাহু যুগলে বেষ্ঠিত করিলেন, তখন ধনীর সঙ্কুচিত দেহখানি জলসিক্ত তরুর ন্যায় রসসিক্ত হইয়া উঠিল। সখীভাবাবেশে গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ কহিতেছেন—কল্পতরু-কুঞ্জে সুরত-রসফুল ফুটিয়াছে—এখন আমরা আনন্দ-পরিমলে ভরপুর।

(১৫) গান্ধার।

কি পেখলু রে সখি! যুগল-কিশোর—
কালিন্দী-কুল-নিকুঞ্জ-কো ওর! ধ্রু।

সমৰয়-রূপ, নিরুপম-লাবণি, মরকত-কাঞ্চন-কাঁতি—
নারী পুরুষ কোই, লখই না পারই, ঐছে পরিরম্ভণ-ভাতি।
ঘন ঘন চুম্বনে, লুব্ধ-বদন-দোহু, বিগলিত স্বেদ-উদ-বিন্দু,
হেরি হেরি মরমে—ভরমে পরিপূরল—কো-বিধু-মণি কো ইন্দু?
সিন্দুর-অরুণ, চন্দন-বিধুমণ্ডল, সঘন উদিত তথি মেলি।
গোবিন্দ দাস, কহই সব অপরূপ, রাধা-মাধব কেলি।

১৫। কেলি-বিলাস বর্ণন—

কোন সখীর উক্তি—সখি রে! আজ যমুনাতীর-নিকুঞ্জে যুগল কিশোরের কি অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলাম। উভয়ের কিশোর বয়স-রূপমাধুরী ও অঙ্গলাবণ্য সমস্তই সমভাবে বিকশিত—কেবল কান্তিতে একের মরকত ও অন্যের কাঞ্চন এই ভেদ। আজ রাধামাধবের যে অপূর্ব্ব আলিঙ্গন ভঙ্গিমা তাহাতে নারী পুরুষের ভেদ লক্ষ্য করা যায় না। ঘন ঘন

চুম্বনে উভয়ের বদন লুব্ধ। উভয়ের অঙ্গ হইতে স্বেদ জলবিন্দু চন্দ্র দর্শনে চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমার মন ভ্রমে পূর্ণ হইল। তাতে কে চন্দ্র কে চন্দ্রকান্তমণি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিনোদিনীর সিঁথির সিন্দুরের রূপ দিবাকর এবং মাধবের চন্দনে তিলকের রূপ চন্দ্র একত্র ঘন সম্মিলনে উদিত হইতেছে। সখীভাবাবিষ্ট গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন—রাধামাধবের কেলি সকলই অপূর্ব্ব!

(১৬) সুহই।

ও নব-জলধর অঙ্গ,
ইহ থির-বিজুরী-তরঙ্গ!
ও নব-মরকত ঠাম,
ইহ কাঞ্চন দশ বান্ ;
দেখ, রাধামাধব মেলি,
মুরতি—মদন-রস-কেলী!
ও মুখ—চন্দ উজোর—
ইহ দিঠি—লুবধ-চকোর!
ও তনু—তরুণ-তমাল—
ইহ—হেম-যুথী-রসাল!
ও মুখ—পদুমিনী সাজ—
ইহ মত্ত—মধুকর-রাজ।
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ—
অরুণ-নিয়ড়ে পূর্ণ-চন্দ!

এই গীতে রাধামাধবের রসালস-লীলার চিত্র।

১৬। নিকুঞ্জ-বাতায়নে নিবদ্ধ-নয়না কোন এক সখী বলিতেছেন—মাধবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে—ঐ অঙ্গখানি যেন নব-জলধর। অন্যে রাধার প্রতি—এই অঙ্গখানি যেন স্থির বিদ্যুৎ। অন্যে মাধবের প্রতি—ঐ নবমরকত মণি। রাধার প্রতি অন্যে—এই দশগুণ উজ্জ্বল কাঞ্চণ। অন্যে রাধামাধবের প্রতি সম্মিলিত কন্দর্পকেলি মাধূর্য্যময় মূর্ত্তি দর্শন কর। কোনও সখি মাধবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ—ঐ বদনখানি সমুজ্জ্বল চন্দ্র-অন্যে রাধার প্রতি ইহাঁর দৃষ্টি যেন লুব্ধ চকোর। অন্যে মাধবের প্রতি ঐ অঙ্গ যেন তরুণ তমাল। অন্যে রাধার প্রতি ইহা যেন রসাল স্বর্ণ-যুথী। অন্যে রাধার বদন দেখাইয়া ও মুখখানি যেন কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। অন্যে মাধবের প্রতি ইহা মত্ত ভ্রমররাজ। সখীভাবাবিষ্ট গোবিন্দদাস অন্য সখীর প্রতি বলিতেছেন—তোমরা উৎপ্রেক্ষা তরঙ্গে ভাসিতেছ—আমি কিন্তু অরুণের নিকটে পূর্ণচন্দ্রের একত্র স্থিতির মাধূরী দর্শনেই মুগ্ধ রহিয়াছি।

ত্রয়োবিংশতি ক্ষণদা সমাপ্ত।

অথ চতুর্ব্বিংশতি ক্ষণদা

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—বেলোয়ার।

দেখ দেখ সুন্দর—শচী-নন্দনা
আজানু-লম্বিত-ভূজ, বাহু-সুবলনা,
মদমত্ত হাতী-ভাতি গতি চলনা—
কিয়ে মালতী-মালা গোরা-অঙ্গে দোলনা!
শরদ-চাঁদ জিনি সুন্দর বয়না—
প্রেম-আনন্দ-বারি পূরিত নয়না।
সহচর লই সঙ্গে অনুক্ষণ খেলনা
নবদ্বীপ মাঝে গোরা হরি পরি বলনা।
অভয় চরণারবিন্দে-মকরন্দ-লোভনা—
কহয়ে শঙ্কর ঘোষ ; অখিল-লোক তারণা।

১। হে জগতের জীবগণ! দেখ! আমার সুন্দর শচীদুলালের প্রতি একবার ভাল করিয়া দেখ! তাঁহার আজানুলম্বিত ভূজযুগল এবং সুবলিত বাহুদ্বয়, মদমত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গমনভঙ্গি—কি সুন্দর দোদুল্যমান শ্রীমাল্যে গোরা অঙ্গের শোভা। শরৎ-সুধাকর-নিন্দিত শ্রীবদন। প্রেমানন্দ-রসপূর্ণ নয়ন-যুগল। সহচরগণের সহিত নিরন্তর আনন্দক্রীড়ারত গৌরসুন্দর সর্ব্ব নবদ্বীপ মাঝে মধুর হরিবোল ধ্বনি করিতে করিতে সুরধনীর তীরে ভ্রমণ করিতেছেন। দর্শন কর নিরন্তর লোভনীয় মকরন্দস্রাবী অভয় শ্রীচরণারবিন্দ। গীতকর্ত্তা শঙ্করঘোষ কহিতেছেন-'অখিল লোক তারণা'—অর্থাৎ জগতের সকল লোকই এই ভব-সমুদ্র পার হইয়া যাইবে।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য, দেসাগ।

দেখ, দেখ, দেখ—নিত্যানন্দ—
ভুবন-মোহন-রূপ, প্রেম-আনন্দ ;
প্রেম-দাতা মোর নিতাই চাঁদ—
জগ-জনে দেই প্রেমের ফাঁদ!
নিতাইর—বরণ, কনক-চাঁপা,
বিধি দিয়াছে রূপ—অঞ্জলিমাপা।
দেখিতে নিতাই সবাই ধায়
ধরিয়া কোল দিতে সবারে, বোলায়,

নিতাই বলে সবে মিলি বল গৌরহরি
হরি বলি ধাওল ঊর্দ্ধ-বাহু করি।
নাচত নিতাই—গৌর-রসে
বঞ্চিত রহল রাধাবল্লভ দাসে।

২। ওগো জগৎবাসী সকলে একবার নয়ন ভরিয়া শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমানন্দপূর্ণ ভূবনমোহন রূপ দর্শন কর। দাতা শিরোমণি নিতাইচাঁদ প্রেমের ফাঁদে আবদ্ধ করিয়া জগতের জীবকে প্রেমদান করিতেছেন। শ্রীনিতাইচাঁদের অঙ্গকান্তি স্বর্ণচাঁপার ন্যায় অপূর্ব্ব, তাহাকে বিধাতা অঞ্জলি-পূর্ণ করিয়া রূপরাশি দিয়া গঠন করিয়াছেন। দেখ দেখ! নিতাইচাঁদকে দেখিতে সবাই ধাইয়া আসিতেছে,—আর নিতাইচাঁদ সবাইকে আলিঙ্গনের জন্য আহ্বান করিতেছেন। আর বলিতেছেন—একবার সবে মিলি বল 'গৌরহরি' এই বলিয়া বাহুযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধাইয়া আসিয়া গৌরপ্রেমে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীগৌরহরির জগত-পবিত্রকারী নামে জীবের সর্ব্ব অনর্থ নাশ এবং অপরাধ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া নামামৃত পানে মত্ত হইতেছেন। গীতকর্ত্তা রাধাবল্লভদাস আক্ষেপ দৈন্যোক্তি সহ বলিতেছেন—হায়! এহেন প্রেমদান লীলায় আমি বঞ্চিত হইলাম।

(৩) ধানসি ভূপালি।

(শুন শুন) সুন্দরি! আর কত সাধসি মান?
তোহারি অবধি করি, নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি—কানু ভেল বহুত নিদান?
কি রসে ভূলাওলি, ও নব-নাগর, নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
'রাধা' নাম, কহয়ে যদি পন্থিক, শুনইতে আকুল কান!
যো হরি হরি করি, তরয়ে ভবার্ণব, গো-সুত-পদ-অভিলাষে।
সো হরি সতত, তুয়া-পদ সেবই, দারুণ-মদন-তরাসে!
পুরুখ বধের হেতু তোহারি অভিলাষ? কে-না শিখাওলি নীত?
জ্ঞান দাস কহে, তোহারি পীরিতি, ভাবিতে আকুল-চিত!!

৩। সখীর মুখে পূর্ব্বরাত্রে কান্তের অন্যা কান্তার সহিত অবস্থানের কথা শুনিয়া বিনোদিনী (রাধা) মান করিয়াছেন। পরে মাধব সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও মানভঞ্জনে অসমর্থ হইয়া হতাশ প্রাণে বনে থাকিয়া দুইজন সখীকে কান্তার মান অপনয়নের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। প্রথমা সখী শ্রীরাধার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতেছেন—সুন্দরী রাধে! আমার কথা শুন! আর কত মান সাধন করিবে? হায়! তোমাকে কত অনুনয় বিনয় করিয়া শেষে তোমার কানু অশ্রুজলে ঝুরিতে ঝুরিতে শেষ হইয়া গেল। রাধে! ঐ নবীন নাগরটিকে তুমি যে কি রসে ভুলাইয়াছ,—(জানিনা) সে নিরবধি তোমার ধ্যানে মগ্ন থাকে। পথের লোক যদি কোন প্রসঙ্গে 'রাধা' নাম উচ্চারণ করে—তাহা শুনিয়াই আকুল

হইয়া উঠে। যে হরির নাম করিয়া মানুষ সংসার সমুদ্র পার হইয়া যায়,—যোগীন্দ্রগণ যাঁহার প্রাণারাম স্নেহ দর্শনে তাঁহার গো-সূত-পদ প্রাপ্তির অর্থাৎ গোবৎস হইবার অভিলাষ করেন,—সেই সর্ব্বগুণাকর আমাদের গোপেন্দ্রনন্দন হরি ভয়ঙ্কর মদনের ভয়ে ভীত হইয়া সতত তোমার পদসেবা (পদধারণ) পর্য্যন্ত করিতেছে। শেষে তুমি কি পুরুষ বধের অভিলাষ করিয়াছ? মানের এ নীতিবিদ্যা তোমাকে কে শিখাইয়াছে জানিনা। সখী-ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস কহিতেছেন—সত্য সত্যই তোমার পিরিতের কথা ভাবিয়া আমরা সকলেই আকুল হইয়াছি।

(৪) আশাবরী।

সুন্দরি! সাধ্বী, ত্বমিহ কিশোরী—
তৎ কথমসি বদ, গোষ্ঠ-পুরন্দর—নন্দন-হৃন্মাণি চৌরী? ধ্রু।
হনি সঙ্গোপয়, পরধনমধুনা, ত্বং বিদিতা কূল-পালী
ললিতা-সখি! কুরু—করুণা-সীদতি—কন্দর-ভুবি, বনমালী ।। ১।।
অয়ি! রমনি-মণি! রমণীয়ং মণিমর্পয় পুনরবিলম্বং
ভবতু, নিরাকুলমতি কৃপয়া তব, হরি-পরিজন-নিকুরম্বং ।। ২।।
দূতী যুগমিদমবনমতি—স্বয়মবনী-লুঠিত কচ-জুটং
তন্বি! সনাতন—সৌহৃদমনুসর, বিস্তারয় নহি, কূটং ।। ৩।।

মানিনী রাধার প্রতি দ্বিতীয়া দূতীর (বিশাখা) উক্তি—

৪। প্রিয়সখি রাধে! তুমি যেমন সুন্দরী (অতুলনীয়া), তেমন সাধ্বী রমণী,—আবার তাহাতে কিশোরী (বয়স্কা)। অথএব তুমি বল গোপরাজ-নন্দনের (কৃষ্ণের) হৃদয়মণি অপহর্ত্তা হইয়া থাকিবে কেন? (চৌরী কলঙ্কের ভাগী হইবে কেন?) তুমি কুলধর্ম্ম পালিনী (কুলাঙ্গার) বলিয়া প্রসিদ্ধা অতএব এখন পরধন গোপন করিও না। সখি! তোমার স্বভাব স্বতঃই ললিত-মধুর, দেখ তোমার বনমালী গিরিগুহায় ভূতলে পতিত হইয়া অতিশয় দুঃখ পাইতেছে, এখন তাহার প্রতি করুণা কর! অয়ি রমণী মণি! অবিলম্বে কান্তকে তাহার হৃন্মাণি অর্থাৎ তোমার অনুরাগ গুণোজ্জ্বল হৃন্মাণি তাহাকে অর্পণ কর, বিলম্ব করিওনা। তোমার কৃপায় শ্রীহরির পরিজনবর্গ সকলেই উদ্বেগ-রহিত হইবেন। আমরা দূতী দুইজন (বনমালীর) ভূলুণ্ঠিত মস্তকে তোমার চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি,—হে কৃষ্ণাঙ্গিনী! আর ছলনার বিস্তার করিও না—এখন সনাতনের (কৃষ্ণের) প্রতি সৌহার্দ্দ প্রকাশ কর।

(৫) আশাবরী।

দূতি! বিদূরয় কোমল-কথনং
পুন রবিধাস্যে নহি, মধু মথনং ।। ধ্রু।।
তব চঞ্চল-মতিরয়মঘ-হন্তা—

অহমুত্তম ধৃতি-দিগ্ধ-দিগন্তা ।। ১।।
শঠ চরিতোয়ং তব-বনমালী—
মৃদু-হৃদয়াহং—নিজ-কুল-পালী ।। ২।।
তব হরিরেষ, নিরঙ্কুশ-নর্ম্মা—
অহমনুবদ্ধ সনাতন—ধর্ম্মা ।। ৩।।

৫। উক্ত দূতীদ্বয়ের অনুনয়-বিনয় বাক্যে ধনীর মন দ্রব হইল না। তিনি দূতীদ্বয়কে বলিলেন—দূতী! কোমল কথা ত্যাগ কর। মধু-মথনের সহিত পুনরায় বাক্যলাপ করিব না। তোমার ঐ অঘহন্তা কৃষ্ণ চঞ্চল মতি। আমার ধীরতার প্রশংসা সর্ব্বত্র। তোমার বনমালীর চঞ্চল স্বভাব আমি কুলাঙ্গনা কোমল-হৃদয়া। তোমার এই হরি অনিবার্য্য পরিহাস-পরায়ন,—আমি কুলধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। অতএব পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মীর সহিত মৈত্রী অসম্ভব।

(৬) মল্লার।

রাধে! কলয় হৃদয়মনুকূলং।
দলতি, দৃগঞ্চল—শরহত হৃত্তব, গোকুল জীবিত মূলং ।। ধ্রু।।
শীলিত পঞ্চম-গীতিরদক্ষিণ-পাণি-সরোরুহ-হংসী—
তনুতে সাম্প্রতমস্য মুনিব্রতমরতি ভরাদিব বংশী! ।। ১।।
ভ্রমদিন্দিন্দির-বৃন্দ-বিকর্ষণ পরিমল-পটল-বিশালা—
পতিতা, কণ্ঠ-তটাদভিশুষ্যতি তস্য বনে বনমালা! ।। ২।।
অদয়ে! দধতী তনুরপি তনুতাং তস্য সমুজ্ঝিত লীলা
শীর্য্যতি, কন্দর—ধাম্নি, সনাতন হৃদয়ামোদন শীলা ।। ৩।।

৬। দূতী ধনীর উক্ত বাক্যে নিরস্ত হইবার নয়,—তাই ধনী রাধার রাক্যের উত্তরে বলিতেছেন—রাধে! তোমার হৃদয় অনুকুল (কৃষ্ণোন্মুখ) কর। যদি বল কেন? দেখ, গোকুলবাসিগণের জীবনের মূল-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় তোমার কটাক্ষশরাহত হইয়া ব্যথিত হইতেছে। তাঁহার বামহস্ত কমলের হংসিনীস্বরূপা সতত পঞ্চমগানে আনন্দদাশীলা বংশীটিও অতিশয় দুঃখভারাক্রান্তের ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে। ভ্রমরবৃন্দকে চতুর্দ্দিকে বিকর্ষণকারী স্নিগ্ধ-মধুর পরিমলসমূহে বিলসিত বনমালাগাছিও কণ্ঠবিচ্যুত হইয়া বনে শুষ্ক হইতেছে। হে দয়াহীনে রাধে! তোমার হৃদয়ানন্দ সেই সনাতন শ্যামসুন্দর আহার-বিহারদি সমস্ত (ক্রীড়া) ত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গটিও কৃশ হইয়া গিয়াছে। এবং গিরিগুহায় পড়িয়া শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে।

(৭) কল্যাণ।

রাধা-গুণমণি মালা—
কলিত, দয়িত-দবথু-ব্রজ ; নির্ধূত,—মান-বিষম বিষজ্বালা ।। ধ্রু।।

প্রণয়-সুধারস-সার-গঠিত তনু, বিগলিত—গৌরব-ভঙ্গা—
সরসং তমভিসসার-রসার্ণবমচিরাদতনু-তরঙ্গা ।। ১।।
কুঞ্জ-কুটীর-তটাঙ্গন-সঙ্গিনমঙ্গিনমিব-রস-রাজং—
কুটিল-দৃগন্ত-শরেণ নিতান্তমবিধ্যদিমং-নুতিভাজং ।। ২।।
শাম্যদপি স্ফুট বাম্য-তিমিরমিয়মপি পুন কৃতমানা—
হরিবল্লভ সরলালীততি, কতি বাস্যতু তদ্‌যতমানা! ।। ৩।।

৭। সখীর অনুসঙ্গিনী সখীভাবাবেশে হরিবল্লভ (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ) কহিতেছেন—আমাদের রাধা নানা গুণরূপ মণিসমূহের মালা-স্বরূপা। দেখ! প্রাণনাথের বিরহোত্তাপ সমূহ গ্রহণ করিয়া তাহার গুণাবলী মানজনিত বিষম-বিরহজ্বালা সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিয়া দিয়াছে। আমাদের রাধার অঙ্গখানি প্রণয়-সুধাসার দ্বারা গঠিত। অতএব প্রেমার্ত্তির প্রবল তরঙ্গে গৌরবের তরঙ্গ বিগলিত হইয়া অতুল অনুরাগে রসার্ণব-নাথের সঙ্গলাভার্থ সত্বর অভিসারে চলিয়াছেন। এইরূপ প্রেমার্ত্তির সহিত কুঞ্জকুটিরের দ্বারে উপনীত হইয়া দেখ! কুঞ্জতটাঙ্গনস্থ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার-রসস্বরূপ স্তুতি-নুতি পরায়ণ বিরহকাতর প্রাণনাথকে কটাক্ষসরে বিদ্ধ করিতেছেন। কুটিল প্রেমের গতি দুরধিগম্য। যে প্রাণনাথের সঙ্গলাভের নিমিত্ত এত অনুরাগভরে অভিসারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এখন সেই প্রাণনাথের সম্মুখে আসিয়া পুনরায় বাম্যভাব আচরণ করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব-চরিত্রা মানিনীকে (রাধাকে) আমরা হরিপ্রিয়া (হরিবল্লভ) সরলা সখীসকল ইহার এই ভয়ঙ্কর মান্ দূর করিতে কতই বা যত্ন করিব?

(৮) ধানসি।

কেশ কুটিল, চঞ্চল অতি লোচন, নাশা আতর-ভিন—
রাগী অধর, দশন-মলিনান্তর, কুচমণ্ডল হু কঠিন ;
সুন্দরি! তুয়া যৌবন-নব-রাজে—
মঝু মন—ধন সব—মদনালোরল, সমুচিত কোই না বাজে!
ত্রিবলী মধ্যে, সোই-নীবি-বান্ধল, গভীর-নাভি রহু গোই
ভারী-জঘন-রসনা রসে দুরমুখ, পর দুঃখে দুখী নাহি কোই!

৮। পূর্ব্বোক্ত গীতে বিনোদিনী রাধার কুঞ্জদ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক অথচ কটাক্ষপাত দর্শন করিয়া রসিকশেখর স্বয়ং রসময় বাক্যে প্রাণেশ্বরীর রূপ-গুণাদির বর্ণনারূপ ব্যজ স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন—হে সুন্দরী রাধে! তোমার নব-যৌবন রাজ্যে কুঞ্চিত কেশরাজি-চঞ্চল নয়ন-নাসিকার মধ্যে ছিদ্র রাগী অধর-মলিনান্তর দন্ত এবং কঠিন কুচ-মণ্ডল, আমার মন ধৈর্য্যধনাদি আলোড়িত করিয়া মদন আমাকে এত দুঃখ প্রদান করিতেছ তথাপি উহারা কেহই সমুচিত বাক্য বলিতেছে না। আর দেখ ত্রিবলী নীবি বন্ধনে

নিজেই বদ্ধ সুগভীর নাভি গম্ভীর প্রকৃতি সেও বসনাচ্ছাদনে লুক্কায়িত, ভারী জঘন নিজ ভাবেই মন্থর। রসনা (জিহ্বা) রসপান অভাবে অপ্রিয় ভাষী (দুর্ম্মুখ) সুতরাং তোমার এই রাজ্যে পরদুঃখে সহানুভূতি দেখাইবার কেহই নাই।

উক্ত ব্যাজস্তুতি অতি মধুর প্রেমকলা-তাই রসিকশেখর কুঞ্চিত কেশের দোষছলে-সৌন্দর্য্য-বর্ণন—চাঞ্চল্য বর্ণনে নয়নের মনোহারিত্ব বর্ণন—রাগী দোষারোপ ছলে সুরঞ্জিত অধর-মাধুরী বর্ণন—কঠিন দোষারোপ-ছলে কুচযুগলের প্রশংসা—মলিনান্তর ছলে-কুন্দপুষ্পের সহিত দন্তের তুলনা ব্যাজস্তুতি করিয়াছেন। পরে শ্লেষ ও অপ্রস্তুত প্রশংসালঙ্কারে প্রাণেশ্বরীর প্রাণে সারস্য সম্পাদনের যত্ন করিতেছেন—ইহার গূঢ়ার্থ এই যে—ত্রিবলীকে নীবিবন্ধ মুক্ত কর। নাভিকে ব্যক্ত কর—ভারী জঘনের জড়তা দূর কর। রসনাকে উপযুক্ত রসপানে নিযুক্ত কর—আর পূর্ব্বোক্ত কেশ-লোচন নাসিকা অধরাদি ইহাদের অধীনে পরিচালিত হউক যৌবন রাজ্যটি এখনি শান্তিতে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিবে।

(৯) সখীপ্রাহ, বরাড়ি।

কণ্টক মাঝে কুসুম পরকাশ—
ভ্রমরা বিকল, না পাওয়ে পাশ!
রসবতী-মালতী-পুন পুন দেখি—
পিবইতে চাহে মধু জিউ, উপেখি,
উহ-মধু-জীবিত, তুহু—মধুরীশি—
সাচি ধরসি মধু তবহু না যাসি।
ভ্রমরা বিকল কতিহু নাহি ঠাম!
তুয়া বিনে মালতি! নাহি বিশরায়!!
আপন মনে ধনি! বুঝ অবগাহি—
ও তো পুরুখ বধ! লাগব কাহি?

৯। এই সকল বাক্যেও মানিনী রাধার মান ভঙ্গ হইতেছে না দেখিয়া কোনও সখীর ভঙ্গিময় প্রবোধ বাক্য—বলিতেছেন হায়! হায়! কুসুম কণ্টাকাবৃত, তাই মধুলোভী ভ্রমর তৎপার্শে যাইতে না পারায় বিকল হইয়া রহিয়াছে। রসবতী মালতীর প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতেছে। সে প্রাণের প্রতি উপেক্ষা করিয়া মধুপান করিতে প্রস্তুত। সখি রাধে! তোমার প্রাণবল্লভ মধুজীবিত মধুকর। আর তুমি মধুময়ী মালতী। তুমি বক্র হইয়া মধু ধারণ করিলেও মধুসূদন চলিয়া যাইতেছে না। আর কোথাও স্থান না পাইয়া ভ্রমরা এত বিকল। বাস্তবিক মালতী বিনা ভ্রমরের বিশ্রামের স্থান নাই। তুমিই শ্যাম ভ্রমরের মধুময়ী মালতী। তুমি নিজের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ! তোমার ঐরূপ মান প্রকৃত পুরুষ বধ। ঐ পুরুষ বধের কলঙ্ক আর কাহাকে লাগিবে?

(১০) বরাড়ি।

তপন-কিরণে যদি, অঙ্কুর দগধল, কি করব জল অভিষেকে?
দুঃখভরে প্রাণ, বাহিরে যদি নিকসব, কি করব ঔষধ বিশেখে
মানিনি! অতএ সমাপহ্ মান,
মৃদু-মৃদু-ভাযে, সম্ভাষহ বরতনু!—একবের দহে জিউদান।
সুন্দর বদনে—বিহসি, বর-ভামিনি! রচহ মনোহর-বাণী,
কুচ-কনয়া-গিরি-মথি, গহি রাখহ—নিজভুজে আপনা জানি।
অধর-সুধা-রস পান দেহ সখি! হৃদয় জুড়াওহ মোর,
তুয়ামুখ-ইন্দ—উদয় হেরি, বিলসঙ—তিরখিত-নয়ন-চকোর।
নিজগুণ হেরি, পরকোদোখ পরিহরি—তেজহ হৃদয় কো রোখ
ভণই মুরারী, প্রাণপতি-সঙ্গিনি! পুরুষ-বধ বহু দুখ!!

১০। সখীর উক্ত বাক্যে ও বিনোদিনীর মান প্রশমিত না হইলেও স্তব্ধভাব দর্শনে (মৌন অবলম্বন সম্মতির লক্ষণ) বুঝা যায় মান কিছুটা শিথিল হইয়াছে। এখন রসিকশিরোমণি কিছু মধুস্রাবী বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। মানিনি! তোমার অন্তর রসে পরিপূর্ণ সত্য ; কিন্তু তাহলে কি হবে—সূর্য্যতাপে যদি অঙ্কুর দগ্ধ হইয়া যায় তা'তে জল সেচনে কি কাজ হইবে? সেরূপ দুঃখভারে যদি আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায়, পশ্চাৎ তোমার প্রেমব্যবহার-রূপ ঔষধ প্রয়োগে কি করিবে! অতএব মানিনি তোমার মান সমাপ্ত কর। সুন্দরি! একবার তোমার রমণীশিরোমনী মৃদু-মধুর সম্ভাষণে আমার প্রাণ বাঁচাও। হে (ভামিনি)! তোমার সুন্দর বদনে মধুরহাস্য-মিশ্রিত মনোহর বাক্য-বিন্যাস কর। তোমার নিজ অনুগত জন জানিয়া নিজ বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া তোমার কুচরূপ স্বর্ণ-পর্ব্বতের মধ্যে বন্ধ রাখ। তোমার অধর সুধারস পান করিতে দিয়া তোমার মানের আগুনে দগ্ধপ্রাণ শীতল কর। আমার নয়ন-রূপ তৃষিত চকোরদ্বয় তোমার নিজগুণ দর্শন করিয়া অর্থাৎ নিজগুণে পরের অর্থাৎ আমার অপরাধ ক্ষমা কর এবং হৃদয়ের ক্রোধ ত্যাগ কর। গীতকর্ত্তা মুরারীগুপ্ত সখীভাবাবেশে কহিতেছেন—হে রাধে! তুমি নিরন্তর প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত সঙ্গিনী। আর নিদারুণ মান পুরুষ-বধের সাধন মাত্র—আমি আর কি বলিব? এইরূপে পূরুষ বধ করা বড়ই দুঃখের বিষয়!

(১১) বরাড়ি।

বিষম-বিশিখ-সম কুটিল-কাটখ,
ভাকই চাহ তবহু নাহি ভাখ!
শুনি শুনি প্রিয়-মুখ-মধুরিম বোল—
সঘন হু হু করি শিযহি দোল ;

পুলকে ভরয়ে তনু—ঝরয়ে নয়ান—
তবহু নাদেই—অধর-মধু পান!
সখীগণ ইঙ্গিত নয়ন-চকোর,
মাধব, ধওল—পটাঞ্চল-ওর,
পালটি বদন ধনী, দেওলি পিঠ
তবহু না তেজই নাগর-ঢিঠ!
লহু লহু ঘোঙ্গট করয়ে উঘার,
তৈখনে-হসই রোখই-কত বার!
ভুজ-ধরি আনল সুরত-শায়ন,
হরি বল্লভ—অলীকূল গুণ গান।

১১। গীতে,—গীত রচয়িতা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ লীলা দর্শনকারিনী সখীভাবাবেশে কহিতেছেন—দেখ! মানিনী শিরোমণি রাদা বিষম-বাণের ন্যায় কুটিল কটাক্ষ করিতেছেন। কথা কহিবার ইচ্ছা আছে,—তথাপি কথা কহিতেছেন না। কেবল প্রিয়তমের মুখের মধুময় বাণী শুনিতে শুনিতে ঘন ঘন হু হু করি মস্তক দোলাইতেছেন। প্রিয়তমের মধুর কথায় আনন্দে অঙ্গ পূর্ণ হইয়া গেল এবং নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল তথাপি প্রিয়তমকে অধর-সুধাপানে অনুমতি দিচ্ছেন না। এদিকে সখীগণের নয়ন-চকোরের ইঙ্গিতে মাধব মানিনীর বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন ; কিন্তু ধনি অমনি মুখ ফিরাইয়া পিঠমোড়া দিয়া বসিলেন। তথাপি চতুর নাগর ছাড়িলেন না— তিনি ধীরে ধীরে প্রিয়তমার অবগুণ্ঠন (ঘোমটা) মোচন করিলেন। তখনই মানিনী হাস্যবদনে প্রেমরোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন রসিকশিরোমণি প্রাণেশ্বরীকে হস্তে ধারণ করিয়া ক্রীড়া-শয্যায় আনয়ন করিলেন। গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ মন্তব্য করিতেছেন—এই গুণনিধি বলিয়াইত অলিকুলের গুঞ্জনসহ আমিও তোমার গুণগান করিতেছি।

(১২) বরাড়ি।

মানুদ, মুঞ্চ তটান্তমিতি স্ফুট, কুটিল-মুখং স্মিত-মিশ্রং
ষাড়বমিব—পিবত, শ্রিত-ভূজবল-রাশিরঘারিরকৃচ্ছং ।। ১।।
সখিহে! পশ্য নয়ন-সুখ-সারং—
রসিক-মুকুট তনু-যুগলমধিশ্রিত, বহু বিধ মদন-বিকারং ।। ধ্রু।।
চটুলিত বিকট চিল্লী-ধনুরর্পিত, শাণিত—শোণ-কটাক্ষা—
তর্জ্জতি দয়িতমিয়ং—তদপি প্রতি-পরিরম্ভণ-রসদক্ষা ।। ২।।
"মুখমতি পূতমিয়ং, যুবতী-ব্রজ রসনা-রসিতমখণ্ডং—
স্পর্শয় মা" দয়িতেত্যভিধায় পুনঃ ধয়তি প্রিয়-গণ্ডং ।। ৩।।

বিরম, সতীত্বমজনি মম খণ্ডিতমীহিতমপি তব সিদ্ধং
ইতি সরোষেব রদৈর্নিজ-বল্লভমধরে রচয়তি বিদ্ধং ।। ৪।।

১২। লতাবাতায়ন তলস্তা কোন সখী অন্য সখীকে আজিকার কেলিবিলাসের অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইতেছেন—হে সখি! অদ্ভুত নয়ন সুখসার দর্শন কর। আমাদের কৌতুক শিরোমণি রাধা মৃতুহাস্যমিশ্রিত বক্রমুখে কান্তকে কহিতেছেন—আমার বস্ত্রাঞ্চল ত্যাগ কর। আর উদ্বেগ দিও না। ষট-স্বরমিশ্রিত রাগ-রাগিণীর আস্বাদনের ন্যায় প্রিয়তমার স্মিত-মধুর বাক্যামৃত পান করিতে করিতে নাগরেন্দ্র বাহুযুগলের আশ্রয়ে সবলে প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। আবার রসিক-শিরোমণি যুগলের তনু-সমাশ্রয়ে (দেহ অবলম্বনে) নানাবিধ কন্দর্প-বিকার প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। হে সখি! দেখ শ্রীরাধা প্রিয়তমের বাহুবদ্ধ অবস্থায় চঞ্চল ভয়ঙ্কর ভ্রূধনুর তীক্ষ্ণ রক্তবর্ণা কটাক্ষ শরাঘাত করিতে করিতে প্রিয়তমকে তর্জ্জন করিতেছেন, এবং তৎসহ রসনিপুনতার সহিত প্রত্যালিঙ্গন করিতেছেন। আবার অধর-পানে উদ্যত শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন—হে দয়িত! যুবতীগণের জিহ্বাস্বাদিত (উচ্ছিষ্ট) অতি-পবিত্র (বিরুদ্ধে লক্ষণে অপবিত্র)। আমার মুখে স্পর্শ করিও না,—এই কথা বলিয়াও স্বয়ংই দয়িতের (কৃষ্ণের) গণ্ড চুম্বন করিতেছেন এবং কহিতেছেন আমার অখণ্ডিত সতীত্ব খণ্ডনের বাসনা তোমার সিদ্ধ হইল ত? এখন ক্ষান্ত হও। এই কথা বলিয়াই যেন রোষের সহিত দন্তের দ্বারা বল্লভের (কৃষ্ণের) অধর বিদ্ধ করিতেছেন। গীত রচয়িতা চক্রবর্ত্তীপাদ হরিবল্লভ নামের সংক্ষিপ্ত শব্দটি ভণিতায় শিষ্টার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

চতুর্ব্বিংশতি ক্ষণদা সমাপ্ত।

অথ পঞ্চবিংশতি ক্ষণদা।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ; সুহই গান্ধার।

(গোরা) হেম-জলদ অবতার—
সঘনে বরিখে জল ধার,
নিজ গুণে করিয়া বাদর—
গভীর নাদে দিগ টল মল!
করুণা-বিজুরী দিন রাতি—
বরিখয়ে আরতি পীরিতি,
সুখ-পঙ্ক করি ক্ষিতি-তলে—
প্রেম ফলাইল নানা ফলে,
এক ফলে নব-রস ঝরে!
আরতি কে কহিতে পারে,
নাম গুণ—কর্ম্ম চিন্তামণি!
কহে বাসু অদ্ভুত বাণী।

১। দেখ! আমার গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ স্বর্ণবর্ণ মেঘরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণছলে ঘন ঘন জলধারা বর্ষণ করিতেছেন। আর ব্রহ্মা-মহেশ্বরের বাঞ্ছিত ; কিন্তু দুর্লভ ব্রজপ্রেম তাহা কলিহত জীবের প্রতি অবিচারিত-অযাচিতভাবে বিতরণরূপ কারুণ্যগুণের বাদর অর্থাৎ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনামৃত বর্ষণ করিতেছেন। এবং জলদাবতার শ্রীগৌরের প্রেম-হুঙ্কারের গভীর নাদে সর্ব্বদিকে টলমল করিতেছে। শ্রীগৌরসুন্দরের করুণারূপ বিদ্যুতালোকে দিবারাত্রি উদ্ভাসিত হইয়া প্রেমানুরক্তিরূপ ধারা বর্ষিত হইতেছে। প্রেমরস বর্ষণে জগতে (জীব হৃদয়ে) সুখরূপ পঙ্কের সৃষ্টি হইতেছে। ঐ সুখপঙ্কে প্রেমের ফসল যথা দাস্য সখ্যাদি নানা ফল ফলাইতেছেন। এক একটি ফলে নবরস ঝরিতেছে। এই সকল ফলের স্বাদ গন্ধ ও মাধুরী অপূর্ব্ব এবং সাধারণ মানুষের হৃদয়ে অনুরাগ বর্দ্ধনের ক্ষমতার কথা কে বলিতে পারে? শ্রীগৌরসুন্দরের নাম গুণ ও কর্ম্ম সকলই চিন্তামণি সদৃশ, যে-কোন একটিতে চিত্তের অভিনিবেশ হইলে বাঞ্ছিত ফললাভে সমর্থ হইবে। গীতকর্ত্তা বাসুঘোষ এই অদ্ভুত-কথা কহিতেছেন।

(২) শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রস্য, ধানসি।

আরে মোর, আরে মোর, নিত্যানন্দ রায়—
মথিয়া সকল তন্ত্র, হরিনাম-মহামন্ত্র, করে ধরি জীবেরে বুঝায়
অচ্যুত-অগ্রজ, নাম—মহাপ্রভু বলরাম, সুরধুনী তীরে কৈল থানা

হাঠ করিপরিবন্ধ, রাজাহৈলা নিত্যানন্দ-পাষণ্ড-দলন-বীর-বানা
পসারী শ্রীবিশ্বম্ভর, সঙ্গে লয়ে গদাধর, আচার্য্য চতুরে বিকে কিনে
গৌরীদাস হাসিহাসি, রাজারনিকটে বসি, হাটেরমহিমা কিছু শুনে
পাত্র রামাই লঞা, রাজ-আজ্ঞা ফিরাইয়া, কোটাল হইলা—হরিদাস,
কৃষ্ণ দাস হইলা দড়্যা, কেহ যাইতেনারে ভাড়্যা, লিখিয়ে-পঢ়য়ে শ্রীনিবাস।
বলরাম দাসে বলে, অবতার কলিকালে, জগাইমাধাই হাটে আসি
ভাণ্ড হাতে ধনঞ্জয়, ভিক্ষা মাগিয়া লয়, হাটেহাটে ফিরয়ে তপসি!

২। সমুদ্র-মন্থনে অমৃত উত্তোলনের ন্যায় অখিলশাস্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক উত্তোলিত হইয়া কলিজীবের সন্মুখে ধরিয়াছেন। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" সেই হরিনাম যথা—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই মহামন্ত্র জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ রায় এই শ্রীনামের মহিমা তাহাদের হাতে ধরিয়া বুঝাইতেছেন। অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ এবে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর অজগ্র দাদা বলরাম এবে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ পূর্ব্বে শ্রীযমুনাতীরে সখাগণসঙ্গে ক্রীড়ার অনুকরণে অধুনা অনুগতজনগণে লইয়া সুরধনীতটে থানা (স্থান) করিয়া হাট-পত্তন (পরিবন্ধ বা প্রবন্ধ) করিলেন। সেই নামহট্টের রাজা স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ কারণ শ্রীনিত্যানন্দ স্বীয় রূপ-গুণ-মাধুর্য্যে জীব-হৃদয়ের পাষণ্ডত্ব নাশরূপ ধ্বজারূপে দণ্ডায়মান। সেই নামের হাটে পসারী (বিক্রেতা) শ্রীবিশ্বম্ভর (গৌর) তাঁর প্রিয় গদাধরকে (বিশ্বস্ত) লইয়া অপানার সর্ব্বাকর্ষক রূপ-গুণ-লীলাদিতে সর্ব্বজীবকে আকর্ষণ করিয়া আদরের সহিত এবং অবিচারে সকলকে যাচিয়া সাধিয়া মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেছেন। মহা চতুর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পণ্যরূপ ভাণ্ডার হইতে কখন ক্রয় বা কখনও পসরা খুলিয়া স্বয়ংই বিক্রয় করিতেছেন। বলদেবের খেলার সাথী শ্রীসুবল সখা এবে শ্রীগৌরদাস পণ্ডিত রাজ মন্ত্রীরূপে রাজা নিত্যানন্দের নিকটে বসিয়া শ্রীনামহট্টের মহিমা শ্রবণ করিতেছেন এবং হাস্য করিতেছেন। রাজপাত্র শ্রীরামাই-সুন্দরানন্দ এবং কোটাল শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বাজারে ঘুরিতেছেন এবং রাজার আদেশ ঘোষণা করিতেছেন— ওহে জীবগণ! নাম প্রেমের পসারী দয়াল বিশ্বম্ভর অক্ষয় ভাণ্ডার খুলিয়াছেন বিনামূল্যে অমূল্যধন বিলাইতেছেন—লজ্জা ভয়ে কেহ নিরস্ত হইও না—তাঁহার সন্মুখে গেলেই, না চাহিতেই তিনি বিনামূল্যে পরমধন দান করিবেন। ইহাই রাজার আজ্ঞা। কৃষ্ণদাস দুয়ারে (দাঁড়াইয়া) দারোয়ান হইয়াছেন। তাঁহাকে ভাঁড়াইয়া (ভুলাইয়া) কেহ রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিবে না। শ্রীনিবাস লেখাপড়া (হিসাব) রখিতেছেন—কে পাইল বা না পাইল—কেহ বঞ্চিত হইল বা কি কারণে বঞ্চিত হইল—ইত্যাদি হিসাব রাখিতেছেন। গীতকর্ত্তা বলরাম দাস বলিতেছেন—"যে সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনভিজ্ঞ জ্ঞানগর্ব্বিত পণ্ডিতগণ বলেন কলিতে অবতার নাই তাঁহারা সাক্ষাতে দেখুন—আমার নিতাই-গৌরাঙ্গের ভগবত্তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ দুর্বৃত্ত মহামাতাল

জগাই-মাধাই আজ ভক্তবেশে হাটে সমাগত। ধন-মদান্ধ বিলাসী ধনঞ্জয় পণ্ডিত সর্ব্বপরিত্যাগ করিয়া ভিখারী বেশে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া হাটে ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিতেছেন—ঈশ্বরশক্তি ব্যতীত মানুষের কি শক্তি আছে এমন সর্ব্ব-সাধনের শ্রেষ্ঠ-ফল প্রদান করিতে পারে?

(৩) বরাড়ি।

নিশসি নেহারসি, ফুটল কদম্ব—
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ;
খনে তনু মোড়সি করিকত ভঙ্গ—
অবিরল পুলক-মুকুলে ভরু অঙ্গ!
এ সখি! মোহে না করু আন ছন্দ—
জানলু ভেটলি—শ্যামর-চন্দ। ধ্রু।
ভাব কি গোপসি? গুপত নাহি রহই।
মরম কো বেদন, বদন সব কহই।
যতনে নিবারসি নয়ন কো-লোর।
গদ গদ শবদে কহসি আধ-বোল!
আন-ছলে আঙ্গন আন-ছলে পন্থ—
সঘন গতাগতি করসি একান্ত।
দূরে রহু গুরুজন-গৌরব-লাজ—
গোবিন্দ দাস কহে পড়ল অকাজ!

৩। গুরু-গৃহ-স্থিতা শ্রীরাধার প্রেম-চেষ্টাদি (হাব-ভাবাদি) দর্শনে কোন সখী তাঁহাকে কহিতেছেন—সখি রাধে! গাছে কদম্ব-ফুল ফুটিয়াছে তুমি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তাহার দিকে চাহিতেছ কেন? কেনইবা করতলে বারম্বার কপোল বিন্যস্ত করিতেছ? নানা ভঙ্গিতে ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ-মোড়া দিতেছ কেন? আর পুলকাবলিতে নিরন্তর তোমার অঙ্গ পূর্ণ। সখি! আমাকে আনছলনা করিও না। বুঝিয়াছি শ্যামসুন্দরের দর্শন হইতেই তোমার এই দশা। ভাব গোপন করছ ; কিন্তু ভাব কখনও গোপন থাকে না। হৃদয়ের বেদনা—বদনেই বলে দেয়,—অর্থাৎ বদন দেখলেই বুঝা যায় বা প্রকাশ পায়। তুমি চোখের জল যত্ন করে নিবারণ করছ আর গদগদ শব্দে আধ আধ কথা বলছ। ছল করিয়া কখন আঙিনায় কখনও বাহির পথে যাতায়াত করছ—কোথাও স্থির হইতে পারিতেছ না। সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—তোমার লজ্জা ও গুরু-গৌরব দুইই দূর হইয়া গিয়াছে—উহাতেই আমি বুঝিয়াছি—অকাজ অর্থাৎ তুমি বিপদে পড়িয়াছ।

(৪) গান্ধার।

ঢল ঢল-সজল—জলদ-তনু শোহন-মোহন অভরণ-সাজ

অরুণ নয়ন-গতি, বিজুরী চমকে জিতি, দগধল কুলবতী-লাজ।
সজনি! যাইতে পেখলু কান—
তব ধরি জগভরি, ভরল কুসুম-শর, নয়নে না হেরিয়ে আন।। ধ্রু
মঝু মুখ-দরশি, বিহসি তনু মোড়সি, বিগলিত মোহন-বংশ—
না জানিয়ে কোন, মনোরথে আকুল, কিশলয়-দলে, করুদংশ!
অথএ সে মঝু মন, জ্বলত হি অনুখণ, দোলত চপল-পরাণ,
গোবিন্দ দাস—মিছই আশোআসল, অবহু না মিলল কান!

৪। শ্রীরাধা সখীকে কহিতেছেন—সখি! তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ। তবে বলি শোন তাহার শ্যামল মেঘের ন্যায় ঢল ঢল শ্যামতনুখানি শোভাযুক্ত মোহন আভরণে বিভূষিত। পলকদৃশ্য চকিত বিদ্যুৎ জয়কারী তাহার অরুণ নয়ন-গতিতে আমার কুল-মান রক্ষক লজ্জাকে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সখি! জগমন নয়ন অপহারী বেশে কানুকে যাইতে দেখা অবধি সমস্ত জগৎ যেন কুসুম শরে ভরিয়া গিয়াছে—আমি চক্ষে অন্য কিছুই দেখিতেছি না। চতুর কানু আমার মুখপানে চাহিয়া হাস্য করিতে করিতে অঙ্গমোড়া দিতে হস্ত হইতে বংশীটি পড়িয়া গেল। জানিনা কোন মনোভিলাষে আকুল হইয়া কিশলয়পত্রে দংশন করিল। ইহাতে অধর দংশনের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া আমার মন নিরন্তর প্রেমানলে জ্বলিতেছে এবং আমার চঞ্চল প্রাণ কাঁপিতেছে। গোবিন্দদাস মিথ্যা আশ্বাস দিয়া গেল—এখনও কানু আসিয়া মিলিল না। (দূতী গোবিন্দদাস কানুকে আনিয়া মিলাইবার নিমিত্ত আশ্বাস দিয়া গিয়েছিল) এখনও আসিল না।

(৫) বরাড়ি।

চান্দ নেহারি, চন্দনে তনু লেপই, তাপ সহই না পার!
ধবল-নিচোল, বহই নাহি পারই, কৈছে করব অভিসার?
সুন্দরি! তোহে লাগি সম্বাদলু কান—
বিরহে খীন তনু, অনুখন আকুল! অবইথে বিহি ভেল বাম ।। ধ্রু।।
যতন হি, মেঘ-মল্লার, আলাপই ; তিমির-গুপত-গতি-আশে
আওত জলদ, তবহি উড়ি যাওত, উতপত-দীগ-নিশাসে।
তুয়া গুণ গান, নাম জপি জীবই, বহু-পুলকায়িত দেহা,
গোবিন্দ দাস কহ, ইহ অপরূপ নহ, কিয়ে না করু নবলেহা!

৫। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূতী রাধার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া কৃষ্ণের বিরহাকুল অবস্থা বর্ণন করিয়া তাঁহার অভিসারে আসিবার সামর্থ নাই জানাইতেছেন। শুন! মাধব চন্দ্র দর্শনে অঙ্গ শীতল না হইয়া তাপ আরও বৃদ্ধি হওয়ায় সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দনের পঙ্ক লেপন করিতেছেন। শুক্লা যামিনী অভিসারে শ্বেত বস্ত্র ধারণে অসমর্থ—

অতএব কেমন করে অভিসার করবেন! সুন্দরি! তোমার সকল সংবাদ কানুকে জানাইলাম। তাহাতে তাঁহার বিরহক্ষীণ শরীরটি অনুক্ষণ আকুল হইতেছে। ইহাতে বিধাতা আরও প্রতিকুল হইয়াছে। শুক্লা চাঁদনী রজনীতে অন্ধকারে গোপন অভিসারের আশায় যত্নপূর্ব্বক মেঘমল্লার রাগ আলাপে মেঘ আসে ; কিন্তু তাহার উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। আহা! কানু তোমার গুণগানও নাম (রাধানাম) কীর্ত্তন ও জপ করিয়া বাঁচিয়া আছে, এবং তাহাতে তাঁহার দেহে বহু পুলক প্রকাশ পাইতেছে। গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ সখীভাবে কহিতেছেন—ইহা কোন অসম্ভব ঘটনা নয়! নব অনুরাগে কি না অঘটন ঘটাইতে পারে!

(৬) কেদার।

আজু পেখলু ধনী-অভিসার—

জানি বিলম্ব, তেজি পরিজনগণ আপহি করল শিঙ্গার। ধ্রু।
মনসিজ অন্তরে, মন্তর লেখল, অঞ্জনে-তিলকিত ভাল!
মৃগমদে—নয়ন-কমল-দলে আঁজন! শোভা কর শরজাল!!
যাবক রসে, কুচ-কলস রঙ্গাওল, তা কর অতুল ভাণ্ডার!
কিঙ্কিণী কণ্ঠে হার জঘনে ধরি, তা কর পাশ-বিথার!
সংভ্রম-ভরম-মহোদধি ডুবল, চললি নিতম্বিনী রঙ্গে,
কহে হরি বলভ, মদন করব কিয়ে, সঙ্গর পশুপতি সঙ্গে?

৬। পূর্ব্বোক্ত সখীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণগত প্রাণা রাধা তৎক্ষণাৎ অভিসারের জন্য স্বয়ংই বেশ-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহা দর্শন করিয়া কোন সখী অন্য সখীকে কহিতেছেন—আজ ধনীমণির অভিসার দর্শন করিলাম। অভিসারে বিলম্ব হইবে জানিয়া পরিচারিকাগণকে ত্যাগ করিয়া স্বয়ংই শৃঙ্গার করিতেছেন। কন্দর্পরাজ ইহার অন্তরে নিশ্চয় কোন মন্ত্র (যাদু) লিখিয়া দিয়াছে—তাহাতেই ধনী কাজল দিয়া ললাটে তিলক রচনা করিয়াছেন। কস্তুরী দ্বারা নয়ন-কমলদলে অঞ্জন দিয়াছেন। তাহাতে যেন কন্দর্পজালের শোভা বিস্তার করিয়াছে। চরণে যাবক (আলতা) রচনা না করিয়া—কৃষ্ণের অতুল রত্নভাণ্ডার স্বরূপ কুচকলস রঞ্জিত করিয়াছেন। কটির কিঙ্কিনী কণ্ঠে এবং কণ্ঠের হার কটিতে বাঁধিয়া যেন কান্তকে বাঁধিবার রজ্জু বিস্তার করিতেছে। এইরূপে ব্যস্ততা ও ভ্রান্তি-মহাসমুদ্রে ডুবিয়া নিতম্বিনী মহারঙ্গে অভিসারে চালিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সম্বোধিতা সখীভাবাবেশে গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ কহিতেছেন—কন্দর্প যাদুকর যতই যাদুবিদ্যা প্রকাশ করুক না কেন পশুপতির (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গে যুদ্ধে কি করিবে?

(৭) ভূপালী।

পূরতে বিপিন, বিপিনতে কুঞ্জে—
চলি আওলি যনু চান্দনী পুঞ্জে ;

তব ফুলল-হরি-নয়ন-চকোর—
ধাওল ধনী-মুখ চান্দ কি ওর ;
যা কর কিরণ উছলে দিন রাতি
যাহা রহে চপল মদির-যুগ-মাতি ;
তা কর চঞ্চল পুচ্ছকো ঘাতে
চপল-চকোর দ্বিগুণ ভেল মাতে!

৭। শ্রীকৃষ্ণভাবিনী কুঞ্জে উপনীত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সখী বলিতেছেন—দেখ! যেন পুঞ্জীভূত জ্যোৎস্না সদৃশী ধনী (রাধা) গৃহ হইতে কাননে এবং কানন মধ্যে কুঞ্জে চলিয়া আসিলেন। নাগরেন্দ্র পূর্ব্বেই সখীমুখে জ্ঞাত হইয়া কুঞ্জে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিনোদিনীর আগমন মাত্রই শ্রীহরির নয়ন চকোরদ্বয় প্রেমোৎফুল্ল হইয়া তাহার (রাধার) বদনচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল। তৎ-দর্শনে দিবারাত্রি কিরণ বিকীর্যমান (বিস্তারশীল) ঐ বদনচন্দ্রের মধ্যে যে দুইটি মত্ত খঞ্জন (মদির-যুগল) নিরন্তর বিলাস করিতেছে তাহার (শ্রীরাধার নয়নদ্বয়) চঞ্চল চকোর দ্বয়ের (শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ের) উপর পুচ্ছের আঘাত করিতেছে। উহারা (চঞ্চল চকোরদ্বয়) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয় দিগুণ মত্ত হইয়া উঠিল।

(৮) ময়ূর ধানসি!

সুন্দর বদনে, সিন্দুর-বিন্দু, সাঙর-চিকুর-ভার—
যনু রবি শশি সঙ্গহি উয়ল, পিছে করি আন্ধিয়ার!
রামা! অধিক চন্দ্রিমা ভেল—
কতেক যতনে কত অদভূত, বিধি নিধি তোরে দেল। ধ্রু।
চঞ্চল-লোচনে, বঙ্ক-নেহারসি, অঞ্জনে শোভা পায়—
যনু ইন্দীবর, পবনে ঠেলল, অলি-ভরে উলটায়।
উন্নত-উরোজ—চীরে ঝাঁপসি, থোর থোর দরশায়—
কতেক যতনে, কতেক গোপসি হেম-গিরি না লুকায়।
(ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি,—এসব এরূপ জান
রায় শিবসিংহ রূপ নারায়ণ, লছিমাদেবী পরমাণ)।

৮। শ্রীকৃষ্ণ মধুরবাক্যে প্রিয়তমাকে (রাধাকে) বলিতেছেন—

প্রিয়তমে তোমার সুন্দর বদনচন্দ্রে সিন্দুরের বিন্দু এবং কৃষ্ণ-কেশকলাপের দর্শনে মনে হইতেছে—যেন চন্দ্র ও সূর্য্য অন্ধকারকে পশ্চাতে করিয়া এককালে উদিত হইয়াছে। (বদনচন্দ্র-সিন্দুরবিন্দু-সূর্য্য-কেশকলাপ-অন্ধকার)। সুন্দরি! এই জন্যই আজ জ্যোৎস্না অধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। বিধাতা কত যত্ন করে কত অপূর্ব্ব নিধি প্রদান করিয়াছে। তোমার অঞ্জন

অনুরঞ্জিত চঞ্চল নয়নের কটাক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গির কি অপূর্ব্ব শোভা-দুইটি নীলকমল বায়ুবেগে হেলিয়া যেন ভ্রমরের ভারে উলটিয়া পড়িয়াছে। আর উন্নত পয়োধর যুগল বস্ত্রাবৃত করিয়াছ, অথচ অল্প অল্প দেখা যাইতেছে—তাহা কত যত্ন করে বস্ত্রে গোপন করিতেছ; কিন্তু স্বর্ণগিরি কি লুকাইতেছে? গীত রচয়িতা বিদ্যাপতি সুখদা-সখীভাবাবেশে কহিতেছেন—সুন্দরি! শ্রবণ কর! এ সকল এরূপই থাকে লুকানোর চেষ্টা বৃথা। বিশ্বাস না কর এই সকল সখীকে জিজ্ঞাসা কর—শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছমীদেবী এরা সকলেই একথার সাক্ষী।

(৯) বালা।

চিরদিনে সো-বিধি ভেল অনুকূলরে—
দুহু মুখ হেরইতে দুহু সে আকুল রে!
বাহু পশারিয়া দোহে দোহা ধরুরে—
দোহু অধরামৃতে দোহু মুখ ভরুরে!!
দোহু তনু কাঁপই মদন উছল রে
কিকিকিকিকিকি বলি কিঙ্কিণীরুঠলরে
জাতহিস্মিত-নব বদনে মিটল রে
দোহু পুলকাবলী তে লহু লহুরে!
রসে মাতল দুহু বসন খসল রে
বিদ্যাপতি রসসিন্ধু উছললরে!

(কেলি-বিলাস)

৯। বহু সময়ান্তরে বিধাতা অনুকুল হইল রে! প্রিয়া-প্রিয় উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিয়া উভয়েই আকুল হইয়া উঠিলেন। পরস্পর বাহুযুগ প্রসারিত করিয়া পরস্পরকে বাহুবেষ্টিত করিলেন। পরস্পর পরস্পরের অধরামৃতে বদন পূর্ণ করিতেছেন। কন্দর্প-পেগে দুইজনের অঙ্গ কম্পিত হইতেছে। আর রাধার কটির কিঙ্কিণী কিকি-কিকি-কিকি বলিয়া যেন রাগিয়া উঠিল। অধরামৃত পানানন্দে উভয়ের বদনে নব নব স্মিত-মন্দ হাস্য উদিত হইয়া বদনেই মিলাইয়া গেল। তাহাতে উভয়ের অঙ্গে মৃদু মৃদু পুলকাবলী দেখা দিয়াছে। লীলারসে উন্মত্ত দুইজনের বসনচ্যুত হইল। দর্শনকারী সখীভাবাবিষ্ট বিদ্যাপতি কহিতেছেন—রসের সমুদ্র উথলিল।

(১০) ভূপালী।

মদনমদালসে শ্যাম বিভোর,
শশি-মুখী হাসি হাসি করু কোর ;

নয়ন ঢুলা ঢুলি লহু লহু-হাস—
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ-ভাষ ;
নিরসি অধর মধু পিবি অগেয়ান—
মদন-মহোদধি ডুবাওল কান!
ঘন ঘন চুম্বই নাহ-বয়ান—
সরসীজ চান্দ মিলন ভেল ভান!
নিবিড়-আলিঙ্গনে পুলকিত অঙ্গ—
অপরূপ-রতি-কেলি মনসিজ-ভঙ্গ!
দূরে গেও ময়ূর-শিখণ্ড পীত-বাস—
দোহু রূপ নিছনি গোবিন্দ দাস।

১০। শ্যামনাগরকে কর্ন্দপমদালসে বিভোর দর্শন করিয়া চন্দ্রমুখী রাধা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিলেন। উভয়ের নয়ন ঢুলাঢুলিতে উভয়ের বদনে মৃদুমধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল। আর অঙ্গ হেলা-হেলিতে রসাবেশে বাক্য গদগদ (আধ অস্পষ্ট) হইয়া উঠিল। এই সময় কোন সখী অপর সখীকে বলিতেছেন—দেখ! এখন বিনোদিনী প্রিয়তমের অধরসুধা নিঃশেষে পান করিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন, এবং প্রিয়তমকেও কন্দর্প-মহাসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছেন। শ্যামনাগরের বদনে ঘন ঘন চুম্বন করিতেছেন। তাহাতে মনে হইতেছে পদ্ম এবং চন্দ্রের মিলন হইয়াছে। নিবিড় আলিঙ্গনে দুইজনেরই অঙ্গ পুলকিত হইতেছে। অপরূপ বিলাস দর্শনে মদন পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। নাগরেন্দ্রের চূড়ার ময়ূরপুচ্ছ এবং পীতবসন খসিয়া গিয়াছে। লতারন্ধ্রে দর্শনকারী সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—ও রূপের নিছনী যাই।

পঞ্চবিংশতি ক্ষণদা সমাপ্ত।

অথ ষড়বিংশতি ক্ষণদা।

(১) বরাড়ি। শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—

কেশের বেশে, ভুলিল দেশে, তাহে রসময়-হাসি—
নয়ন-তরঙ্গে, ব্যাকুল করিলে, বিশেষে নদিয়াবাসী।
গৌরাঙ্গ-সুন্দর, নাচে—
নিগম-নিগূঢ়, প্রেম-ভকতি, যারে তারে পহু যাচে । ধ্রু।
ছল ছল করে, নয়ন-যুগল, কত নদী বহে ধারে—
পুলকে পূরিত, গোরা কলেবর, ধরণী ধরিতে নারে—
চরণ-কমল, অতি-সুচঞ্চল, অথির তাহার রীত,
বদন-কমলে, গদ গদ-স্বরে, গায় রস-কেলী-গীত!
হাহা করি করি, ভুজ-যুগ তুলি—বলে হরি হরি বোল,
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি, দেই গদাধরে কোল!

১। দেখ! চিরসুন্দর প্রাণগৌরের কেশের বেশে,—অর্থাৎ কুঞ্চিত-কৃষ্ণ-কেশ এমন সুন্দর ছাঁদে এবং মুক্তাদামের-বন্ধনে কেশকলাপের শোভা দর্শনে দেশের লোক মোহিত হইতেছে। দেহ-গেহ-স্বজন-স্বভাব বিস্মৃত হইয়া নিষ্পলকে বেশ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছে। তাহাতে বিশেষ করিয়া নদীয়াবাসিগণকে রসময় হাসি ও চঞ্চল নয়নাবলোকনে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর মনোহর নৃত্য করিতে করিতে বেদের নিগূঢ় (বেদ-গোপ্য) প্রেমভক্তি অবিচারে যাহাকে তাহাকে যাচিয়া সাধিয়া প্রদান করিতেছেন। দেখ! দেখ! প্রাণগৌরের ঢল ঢল নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুরূপ কত কত নদীর ধারা বহিতেছে। গৌরসুন্দরের পূলক-পূর্ণিত অঙ্গভার ধারণে অসমর্থা হইয়া পৃথিবী টলমল করিতেছেন। আর অতি-সুচঞ্চল চরণ-কমল অস্থির গমনভঙ্গিতে অর্থাৎ যেন নৃত্যছন্দে চলিতেছেন। বদন-কমলে গদগদস্বরে বৃন্দাবনের প্রেমক্রীড়াগীত গান করিতেছেন। হা হা করিতে করিতে বাহুযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া হরি হরি ধ্বনি করিতেছেন। আবার কখনও ব্রজভাবে উচ্চৈস্বরে রাধা রাধা বলিয়া ডাকিতেছেন এবং রাধা-ভাবাবতার শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিতেছেন।

(২) বালা-সুহই। শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,

অরুণ-বসনে, বিবিধ-ভূষণে, শিরেপাগ নট-পটিয়া—
চৌদিকে হেরি, বাহু যুগ তুলি, নাচে হরিবল বলিয়া।
নিতাই-রঙ্গিয়া নাচে,—

অরুণ-নয়নে, ও চাঁদ বদনে, কত না মাধুরী আছে । ধ্রু।
চলন সুন্দর,—মত্ত করীবর, নূপুর ঝঙ্কৃত করিয়া—
ভাবে অবশ, নাহি দিগ পাশ, গৌর বলি হুঙ্কারিয়া।
যতেক ভকত—ধরণী লুঠত, হেরি ও চান্দ-বয়ানিয়া
বাসুদেব ঘোষ, এ রসে বঞ্চিত, মাগ প্রেম-রস দানিয়া।

২। আজ শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীঅঙ্গে অরুণ বসন এবং বিবিধ অলঙ্কার ধারণ করিয়াছেন। ব্রজবালকের ন্যায় মস্তকে নটপটিয়া (নটবরের ন্যায়) পাগড়ী বাঁধিয়াছেন। কলি কবলিত দুর্গত জীবগণকে কৃপা দৃষ্টিদানের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতেছেন এবং বাহুযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। আমাদের নিতাইচাঁদ আজ কত রঙ্গভঙ্গিতে নাচিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার অরুণনয়নে এবং চন্দ্রবদনে কত যে মাধুরী আছে তাহা কে বর্ণন করিবে? মত্তগজেন্দ্রের ন্যায় তাঁহার গমন মাধুরী ও তৎসহ নূপুরের ঝঙ্কার করিয়া গৌর-প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিতে করিতে (গৌরনাম বলিতে বলিতে ভাবে অবশ হইয়া) কোন দিকে যাইবেন (বামে কি দক্ষিণে বা পার্শ্বে) তাহার জ্ঞান নাই। সদানন্দময়মূরতি শ্রীনিতাইচাঁদের অপূর্ব্ব প্রেমমাধুরীময় চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া ভক্তগণ প্রেমের প্রভাবে ধৈর্য্য-ধারণে অসমর্থ হইয়া ধরণীতে লুণ্ঠিত হইতেছেন। পার্ষদ-গীতকর্ত্তা শ্রীবাসুদেব ঘোষ দৈন্যোক্তিসহ বলিতেছেন কেবল আমিই এ রসে বঞ্চিত। হে প্রেমরসদাতা নিতাইচাঁদ এই কাঙ্গাল কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছে।

(২) বালা।

সজনি! অপরূপ পেখলু রামা—
কনক-লতা অবলম্বনে উয়ল, হরিণী হীন-হিমধামা?
গিরিযুগ-কনক, পয়োধর উপর গীমকো গজমতি হারা
কাম, কম্বুভরি, কনক-শম্ভু পরি—ঢারই সুরধুনী-ধারা?
নয়ন-নলিনীদৌ, অঞ্জনে রঞ্জিত, ভাঙ-বিভঙ্গী-বিলাসা—
চকিত-চকোর—জোরে, বিহি বান্ধল, কেবল কাজর-পাশা?
প্রথম বয়সী ধনী, মুনি-মন-মোহিন, গজবর জিনি গতি মন্দা
সিন্দুর-তিলক ভানু, তড়িত-লতাযনু উয়ল পুনমীকো চন্দা!
(পয়সি পয়াগে, যাগ শত জাগই, সো পাওয়ে বহুভাগি
বিদ্যাপতি কহ, গোকুল নায়ক, গোপীজন অনুরাগী।)

কোন সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

৩। সখি! আজ এক অপূর্ব্ব রমণীকে দেখিলাম। দেখিয়া মনে হইল,—একি কনকলতা

অবলম্বনে কলঙ্কশূন্য পূর্ণচন্দ্র, উদিত হইল? তাঁহার স্তনযুগল যেন দুইটি স্বর্ণপর্ব্বত, তাহার উপরে গলার গজমতি হার বিলম্বিত রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল একি স্বর্ণনির্ম্মিত শিবের বাণলিঙ্গ-মূর্ত্তিতে কন্দর্প শঙ্খ ভরিয়া গঙ্গার জলধারা ঢালিতেছে। তাহার নয়ন-কমল দুইটি অঞ্জনে রঞ্জিত এবং ভ্রুভঙ্গির বিলাস। মনে হইল বিধাতা দুইটি চকোরকে কেবল কাজলরূপ রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। প্রথম যৌবনা ধনীর গজেন্দ্রগমন-নিন্দিত মন্থর গতিবিলাসে মুনিগণের ও মন বিমোহিত হয়। তাঁর সিন্দুরের বিন্দু যেন প্রভাতে সূর্য্য বলিয়া মনে হয়। আর দেহলতার উপরে বদনখানি পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উদিত হইয়াছে। তাহাতে সিন্দুরের বিন্দু দর্শনে মনে হয় একটি তড়িৎ-লতা কোন অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে চন্দ্র ও সূর্য্যের একত্র উদয় সংঘটন করিয়াছে। যদি কেহ প্রয়াগ জলে (তীর্থে) শতযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াও সেই রমণীরত্ন লাভ করিতে পারে—সে বহু ভাগ্যবান। এই কথা শ্রবণে গোপীভাবাবিষ্ট বিদ্যাপতি কহিতেছেন—হে গোকুল-নায়ক তুমি সত্যই গোপীজন অনুরাগী!

(৪)—গান্ধার।

শুন শুন মাধব! কহলু মো তোয়ি—
তুয়া গুণে লুবধি মুগধি ভেল সোই।
মলিন-চিকুর তনু-চীরে—
করতলে বয়ন, নয়ন ঝরু নীরে!
উরে দোলে শ্যামরু বেণী
কনক-কলস-পর কাল-সাপিনী
কোই রহে শ্বাস কি আশা
কোই নলিনী দলে করয়ে বাতাসা!
কোই কহে 'আওল হরি'
চওঁকি উঠলি শুনি নাম তোহারি!
বিদ্যাপতি রস গাওয়ে—
বিরহিণী বিরহ সখী সমুঝওয়ে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি—

৪। হে মাধব! আমি বলছি শুন, যাঁহার রূপে তুমি মুগ্ধ—আমি সেই রাধার নিকট হইতে আসিতেছি। সে তোমার গুণমুগ্ধ এবং তোমার প্রেমে ব্যাকুল হইয়া মোহদশা প্রাপ্তা হইয়াছে। তাঁহার কেশরাজি মলিন,—শরীর খানিও কেশের ন্যায় শীর্ণ, মলিন বসন, করতলে বদনখানি ন্যস্ত এবং নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। বক্ষে দোলায়মান শ্যামল বেনীটি স্বর্ণকলসের উপরে কাল সপিনীর ন্যায় কুচযুগলের উপরে দোলিতেছে। আসিবার সময় দেখিয়া আসিলাম তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ। কোন সখী তাহার শ্বাসের আশায় বসিয়া আছে, কেহ কমলপত্রে বা াস করিতেছে। কেহ যদি কহে এই হরি আসিল—অমনি তোমার নাম

শুনিয়া চমকিত হইতেছে। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন—বিরহিনীর বিরহযন্ত্রণা সখীরাই বুঝিতে সমর্থ।

(৫) বালা।

শুন শুন মাধব! পড়ল অকাজ,
বিরহিনী রোদতি মন্দির মাঝ!
অচেতন সুন্দরী না-মেলয় দিঠি।
কনক-পুতলী যৈছে অবনীতে লুঠি!
কো-জানে কৈছন তোহারি পীরিতি
বাঢ়ায়্যা দারুণ প্রেম, বধহ যুবতী!
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি!
সপুরুষ না ছোড়ই, রসবতী নারী।

৫। পূর্ব্বোক্ত সখীর বাক্য সমাপ্ত হইয়াছে,—এমন সময় শ্রীরাধার নিকট হইতে অগাতা অন্য এক সখীর উক্তি—

হে মাধব! শুন, বিপদ উপস্থিত হইল। বিরহিনী রাধা গৃহমাঝে কেবলই ক্রন্দন করিতেছে। সুন্দরী রাধা অচেতন অবস্থায় নয়ন মেলিয়া দেখিতেছে না। সোনার পুতুলী যেন ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে। কে জানে! তোমার কেমন পিরীতি? নিদারুণ প্রেম বাড়াইয়া যুবতী বধ কর। উক্ত দশার বক্তা সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা বিদ্যাপতি কহিতেছেন,—হে মুরারি! (কুৎসা বিনাশকারী) শ্রবণ কর। সুপুরুষ কখনও রসবতী নারীকে ত্যাগ করে না—(অর্থাৎ তোমার ত্যাগ করা উচিত নয়)

(৬) দেশাগ

কবে সে হইবে মোর শুভদিন—*
নয়নে নেহারিতে না বাসব ভিন!
শুন শুন এ সখি! নিবেদিনু তোয়—
নিশ্চয় মিলব কিয়ে সুধামুখী মোয়?
সুমধুর বোল কবে শুনব শ্রবণে?
আধ-মুচকি হাসি হেরব নয়নে?
কুচপর কবে কর পরশিতে যাব?
করে কর বারি ধনী মুখ পালটিব!
চরণ পরশি মুখ করব সরস—
রসাবেশে অঙ্গে ধনী করিবে আলস!

রাই-রঙ্গিণী যব মিলব কোর—
সফল জীবন তব হইবে মোর।

৬। উক্ত দুইটি গীতে দুই সখীর বাক্যে শ্রীহরি নিশ্চয়রূপে অবগত হইলেন আমার দৃষ্ট রমণী আমারই প্রাণাধিকা রাধা। এবং তাঁহার বিরহ-বিদগ্ধা অবস্থার কথা দ্বিতীয় সখীর মুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীহরি উৎকণ্ঠায় আকূল হইয়া কহিতেছেন—হায়! কবে আমার সেই শুভদিন উপস্থিত হইবে! প্রিয়তমে কবে আমার প্রতি বৃথা ভিন্ন ভাব না করিয়া অর্থাৎ আমি তাঁরই প্রিয়তম অন্য কাহার নাই—এই বিশ্বাস রাখিয়া প্রেমপূর্ণ-নয়নে দৃকপাত করিবেন, এই শুভদিনের আশায় আছি। এ সখি! শুন শুন তোমায় জিজ্ঞাসা করি—সত্যিই কি সুধামুখী আমায় মিলিবার জন্য ব্যাকুলা? একথা নিশ্চয় করিয়া বল। কবে তাহার সমধুর বচন কর্ণে শ্রবণ করিব? আর কবে তার মধুময় ঈষৎ-বিকশিত হাস্য নয়নে দর্শন করিব? হায়! কতদিনে কুচপরে হস্ত-পর্শ করিতে গেলে, ধনী হস্ত দিয়া আমার হস্ত নিবারণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইবে। তারপর আমি তাঁর চরণ স্পর্শ করিয়া বদন প্রেমরসে প্রফুল্লিত করিলে, ধনী রসাবেশে আমার অঙ্গে অঙ্গে এলাইয়া দিবেন? রাই-রঙ্গিনীকে যখন ক্রোড়ে ধারণ করিতে পারিব—তখনই আমার জীবন সফল হইবে। (গীতকর্ত্তার নাম নাই)

(৭) —বরাড়ি।

মাধব মনোরথে বাঢ়ল কাম—
দূতী পাঠাওল শশিমুখী-ঠাম,
সো-ধনী-পাশ কহল সব বাতা—
অনুরাগিণি! অনুকূল বিধাতা!
এ সখি! শ্যাম-সুনাগর রায়—
সো অব তো-বিনু ধরণী লোটায়!
সো রূপ-মাধুরী সব ভেল আন—
যামিনী বিনু কি চাঁদ পঁহিছান?
এ ধনি! অব যনি করহ বিলম্ব—
সো-জীয়ে তোহারি আশ-অবলম্ব!
এতদিনে সংশয় সব ভেল খীন—
তুহু ভেলি সলিল, কানু ভেল মীন।
কহে হরিবল্লভ শুন সুকুমারি!
তুয়া গুণে বিকাওল লুবধ-মুরারী।

৭। পূর্ব্বোক্ত গীতে (বাক্যে) শ্রীরাধার প্রাপ্তির বিষয় বলিতে বলিতে (সখীর নিকট)

মাধবের হৃদয়ে কাম (পাইবার অভিলাষ) বর্দ্ধিত হইল। চন্দ্রমুখী শ্রীমতী রাধারাণীর নিকট দূতী প্রেরণ করিলেন। দূতী রাইধনীর নিকট গমন করিয়া সকল সংবাদ (কথা) বলিল। তারপর বলিলেন—অনরাগিনী। আজ বিধাতা অনুকুল। এ সখি! (রাধে) শ্যাম-সুনাগর, এখন তোমার বিরহে (বিনু) ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার সেই রূপমাধুর্য্য এখন আর নাই,—তোমার বিরহে ম্লান হইয়া গিয়াছে। যেমন রাত্রি ব্যতীত চাঁদকে চেনা যায় না তদ্রুপ তোমা ব্যতীত শ্যামচাঁদ মলিন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, চেনা যায় না। অতএব আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না—এখনি অভিসারে চল। কারণ সেই হরি তোমার যাওয়ার আশা অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া আছে। এতদিনে আমাদের একটি মনের সংশয় দূর হইল। এখন বুঝিলাম—তুমিই একমাত্র কানুরূপ মীনের সলিল স্বরূপ। অর্থাৎ জল ব্যতীত যেমন মীনের প্রাণ সংশয়—তেমন তোমা ব্যতীত কানুর প্রাণ সংশয়। দূতীর বচন শ্রবণে তত্রোপবিষ্টা সখীভাবে গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ কহিতেছেন—সুকুমারি। (রাধে) মুরারী তোমার ভুবন-দুর্লভ গুণে লুব্ধ হইয়া বিক্রীত হইয়াছে।

(৮) ধানসি।

কুন্দ-কুসুম ভরি কবরী-কো ভার—
হৃদয় বিরাজিত মোতিম হার ;
চান্দনী-রজনী-উজোরল-গৌরী—
হরি-অভিসার রভস-রসে ভোরি ;
ধবল বিভূষণ, অম্বর, বলয়ী—
ধবলিম-কৌমুদী-মিলি তনু চলই।
হেরইতে লোচন পরিজন-ভুল—
রঙ্গ-পুতলী কিয়ে রস-মাহ বুর?
চন্দন-চরচিত রুচির কপূর—
অঙ্গ হি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পূর।
পূরতি-মনোরথ গতি অনিবার—
গুরুকুল-কন্টক কি করয়ে পার?
মুরতি-শীঙ্গার পীরিতি-ময় ভাষ।।
মিলিলি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দ দাস!

৮। সেবাপরায়ণা সখীগণ যুগল কিশোরের নিরন্তর মিলনসুখ সম্পাদনে আনুকুল্যময়ী চেষ্টাতেই বিভোর থাকেন,—এবং যুগলকিশোরের সুখেই তাহারা সুখী। তাই তাহাদের কার্য্য আদরের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। আজ সখীর চেষ্টা সফল হইল। সখীর মুখে প্রিয়তমের বিরহ-বেদনার সংবাদ শ্রবণে তখনই বিনোদিনী অভিসারে চলিলেন। কোন

সখী এই অভিসারের বিবরণটি এই গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। দেখ! ধনী কুন্দফুলের স্তবকে কবরী পূর্ণ করিয়া উহা ধ্বলিত করিয়াছেন। বক্ষে মুক্তার হার বিরাজিত। আমাদের গৌরী (রাধা) কান্ত অভিসারের রসানন্দে বিভোর হইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিকে আরো অধিক উজ্জ্বলিত করিয়াছেন। ধনী শ্বেত মণিভুষণের বিভূষিত হইয়া—শ্বেত বসনে অঙ্গ আচ্ছাদিতা হইয়া শুভ্র-জ্যোৎস্নাতে অঙ্গ মিলাইয়া চলিয়াছেন। তাহা দর্শনে পরিবারবর্গের নয়নে ভ্রম হইতেছে। এ কি রাং এর পুতুল পারদ-রসমধ্যে ডুবিয়া গেল। শ্রীঅঙ্গ কপূরে এবং শ্বেত-চন্দনে সুশোভিত,—এক অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তরে অনঙ্গ প্রবাহে পূর্ণ হইতেছে। মনোভিলাষ পূর্ত্তির নির্ম্মিত্ত আনিবার গতিতে গমন করিতেছেন। গুরু, কুলরূপ কণ্টক এ গতির কি বাধার সৃষ্টি করিবে? অর্থাৎ গুরুজন হইতে লজ্জা ও ভীতি এবং বংশ মর্য্যাদা প্রেমবন্যার প্লাবনে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। আজ গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস সখীভাবাবেশে কহিতেছেন—শ্যামবিনোদিনী যেন শৃঙ্গার-প্রতিমার ন্যায় শোভিতা হইয়া প্রেমামৃত মধুর বাক্য বলিতে বলিতে নিকুঞ্জে উপনীত হইলেন।

(৯) বরাড়ি।

রাধা-বদন বিলোকন-বিকশিত বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গ
জলনিধিমিব, বিধু মণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গ।
হরিমেকরসং-চিরমভিলষিত বিলাসং—
সা দদর্শ গুরু-হর্ষ-বশম্বদ—বদনমনঙ্গ বিকাশং।
হারমমলতর তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরং—
স্ফুটতর-ফেণ-কদম্ব করম্বিতমিব যমুনা-জল-পূরং!
শ্যামল মৃদুল কলেবর-মণ্ডলমধিগত গৌর-দুকুলং।
নীল-নলিনমিব-পীত-পরাগ-পটল-ভর বলয়িত মূলং।।
তরল-দৃগঞ্চল-বলন মনোহর, বদন জনিত রতিরাগং—
স্ফুট কমলোদর-খেলিত-খঞ্জন যুগমিব শরদি তড়াগং।
বদন-কমল-পরিশীলন মিলিত মিহির সম কুণ্ডল শোভাং—
স্মিত রুচি-রুচির সমুল্লসিতাধর-পল্লব কৃত-রতি-লোভং।
শশি-কিরণোচ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর সকুসুম-কেশং—
তিমিরোদিত-বিধুমণ্ডল-নির্ম্মল মলয়জ-তিলক-নিবেশং।
বিপুল-পুলকভর দন্তুরিতং, রতি-কেলি-কলাভিরধীরং—
মণিগণ-কিরণ-সমূহ সমুজ্জল ভূষণ সুভগ-শরীরং।
শ্রীজয়দেব, ভণিত বিভব, দ্বিগুণীকৃত ভূষণ ভারং—
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয় সারং।

৯। এই গীতের আস্বাদনী কৃষ্ণা একাদশীর ১০নং গীতে দ্রষ্টব্য।

(১০) কেদার।

দোহে দোহা নিরখই নয়নের কোণে—
দুহু হিয়া জর জর মনমথ বাণে!
দুহু তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প,
দুহুকত মদন সাগরে দেই ঝম্প।
দুহু দুহু আরতি পীরিতি নাহি টুটে,—
দরশনে পরশে কতই সুখ উঠে!

১০। এই গীতের আস্বাদনী কৃষ্ণা সপ্তমীর ৭নং গীতে দ্রষ্টব্য।

(১১) কামোদ।

দেখ দেখ রাধামাধব সঙ্গ—
দুহু দোহু-মিলনে, আনন্দ বাঢ়ল মনে, দুহু দুহু উদিত অনঙ্গ।
দুহু কর পরশিতে, সপুলক দোহু তনু, দুহু দুহু আধআধ বোল
কিঙ্কিণী-নূপুর, বলয় মণিভূষণ, মঞ্জীর ধ্বনি উতরোল!
রাই কানু আলিঙ্গন, নীলমণি কাঞ্চন, হেরইতে লোচন ভোর—
আবেশে অবশ দুহু—তনু ভেল আকুল, জলধরে বিজুরী উঁজোর
ঘন ঘন চুম্বনে, দুহু মুখ দরশনে, মন্দ মধুর-মৃদু হাস,
শ্যাম-তমাল, কনকলতা-বেঢ়ল, নিছনি গোবিন্দ দাস।

১১। এই গীতে বর্ণিত বিলাস আবেশময় এবং ইহার পরের গীতোক্ত লীলাবিলাস কৌতুক-প্রধান। সেইজন্যই তাহাতে উভয়ের বিবিধ বৈদাগ্ধির অবধি প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১২) পঠ-মঞ্জরী।

রতি জয় মঙ্গল, ভরল সব কানন, কো কহু আনন্দওর
শ্যামর কোরে, কলাবতী বিলসই, নব ঘনে চাঁদ উজোর!
বৃন্দাবনে বনি, রমণী-শিরোমণি, অনুপম অনুগত ছান্দে—
কমলিনী সঙ্গে, রঙ্গে নব-মধুকর, মাতি রহল মকরন্দে?
দুহু মুখ হেরি দুহু, কুরু কত চুম্বন, মাতল-মনসিজ-রঙ্গে!*
বাঢ়ল পীরিতি-সিন্ধু, দুহু ভেল আকুল, ভাসল রসের তরঙ্গে!
নিবিঢ় আলিঙ্গনে, দুহু তনু মিলনে, হেমমণি মরকত জোর
যদুনাথ দাসে কয়, দুহু রস-সুখময়, কত কত বৈদ্গধি ওর!

ষড়বিংশতি ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

অথ সপ্তবিংশতি ক্ষণদা।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ; মল্লার।

গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে—
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে
সুরধুনী হেরি গোরা যমুনা ভানে—
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে!
ভাবের ভরমে গোরা ত্রিভঙ্গিম রহে—
পীত বসন আর মুরলী চাহে।
প্রিয়—গদাধর করিয়া কোলে—
কোথাছিলা, কোথাছিলা গদগদ বোলে
("ভাব বুঝি পণ্ডিত রহে বাম পাশে
না বুঝায় এই রঙ্গ নরহরি দাসে।")

১। আজ সুরধুনীর তীরে উপবনে বিহারকালে প্রেমের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া শ্রীগৌরকিশোরের ব্রজভাব জাগ্রত হইয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ-ভাবাবেশে রাধা রাধা বলিয়া (বিরহাকুলচিত্তে) ডাকিতেছেন। সুরধুনী দর্শনে যমুনা ভ্রম এবং তীরে ফুলবন দর্শনে বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগ্রত হইল। (বৃন্দাবন বলিয়া মনে করিতেছেন)। ভাববিভ্রমে গৌর কখনও ত্রিভঙ্গ হইয়া দাড়াইয়া থাকেন, এবং পীতবস্ত্র ও মুরলী চাহিতেছেন। আবার প্রিয় গদাধরকে দেখিয়া (রাধা সমাগতা ভাবিয়া) বক্ষে ধারণ করিয়া কোথা ছিলা কোথা ছিলা—গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন। ভাব বুঝিয়া পণ্ডিত গদাধর বামপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ভক্তমণ্ডলী এই রহস্য-লীলা দর্শনে কৃত-কৃতার্থ হইলেও সাধারণ জ্ঞানীগণ এ রহস্য বুঝিতে অসমর্থ। গীতকর্ত্তা নরহরি দাস তাঁহাদের হইয়াই কহিতেছেন—এ লীলারঙ্গ কি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য, সিন্দুড়া।

নিতাই কেবল, পতিত জনের বন্ধু—
জীব-চির-পুণ্য-ফলে, বিধি আনি মিলাওল,
রঙ্ক মাঝে রতনের সিন্ধু!
দিগ নেহারিয়া যায়, ডাকে পহু-গোরা রায়,
অবনী পড়য়ে মুরছিয়া!
নিজ সহচর মিলে, নিতাই করিয়া কোলে,
সিঞ্চে পহু চান্দ মুখ চাঞা*।

নব-কঞ্জারুণ-আঁখি, প্রেমে ছল ছল দেখি,
সুমেরু উপরে মন্দাকিনী?
মেঘ-গভীর-নাদে, পুন ভায়্যা বলি ডাকে
পদ ভরে কম্পিত মেদিনী!
নিতাই করুণাময়, জীবে দিল প্রেমচয়
যে প্রেম বিধির অবিদিত
নিজ গুণে প্রেম দানে— ভাসাইল ত্রিভুবনে,
বাসুদেব ঘোষ সে বঞ্চিত।

২। অহো! এ জগতে পতিতের বন্ধু কেহই নাই। পতিতকে সকলেই ঘৃণিত নয়নে দর্শন করে। তাই শ্রীনিতাইচাঁদ এ সকল পতিতজনের বন্ধুরূপে জগতে প্রকটিত। জীব স্ব স্ব প্রাক্তন কর্ম্মবশে স্থাবর-জঙ্গমাদি নীচকুলে জন্ম এবং ইহজন্মে দুঃসঙ্গ প্রভাবে নিন্দিত কর্ম্মজন্য পণ্ডিতগণ-সাধুগণ এমন কি দেবতাগণেরও ঘৃণার এবং দণ্ডযোগ্য হইয়া থাকে। বাস্তবিক কথিত সভ্য-সমাজে তাহাদের স্থান নাই।

দরিদ্রের পক্ষে রত্নলাভ কল্পনাতীত ; কিন্তু জীবের বহু পুণ্যফলে বিধাতা দরিদ্রের সম্মুখে রত্নাকররূপ শ্রীনিতাই-রতন আনিয়া মিলাইয়াছেন। দয়াল-অবতার শ্রীনিতাইচাঁদ দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের প্রতি কারুণ্য-দৃষ্টিপাত করিয়া গৌর গৌর বলিয়া ডাকিতেছেন। গৌরভাবে বিভোর হইয়া মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন—গৌরপ্রেমে বিভোর নিতাইয়ের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। নিজ সহচরগণ মিলিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া চন্দ্রবদনে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। নব কমল পত্রের ন্যায় অরুণ নয়ন দুইটি প্রেমভরে ছল-ছল করিতেছে—যেন স্বর্ণ সুমেরু উপরে মন্দাকিনীর ন্যায় তাঁহার হেমবর্ণ অঙ্গের উপরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। পুনরায় গৌরগুণের স্মৃতিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া মেঘ-গম্ভীর নাদে ভায়া ভায়া বলিয়া ডাকিতেছেন। এবং পদভারে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে। তাহাতে (পদতালে) পৃথিবীর সকল অমঙ্গল নাশ হইতেছে। কুরুণাময় নিতাইচাঁদ জগতের জীবগণকে (দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি) প্রেম-সমূহ যোগ্যতানুসারে দান করিলেন—যাহা বিশ্ব সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতারও অবিদিত, কারণ ইহা অলৌকিক এবং স্বসুখ-বর্জ্জিত। শ্রীনিতাইচাঁদ স্বীয় কারুণ্য গুণে প্রেমদান করিয়া ত্রিভুবন প্লাবিত করিলেন। গীতকর্ত্তা শ্রীবাসুদেব ঘোষ ভক্তোচিত দৈন্যে কহিতেছেন—আমি বঞ্চিত রহিলাম।

(৩) ভাটিয়ারী।

আগে পাছে মোরা, যত সহচরী, যমুনা জলেরে যাই—*
ঘোঙ্গট বাড়াইতে রূপ, নয়নে লাগিয়া গেল—
সোসর হইয়া নাহি চাই
আজু কি পেখনু রূপ কদম্বের তলে—

হিয়ার মাঝারে মোর, না জানি কি জানি হৈল,
নিরবধি ধিকি ধিকি জ্বলে। ধ্রু!
কেন বা চঞ্চল চিত—নিবারিতে নারি গো!
মন মোর থির নাহি বান্ধে।—
তিলে তিন বার সখি মুরছা হইয়া থাকি,
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে!—
ধীরে ধীরে আমি, পা খানি বাঢ়াইতে, গুরুজনের বাসি ভয়।
বংশী বদনে কহে, শুন গো সুন্দরী রাধে! পরিশিলে আর—কিবা হয়!

৩। শ্রীরাধা কোন সখী বলিতেছেন — সখি! আমার এ কি হইল? আগে-পাছে সহচরীগণ সঙ্গে যমুনায় গিয়েছিলাম—তখন ঘোমটা টানিয়া বাড়াইতে গিয়া নয়নে এক অপূর্ব্ব রূপ লাগিয়া গেল। লজ্জায় সখীগণের সমান চাহিতে পারি নাই। সখি! আজ কদম্বতলে অপূর্ব্বরূপ দেখিলাম। আমার হৃদয়-মাঝে না জানি কি হইল, নিরবধি ধিকি ধিকি জ্বালা হইতেছে। আর কেনই বা চিত্তের চঞ্চলতাকে নিবারণ করিতে পারিতেছি না—মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না। সখি! তিলক্ষণে তিনবার মূর্চ্ছিত হইয়া থাকি। চেতনা পাইলে প্রাণ কাঁদিতে থাকে! গুরুজনের নিকট ভাব প্রকাশ হইয়া যাইবে এই ভয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলিতে ও ভয় পাই। শ্রবণকারী সখীর ভাবে গীতকর্ত্তা শ্রীবংশীবদন বলিতেছেন—সুন্দরি রাধে! (তাঁহার স্পর্শ ব্যতীত এ রোগের অন্য কোন ঔষধ নাই,)—তবে স্পর্শ করিলে আবার অন্য কিছু না হয়! (না হইলেই রক্ষা)।

(৪) বালা।

সো আসিতে হাম রমণী সমাজে—
দিঠি ভরি না হেরনু দারুণ লাজে!
শুনি চিত উনমত দেখি আঁখি ভোর,
চান্দ উদয়, বন্দী রহল চকোর!
মিলল পুরুষ-বর না পূরল কাম!
কিয়ে বিধি ডাহিন কিয়ে বিধি বাম?

৪। পূর্ব্বগীতে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাঁহার অপূর্ব্ব রূপমার্ধুয্য-মুগ্ধা শ্রীরাধার ভ্রমাত্মক চিত্তবিকার জনিত উন্মাদিনীর ন্যায় অবস্থা দর্শনে, কোন সখী রাধার ভ্রম ঘুচাইয়া দিলে—তখন দৃষ্ট বিষয় তাঁর (রাধার) প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণই ইহা জানিতে পারিয়া রাধারাণী কহিতেছেন—তিনি আমার জীবনবল্লভ আসিয়াছিলেন? কিন্তু রমণীগণের মধ্যে দারুণ লজ্জায় তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে পারিলাম না। যাঁহার নাম শ্রবণেই চিত্ত উন্মাদিত হইয়া যায়,—যাঁর দর্শনে নয়ন বিভোর হইয়া যায়,—সেই বদন-চন্দ্রের উদয়ে আমার নয়ন-চকোর

ঘোমটার অন্তরালে (কারাগারে) বন্দী রহিয়া গেল। আমার সেই পুরুষ-রতন (অভীষ্ট) প্রাপ্ত হইয়াও আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। ইহাতে বিধাতা অনুকূল কিংবা প্রতিকূল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

(৫) গান্ধার।

ডাহিন নয়ন, পিশুন-দিঠি*বারণ, সখীগণ বাম হি অধি—
আধ-নয়ন-কোণে, দরশন হোয়ল ইথে ভেল এত পরমাদ!
মনমথ! তোহে কি কহব অনেক—
দিঠি অপরাধে, হৃদয় পরিপীড়সি, এ তুয়া কোন বিবেক? ধ্রু।
পূর, বাহির পথ, কতহি গতাগত, কো, না হেহারই কান?
তোহারি কুসুম-শর, কতিহু না সঞ্চরু, হামারি হৃদয়ে পাঁচ বাণ!

৫। সখীর বাক্যে প্রেমময়ী রাধার অনুরাগ-সমুদ্র বর্দ্ধিত হওয়ায়, আকুল হইয়া আক্ষেপসহ বলিতেছেন,—খল বিপক্ষগণের দ্বারা আমার দক্ষিণ নয়নে দৃষ্টির বাধা হইয়াছিল,— আর সখিগণও আমার বাম নয়নের অর্দ্ধ আবরণে চলিতেছিল,—অতএব বামনয়নের কোণে দর্শন হইয়াছিল। এই জন্যই আমার এত বিপদ হইল। এখন কন্দর্পের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হওয়ায় বলিতেছেন মন্মথ! তোমাকে অধিক কি আর বলব! দৃষ্টির (নয়নের) অপরাধে আমার হৃদয়কে অত্যন্ত পীড়ন করিতেছ,—এ তোমার কোন্ বিচার? ব্রজপুরের বাহিরে (গোচারণে-বন-গমনে) কানু কতই গমনাগমন করে থাকে (সে সময়) কানুকে কে না দেখে! কিন্তু তোমার কুসুম-শর আর কাহারও প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় না—কেবল আমার হৃদয়ে বুঝি তোমার পঞ্চবাণ (কন্দর্পবাণ) প্রহারের স্থান?

(৬) শ্রীগান্ধার

সজনি! কি কহব তোহারি সোহাগ—
সো প্রিয়তম-তন-বয়ন-নয়ন-মন, এক তোহারি অনুরাগ।ধ্রু।
কত কত নাগরী, সব গুণে আগোরি, করু কত নয়ন-তরঙ্গ—
সো যব আওল, কছুও না জানল, তুয়া-রস-গমন-তরঙ্গ—
তুয়া গুণ-গুনিগুনি, কুঞ্জ সদনে পুনি, জর জর হরিহ-হুতাশ,
প্রেম-তরঙ্গিণী, তুহু রস-রঙ্গিণী! অব চলু সো পিয়াপাশ।
বহু মণি-ভূষণ, জানহু দূষণ, যো রহে তনু রুচি ছায়—
সো সব পরিহরি, অভিসরু রসভরি, হরিবল্লভ যশ গায়।

৬। উক্ত গীতে অপেক্ষারতা শ্রীরাধার সমীপে শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিতা দূতী আগমন করিয়া কহিতেছেন—সখি! তোমার সোহাগের কথা (প্রেমের কথা) আর কি বল্‌ব। আহা সেই

প্রিয়তমের বয়ন-নয়ন-মন সকলই এক তোমারই অনুরাগে রঞ্জিত। সেই নাগরশিরোমণি যখন কুঞ্জে আগমন করিয়াছেন,—সেই সময় কত কত সর্ব্বগুণ-সম্পন্না নাগরীগণ কত চঞ্চল নয়ন-ভঙ্গিতে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে ; কিন্তু তোমার প্রেমতরঙ্গে গতিশীল (গমন পরায়ণ) নাগরেন্দ্র কাহারও আগমনের কথা জানতে পারল না—অর্থাৎ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এখন কুঞ্জগৃহে তোমার গুণাবলী গুণিতে গুণিতে পুনরায় প্রেমবিরহাগ্নিতে জর্জ্জরিত হইতেছেন। তুমি রসরঙ্গিনী প্রেমপ্রবাহিনী (নদী) স্বরূপা—অতএব এখন তোমার প্রিয়তমের নিকট (নদী-প্রবাহের ন্যায়) দ্রুত চল। বহু মণিভূষণাদি (তোমার ন্যায় সুন্দরীর) দোষের বলিয়া জানিও। কারণ (তোমার) অঙ্গের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য (কান্তি) আচ্ছাদিত হইয়া যায়? অতএব সে সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রেমভরে অভিসার কর। হরিবল্লভ (হরিপ্রিয়া) আমরা তোমার যশকীর্ত্তন করি। (শ্লেষার্থে-গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ)।

(৭) যতিশ্রী।

আওয়ে কুসুমে বনি, রাই-রমণী-মণি,—
ধনি ধনি বৃখভানু-নবীন-তনি—
অরুণ বসন বনি, রদন কিরণ-মণি, অবনী উয়লযনু থির দামিনী!
বদন চান্দ ছনি, বচন অমিয়াকণি,
হরিণীনয়নী সঙ্গে প্রাণ সহচরী গণি—
অরুণ চরণে মণে, নুপুর রণ ঝনি,
মুগধগমনীধনী গোবিন্দ দাস ভণি।—

৭। প্রিয়তমা রাধার আগমন পথপানে দৃষ্টিবদ্ধ নাগরেন্দ্র দূর হইতে প্রিয়তমাকে দর্শন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া স্বয়ংই বলিতেছেন—রমণীশিরোমণি রাই পুষ্পালঙ্কারে শোভিতা হইয়াছেন। নবীনাঙ্গী বৃষভানু-নন্দিনী তুমি ধন্যাতিধন্যা-(প্রেমাতিশয্যে অভিসারে আসিতে বিলম্বও সহ্য হয় না)। জ্যোৎস্না রাত্রিতে শ্বেতবস্ত্র পরিবর্ত্তে অরুণবসন পরিধান করিয়াছ। তাহাতে (অরুণ বস্ত্রে) তোমার শুভ্র-দন্তকান্তি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেন মনে হইতেছে পৃথিবীতে স্থির বিদ্যুৎ উদিত হইয়াছে। বদনখানি যেন ছাঁকা (ছানি) চাঁদ অর্থাৎ কলঙ্কশূন্য চাঁদ—সেই চন্দ্রবদনে সখিগণসহ বাক্যালাপে যেন অমৃতকণা বর্ষিত হইতেছে। আর প্রাণসহচরীগণ সহিত হরিনী-নয়নী আসিতেছেন। অরুণ-চরণে মণিনূপূর রণ-ঝন্ শব্দে বাজিতেছে। সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শেষ কথাটির সংক্ষেপে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন—প্রেমবিমুগ্ধা-গমনী ধনী আজ অভিসারে বিঘ্নের আশঙ্কা করিতেছেন না।

(৮) শ্রীরাগ।

পৈঠলি কেলি-নিকেতন মাহ—
পেখলি-শ্যাম-বরণ নিজ-নাহ,

সুন্দর বদনে মধুর-মৃদু-হাস—
চান্দ উয়ল কিয়ে সরসীজ-পাশ?
নয়ন-যুগল ভরু আনন্দ-লোর—
পীরিতি আমিয়া কিয়ে উগরে চকোর?
পুলকে ভরল তনু হরল গেয়ান!—
অমিয়া সাগরে যনু করল সিনান!
উপজল কত কত ভাব-কদম্ব—
সহচরী পাণি-কমল অবলম্ব।
মন্থর-গমনে চললি প্রিয়ঠাম—
সো মাধুরী কো কহু অনুপাম!
হেরি হেরি উছলল মদন তরঙ্গ—
কমল-নয়ন ডুবল রস-রঙ্গ!—
কলপ-লতা যনু পাওল রঙ্ক
হরি বল্লভ পরমাণ নিশঙ্ক!

৮। বিনোদিনী রাধা কেলি-নিকুঞ্জগৃহে প্রবেশ করিয়াই নিজ নাথ শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলেন। সুন্দর-বদনে মৃদু-মধুর হাস্য বিকশিত হইল,—তাহা দেখিয়া সখীগণের মনে সংশয় হইল,—কমলের পাশে চাঁদের উদয় হইল কি? প্রেমময়ীর নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া গেল। সখীগণ দেখিতেছেন যেন দুইটি চকোর প্রেমামৃত উদগীরণ করিতেছে। ধনীর অঙ্গ পুলকাবলিতে পূর্ণ হইয়া গেল এবং আনন্দাবেগে জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গেল। তাহাতে মনে হইল যেন অমৃত-সমুদ্রে স্নান করিতেছেন। এক সাথে কত কত ভাবসমুহ উপস্থিত হওয়ায় কম্পিত-কলেবরে সহচরীগণের কর কমল ধারণ করিয়া মন্থর গমনে প্রিয়তমের সমীপে গমন করিলেন—সেই অনুপম গমন মাধুর্য্য কে বর্ণন করিবে? কি দেবতা কিবা নর,— কাহারও বর্ণনের শক্তি নাই। দেখিতে দেখিতে উভয়ের হৃদয়ে কন্দর্প-তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সেই প্রেমরস তরঙ্গে নাগরেন্দ্রের কমল নয়ন-যুগল ডুবিয়া গেল। নির্ধন (রঙ্ক) ব্যক্তি যেমন কল্পলতা প্রাপ্ত হইলে আনন্দে নাচিতে থাকে, নাগরেন্দ্রের ও তদবস্থা। গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ সখীভাবাবেশে কহিতেছেন—ইহা সত্য কথা, এই প্রমাণ সংশয় রহিত।

(৯) শ্রীরাগ।

রাধা বদন নিরখি রহু কান—
ভাবে ভরল অঙ্গ ধরল ধেয়ান!
রাই বুঝল উত মরম কো বোল!—
বাহু পসারি কানু করু কোর!

অধর-সুধা-রস পুন পুন পিব—
সখীগণ হেরই, তে জীবন জীব!
কিঙ্কিণী ঝন ঝনি ঘন পরিরম্ভ
তাণ্ডব করু কিয়ে মনসিজ-দম্ভ?
পূরল মদন-মনোরথ-কেলি—
নখ রদ খণ্ডন—মণ্ডন ভেলি!

৯। রাধাভাবে বিভোর নাগরেন্দ্র রাধার বদন পানে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন—দেখিতে দেখিতে ভাবে অঙ্গ পূর্ণিত হইল এবং (নয়নদ্বয়) যেন ধ্যান-স্তিমিত হইয়া উঠিল। প্রেমময়ী রাইধনী উহাতে তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া প্রিয়তমকে বক্ষে ধারণ করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ অধরসুধা পান করাইতে লাগিলেন। সখীগণ দেখিলেন তাহাতেই নাগরের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। ঘন ঘন আলিঙ্গন এবং তৎসহ কিঙ্কিনীর ঝন্ ঝন্ ধ্বনিতে মনে হইল একি কন্দর্প-দম্ভর উদ্দাম নৃত্য হইতেছে? এইরূপে কন্দর্পের মনোরথ, কেলিবিলাস পূর্ণ হইল। (ভণিতাশূন্য) গীতকর্ত্তা কহিতেছেন—আভরণ-বিহীন বিনোদিনীর শ্রীঅঙ্গে (নাগরের) নখ-দন্তের চিহ্ন সকলই ভূষণস্বরূপা হইয়া শোভা পাইতেছে।

সপ্তবিংশতি ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

অথ অষ্টাবিংশতি ক্ষণদা।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ; কামোদ।

গৌরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে—
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গঙ্গাপুলিনরঙ্গে, হরিহরি বলে নিজবৃন্দে।
কাঁচাকাঞ্চন মণি, গোরারূপ তাহাজিনি, ডগমগি প্রেমতরঙ্গে,
ও নব-কুসুম দাম, গলে দোলে অনুপাম, হেলন নরপরি-অঙ্গে।
প্রিয়তমা গদাধর ধরিয়া সে বামকর, নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে—
ভাবে ভরল তনু, পুলক কদম্ব যনু, গরজন যৈছন সিংহে।
ঈষত হাসিয়াক্ষণে, অরুণনয়ন-কোনে রোয়ত কিবা অভিলাষে?
সঙরি সেসব খেলা, বৃন্দাবন-রসলীলা কি বলিব বাসুদেবঘোষে!

১। গঙ্গার পুলিনে শ্রীগৌর-প্রিয় ভক্তবৃন্দ ভূবন-মঙ্গল মধুর শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীপ্রাণ-গৌরাঙ্গ দাদা শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে পরমানন্দে কীর্ত্তন-মাঝে বিহার করিতেছেন। কাঁচাস্বর্ণমণি নিন্দিত শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ প্রেমতরঙ্গে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। কণ্ঠদেশে অনুপম নব-কুসুমের মাল্য দোদুল্যমান, প্রেমভরে ঢুলিয়া পড়িলে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীঅঙ্গখানি স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিলেন। প্রিয়তম গদাধর তাঁহার বামহস্ত হস্তে ধারণ করিয়া বামে দাঁড়াইলেন। শ্রীগোবিন্দদাস ভাবের অনুরূপ ব্রজ-রস গান করিতেছেন। ভাবময়ের শ্রীঅঙ্গখানি ভাবে পূর্ণ হইল। সর্ব্বাঙ্গ যেন কদম্ব-কেশরের ন্যায় পুলকাবলী বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আর সিংহের ন্যায় গম্ভীর নাদে প্রেমগর্জন করিতেছেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া, কি অভিলাষে পরক্ষণে অরুণ-নয়নে রোদন করিতেছেন? গীত রচয়িতা বাসুঘোষ বলিতেছেন—পূর্ব্ব ব্রজরস লীলা স্মরণ করিয়া বিরহিনী রাধার ভাবে এই ক্রন্দন কিনা কি বলিব? লীলারসে রসিক পাঠকবৃন্দ ইষ্টগোষ্ঠীতে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া সমাধান করুন।

(২) শ্রীরাগ। শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

নিতাই চৈতন্য দুটি ভাই দয়ার অবধি
শিব ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যাচে নিরবধি
চারি বেদে অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে
হেন প্রেম দুটি ভাই যাচে অবিরতে
পতিত দুর্গতযত, কলি হত যারা—
নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায় তারা!

ভূবন-মঙ্গল ভেল সংকীর্ত্তন-রসে,
রায় অনন্ত কাঁদে না পাইয়া শেষে।

২। আমাদের শ্রীশ্রী নিতাই-চৈতন্য দয়ার অবধি (সীমা) দেখ। যে প্রেমরস শিব-ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ—তাহা দুইভাই মিলিয়া নিরবধি যাচিয়া বিলাইতেছেন। যে প্রেমধন লাভের আশায় চারিবেদ অন্বেষণ করেন,—সেই প্রেম দুইভাই অবিচারে সকলকে যাচিয়া দিতেছেন। দেখ! পতিত, দুর্গত কলিহত জনেরাও নিতাই চৈতন্য বলিয়া নাচিতেছে ও গাহিতেছে। সেই মধুর সংকীর্ত্তন রসে জগতের মঙ্গল সাধিত হইতেছে। কেবল আমি (অনন্ত দাস গীতকর্ত্তা) সে রসের অবশেষ না পাইয়া কাঁদিতেছি।

(৩) বালা।

গেলি কামিনী, গজহু গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি—
ঐন্দজালিক, কুসুম-শায়ক—কুহকী ভেলি বরনারী।
জোরি ভূজ-যুগ, মোরি বেঢ়ল, তবহু বয়ান সুছন্দ
দাম চম্পকে, কাম পূজল, যৈছে শারদ-চন্দ!
উরহি অঞ্চল, ঝাঁপি চঞ্চল, আধ-পয়োধর হেরু
পবন পরাভবে, শারদ-ঘন যনু, বেকত কয়ল সুমেরু—
("পুনহি দরশনে, জীবন জুড়াওব, টুটব বিরহকো ওর
চরণে যাবক, হৃদয়-পাবক, দহই সব অঙ্গ মোর!
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি! চিত থির নাহি হোয়
সে যে রমণী, পরম-গুণমণি পুন কি মিলব মোয়?")

৩। শ্রীরাধার দূর হইতে দর্শন করিয়া রূপমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে (শ্রীরাধাকে) অপরিচিত কামিনী মনে করিয়া কোনও সখীকে বলিতেছেন আজ একটি গজেন্দ্র-গামিনী কামিনী হাস্য করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া নয়নে ইন্দ্রজানের ধাঁধা লাগাইয়া চলিয়া গেল। সেই সুন্দরী যেন ঐন্দ্রজালিক কন্দর্পের কুহকিনী হইয়া আমাকে দেখা দিয়াছিল। আবার বাহুযুগল একত্র করিয়া এবং মোড়া দিয়া মনোহর ভঙ্গিতে বদন আচ্ছাদন করিল। তখন দেখিলাম—যেন কন্দর্প চম্পকের মাল্য দ্বারা শারদ-চন্দ্রকে পূজা করিতেছে। আর চঞ্চল বসন যখন অঙ্গে ঝাঁপিয়া দিতেছিল,—তখন তাহার অর্দ্ধ পয়োধর দর্শনে আমার মনে হইল যেন শরৎকালের মেঘ বায়ু তাড়িত হইয়া স্বর্ণাচলকে ব্যক্ত (প্রকাশিত) করিতেছে। সখি! পুনরায় তাহার দর্শন করিয়া জীবন জুড়াইতে পারিব কি? আমার গভীর বিরহ-ব্যথা প্রশমিত হইবে কি? সখি! তাহার চরণের যাবকের (আল্‌তার) দীপ্তি অগ্নির ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—যুবতি (বিদগ্ধা সখি)! শ্রবণ কর—আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না—সেই যে

পরমগুণমণি রমণীকে আমি কি আর পাইব? (বিদ্যাপতি শব্দটি শ্লিষ্ট ইহার অন্য অর্থ কবি বিদ্যাপতি)।

(৪) কর্ণাট।

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং
ব্যাল-নিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরং ।। ১ ।।
সা বিরহে তব দীনা!
মাধব! মনসিজ-বিশিখ ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়িলীনা ।। ২ ।।
অবিরত—নিপতিত-মদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালং
স্বহৃদয় মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজল-নলিনী-দল-জালং ।। ৩ ।।
কুসুম-বিশিখ-শরতল্পমনল্প-বিলাস-কলা-কমনীয়ং
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায়—করোতি কুসুম-শয়নীয়ং ।। ৪ ।।
বহতিচ বলিত বিলোচন-জলধরমানন-কমলমুদারং
বিধুমিব বিকট-বিধুন্তুদ-দন্ত-দলন গলিতামৃত ধারং ।। ৫ ।।
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গ মদেন ভবন্তমসম শরভূতং
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করেচ শরং নব-চুতং ।। ৬ ।।
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি "মাধব! তব চরণে পতিতাহং
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপিতনুতে তনু দাহং ।। ৭ ।।
ধ্যান-লয়েন পুরঃপরিকল্প্য ভবন্তমতীব দুরাপং
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতিতাপং ।। ৮ ।।
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ং
হরি বিরহাকুল বল্লব-যুবতি-সখী-বচনং পঠনীয়ং ।। ৯ ।।

৪। শ্রীকৃষ্ণের উক্তরূপ আক্ষেপের সময় শ্রীরাধার কোন সখী সেখানে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভ্রম ঘুচাইয়া কহিতেছেন—মাধব, সেই কামিনী অন্য কেহ নয়—সে তোমার বিরহে দুঃখিতা রাধা। সে কন্দর্প-শরের ভয়ে ভীত হইয়া তোমার ভাবনায় তোমাতে লীন চিত্তা হইয়া আছে। দেখ, চন্দন ও চন্দ্র-জ্যোৎস্না স্বভাবতঃ শীতল হইলেও তাহা দাহের কারণ হইয়াছে। এজন্য নিরন্তর তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে আক্ষেপ করিতেছে। আর চন্দন-তরু সর্পের বাসস্থান হওয়ায় মলয় বাতাসও বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। (১/২) রাধা অবিরত নিপাতিত কন্দর্প-শরাঘাতে আকুল হইয়া মনে করিতেছে—হায়! আমার হৃদয়স্থিত জীবন-বল্লভকে এই বিষম শরাঘাত হইতে কিরূপে রক্ষা করিব! এই বলিয়া জলসিক্ত পদ্মপত্ররাজি দ্বারা বৃহৎ বর্ম্ম প্রস্তুত করতঃ হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে স্থাপন করিয়াছে। (৩) তোমার আলিঙ্গন সুখার্থ ব্রতের ন্যায় বহু বিলাস-কলাভিলষিত কমনীয় পুষ্পশয্যা রচনা

করিয়াছিল—উহাই এখন কন্দর্প-শর শয্যার ন্যায় দুঃখদায়ক হইয়াছে। (৪) বিনোদিনীর মলিন বদন হইতে অবিরাম অশ্রুধারা বহিতেছে। যেন করাল রাহুর দন্ত-চর্ব্বনে চন্দ্রমা হইতে অমৃতধারা বিগলিত হইতেছে। (৫) নির্জনে (সখিগণের অলক্ষ্যে) তোমার কন্দর্পোপম প্রতিমূর্ত্তি কস্তুরী-রসের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া, এবং তাহার পদতলে মকর ও হস্তে নবীন আম্র-মুকুলের বান প্রদান করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছে।

আবার প্রতি মুহূর্ত্তে তোমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে হে মাধব! আমি তোমার চরণে নিপতিত, (যদি বল কেন?) কারণ তুমি আমাতে বিমুখ হইলে তন্মূহর্ত্তে সুধানিধি চন্দ্র আমার শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে। ৭।

সখি-প্রেরণাদি দ্বারা তোমাকে প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্লভ মনে করিয়া ধ্যানযোগে তোমাকে সম্মুখে মনে করিয়া নিজ দুঃখ নিবেদনে বিলাপ করিতেছেন—আবার কখনও সখিগণের আনন্দে হাস্য করিতেছেন। আবার অন্তর্ধান স্ফুর্ত্তিতে বিষাদিত এবং রোদন করিতেছেন। পুনঃরায় স্ফুর্ত্তিতে অনুধাবিত হইয়া তোমাকে আলিঙ্গনাদির দ্বারা তাপ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। ৮।

হে ভক্তগণ! আপনারা যদি হৃদয়কে প্রেমনৃত্যে নাচাইতে চান,—তাহা হইলে শ্রীজয়দেব ভণিত কৃষ্ণবিরহাকুলা শ্রীরাধার সুচতুরা সখীগণের দৌত্যদক্ষতাময়ী এই বাক্যসমূহ পুনঃ পুনঃ পাঠ করুন। ৯।

(৫) তোড়ি।

ইহ নব বঞ্জুল-কুঞ্জে, কুরুবক-কুকুম-সুষম নবগুঞ্জে ।। ১ ।।
তামভিসারয় ধীরাং, ত্রিজগদতুল গুণ-গরিম-গভীরাং ।। ২ ।।
গুরুমঙ্গীকুরু ভারং, বিরচয় মদন-মহোদধি পারং ।। ৩ ।।
ভবতীং গতিমবলম্বে, যদুচিতমিহ কুরু বিগত-বিলম্বে ।। ৪ ।।
ইতি গদিতা মধুরিপুনা, ত্বরিতমগাদিয়মতি নিপুণা ।। ৫ ।।
রহসি সরস-চটু রাধাং সমবোধয়দঘহর-পুরু-বাধাং ।। ৬ ।।
হৃদি সখি ! বসতি মুরারে, জ্বলয়সি তদপি কিমকৃত বিচারে ।। ৭ ।।
অধুনা দৃশি চ বসন্তী, শিশিরয় তদমৃত রুচিরিব ভান্তি ।। ৮ ।।
হরিবল্লভ-গিরমমলাং, শ্রবসি রচয় সুমনসমিব-মৃদুলাং ।। ৯ ।।

৫। অশোক কুঞ্জাভ্যন্তরে উপবিষ্ট প্রেমবিরহোদ্ভ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণ দূতীকে কহিতেছেন—সুখী! প্রিয়তমা রাধার ন্যায় নানা গুণরিমায় দূরাবগাহ্যা প্রেমবতী রমণী ত্রিজতে অতুলনীয়া। তুমি এখনই তাহাকে এই নবীন-অশোককুঞ্জে অভিসার করাইয়া আন। এই গুরুভারটি অঙ্গীকার করিয়া কন্দর্পের মহাসমুদ্রে পতিত আমাকে উদ্ধারের (পারের) ব্যবস্থা কর। তুমিই আমার একমাত্র গতি—একমাত্র অবলম্বন (আশ্রয়)। অতএব অবিলম্বে যথোচিত কর্ত্তব্যাচরণ কর। মধুরিপু মাধবের অনুনয়-বাক্য শ্রবণে অতি নিপুণ। দূতী দ্রুতগতিতে

শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে নির্জ্জনে রসময় বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের মহাপীড়া (কন্দর্পপীড়া) সম্যক বর্ণন করিলেন। সখি! তুমি নিরন্তর মুরারি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বাস করিতেছ; অথচ হে বিচারহীনে! তুমি তাহাই (শ্রীকৃষ্ণহৃদয়রূপ বাসস্থান) দগ্ধ করিতেছ। (দেখ নিজ বাসগৃহ কেহ পোড়ায় না)। এখনই সেই মুরারি শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইয়া, অর্থাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রকান্তির ন্যায় স্বীয় মাধুর্য্যামৃত ধারায় তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) দগ্ধহৃদয় শীতল কর। এই গীতে গোপীবল্লভ হরির বিশুদ্ধ প্রেমপূর্ণ বাক্যাবলী প্রেমকল্পতরুর অতি কোমল-কুসুম সদৃশ। হে ভক্তগণ! প্রীতির সহিত উহা কর্ণে ধারণ করুন। (শ্রবণ করুন এবং হৃদয়ে ধারণ করুন) (পক্ষে হরিবল্লভ নামে দূতীভাব সম্পন্ন গীতকর্ত্তা)।

(৬) বালা ধানসি।

ত্বং কুচ বল্‌গিত মৌক্তিক মালা—
স্মিত সান্দ্রীকৃত শশি-কর-জালা ।। ১ ।।
হরিমভিসর সুন্দরি! সিত-বেশা,
রাকা-রজনী রজনি গুরুরেষা ।। ধ্রু ।।
পরিহিত মাহিষ-দধি-রুচি সিচয়া,
বপুরর্পিত ঘন চন্দন নিচয়া ।। ২ ।।
কর্ণ করম্বিত কৈরব হাসা—
কলিত সনাতন সঙ্গ বিলাসা ।। ৩ ।।

৬। উক্ত সখী আরও বলিতেছেন,—তোমার পয়োধর সুন্দর শ্বেত মুক্তামালায় শোভিত,—স্মিত-হাস্যে যেন জ্যোৎস্না (চন্দ্রকিরণ) ঘনীভূত শ্বেতকান্তি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যেন উৎকৃষ্টা পূর্ণিমারজনী আবির্ভূতা হইয়াছে। সুন্দরি! শ্বেতবস্ত্রে ভূষিতা হইয়া হরির নিকট অভিসার কর। পরিধানে মহিষদধির ন্যায় শুভ্রবসন, অঙ্গ ঘন-চন্দনে চর্চ্চিত, কর্ণ বিকশিত শ্বেত-কুমুদে অলঙ্কৃত—ইহাতে সনাতন (কৃষ্ণের) সঙ্গ বিলাসোপযোগী বেশ। (বেশ অতি সুন্দর এবং উপযুক্তই হইয়াছে,—অতএব অভিসারে বৃথা বিলম্বের প্রয়োজন নাই)

(৭) মল্লার।

কমল-বয়নী কনক কাঁতি—
মুকুতা-নিকর দশন-পাতি।
নাশা, তিল-মৃদু-কুসুম তুল—
কাজরে সাজল দিঠি দুকুল।
চললি হরিণী নয়নী রাই—
ত্রিভুবন জন উপমা নাই!

অরুণ-অধরে হসন ইন্দু—
চিবুকে মধুর শামর-বিন্দু!
উচ কুচ-যুগ, কনক-গিরি—
হিয়ার মাঝারে মাণিক-ছিরি ;
পবন-তরল-বসন মেলি—
দামিনী বেঢ়ল চান্দনি-বেলী!
বিদ্রুম সারির সময় সাজ—
রবি সিনায়ত তটিনী-মাঝ!
লোম-লতাবলী ভূজগী-ভান
নাভি বর-হ্রদে করু পয়ান?
কেশরী-সোসরি মাঝারি অঙ্গ,
ত্রিবলী যৌবন-জল-তরঙ্গ!
মদন-বিমান চারু-নিতম্ব,
উলট কদলী উরু আরম্ভ।
নীবিয়ে বান্ধল বেলন-জাদ—
উলট-কমল ফুটল-আধ?
কটির উপরে কিঙ্কিণি-নাদ—
রতন-মঞ্জীর করু বিবাদ?
চরণ-কমল-শীতল ছায়,
জ্ঞান দাস মন জুড়াঙ তায়।

৭। অলঙ্কারে বিভূষিতা না হইয়াই বিনোদিনী অভিসারে চলিয়াছেন। তদ্দর্শনে কোন অনুগামিনী সখী বলিতেছেন,—দেখ কমলমুখী স্বতঃই প্রফুল্ল-বদনা, স্বর্ণোজ্জ্বল অঙ্গকান্তি; দন্তপুঙ্ক্তি যেন মুক্তাবলীর ন্যায় শুভ্রোজ্জল, নাসিকা তিলফুলের ন্যায় কোমল, নয়নের প্রান্তদ্বয় যেন স্বতঃই কাজলে সজ্জিত,—মৃগী-নয়নী রাধা অভিসারে চলিয়াছেন, এই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের উপমা ত্রিভুবনে কোথাও নাই। দেখ, আমাদের বিনোদিনীর অরুণ অধরে হাস্য-সুধাকর (চন্দ্র) সমুদিত। চিবুকে কি মাধুরী-শোভিত শ্যামল বিন্দু, উচ্চ কুচ-যুগল যেন স্বর্ণগিরির সুন্দর শোভা বিস্তার করিয়াছে, বক্ষ বিলম্বিত হারের মাণিক্যগুলি অপূর্ব্ব শোভাময়—বায়ুচঞ্চল বসনের কি নয়ন-মনোহর সৌন্দর্য্য—যেন জ্যোৎস্নালতাতে বিদ্যুতের বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া আছে। আর কণ্ঠধৃত প্রবাল শ্রেণীর সাময়িক শোভা অর্থাৎ মাণিক্যমালার সহিত সন্মিলন মাধুরী কি অপূর্ব্ব, যেন তটিনীর সলিল তরঙ্গে দিবাকর সমূহ অবগাহন করিতেছে। লোমলতাবলীকে দেখিয়া মনে হইতেছে (নয়নের ভ্রমে) যেন সুগভীর নাভিহ্রদে ভুজঙ্গিনী গমন করিতেছে। দেখ কেশরী (সিংহ) সদৃশ অঙ্গে, মধ্যভাগ

(কটিদেশ) ক্ষীণ এবং ত্রিবলীর রেখাগুলি যেন যৌবন তরঙ্গিনীর (নদীর) ঢেউ। কেলি-কলাবিলাসিনীর সুচারু (সুন্দর) নিতম্ব যেন কন্দর্পের বিমান। উরুর আরম্ভ যেন নিম্নমুখী কদলীবৃক্ষ। নীবিবন্ধনের রেশম-রজ্জুর সহিত বোটাদার থোপা বাঁধা—তাহাতে মনে হইতেছে যেন অর্দ্ধ বিকশিত পদ্ম উল্টাইয়া আছে। কটির উপরে কিঙ্কিনীর এবং চরণের নূপুরের ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতেছে যেন তাহারা নিজ নিজ সৌভাগ্য ও গৌরব আনন্দ-কলহ করিতেছে। গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস কহিতেছেন—এ বিবাদে যাহার জয় হয় হউক আমার মন কেবল ঐ চরণ-কমলের শীতল ছায়াতেই জুড়ায়।

(৮) পঠ মঞ্জরী।

বৃন্দা-বিপিনে প্রবেশিল রাই
দোহু তনু উলসিত দোহু মুখ চাই।
করগহি কানু ধওল ধনী কোর
নব-সৌদামিনী জলদে উজোর!

নিকুঞ্জে প্রবেশ—

৮। পূর্ব্বোক্ত গীতে উক্ত প্রকারে বিনোদিনী রাধা বৃন্দাবনের কেলিনিকুঞ্জে প্রবেশ করিলে উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া প্রেমপুলকে উভয়ের অঙ্গ উল্লসিত হইয়া উঠিল। মাধব হস্ত ধারণ করিয়া প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন,—তাহাতে মনে হইল যেন মূর্ত্তিমান মেঘের উপর নব-বিদ্যুৎ শোভা বিস্তার করিয়াছে।

(এই গীতের অবশিষ্ট অংশ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।)

(৯) ধানসি।

হরিভূজ কলিতমধুর মৃদুলাঙ্গা, তদমল মুখ-শশিবিলসদপাঙ্গা ।। ১ ।।
রাধা ললিত বিলাসা, অধিরতি-শয়নজনি মৃদু হাসা ।। ধ্রু ।।
অসকৃদুদঞ্চিত ঘন-পরিরম্ভা, খর-নখরাঙ্কুশদিত কুচ-কুম্ভা ।। ২ ।।
স্মর-শর খণ্ডিত ধৃতিমতিলজ্জা, প্রেম-সুধা-জলধি কৃত মজ্জা ।। ৩ ।।
সরভস-বলিত রদ-চ্ছদপানা, শ্রম-সলিলাপ্লুত বপুরপি ধানা ।। ৪ ।।
কঙ্কণ কিঙ্গিণী ঝঙ্কৃতি রুচিরা, পরিমল মিলিত মধুব্রত নিকরা ।। ৫ ।।
মৃদমদ-রস-চর্চ্চিতনব-নলীনা কৃতিধর তিমিত চিকুরাবৃত বদনা ।। ৬ ।।
বল্লভ রসিক কলারস সারা, সফলী কৃত নিজ মধুরিম-ভারা ।। ৭ ।।

এ গীতে বিপরীত বিলাস বর্ণিত—

৯। মধুর কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা প্রাণপ্রিয়তমের (হরির) বাহুবেষ্টিত হইয়া তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নির্ম্মল মুখচন্দ্র শোভা অপাঙ্গ (কটাক্ষ) দৃষ্টিতে পান করিতে করিতে বিলাস চঞ্চলা হইয়া

উঠিয়াছেন এবং কেলিশয্যাস্থিত হইয়াই মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন। লতারন্ধ্রে দর্শনরতা কোন সখী অপরা সখীকে কহিতেছেন—দেখ প্রেমোৎফুল্লা শ্রীরাধা কান্তকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও কান্তার কুচকুম্ভে নখর রূপ তীক্ষ্ম-অঙ্কুশাঘাত করিতেছেন। শ্রীরাধা কন্দর্পশরে আহতা হইয়া ধৈর্য্য লজ্জা ও জ্ঞানহারা হইয়া প্রেমসুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। দেখ দেখ কি সুন্দর কৌতুকের সহিত প্রিয়তমের ওষ্ঠাধর পান (চুম্বন) করিতেছেন। শ্রমজলে আপ্লুত শরীরও বসনচ্যুত (স্খলিত) হইয়া গেল। কিন্তু কঙ্কণ-কিঙ্কিনীর ঝঙ্কারে শ্যামবিনোদিনী অধিক মনোহরা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অঙ্গ-সংমর্দ্দন জমিত পরিমলে (সৌরভে) মধুকর সমূহ আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। লীলার উপসংহারে বলিতেছেন—অহো! উন্মুক্ত সুন্দর কেশকলাপে আবৃতবদনা বিনোদিনী মৃগমদরসে চর্চ্চিত নবকমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, এবং কেলিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কান্তের বক্ষোপরি নিপতিতা রহিয়াছেন। গীতকর্ত্তা বল্লভ কহিতেছেন—রসিকেন্দ্রের সকল কলারসের সারভূতা অর্থাৎ পরমানন্দ দায়িনীর (শ্রীরাধার) অসীম মাধুরীভার আজ সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

অষ্টাবিংশতি ক্ষণদা সমাপ্ত।

শুক্লা-ত্রয়োদশী ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

অথ ঊনত্রিংশত্তম ক্ষণদা।

তথা শুক্লা-চতুর্দ্দশী

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—রাগ মঙ্গল।

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহু হাসে
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে।
ভালিরে-গৌরাঙ্গ নাচে সঙ্গে নিত্যানন্দ
অবনী ভাসলপ্রেমে গায় রামানন্দ।
মুকুন্দমুরারী বাসু! হের আইস বলি
তোমা সবার গুণে কান্দে পরাণপুতলি!
আর যত ভক্তবৃন্দ আনন্দে বিভোর
বসু রামানন্দ তালে লুবধ-চাকোর।

১। শ্রী গৌরহরির নিয়োজনানুসারে শ্রীনীলচলনাথের চতুর্দ্দিকে চৌদ্দমাদলের সংকীর্ত্তন হইতেছে। চতুর্দ্দিকে শ্রীগোবিন্দনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর (প্রভু) মধুর হাস্য করিতেছেন, এবং প্রেমে কম্পিত অধরে গদগদ স্বরে স্বয়ংই কথা বলিতে বলিতে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রও তৎসঙ্গে মিলিত হইলেন। দুই প্রভুর প্রেমনৃত্যে আজ পৃথিবী প্লাবিত হইল। তদ্দর্শনে রায় রামানন্দ একেলাই গান আরম্ভ করিয়াছেন এবং শ্রীপ্রভুর প্রিয় মুকুন্দ-মুরারী ও বাসু ঘোষকে ডাকিতেছেন—তোমার শীঘ্র আইস,—আসিয়া দর্শন কর। তোমাদের গুণে অর্থাৎ তোমাদের মধুর সংকীর্ত্তণ শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইয়া আমার প্রাণপুতুলী কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতেছেন। অন্যান্য সকল ভক্তগণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। পার্ষদ গীতকর্ত্তা বসু রামানন্দ কহিতেছেন—কেবল আমিই সুদূরস্থ চাকোরের ন্যায় সেই আনন্দরস-লুব্ধ হইয়া রহিলাম।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য—বরাড়ী।

মণ্ডলী রচিয়া সহচরে, তার মাঝে গোরা নটবরে।
নাচে বিশ্বম্ভর, সঙ্গে গদাধর, নাচে নিত্যানন্দ রায়
পূরব কৌতূক, ভুঞ্জে প্রেমসুখ, স্বভাব বুঝিয়া পায়।

২। সুরধুনীর নীর-তীরের অপূর্ব্ব মাধুরী দর্শনে পূর্ব্বলীলার অর্থাৎ ব্রজের যমুনা এবং যমুনা পুলিনের মধুর রাসনৃত্যে ব্রজ-যুবতীগণসহ প্রেমরস-কৌতুকের স্মরণ হওয়ায় তদ্ভাবে বিভোর হইয়া গৌরনটরাজ তদ্ভাবে (ব্রজভাবে) ভাবিত সহচরগণের মণ্ডলী (গোপীগণসহ

রাসনৃত্যে মণ্ডলী রন্ধের ন্যায়) বন্ধন পূর্ব্বক-প্রিয় গদাধরের (পূর্ব্বে রাধা) সঙ্গে কি অপূর্ব্ব বিশ্বমনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে মণ্ডলী মধ্যে নৃত্য করিতেছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও মিলিত হইয়া তদগতভাবে (ব্রজভাবে) প্রেমতরঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবিশ্বম্ভর (শ্রীগৌর সুন্দর) বিশ্বভঁরিয়া পূরব কৌতুক (ব্রজের নৃত্য-গীতাদিরূপ আনন্দোৎসব) আস্বাদন এবং বিতরণ দ্বারা প্রেমসুখ উপভোগ করিতেছেন তাহাতে সহচরগণের এবং দর্শনকারীগণও স্বভাব অর্থাৎ আপন আপন ব্রজভাব জাগ্রত হওয়ায় তাহারাও আজ প্রেমানন্দবেশে নৃত্য করিতেছেন—তাহাতে যেন শ্রীনবদ্বীপধাম ও পূরব অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনত্বে (স্বরূপ) প্রকট করিয়াছেন। (গৌড়-ব্রজবনে ভেদ না করিব হইব বরজ বাসী)।

(৩) কামোদ।

মুখমণ্ডলজিতি শরদ-সুধাকর, তনুরুচি তরুণ-তমাল।
চূড়া—চারুশিখণ্ডক-মণ্ডিত, মধুকর বেঢ়ল মালতী-মাল।।
ধনি ধনি, বনি নব-নাগর কান—
রহই ত্রিভঙ্গ, ভূবন-মন-মোহন, মধুর-মুরলী করু গান ।। ধ্রু ।।
টলমল-অলক, তিলক মুখ ঝলকই, ভাঙকি ধনুয়া ধুনান—
কুলবতী-বরত—বিমোচন লোচন—বিষম কুসুম-শর-বাণ!
বান্ধুলী-বন্ধু-অধরে মধুমাখাল—মধুর মধুর মৃদু-হাস—
যছু—আমোদে, মদন-মদ-মন্থর, ভণতহি গোবিন্দদাস।।

৩। শ্রী মাধবের বিশ্ববিস্মাপক নটবরবেশে সুশোভিত রূপমাধুরী দূর হইতে দর্শন-কারিণী কোন মঞ্জরী কহিতেছেন—অহো! আমাদের নবীন-মাগর কানু, আজ কি অপরূপ বেশে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শরদাকাশে পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল তা জয় করিয়া সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। অঙ্গকান্তি তরুণ তমালের কোমল পল্লবের কান্তিকে পরাভব করিয়াছে। তাঁহার কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশে বিরাজিত চূড়াটি সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে শোভিত। তাঁহার কণ্ঠে শোভিত মালতি মাল্যের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরবৃন্দ বেষ্টিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। অহো! নবনাগর এই প্রকার মাধুর্য্য-মণ্ডিত বেশে সুসজ্জিত হইয়া ত্রিভূবন মন-মুগ্ধকরী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া মধুর-মুরলীতে গান করিতেছেন। তাঁহার ললাটোপরি অলকাবলী (চূর্ণ-কন্তল) যেন রসে টলমল করিতেছে। মুখমণ্ডল তিলকাবলীতে ঝলমল করিতেছে। তাঁহার চঞ্চল ভ্রূধনুতে ভয়ঙ্কর কন্দর্পবান বিরাজিত আর কুলবতীগণের ব্রত-বিনষ্টকারী নয়ন কটাক্ষ যেন কুলবালাগণের অন্বেষণরত। বান্ধুলীফুলের ন্যায় সুরঞ্জিত মধুমাখা অধরে মনোহর মৃদু-মধুর হাস্য বিরাজিত। মাধুরী বাবাষিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—ঐ প্রকার সুরঞ্জিত অধরের সৌগন্ধেই কন্দর্পের অহংকার মন্দীভূত হইয়া যাইতেছে। (অসম্পূর্ণ রহিয়াছে)

(৪) ভুড়ি—পটতাল।

শরদ-চন্দ পবন-মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল মল্লিকা মালতী যূথী মত্ত-মধুকর ভোরণী,
হেরই রাতি ঐছন ভাতি, শ্যাম-মোহন মদনে মাতি—
মুরলী-গান পঞ্চম তান কুলবতী-চিত-চোরণী।
শুনত গোপী প্রেম রোপী, মনহি মনহি আপনা সোঁপি,
তাহি চলত যাহি বোলত মুরলী কুল-লোলনী,
বিছুরিগেহ নিজহু দেহ, এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর এক, এক কুণ্ডল দোলনী।
শিথিল ছন্দ নীবিকোবন্ধ, বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ—
খসত বসন, রসন-চোলী গলিত বেণী লোলনী,
এতহু বেলি সখিনী মেলি কেহু কাহুকো পথ না হেরি,
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ গোবিন্দদাস গায়নি।

৪। পূর্ব্বোক্ত মঞ্জরী দেখিতেছেন—আকাশে শরতের চাঁদ উদিত হইয়াছে মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতেছে—কুসুমের সৌগন্ধে কানন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রস্ফুটিত মল্লিকা মালতী ও যুথীর সৌরভে প্রমত্ত ভ্রমরবৃন্দ বিভোর হইয়া গিয়াছে। ঐ প্রকার মধুময় রজনী দর্শনে শ্যামমোহন প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া কুলবতীগণের চিত্তাকর্ষনী পঞ্চমস্বরে মুরলী বাজাইতেছেন। সেই মুরলীধ্বনী শ্রবণ করিয়া প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণ মনে মনে আত্ম-সমর্পন করিয়া সেখানে মুরলীর কলধ্বনি হইতেছে তদভিমুখে ছুটিয়া চলিতেছেন। দেখ! দেখ! উহারা গৃহ, নিজ নিজ দেহ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। দেখ, কেহ এক নয়নে অঞ্জন। কেহ বাহুতে বলয়ের পরিবর্ত্তে নূপুর পরিয়াছে—তাহাও এক বাহুতে। কাহারও এক কর্ণে কুণ্ডল দুলিতেছে। নীবিবন্ধ (কটির বস্ত্রবন্ধন) শিথিল হইয়া গিয়াছে। যুবতীগণ প্রেমাবেগে আকুল হইয়া দ্রুত ধাবিত হইতেছেন—তাহাতে উত্তরীয় বসন উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে, কাঁচুলী-খুলিয়া যাইতেছে—বেণী বিগলিত হইয়া দুলিতেছে—তথাপি তাঁহারা বেগে ধাবিত হইতেছেন। এতক্ষণ ইহাঁরা সখিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া আসিতেছেন—তথাপি পথে কাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। দর্শনকারিণী মঞ্জুরীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদাস কহিতেছেন—এইপ্রকার আত্মহারা হইয়া আজ ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীগোকুলচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন।

(৫) মল্লার।

বিপিনে মিলল, গোপনারী ; হেরি হাসত মুরল-ধারী—
নিরখি বয়ন পুছত বাত, মদনসিন্ধু গাহনি।
পুছত সবকো গমন ক্ষেম, কহত কিয়ে করব প্রেম—

ব্রজকো সবহু কুশত বাত? কাহে কুটিল চাহনি?
হেরত ঐছন রজনী ঘোর, ত্যজি তরুণী পতিকো কোর—
কাহে আওলি কানন ওর? কহত থোর কাহিনী।
গলিত ললিত কবরী-বন্ধ, কাহে ধাওত যুবতিবৃন্দ?
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব? বেঢ়ল বিশিখ-বাহিনী?
কিয়ে শরদ-চান্দনি-রাতি, নিকুঞ্জে ভরল কুসুম-পাঁতি—
হেরত শ্যাম ভ্রমরা-ভাতি বুঝিয়ে আয়ল সাহিনী?
এতহু কহত না কহ কোই, কাহে রাখত মনহি গোই?
ইহনি আন কছু না হোই গোবিন্দদাস গায়নি।

৫। গোপসুন্দরীগণকে কাননে সম্মিলিত দর্শন করিয়া মুরলীধারী গোপীনাথ মধুর হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের মুখপানে চাহিয়া কন্দর্প-সিন্ধু-নিমজ্জনী অর্থাৎ কন্দর্পোদ্দীপক বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। হে সুন্দরীগণ তোমরা সকলে মঙ্গলমত আসিয়াছ ত? এখন বল,—তোমাদের কিরূপ প্রীতিবিধান করিব? ব্রজপুরের সমূহ কুশল ত? তোমরা কোন কথা না বলিয়া কুটিল-নয়নে চাহিতেছ কেন? দেখত! আজিকার এই ঘোর রজনীতে তোমাদের মত পতি-সোহাগিনী তরুণীর পক্ষে পতি-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কি কারণে বনে আগমন করিয়াছ? তাহার অল্পকিছু কাহিনী আমাকে বল? আহা দ্রুত গমনের ফলে তোমার কবরী খুলিয়া গিয়াছে। যুবতীগণ তোমাদের এত দ্রুতবেগে আগমনের কারণ কি? গৃহে কি কোন বিবাদ হইয়াছে? অথবা ব্রজে অকস্মাৎ কোন ধনুর্দ্ধারী বেষ্টন করিয়াছে? কি বিপদ হইয়াছে বল? আরও বলিতেছেন—কি সুন্দর শরচ্চন্দ্রের জোৎস্নাপূর্ণ রজনী,—তাহাতে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজিতে পরিপূর্ণ এবং শ্যামভ্রমরা বিলসিত কাননের শোভা সন্দর্শনের কৌতুহলে তোমরা এমন সাহসিনী হইয়া আসিয়াছ কি? এ কথাতেও গোপীগণ নীরব থাকায় রসিকশেখর কহিতেছেন—আমি এতকিছু কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু তোমরা কিছুই বলিতেছ না—মনের ভাব কেন গোপন করিতেছ? দর্শনকারিনী মঞ্জুরীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—ইহহি—অর্থাৎ আর কি বলিব—চাঁদনীরজনীতে কুসুমিত শ্যামভ্রমরা (অর্থাৎ তোমাকেই) দর্শনের নিমিত্ত আসিয়াছি। (তুমি সকলই জ্ঞান তাহা তোমার বাক্যেই স্পষ্ট) এ ভিন্ন অন্য কোন কারণ নেই।

(৬)—কামোদ।

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল, পরিমলে বকুল রসাল,
রসের পসার পসারল কলাবতী, গাহক মদনগোপাল।
বৃন্দাবনে কেলি-কলানিধি কান—
হাস-বিলাস—গমন দিঠি মন্থর, হেরি মুরছে পাঁচবাণ!
হাসি পরশি তরুণী নব-যৌবনী* পুছই পুলকি বাত!
তরল-নয়নী হাসি-মুখ শোভই ঠেলই হাতহি হাত।

দুহু রসভোর, ওর নাহি পাওই, (রস) চাখই মদন দালাল—
দাস অনন্ত, কহই রস কৌতুক, তরুকুল বলে ভাল ভাল!

৬। পূর্ব্বোক্ত ৪র্থ গীতে স্বতঃ কৃষ্ণপ্রেমবতী গোপসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানুরাগ তাহা মদন-মোহনের মুরলীধ্বনি শ্রবণে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক দেহ-গেহ-পতি-পুত্র-গুরু-কুলমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া মুরলীধ্বনি অভিমুখে গমন করিয়া কাননে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শরৎ-রজনীর নির্ম্মল আকাশে উদিত জ্যোৎস্নালোকে প্রফুল্লিত বিবিধ পুষ্পরাজের শোভা দর্শনে এবং তাহাদের চিত্তোন্মাদিত সৌগন্ধে প্রেমোন্মত্ত হইয়া গোপীগণের চিত্তাকর্ষণী বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন। অতএব উহা (বংশীধ্বনী) শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মনোভিলাষ পূর্ত্তি-হেতুই ; কিন্তু গোপীগণ সকলে সম্মিলিত হইলে পর,—রসিকশেখর (৫নং গীতে দ্রষ্টব্য) কিছু ছলবাক্য প্রয়োগ (অন্য প্রসঙ্গে) তাহাদের (গোপীগণের) মনঃ দুঃখের উদ্ভব করেন। সেই মনঃ দুঃখের আতিশয্যে তাঁহারা উদ্ভ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিমানে ক্ষোভে-প্রণয়রোষে আক্ষেপে অনুতাপে হতাশায় স্ব-স্ব মনোবেদনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রেমাকুল-বিভ্রান্তা দর্শনে—ভক্তবৎসল দুঃখহারী শ্রীহরি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন স্বীয়োক্ত পূর্ব্ব বাক্যাবলীর ছদ্মতা (ছলতা) প্রকাশ পূর্ব্বক অমৃত-মধুর মুখচন্দ্রের উদ্ভাসিত সুশীতল হাস্য-জ্যোৎস্না ধারা সিঞ্চনে ক্ষণকালে তাঁহাদের (গোপীগণের) হৃদয়-তাপ বিদূরিত করিলেন—এখন পূর্ব্ব সকল তাপ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া আনন্দমগ্ন হইলেন।

অথ চিরবসন্ত কেলিকুঞ্জাবলী—(চিরবসন্ত-বিরাজিত বৃন্দাবন) কিন্তু ঐ অলৌকিক শোভা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর,—ইহাই সত্য।

সেই শোভাবিমুগ্ধা কোন সখীর উক্তি—দেখ,—সরস বসন্ত মাধুরীতে কানন পরিপূর্ণ। আকাশে সুনির্ম্মল সুধাকর সমুদ্ভাসিত বকুল এবং আম্রমুকুলের পরিমলে চতুর্দ্দিক প্রমোদিত। কলাবতীগণ প্রেমসম্ভারের বিপণি (দোকান) খুলিয়াছেন—তাঁহাদের উপযুক্ত গ্রাহক ও (চিরকাঙ্খিত) পাইয়াছেন—রসিকশিরোমণি শ্রীমদন-গোপালকে। শ্রীবৃন্দাবনের কেলিবিলাস-নিধি কানু। তাঁহার বিলাসময় মধুর হাস্য-প্রেম-চঞ্চল দৃষ্টি-ভঙ্গি ও মন্থর গমন দর্শনে কন্দর্পও মূর্চ্ছিত হয়। হাস্য করিতে করিতে নবযুবতী তরুণীগণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। চঞ্চলা-নয়নী তরুণীগণ হাস্য-শোভিত বদনে স্ব স্ব হস্তদ্বারা নাগরেন্দ্রের হস্ত ঠেলিয়া দিতেছেন। তাহাতে দুইজনেই (ক্রেতা-বিক্রেতা-দাতা-গ্রহিতা) প্রেমরসে বিভোর হইয়া যাইতেছেন। কেহই গভীর রস-সমুদ্রের তল পাইতেছেন না। দর্শনকারিনী সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা অনন্তদাস কহিতেছেন—দেখ-মদন-দালাল আসিয়া রস চাখিতেছে এবং পবনান্দোলিত তরুগণ শিরশ্চালন দ্বারা বলিতেছে—ভাল ভাল, ইহাই রসকৌতুক!

(৭) পূরবী।

মধুর-বৃন্দা-বিপিনে মাধব, বিহরে মাধবী সঙ্গিয়া—
দুহু গুণ দুহু, গাওয়ে সুললিত—চলত নর্ত্তক-ভঙ্গিয়া*
শ্রবণ-যুগপর, দেই পরস্পর নওল-কিশলয় তোড়িয়া

দোহুক ভুজ দুহু কান্ধে সোহই, চুম্বই মুখশশি মোড়িয়া।
তেজি মকরন্দ—ধাই বেঢ়ল, মুখর-মধুকর-পাঁতিয়া,
মত্ত কোকিল—মঙ্গল গাওত নাচত শিখি-কুল মাতিয়া।
সকল সখীগণ, কুসুম-বরিষণ, করত আনন্দে ভোরিয়া—
দাস গিরিধর, কবহু হেরব—কাঁতি শামর-গোরিয়া।।

৭। এক্ষণে মাধব মাধবীর (রাধার) সহিত মধুর বৃন্দাবনে বিহার করিতেছে। উভয়ে উভয়ের গুণ গান করিতে করিতে মধুর ভঙ্গিতে নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছেন। আরক্ত সুকোমল নবপত্র ছিন্ন করিয়া পরস্পর পরস্পরের কর্ণযুগলে পরাইয়া দিতেছেন। লীলা দর্শনে সখীভাবাবেশে গীতকর্ত্তা কহিতেছেন—দেখ! উভয়ের বাহু উভয়ের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া (বামহস্তে নাগর, দক্ষিণ হস্তে নাগরী) এবং চন্দ্রবদন বাঁকাইয়া উভয়ে উভয়ের বদন চুম্বন করিতেছেন। তাঁহাদের প্রেমোৎফুল্ল অঙ্গ পরিমলে লুব্ধ মধুকর পুষ্প-মকরন্দ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের বেষ্টন করিয়া গুঞ্জন-ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রেমোন্মত্ত কোকিলবৃন্দ মঙ্গলগান করিতেছে—ময়ূরবৃন্দ মত্ত হইয়া নাচিতেছে—সখীগণ আনন্দ-বিভোর হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। হঠাৎ গীতকর্ত্তা গিরিধর দাস বাহ্যদশা প্রাপ্তে লীলা অদর্শন হেতু আক্ষেপোক্তি সহ বলিতেছেন—হায়! আর কত দিনে শ্যাম-গৌরীর (রাধা-কৃষ্ণের) মধুর কান্তি দর্শন করিয়া প্রাণ শীতল করিব?

(৮)—বেলোয়ার।

কালিন্দী-তীর, সুধীর সমীরণ, কুন্দকুমুদ অরবিন্দ বিকাশ—
নাচত মোর, ভোর মত-মধুকর, সারী শুক পিক পঞ্চম-ভাষ।
নিধুবনে নাচত মুগধ-মুরারী—
মুগধ-গোপবধূ অধিকলাখ সঙ্গে রঙ্গেবিহরে বৃখভানুকুমারী।। ধ্রু
নাচে রমণী—গাওত নট-শেখর, গাওত নটিনী নাচে নট-রাজ
শামর-গোরী, গোরীসঞে শামর, নবজলধরেযনু বিজুরী বিরাজ!
হেরিহেরি রাস—কলারস অপরূপ মনমথে লাগল মনমথধন্ধ!
ভুললগগনে, সগণে-রজনীকর, চৌদিকে ফিরত দীপধরি চন্দ!!
তারাগণসঞে, তারাপতি হেরিয়ে, লাজেলুকাওল দিনমণি-কাঁতি
গোবিন্দদাসপহু জগমন-মোহন, বিহরিতে ভেল কলপসমরাতি!

৮। শ্রীবৃন্দাবন বিহার করিয়া যমুনা পুলিনে আগমন করিয়া—মধুর রাসবিহার সখীমুখে বর্ণিত হইতেছে। দেখ! যমুনার তরঙ্গ-বিধৌত পুলিনে সুশীতল সমীরণ বহিতেছে। কুন্দ কমুদ-কমল প্রভৃতি পুষ্পরাজি জলে-স্থলে বিকশিত রহিয়াছে। ময়ূর নৃত্য করিতেছে। সৌরভে মত্ত-মধুকর বিভোর। সারী-শুক-কোকিল পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে। এইরূপ প্রেমোদ্দীপক শোভা দর্শনে মুগ্ধমুরারী নিধুবনে নৃত্য করিতেছেন। আর লক্ষাধিক মুগ্ধা গোপবধু সঙ্গে বৃষভানু-রাজনন্দিনী প্রেমোল্লাসরঙ্গে বিহার করিতেছেন। দেখ! দেখ! রমণী নৃত্য অর্থাৎ শ্রীরাধারাণী নৃত্য করিতেছেন আর নটরাজ গান করিতেছেন, আবার দেখ!

নটিনী (রাধা) গান করিতেছেন—নটরাজ নৃত্য করিতেছেন। শ্যাম সঙ্গে গৌরী (রাধা) রাধা-সঙ্গে শ্যাম এইরূপ অপূর্ব্ব নৃত্যকলা-মাধুরীতে মনে হইতেছে যেন নবীনমেঘে স্থির বিদ্যুৎ বিরাজ করিতেছে। এই অপরূপ রাসক্রীড়া কৌতুক দেখিতে কন্দর্পের আপন মনেই কন্দর্পের ধাঁধাঁ লাগিয়া গিয়াছে। আকাশে তারাগণ পরিবেষ্টিত চন্দ্রদেব অস্তগমন ভুলিয়া (অর্থাৎ এখন রাত্রি শেষ হয় নাই ভাবিয়া) যেন তারারূপ দীপহস্তে চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে। তারাবৃন্দসহ তারাপতি (চন্দ্রকে) দেখিয়া—পূর্ব্বদিকে সূর্যদেব আরক্তিমকলেবরে উদয়োন্মুখ হইয়াও লজ্জায় (অর্থাৎ যেন ফুলে অসময়ে আগমন জন্য) পুনরায় লুকাইয়া গেলেন। তাই গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস আনন্দে বিভোর হইয়া কহিতেছেন—দেখ, লীলাশক্তির অচিন্ত্যপ্রভাবে প্রভুর জনমনমুগ্ধকারী লীলাবিহারের রাত্রি কল্পের (ব্রহ্মার একদিন) ন্যায় সুদীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে।

(৯)—ভুড়ি।

কুঞ্জ ভবন, মন্দ পবন, কুসুম-গন্ধ-মাধুরী—
মদন-রাজ, নব-সমাজ, ভ্রমরা-ভ্রমরী-চাতুরী।
দেখরে সখি! শ্যামচন্দ—ইন্দুবদনী-রাধিকা—
বিবিধ যন্ত্র, যুবতিবৃন্দ, গাওত রাগমালিকা।
তরল তার, গতি দুলার, নাচে নটিনী নটন-শূর—
প্রাণনাথ, ধরত হাত, রাই তাহে অধিক পূর।
অঙ্গে অঙ্গ—পরশি ভোর, কেহু রহত কাহুকো কোর—
জ্ঞানদাস, গাওত রাস, যৈছে জলদে বিজুরী জোর!

৯। আজ কুঞ্জভবনে বিবিধ প্রস্ফুটিত পুষ্পসৌরভ মাধুরীযুক্ত মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। কন্দর্পরাজের নবীন-সহচর ভ্রমর-ভ্রমরীগণ কত রঙ্গচাতুরী বিস্তার করিতেছে। রে সখি! দেখ—আমাদের শ্যামচাঁদ ও চাঁদবদনী রাধিকাকে দর্শন কর। তাঁরাও প্রেমতরঙ্গে মাতোয়ারা। তরুণীগণ (লীলাসহচরীগণ) নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া বিবিধ রাগ-রাগিনীতে মধুর সঙ্গীত করিতেছেন—এবং দ্রুততালের তরঙ্গে গতিভঙ্গিতে নটিনীমণি ও নটরাজ নৃত্য করাতে বিনোদিনী বর্দ্ধিত প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছেন। পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রেমরসে বিভোর হইয়া একে অপরের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন। দ্রষ্টা সখীর আবেশে গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস কহিতেছেন—যেন অতি-চঞ্চল বিদ্যুৎ আজ স্থির হইয়া জলদের (মেঘের) গায়ে লাগিয়া আছে।

(১০) কর্ণাট।

মণ্ডিত হল্লীশক-মণ্ডলাং, নটয়ন্ রাধাঞ্চলকুণ্ডলাং ।। ১ ।।
নিখিল-কলা-সম্পদি পরিচয়ী, প্রিয়সখি! পশ্য নটতি মুরজয়ী ।। ধ্রু
মুহুরান্দোলিত রত্ন-বলয়ং সলয়ঞ্চলয়নং কর-কিশলয়ং ।। ২ ।।
গতিভঙ্গীতিরবশীকৃতশশি, স্থগিত সনাতন শঙ্কর বশী ।। ৩ ।।

১০। হল্লীশক মণ্ডলের (হল্লীশক শব্দে যুবতীগণের মণ্ডলীবদ্ধ নৃত্য) ভূষণ স্বরূপা চঞ্চল কুন্তলা রাধাকে নাচাইতে নাচাইতে কলাসম্পদে সুপণ্ডিত মুরবিজয়ী (শ্রীকৃষ্ণ) কি সুন্দর নৃত্য করিতেছেন। হে প্রিয়সখি একবার দেখ! (কোন সখী আপন প্রিয়সঙ্গিনীকে উক্ত প্রেমনৃত্যের দৃশ্য দেখাইয়া বলিতেছেন)। মহাবীরের নৃত্যকলা দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক কর। (মহাবীর শত্রু নিধনেই সিদ্ধহস্ত; কিন্তু এখানে মধুর রসের নিপুণতা দর্শন কর)। একবার রত্নবলয়ের মুহুর্মুহু আন্দোলন-মাধুরী এবং তালে তালে করাঙ্গুলীর (করকিশলয়) বিলাস দর্শন কর। আর চরণ সঞ্চালনের ভঙ্গি দর্শনে (অর্থাৎ মনোহর নৃত্যকলা) আকাশের চাঁদ ও অবশ হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ তাহার গতি নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে)। জিতেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ শঙ্কর এবং অন্যান্য যতীন্দ্রগণ ও স্থিরগতি হইয়া এই মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন।

(১১) কেদার।

রাধা কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝ।
চৌদিকে ব্রজবধূ মঙ্গল গাওত তেজি কূলভয় লাজ ।। ধ্রু ।।
শরদ যামিনী, ওকুল-কামিনী, তেরছ নয়নে চায়,
মদন-ভূজঙ্গমে, রাইরে দংশল, হেলি পড়ে শ্যাম-গায়।
কানু-ধন্বন্তরি, রাই-কোলে করি, চুম্বন-ঔষধ দান,
নাগর নাগরী, ওরসে আগোরি, রাই কানু একই পরাণ!
শারী শুক পিক, মঙ্গল গাওত, অতি সে সুললিত-তান!
বৃন্দাবন ভরি, রসের বাদর, তুলসী দাস রাস গান।

১১। রাসনৃত্য অবসানে রাই-কানু বৃন্দাদেবী বিরচিত নিকুঞ্জে পুষ্পশয্যায় বিশ্রাম-বিলাসে উপবিষ্ট। চারিদিকে ব্রজবধূগণ লজ্জা ও কুলধর্ম্মের বিসর্জ্জন দিয়া পরমানন্দে মঙ্গলগীত গান করিতেছেন। আজ শারদ-চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত রজনীতে কুলাঙ্গনামণি প্রাণনাথের প্রতি কটাক্ষনয়নে চাহিতে চাহিতে কন্দর্পসর্পের দংশনে বিনোদিনী রাই আকুল হইয়া শ্যামনাগরের অঙ্গে হেলিয়া পড়িলেন। আমাদের কালীয়দমন কানু সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। দেখ! প্রিয়তমাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বনরূপ (চষণরূপ) ঔষধ দানে তাঁহাকে (রাধাকে) আরোগ্য করিয়া তুলিলেন। পুনরায় রাই রসভরে চঞ্চল হইয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াছেন। তদ্দর্শনে আনন্দোল্লাসে সারী শুক কোকিলাদি পক্ষিগণ অতি সুমধুর স্বরে মঙ্গল গীত করিতে লাগিলেন। গীতকর্ত্তা তুলসীদাস কহিতেছেন—আজ কি আনন্দ। বৃন্দাবন ভরিয়া যেন রসের বাদল নামিয়াছে।—তাই এই রসগীতি গান করিবার জন্য আমার জিহ্বা নাচিয়া উঠিতেছে।

ঊনত্রিংশত্তম ক্ষণদা সমাপ্ত।

শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি

অথ ত্রিংশত্তম ক্ষণদা।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য। কেদার।

জয়রে জয়রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠাম
কীর্ত্তন-আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাসু গুণ গান।
(দ্রাং দ্রাং) দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি, মাদল বাজত, মধুর মন্দীর রসাল।
শঙ্খ করতাল, ঘণ্টা-রব ভেল, মিলল পদতল-তাল।
কোই দেই গোরা অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন, কো-দেই মালতী মাল
পীরিতি ফুলশরে, মরম ভেদল, ভাবে সহচরী ভোর।
কোই কহত গোরা, জানকী-বল্লভ, রাধার প্রিয়-পাঁচবাণ
নয়নানন্দের মনে, আন নাহিক জানে, আমার গদাধরের প্রাণ

১। দয়াল শ্রীগৌরহরির অপার কারুণ্যগুণের মহিমামুগ্ধ হইয়া গীতকর্ত্তা আনন্দোল্লাসে কহিতেছেন—আমার শ্রীশচীনন্দনের জয় হউক! জয় হউক! তাঁহার ভুবনমঙ্গল মনোহর ভঙ্গী বিশিষ্ট নৃত্য-কলার জয় হউক! সংকীর্ত্তনৈকজনক শ্রীগৌরহরির জয় হউক! ভক্তবর্য্য শ্রীবাস পণ্ডিত রামানন্দবসু শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি পার্ষদ-ভক্তগণ কৃষ্ণগুণ গান (কীর্ত্তনানন্দ) করিতেছেন। দ্রাং দ্রাং দ্রিমিকি দ্রিমি এই মধুর রসময় মৃদঙ্গ (শ্রীখোল) বাদ্য বাজিতেছে, এবং তৎসহ সুরসাল মন্দিরা-শঙ্খ-করতাল এবং ঘণ্টা-ধ্বনি হইতেছে। সেই তালের সঙ্গে শ্রীগৌরহরির মধুর নৃত্য প্রেমসমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া বিশ্ব প্লাবিত করিতেছে। প্রিয় ভক্তগণ গৌরপ্রেমে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে ব্রজের রাস মণ্ডলের সহচরীভাবে বিভাবিত হইয়া কেহ শ্রীগৌরঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিতেছেন কেহ মালতীর মালা পরাইতেছেন। আজ ভক্তগণ কন্দর্পশরবিদ্ধ হৃদয় ব্রজসুন্দরীগণের ন্যায় দেহ-গেহ-স্বজন-বান্ধব বিস্মৃত হইয়া নটরাজ শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন লীলায় নৃত্য করিতে করিতে ব্রজভাবে বিভোর হইয়া শ্রীগোপীজন বল্লভের রাসলীলায় নৃত্যানন্দ আস্বাদনে বিভোর হইয়াছেন। দর্শকগণের মধ্যে যিনি রামচন্দ্রের উপাসক তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব মাধুরী দর্শনে তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীজানকীবল্লভ (শ্রীরামচন্দ্ররূপে) রূপে দর্শন করিতেছেন এবং কহিতেছেন। শ্রীযুগল উপাসকগণ মন্মথ-মদন অপ্রাকৃত কন্দর্প শ্রীরাধাকান্ত দর্শন করিতেছেন এবং কহিতেছেন—এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-লীলার প্রকাশ অন্যত্র অন্য কোন স্বরূপে সম্ভব নয়। অন্য কোন ধামে নয়। গীতকর্ত্তা শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য। তিনি কহিতেছেন—যিনি যাহাই বলুক না কেন,—শ্রীগৌরহরি একমাত্র আমার গদাধরের প্রাণ—ইহা ভিন্ন আমার মন কিছুই জানে না।

(২) শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য ; মঙ্গল।

শ্রীবাসঅঙ্গনে, বিনোদ বন্ধানে নাচে নিত্যানন্দ রায়*
মনুজ, দৈবত, পুরুষ-ঘোষিত, সবাই দেখিতে ধায়।

ভকতমণ্ডল, গাওত মঙ্গল, বাজে খোল করতাল,
মাঝে উনমত নিতাই নাচত, ভায়ার ভাবে মাতোয়ার!
হেম-স্তম্ভ জিনি, বাহু-সুবলনি, সিংহ জিনি কটিদেশ,
চন্দ্র-বদন কমল-নয়ন, মদন-মোহন বেশ।
গরজে পুনপুন, লম্ফ ঘনঘন, মল্লবেশ ধরি নাচই,
অরুণ-লোচনে, প্রেম-বরিখনে, অবনীমণ্ডল সিঞ্চই।
ধরণী-মণ্ডলে, প্রেমের বাদর, করল অবধূত-চান্দ—
না জানে নরনারী, ভুবন-দশ-চারি, রূপ হেরি হেরি কান্দ
শান্তিপুর নাথ, গরজে অবিরত, দেখিয়া প্রেমের বিকার—
ধরিয়া শ্রীচরণ, করয়ে রোদন, পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
মুকুন্দ-কুতূহলী, কান্দয়ে ফুলিফুলি, ধরিয়া গদাধর-কোর
নয়নে বহে প্রেম, ঠাকুর অভিরাম, সঘনে হরিহরি বোল
না জানে দিবানিশি, প্রেমরসে ভাসি, সকল সহচরবৃন্দে,
শঙ্করঘোষ দাস, করত প্রতি আশ নিতাইচরণারবিন্দে।

২। সর্ব্বাদ্যে যাঁর অঙ্গনে ভূবন-মঙ্গল শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন,—সেই পরমসৌভাগ্যবান শ্রীবাস-পণ্ডিতের অঙ্গনে আজ ভক্তগণ মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া মৃদঙ্গ-করতাল লইয়া মঙ্গল-গীত গাহিতেছেন,—মধ্যে শ্রীনিতাইচাঁদ ভায়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া উদ্দণ্ড-নৃত্য করিতেছেন। দেখ দেখ! মানব-দেবতা-নর-নারী সকলেই ঐ নৃত্য-কীর্ত্তনের ধ্বনী শ্রাবণে ধাবিত হইতেছেন। স্বর্ণ-স্তম্ভ জিনিয়া বাহুযুগল সিংহের কটি-বিজিত কটিদেশ-সুচন্দ্র বদন-কমল নয়ন-মদন-মোহন বেশ পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন-ঘন ঘন লম্ফ এবং মল্লবেশে নিতাইচাঁদ নৃত্য করিতেছেন। অরুণ নয়নে প্রেমবারি সিঞ্চনে পৃথিবী সিঞ্চন করিতেছেন। অবধূত নিতাইচাঁদ এরূপে পৃথিবীতে প্রেমের বাদল সৃষ্টি করিলেন। চতুর্দ্দশ ভূবনের নর-নারী-শোক-তাপ-জ্বালা বিস্মৃত হইয়া কেবল অবধূতচাঁদ শ্রীনিতাইচাঁদের রূপমাধূর্য্য দর্শন করিতে করিতে প্রেমানন্দে ক্রন্দন করিতেছেন। প্রেমের অদ্ভুত মহিমা দর্শনে শান্তিপুরনাথ (শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু) অবিরত গর্জ্জন করিতেছেন। এবং উদার-হৃদয় শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীচরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। এই প্রেমের প্রভাব দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত মুকুন্দ শ্রীগদাধরে আলিঙ্গন করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। আর ঠাকুর অভিরাম ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতেছেন এবং নয়নে প্রেমবারি বর্ষণ করিতেছেন। সহচরবৃন্দ প্রেমরসে মগ্ন হইয়া দিন কি রাত বিস্মৃত হইয়াছেন। গীতকর্ত্তা শঙ্কর ঘোষ কহিতেছেন—আমি শ্রীনিতাইচাঁদের চরণ কমলের প্রত্যাশা করিতেছি।

(৩)—ধানশ্রী।

অভিনব নীল-জলদ-তনু ঢলঢল পিঞ্ছ-মুকুট শিরে সাজনীরে,
কাঞ্চন বসন, রতনময় অভরণ* নূপুর রুণুঝুনু বাজনীরে!
জয় জয় জগজনলোচন ফাঁদ, রাধারমণ বৃন্দাবনচাঁদ ।। ধ্রু ।।
ইন্দীবরযুগ-সুভগ বিলোচন—অঞ্চল চঞ্চল কুসুম শরে—

অবিচলকুল-রমণী মন মানস, জরজর অন্তর-মদন ভরে।
বনি বনমাল, আজানু বিলম্বিত, পরিমলে অলিকুল মাতিরহু
বিম্বাধরপর মোহন-মুরলী, গাওত গোবিন্দদাস পুহু।

৩। এই ত্রিংশত্তম ক্ষণদাটি প্রকার বিশেষে রাস লীলার বর্ণন। অর্থাৎ মহাজনগণের স্বানুভবানুযায়ী লীলাবর্ণন পরিপাটী বিশেষ বর্ণিত।

শ্রীশ্যামসুন্দরের তৎকালোচিত অর্থাৎ শারদ-রজনীর শোভায় উদীপ্ত প্রেমবিলাসের অভিলাষে মাধুর্য্যমণ্ডিতরূপ এবং অপূর্ব্ব বেনুধ্বনিতে বিমোহিতা শ্রীকৃষ্ণান্বেষিনী কোনও মঞ্জরী কহিতেছেন—

অহো! অভিনব নীলমেঘের ন্যায় ঢল-ঢল-শ্রীঅঙ্গখানি,—তাহাতে শিরে ময়ুর পুচ্ছের মুকুটের শোভা কি অপূর্ব্ব! আবার স্বর্ণোজ্জ্বল বসন-রত্নময় অলঙ্কার-মণ্ডিত শ্রীঅঙ্গ-আর রাতুল চরণে মণি-নূপুর রুনু-ঝুনু ধ্বনিতে বাজিতেছে। এই রূপমাধুর্য্য দর্শনে সখি বলিতেছেন —এই জগজন-নয়ন আকর্ষণের (বন্ধনের) ফাঁদ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র রাধারমণের জয় হউক! জয় হউক!! তাঁহার ঐ সুন্দর কমল-নয়ন-যুগলের চঞ্চল কটাক্ষ যেন কন্দর্প-বাণ। অবিচলমতি কূলবতীগণের হৃদয়-মন মদন-শরে জর্জ্জরিত হয়। তাঁহার অঙ্গ আজানুলম্বিত বনমালাশোভিত এবং ভ্রমরবৃন্দ তাহার পরিমল সৌরভে মাতিয়া রহিয়াছে। গীত রচয়িতা গোবিন্দ কবিরাজ পূর্ব্বোক্ত মঞ্জরীর ভাবাবেশে আরো বলিতেছেন—

আমাদের অধীশ্বর (পুঁহু) ঐরূপ মাধুরী-মণ্ডিত হইয়া বিম্বাধরে মোহন-মুরলীতে গান করিতেছেন।

(৪) কর্ণাট।

কিং বিতনোষি মুধাঙ্গবিভূষণ? কপটেনাত্র বিঘাতং
সোঢুমহং সময়স্য ন সংপ্রতি শক্তা লবর্মপিপাতং ।। ১ ।।
গোকুল-মঙ্গল-বংশী—
ধ্বনি রুদ্‌গর্জ্জতি বনগতয়ে স্মরভূপতি-শাসনশংশী ।। ধ্রু ।।
মাধব-চরণাঙ্গুষ্ঠ-নখদ্যুতিরয়মুদয়তি হিমধামা,
মা গুরুজনভয়মুদিগরমন্থরিয়মভবং ধাবিতুকামা ।। ২ ।।
তং সেবিতুমিহ পশ্য সনাতন পরমারণ্যজ বেশং—
গোপবধূ-ততিরিয়মুপসর্পতি ভানুসুতা-তটদেশং ।। ৩ ।।

৪। বংশীধ্বনি শ্রবণে অভিসারের নিমিত্ত শ্রীরাধা বেশকারিনী সখীকে করিতেছেন— সখি! আমার অঙ্গ বিভূষিত করার ছলে বিলম্ব ঘটাইতেছ কেন? এখন অভিসারের মুহূর্ত্তের লেশমাত্র ও অপচয় করিতে আমি অসমর্থ। ঐ শ্রবণ কর,—গোকুল-মঙ্গল প্রাণবল্লভের বংশীধ্বনি উচ্চৈস্বরে বাজিতেছে। ঐ ধ্বনি আমাদের বনগমনার্থে কন্দর্পরাজের আজ্ঞা পালনকারী ভেরী। আমার প্রাণকান্ত মাধবের চরণাঙ্গুষ্ঠের নখদ্যুতি বহন করিয়া চন্দ্র সমুদিত হইয়াছে। এ সময় তুমি গুরুজনাদিগের (দর্শনের) ভয়ের কথা বলিও না— আমি এখনই ধাবিত হইতেছি। তুমি দেখ। বনকুসুমাদিতে পরম সুন্দর বনবিহারীবেশে

সুসজ্জিত সেই কৃষ্ণকে (সনাতন-নিত্য) দর্শন করিবার জন্য গোপসুন্দরীগণ যমুনা-তীর সমীপে (যমুনা-পুলিনে) ছুটিতেছে! কিন্তু আমিই পিছনে রহিলাম এইভাব)।

(৫) ধানসি।

কোমল শশিকর-রম্যবনান্তর নির্ম্মিত গীত বিলাস,
তুর্ণ সমাগত, বল্লব-যৌবত বীক্ষণ কৃত-পরিহাস ।। ১ ।।
(জয় জয়) ভানু সুতা-তট—রঙ্গ-মহানট, সুন্দর নন্দকুমার
শরদঙ্গীকৃত, দিব্য রসাবৃত, মঙ্গল-রাস-বিহার ।। ধ্রু ।।
গোপী চুম্বিত! রাগ-করম্বিত! মান-বিলোকন-লীন!
গুণ বর্গোন্নত, রাধা সঙ্গত, সৌহৃদ-সম্পদধীন! ।। ২ ।।
তদ্ বচনামৃত—পানমদাহৃত! বলয়ী কৃত পরিবার!
সুর-তরুণীগণ মতি বিক্ষোভন! খেলন বল্গিত হার! ।। ৩ ।।
অম্বুবিগাহন নন্দিত নিজজন—মণ্ডিত যমুনাতীর,
সুখসম্বিদ্‌ঘন! পূর্ণ-সনাতন! নির্ম্মল নীল শরীর ।। ৪ ।।

৫। শ্রীনন্দনন্দনের অনন্তলীলার মুকুটমণি শ্রীরাসলীলার অপার মহিমা ব্রহ্মা-শিব অনন্তদেবাদিরও অগোচর। কারণ উহার অধিকারী একমাত্র রাগমার্গাবলম্বনে শুদ্ধ-ব্রজমাধূর্য্যে উপাসকগণ এবং প্রগাঢ় লৌল্যই (আসক্তিই) তৎ প্রাপ্তিযোগ্য। অতএব উক্ত সাধকগণের উক্ত রাসলীলার রসাস্বাদনের লোভোৎপত্তি নিমিত্ত পরমপূজ্যপাদ শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ শ্রীরাসলীলার স্মরণাবেশে (উক্তগীতে এবং পরবর্ত্তীগীতে) শ্রীরাসবিহারীর জয় উচ্চারণ করিতে করিতে লীলারসে অবগাহন এবং পরিবেশন দ্বারা ভক্তচিত্তে লোভোৎপাদন ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন। (শ্রীলবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকা তাৎপর্য্য)—

সুমধুর জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত রমনীয় বৃন্দাবনের বনান্তরে নৃত্য-গীত বিলাসারম্ভী শ্রীনন্দকুমারের জয় হউক! সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণে দেহ-গেহ-পরিজন লজ্জা ভয় বিস্মৃত অনুরাগবতী গোপযুবতীগণ দ্রুত সমাগত দর্শন করিয়া উপেক্ষাভঙ্গিময় বাক্যবিন্যাসে পরিহাসপটু হে নন্দনন্দন! তোমার জয় হউক। হে যমুনা-পুলিনের নর্ত্তনস্থলের মহানট—হে শরতের রাত্রিসমূহে অপ্রাকৃত রসময় সুমঙ্গল রাসবিহারি সুন্দর নন্দকুমার তোমার জয় হোক্! হে গোপীগণের চুম্বনাস্পদ! হে রাগালাপে অনুরাগ বর্দ্ধনকারী! হে বিলোকন-মাত্রেই কান্তাগণের মান দূরকারী। হে নিখিলগুণগ্রামে বরীয়সী শ্রীরাধার প্রেমাধীন তোমার জয় হউক! জয় হউক!! হে গোপীবৃন্দের বচনামৃতপান মদোল্লাসি! হে গোপীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত! হে নৃত্যমাধুরীতে ও নৃত্যরঙ্গে চঞ্চলিত মণিহারের সৌন্দর্য্যে দেবাঙ্গনাগণের মতি বিক্ষোভকারী নটরাজ তোমার জয় হউক! জলবিহার রঙ্গে নিজজনের আনন্দবর্দ্ধনকারী! স্নানান্তে উত্থিতা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতাঙ্গিনী প্রিয়াগণের সহিত যমুনাতটভূমির শোভাবর্দ্ধনকারী! হে সান্দ্রানন্দ-বিজ্ঞানস্বরূপ! হে পূর্ণ-সনাতন! হে মায়াতীত নির্ম্মল (মায়া-অস্পৃষ্ট)! হে শ্যামসুন্দর শরীরধারী! তুমি নিরন্তর জয়যুক্ত হও।

(৬) কর্ণাট।

স্ফুরদিন্দীবর নিন্দি কলেবর রাধা কুচ কুঙ্কুমভর পিঞ্জর,
সুন্দর-চন্দ্রক-চূড় মনোহর চন্দ্রাবলী-মানস-শুক-পঞ্জর ।। ১ ।।
জয় জয় জয় গুঞ্জাবলি মণ্ডিত—
প্রণয়-বিশৃঙ্খল গোপীমণ্ডল বরবিম্বাধর খণ্ডন পণ্ডিত ।। ধ্রু ।।
মৃগ-বনিতানন-তৃণ-বিস্রংসন-কর্ম্ম-ধুরন্ধর মুরলী-কূজিত,
স্বারসিক-স্মিত-সুষমোন্মাদিত, সিদ্ধসতী-নয়নাঞ্চল-পূজিত ।। ২ ।।
তাম্বুলোল্লসদাননসারস, জাম্বু-নদ-রুচি-বিস্ফূরদম্বর,
হর, কমলাসন, সনক, সনাতন, ধৃতি বিধ্বংসন লীলাড়ম্বর ।। ৩ ।।

৬। পুনরায় বলিতেছেন—শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমের স্পর্শের আধিক্য বশতঃ অপূর্ব্ব পীতকান্তিধারী (পিঞ্জর)। হে বিকশিত নীলকমল নিন্দিত শ্যামলাঙ্গ! হে সুন্দর মনোহর ময়ূরপুচ্ছচড়াধারি! হে চন্দ্রাবলীর মনোরূপ শুকপক্ষীর পিঞ্জর (খাঁচা)। তোমার জয় হউক! হে গুঞ্জাবলী সুশোভিত শ্যামসুন্দর! স্নেহ-বিবশ গোপাঙ্গনাগণের সুন্দর বিম্বাধর-খণ্ডনে সুপণ্ডিত নটরাজ! তুমি ঐরূপ লীলায় জয়যুক্ত হও। হরিণীগণের মুখ হইতে তৃণগ্রাস ভূপাতনকারী মুরলী কুজন চতুর (হরিণীর দেহধর্ম্ম বিস্মারক) তোমার জয় হউক! স্বাভাবিক মৃদু-মন্দ-হাস্য মাধুরীতে বিমোহিতা সিদ্ধসতী ব্রজবণিতাগণের কটাক্ষ (নেত্রান্তে) পূজিত তনু তুমি জয়যুক্ত হও। হে তাম্বুল রঞ্জিত উল্লসিত মুখকমল! হে জাম্বুনদ হেমকান্তি-উজ্জ্বল বসন-ধারি! অপূর্ব্ব মাধুর্য্যলীলা বিস্তার দ্বারা সনক-সনাতনাদি সিদ্ধগণের এবং শিব-ব্রহ্মাদির ধৈর্য্য-বিধ্বংসকারি! হে গোপীজন বল্লভ! তুমি নিরন্তর জয়যুক্ত হও।

(৭) কামোদ।

কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি,
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন, কেলিকরে ভ্রমরা ভ্রমরী।
রাই কানু—বিলসই রঙ্গে—
কিবা রূপ লাবনি* বৈদ্গধি-ধনি ধনি!
মণিময় অভরণ অঙ্গ ।। ধ্রু ।।
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরি ধর
মধুর মধুর চলি যায়,
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়।
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে,
রাই কানু কর জোরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক তনু ভরে।
মৃগমদ চন্দন করে করি সখী গণ

বরিখয়ে ফুল গন্ধ রাজে,
শ্রম জল বিন্দু বিন্দু শোভা করে মুখ ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে।
হাস বিলাস রস— কলা, মধুর ভাষ
নরোত্তম মনোরথ ভরু,
দুহুকো বিচিত্র বেশ কুসুমে রচিত কেশ
লোচনে মোহন লীলা ধরু।

৭। শ্রীবৃন্দাবন-লীলার সহচর-সহচরীবৃন্দই শ্রীনবদ্বীপ লীলায় (শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন লীলার) শ্রীগৌর পার্যদরূপে প্রকট হইয়া সংকীর্ত্তনলীলা পূর্ত্তি এবং প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পদকর্ত্তা মহাজনগণ তত্তৎভাবাবেশে (শ্রীবৃন্দাবন-লীলার) লীলাস্ফুর্ত্তিতে সত্যবস্তুই গীতছন্দে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের ভাষা ভাবমাধুর্য্যে অলঙ্কৃত হইয়া প্রেমিক ভক্তচিত্তাকর্ষক এবং কণ্ঠভরণরূপে শোভাবিস্তার করিতেছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় (ব্রজলীলায় চম্পকমঞ্জরী) এই গীতে শারদ-পূর্ণিমা রজনীতে প্রিয়া-প্রিয়তম সহচরীগণসহ সুনির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত যমুনাতীরবর্ত্তী কদম্ব-কাননের পথে গমন করিতেছেন—কোন সখী বলিতেছেন—অহো! দেখ, কদম্বতরুর শাখা সমূহ পুষ্পভারাবনত হইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়াছে—(যেন বৃন্দাবনেশ্বর ও বৃন্দাবনেশ্বরীর শুভাগমনে স্বাগত জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিতেছে)। আর অজস্র প্রস্ফুটিত কুসুমের মধুমিশ্রিত সুশীতল সমীরণপরিমলে আজ বৃন্দাবন পূর্ণ। ভ্রমরা-ভ্রমরী মধুপানোন্মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। আর ঐ সুশোভন পথে রাই-কানু প্রেমরঙ্গে (আনন্দোন্মত্ত হইয়া) বিহার করিতেছেন। হে রসিকযুগল ধন্যধন্য! তোমাদের রূপলাবণ্যের শোভা! অঙ্গ মণিময় আভরণে ভূষিত। প্রিয় গিরিধর (গিরিধারী) আজ প্রিয়তমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া মধুর নৃত্যভঙ্গিতে গমন করিতেছেন। অগ্রে ও পশ্চাতে সেবাপরায়ণা সখিগণ প্রিয়-প্রিয়তমের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য পুষ্প-বর্ষণ করিতেছেন, —কোন সখী চামর ব্যজন করিতেছেন। পুষ্পরেণুতে (পরাগে) পথ ধূসরিত এবং চন্দ্রালোকে সুশীতল দেবীর উপরে উপস্থিত হইয়া রাই-কানু উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যানন্দাবেশে পরস্পরের অঙ্গ সম্মিলনে উভয়ের অঙ্গ প্রেমানন্দে পূর্ণ! কস্তুরী ও চন্দন লইয়া সখীগণ সেবার অপেক্ষায় আছেন। কেহ বা তীব্রগন্ধ গন্ধরাজ পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। নৃত্যশ্রমে উভয়ের শ্রীমুখচন্দ্রে বিন্দু বিন্দু শ্রমজল—যেন মুক্তার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। প্রেমানন্দোচ্ছাসে আজ আর মুরলী ধ্বনিত হইতেছে না। হাস্য-বিলাসভঙ্গি-প্রেমপরিপাটি এবং হৃদয়ানন্দদায়ী বাক্য-বিন্যাসে নরোত্তমের মনোভিলাষ আজ পূর্ণ। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আরও কহিতেছেন—আজিকার লীলাতে দুইজনের বিচিত্র বেশ এবং পুষ্পশোভিত কেশরাজি—এই নয়নমুগ্ধকারী লীলা আমার নয়নে লাগিয়া থাকুক।

(৮) কামোদ।

কাঞ্চন-মণিগণ যনু নিরমাওল-রমণী—মণ্ডল সাজ,

মাঝহি মাঝ, মহামরকতমণি, শামরু-নটবর রাজ।
ধনি ধনি অপরূপ-রাস-বিহার—
থির-বিজুরী সঞে, চঞ্চল-জলধর, রস-বরিখয়ে অনিবার ।। ধ্রু ।।
কত কত চাঁদ, তিমিরপর বিলসই, তিমিরহু কত কত চান্দ!
কনক-লতায়ে—তমালহু কত কত, দুহু দুহু তনু তনু বান্ধ।
কত কত পদুমিনী—পঞ্চম গাওত, মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ,
মধুকর মিলিকত, পদুমিনী গাওত, মুগধল গোবিন্দ দাস।

৮। ধন্য-অতিধন্য! এই অপরূপ রাসবিলাস! অপ্রাকৃত বস্তুর উপমার ভাষা (শব্দ) লৌকিক্ অভিধান বহির্ভূত। কেবল অতিপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যদিশব্দ-দ্বারা দিকদর্শন মাত্র। হেম মণি-স্বরূপা সুন্দরীগণ (গোপরমণীবৃন্দ) মণ্ডলী সজ্জিত করিয়া রাসবিহার (রাসনৃত্য) আরম্ভ করিয়াছেন। নটবরশিরোমণি শ্রীশ্যামসুন্দর অচিন্ত্যলীলাশক্তিতে সমসংখ্যক (গোপসুন্দরীগণের সম সংখ্যক) স্বীয় মূর্ত্তিতে তাঁহাদের (গোপসুন্দরীগণের) মধ্যে মধ্যে থাকিয়া (অর্থাৎ এক এক গোপী এবং এক এক কৃষ্ণ এবং সর্ব্ব গোপীর মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ একমূর্ত্তিতে) মাঝে মাঝে থাকিয়া মহামরকতমণির ন্যায় নয়ন-মনমুগ্ধকারী শোভা ধারণ করিয়াছেন। বিদ্যুৎ চিরকাল চঞ্চল ও ক্ষণদৃষ্টি ; কিন্তু আজ স্থির-বিদ্যুতেরসঙ্গে চঞ্চল জলধর অর্থাৎ অচঞ্চলা প্রিয়তমা গোপসুন্দরীগণ সঙ্গে চঞ্চল-শ্যামসুন্দর নিরন্তর প্রেমরস বর্ষণ করিতেছেন। দেখ! কত কত চাঁদ (গোপসুন্দরীগণ) কত কত তিমিরের (শ্যামের) উপরে বিলাস করিতেছেন, এবং কত কত তিমির কত কত চাঁদের সঙ্গে রসবিলাস করিতেছেন। তাঁহাদের পরস্পরের (গোপসুন্দরীগণের এবং শ্যামসুন্দরের) মিলিত অঙ্গ দর্শনে মনে হইতেছে কত কত স্বর্ণলতা এবং কত কত তমাল পরস্পরে অঙ্গ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। চিরকাল পদ্মিনীগণ (গোপসুন্দরীগণ) শ্যামের বংশী গীত শুনিয়া আসিতেছে; কিন্তু আজ পদ্মিনীগণ পঞ্চমস্বরে গান করিতেছে। মধুকর (শ্যামসুন্দরের প্রকাশমূর্ত্তি সকল) সেই গীত শ্রবণে তাঁহাদের (পদ্মিনীগণের) সুরে সুর মিলাইয়া গান করিতেছেন। আবার কত কত মধুকরের (শ্যামসুন্দরের) সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া পদ্মিনীগণ গান করিতেছেন। এই অপ্রাকৃত রাসবিলাস প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

(৯) বেলোয়ার।

বাজত ডম্ফ, রবাব পাখোয়াজ,
করতলে তালতরল এক মেলি।
চলত চিত্র গতি, সকল কলাবতী,
করে কর নয়নে নয়ন করু খেলি।।
নাচত শ্যাম সঙ্গে বর নারী—
জলদ-পুঞ্জ-যনু, তড়িত লতাবলী
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি ।। ধ্রু ।।
নটন হিলোলে, লোল মণি-কুণ্ডল,

শ্রম জলে ঢল ঢল বদন-সুচন্দ।
রসভরে খলিত, ললিত-কুচ-কঞ্চুক
খসত নীবি অরু কররীকো বন্ধ।*
দুহু দুহু সরস, পরস-রস লালস,
রহই দুহু দুহু তনু তনু লাই।
গোবিন্দ দাস পহু, মুরতি মনোহর
কত যুবতি মতি আরতি বাঢ়াই।

৯। ডম্ফ-রবাব-পাখোয়াজ (মৃদঙ্গ-বিশেষ) এবং দ্রুত-করতালের মিলিত ধ্বনির তালে তালে কলাবতী (নৃত্যগীতাদি নিপুণা) ব্রজসুন্দরীগণ বিচিত্র ভঙ্গিতে চলিতেছেন এবং শ্যামনটবরের হস্তে হস্তে এবং নয়নে নয়ন দিয়া অর্থাৎ প্রেমচঞ্চল দৃষ্টিতে (পরস্পরে) রসবর্ষণ করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন। যেন মেঘপুঞ্জের সহিত বিদ্যুৎলতাবলীর অঙ্গভঙ্গিতে কত কত রসবিস্তার করিতেছেন। নৃত্যতরঙ্গে সকলের মণিকুন্তল আন্দোলিত হইতেছে এবং শ্রমজলে মুখকমল ঢল ঢল করিতেছে। রসাবেশে সুন্দর কুচ-কঞ্চুক (বক্ষাবেষ্টনী) স্থলিত হইয়া গিয়াছে, আর কটিবস্ত্র বন্ধন এবং কবরীবন্ধন খুলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক যুব-যুগলই (এক এক গোপীর সঙ্গে এক এক শ্যামসুন্দর) পরস্পরের স্পর্শ-রসলালসায় অঙ্গে অঙ্গ লাগাইয়া রসানন্দে মত্ত রহিয়াছেন। দর্শনকারিণী সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন—দেখ! আমার প্রভু (সমর্থ) কত মনোহর মূর্ত্তিধারণে রসকৌতুকে কত কত যুবতীগণের চিত্তের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছেন। (কত কত অর্থাৎ অগণিত)।

(১০) গান্ধার।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর
যমুনার তীরে কেলীকদম্বের বন,
রতন বেদীর পর বসাব দুই জন
ললিতা বিশাখা আদি সব সখীবৃন্দে
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে
শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনেরগন্ধ
চামর ঢুলাবে কবে হেরব মুখচন্দ
মালতী ফুলের মালা গাঁথি দিব উরে
অধরে তুলিয়া দিব তাম্বুল কর্পূরে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস
নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ।

১০। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই প্রার্থনা গীতে শ্রেয় সাধ্য যুগল-কিশোরের তীব্র উৎকণ্ঠাময়ী সেবাভিলাষ ব্যক্ত। প্রশ্ন! যাঁহারা নিরন্তর অন্তরে-বাহিরে যুব-যুগলের সেবায় নিমগ্ন (নিযুক্ত) রহিয়াছেন—তাঁহাদের আবার সেবাভিলাষের প্রার্থনা কেন? ইহাই প্রেমের রীতি! যার প্রেম যত গাঢ় (অধিক) তাঁর প্রেমের অভাববোধও ততোধিক। অর্থাৎ অভাব-বোধ বা তৃষ্ণাই ভজনের প্রাণ। নিরন্তর সেবাভিলাষই ভক্তের ভক্তত্ব বা দাসের দাসত্ব অর্থের সার্থকথা। নিরন্তর বর্দ্ধনশীল সেবাভিলাষই দাসত্বের (দাসীত্বের) পরিচয়। কান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধারানী,—যাঁর কায়-বাক্য-মন প্রাণপ্রিয়তমের শ্রীমাধবের নিরন্তর সেবাসুখৈক তাৎপর্য্যেই-যুক্ত-রহিয়াছে,—তিনিও সর্ব্বদা মনে করেন—হায়! আমার এই জীবন-যৌবন প্রাণভরে প্রাণনাথের সেবা না করিতে পাইয়া বৃথায় গেল।

তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—যুগল-কিশোর শ্রীরাধাকৃষ্ণই আমার প্রাণ। দেহে প্রাণ না থাকলে তাহা যেমন অস্পৃশ্য-ঘৃণ্য-শবতুল্য হইয়া থাকে—তদ্রূপ এই দেহ অবলম্বী দেহী (জীব) ও তদবস্থা প্রাপ্ত হইবে। প্রাণস্বরূপ শ্রীযুগল-কিশোরের সেবা ব্যতীত আমার বাহ্য দৈহিক সকল ক্রিয়াই নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। "জীবের নিত্য-স্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণদাস"—এই অর্থ বিপর্য্যয় হেতু মায়ার কবলে অবশ্যই পড়িতে হইবে। ভাব হি ভব কারণম্ আর দেহের সঙ্গে জীবের ইহকালের সম্বন্ধ ; কিন্তু যুগল-কিশোর ইহ-পরকাল দুইকালের অনন্য গতি। তাই বললেন জীবনে মরণে গতি।

হায়! আমার কি এমন শুভদিন হইবে? প্রেমধাম শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতীরে কেলি-কদম্ব কাননে শোভিত নিকুঞ্জে মনোহর বেদীর উপরে দুই-প্রাণপ্রিয়তমকে বসাইব এবং ললিতা-বিশাখাদি যুথেশ্বরী সখীবৃন্দের আদেশে তাঁহাদের যুগল চরণ-কমলের সেবা করিব? হায়! কবে শ্যাম-গৌরী (রাধা শ্যাম সুন্দরের) শ্রীঅঙ্গে চুয়াচন্দন লেপন করিব? কতদিনে চামর-ব্যজন করিতে করিতে তাঁহাদের বদন-কমল দর্শন করিব? কবে স্ব-হস্তে মালতীফুলের মালা গাঁথিয়া দুই-জনের বক্ষে পরাইব! আর কর্পূর-বাসিত তাম্বুল অর্পণ করিব? হে গৌরসুন্দর তোমার দাসের অনুদাস নরোত্তর দাস এই সেবা অভিলাষ করিতেছে। (অভিলাষ আর কতদিনে পূর্ণ হইবে?)

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণির পূর্ব্ববিভাগে রাসলীলা বর্ণন

(ত্রিংশত্তম ক্ষণদা পৌর্ণমাসী) সমাপ্ত।

সৎ-সেবক-আশ্রম
রাণাপতিঘাট বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত

১। মন্ত্রার্থ-দীপিকা

২। শ্রীশ্রীগৌরনাম সহস্রাবৃত্ত

৩। শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র

৪। শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের অষ্টকালীয় বহিঃকালীয় বহিঃপূজা-পদ্ধতি

৫। চিত্ত-প্রসুনাঞ্জলি

৬। সিদ্ধ-স্বরূপ এবং সেবা

৭। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত কণ্

৮। শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত-জীবন

৯। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ ১৪০.০০

১০। অপ্রাকৃত-জগতে সেবা

১১। শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন মহিমা

১২। শ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি